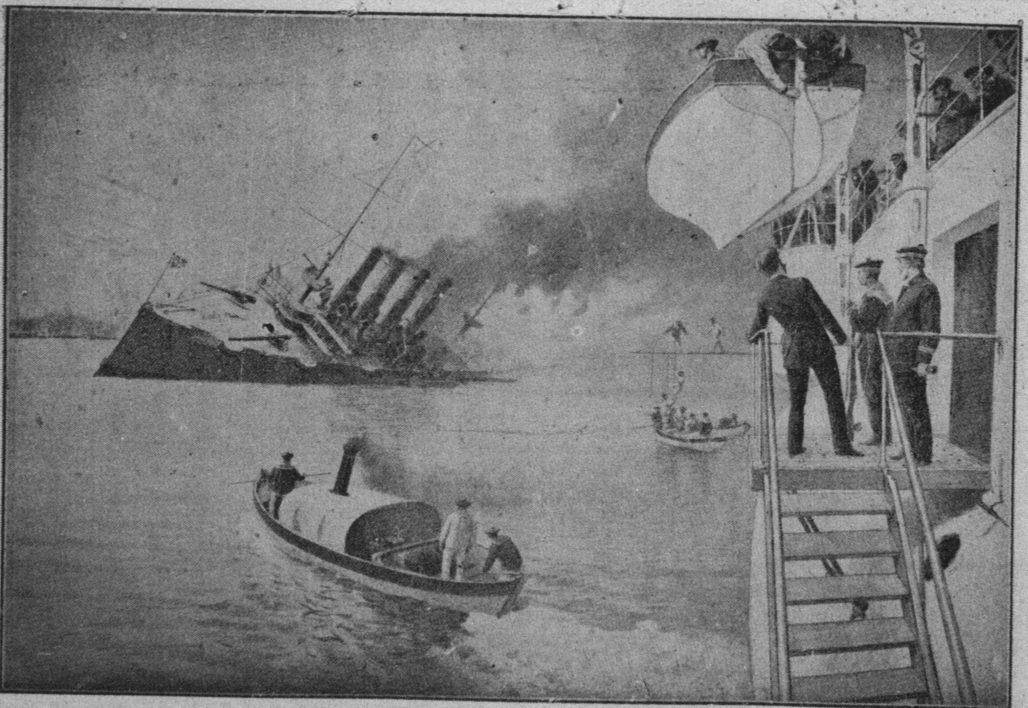


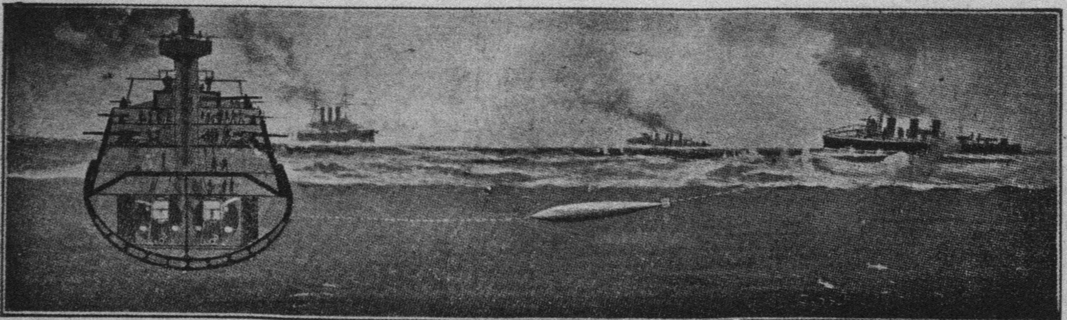
রুষদিগের ভারিয়াগ জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে।

[১৪ পৃষ্ঠা।]



জেনারেল ওকু, জাপানী ২নং সেনাদলের প্রধান সেনাপতি।

[১১০ পৃষ্ঠা।]



ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত টর্‌পেডো নিজ কলের সাহায্যে শত্রুর রণপোত আক্রমণ করিতে যাইতেছে।

[১৭ পৃষ্ঠা]

Beadon Art Press, Calcutta.



আড্‌মিরাল ফ্রিডল্‌ফ।

[১৬৮ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

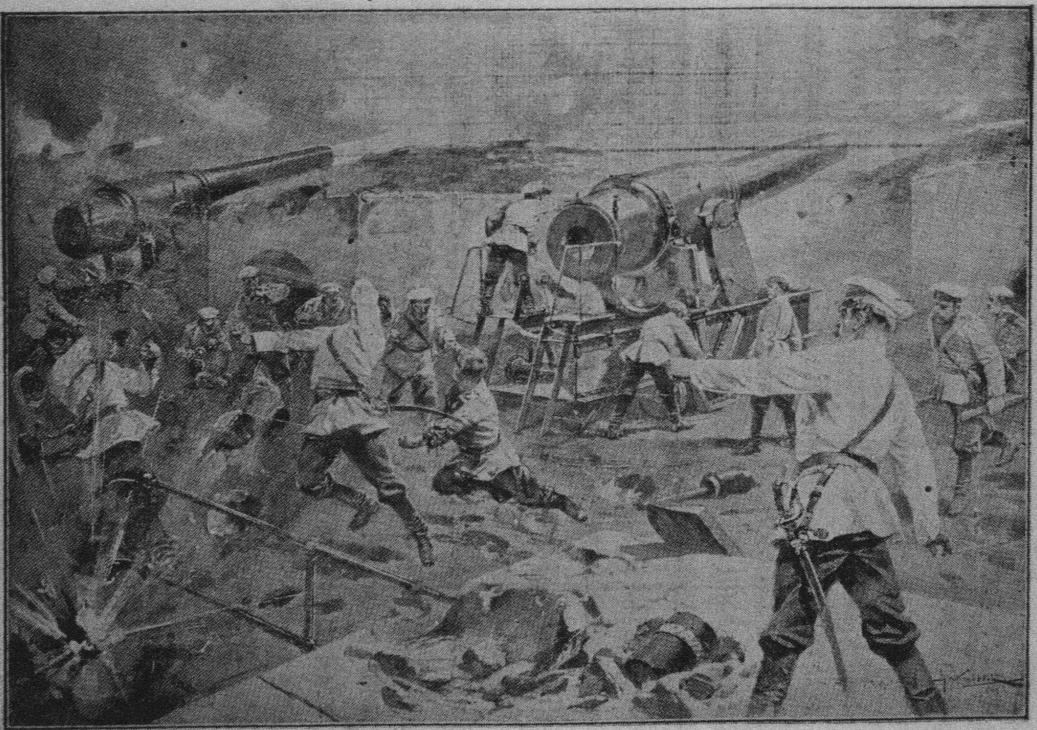
যুদ্ধ-সজ্জায় এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা স্তম্ভিত রহিল ;—কিছুই করিল না।

১৯শে মে কোরিয়া সমুদ্র তীরস্থ টাকুসান নামক বন্দরে আর এক দল জাপানী সেনা নামিল। সঙ্গে নানা যুদ্ধতরী,—এই সকল যুদ্ধপোত হইতে গোলাবৃষ্টি হওয়ায়, রুষগণ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন জাপানিগণ বন্দরে নামিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল ; পূর্ব্বের ন্যায় এবার আর তাহারা রুষ তাড়াইয়া আবার জাহাজে উঠিল না।

সন্ধ্যা ৭টার সময় জাপানিগণ দেখিল যে একদল কসাক সৈন্য বন্দরের দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া জাপগণ নিরাপদে দুই দিক দিয়া তাহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। তখন ঘোড়া ছুটাইয়া পলায়ন ব্যতিত আর উপায় নাই দেখিয়া, রুষ-কসাকগণ স্ব স্ব ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। কিন্তু একজন সেনাধ্যক্ষ ও ৯ জন সেনা প্রাণ হারাইল,—অপরে কোন গতিকে প্রাণ লইয়া পলাইল। জাপানিদিগের কেবল একজন মাত্র এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল।

এ সকল যুদ্ধ নহে ;—তবুও রুষগণ প্রতিপদেই হারিতেছে ও পশ্চাৎপদ হইতেছে দেখিয়া, জাপগণ উৎসাহে শত গুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। রুষগণকে মহাবীর মহাযোদ্ধা বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল ; রুষকে অতি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু ভাবিয়া জাপগণ তাহাদিগকে বহুদিন হইতে মনে মনে ভয় করিত ;—সুতরাং প্রথমেই তাহারা এইরূপে রুষকে পদে পদে পরাজিত করিতে পারিতেছে,—ইহাতে যে তাহাদের উৎসাহ শত গুণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি !

এইরূপে সেনাপতি ওকু তাঁহার সৈন্যগণ নানা স্থানে নামাইয়া, ধীরে ধীরে পোর্ট আর্থারকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। পোর্ট আর্থারের পশ্চাতস্থিত রেল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। সমুদ্রের এক তীর হইতে জাপগণ অন্য তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, সমস্ত স্থান দুর্গে পরিণত করিতে লাগিল ;—আর



অবরুদ্ধ পোর্টআর্থার ; রুষ-কামান অবিশ্রান্ত গোলা চালাইতেছে।

লেফ্‌টানেণ্ট হোতা একদল সৈন্য লইয়া স্থলে অবতীর্ণ হইয়া টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত "মাইন" ধৃত ও নষ্ট করা কার্য্য চলিল। কিন্তু এই বিপদজনক কাজ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল না। জাপানের একখানি টরপেডো বোট একটা "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া জলমগ্ন হইল।

১৪ই মে আবার জাপানিগণ এই ভয়াবহ "মাইন" ধৃত করণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন রুষগণ কয়েকটা বড় বড় কামান আনিয়া জাপ যুদ্ধপোতেব উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। জাপানিগণও প্রত্যুত্তর দিতে বিরত হইলেন না;—বহুক্ষণ উভয় পক্ষে গোলা চলিল। জাপানিগণ এই গোলাবৃষ্টির মধ্যে নীরবে "মাইন" ধ্বংস করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহাদের এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল। তাঁহাদেব ক্রুজার জাহাজ মিয়াকো "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল,—বাইশ মিনিটেব মধ্যে মিয়াকো জলমগ্ন হইল। রুষ জাহাজ পেট্রোপাভল্‌স্ক দুই মিনিটে ডুবিয়াছিল! জাপানিগণ বাইশ মিনিট সময়ে জাহাজস্থ অধিকাংশেরই প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত এ যুদ্ধে জাপানের একখানি জাহাজও নষ্ট হয় নাই। এক্ষণে অদৃষ্টলক্ষ্মী তাঁহাদের উপর বিরূপা হইলেন। দুইদিনে তাঁহাদের দুই খানি জাহাজ নষ্ট হইল। ইহাতেও জাপানিগণ নিরুৎসাহ হইলেন না। পরদিন আবাব অনেক "মাইন" নষ্ট করিলেন। আড্‌মিরাল কাটাওকা নিজ রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "রুষগণ গোলা চালাইয়া আমাদের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাঘাত দেওয়া সত্বেও অনেক "মাইন" নষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু আরও অনেক আছে,—সে গুলিও নষ্ট করা হইবে।"

১৫ই মে রবিবার জাপানের ঘোর অদৃষ্ট বৈগুণ্য ঘটিল। পোর্ট আর্থার বন্দর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে তাহাদের কয়েক খানি যুদ্ধপোত ঘুরিতেছিল। সহসা তাহাদের বৃহৎ ব্যাটেলসিপ



সেনাপতি নজু।

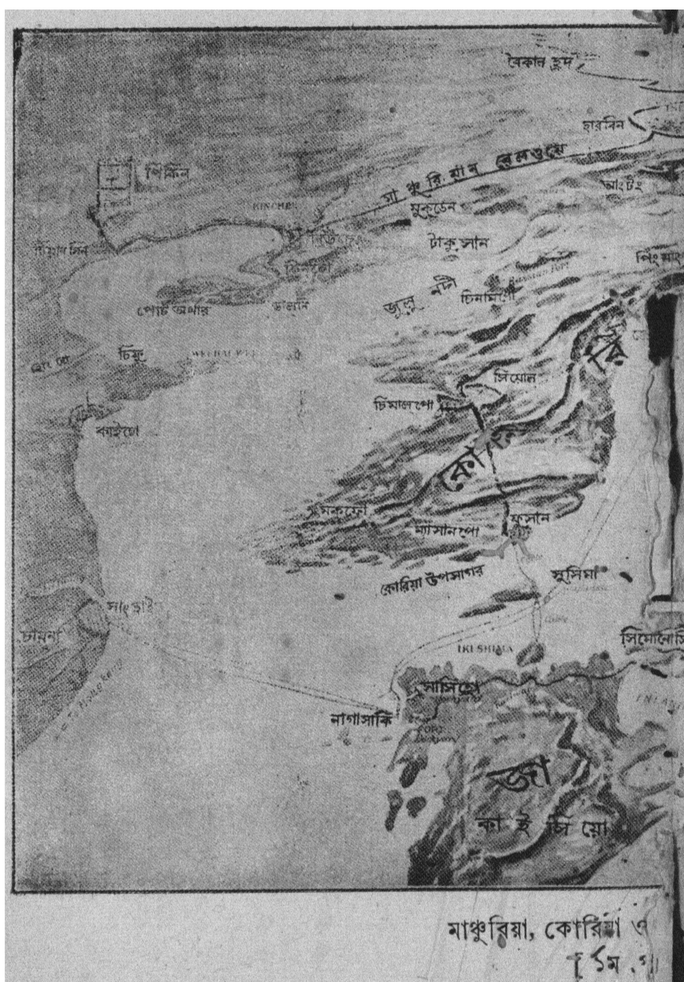
[২৫৫ পৃষ্ঠা।]

Pecdon Art Press, Calcutta.



জাপান-সম্রাট।

[২য় খণ্ড, ১ পৃষ্ঠা।]



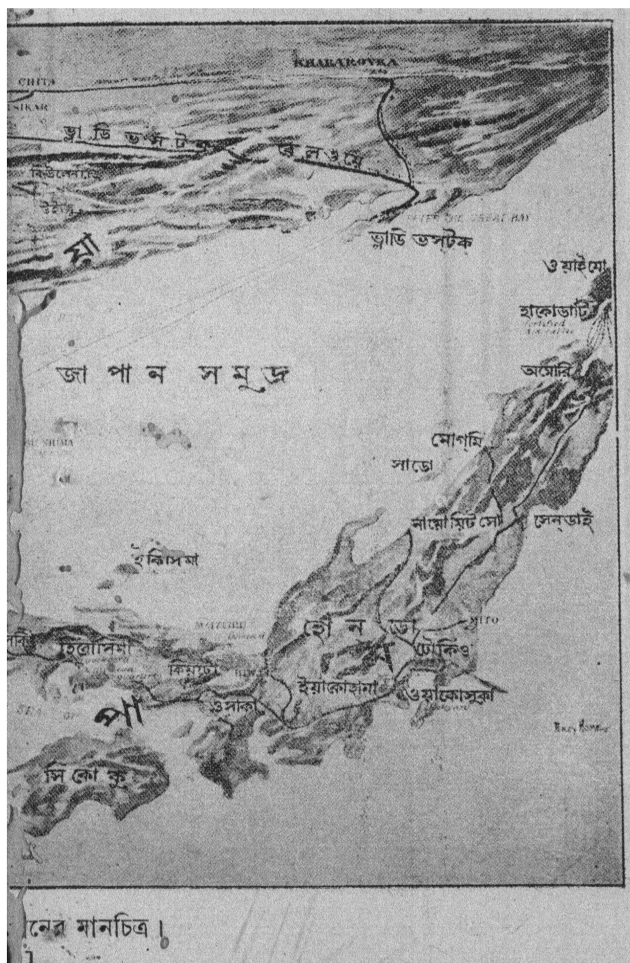
মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও
[১ম .



রুষ-সম্রাট নিকোলাস।

[২য় খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.


KHABAROVKA
CHITA
ভ্লাডিভস্টক
জাপান সমুদ্র
ওয়াইসো
হাকোডাটি
অমোরি
মোগৃমি
সাডো
সেন্ডাই
হোনডো
টোকিও
ইয়াকোহামা
ওসাকা
কিয়াটো
হিরোসিমা
সিকোকু
MITO

নের মানচিত্র।

জেনারেল ষ্টসেল। [২য় খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা।]



জাপ-রমণী হাঁসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী রূপে ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। [২য় খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।]



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব আভাষ।

উনবিংশ শতাব্দীতে রুষ-জাপান যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় সংঘটিত হয় নাই। এক দিকে প্রবল পরাক্রান্ত রুষ সাম্রাজ্য;—অপর দিকে ক্ষুদ্র জাপান;—অন্ততঃ সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে জাপান নগণ্য। একশত বৎসর পূর্ব্বে জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টি,—অর্দ্ধ সভ্য অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র জাতির নিবাস স্থল ছিল। এই ক্ষুদ্র জাতি রুষের ন্যায় মহা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সহিত যে যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু গত ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া জাপানী যুবকগণ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিতেছিলেন। তথায় তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া দেশে যে এক ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে ছিলেন, তাহা কেহই জানিতেন না। রুষও তাহা জানিতেন না;—জানিলে বোধ হয় এ মহা যুদ্ধ



পোর্টআর্থার বিজেতা জেনারেল নগি। · [২য় খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।]

ঘটিত না ;—সমস্ত এসিয়া খণ্ডেও এক নূতন আলোক বিকীর্ণ হইত না। এই আলোক হইতে ভারত, তুরস্ক, পারস্য, মিসর সকলেই এক নূতন আলোকে আলোকিত হইয়াছে ;—ইহার ফল কি হইবে, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহেন।

বহু বৎসর হইতে রুষ ধীবে ধীবে সমস্ত এসিয়া খণ্ডকে গ্রাস কবিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন। ইয়োরোপে রুষ সাম্রাজ্যই সকল সাম্রাজ্য হইতে বৃহৎ। রুষ জাতির নিম্ন স্তরস্থ ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাপন্ন হওয়া সত্বেও, রুষ সম্রাট পিটার দি গ্রেট, রুষ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাটগণ সকলেই বহু প্রাজ্ঞ, বহু বিচক্ষণ, মহাযোদ্ধা মন্ত্রীগণে পবিবেষ্টিত হইয়া, ধীরে ধীবে সাম্রাজ্য বিস্তাব করিতেছিলেন। ক্রমে রুষবাজ এসিয়ার সমস্ত উত্তরাংশ সাইবিবিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। দক্ষিণেও আফগানিস্থানেব সীমা পর্য্যন্ত আসিলেন। মধ্যে গোবি নামে মরুভূমি না থাকিলে, বোধ হয় তিব্বতও অধিকাব করিতেন। কিন্তু ইহাতেও রুষদিগেব রাজ্যলীপ্সা উপশমিত হইল না। তাঁহারা সাইবিরিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ভ্লাডিভস্টক্ নামক স্থানে দুর্গ ও বন্দর স্থাপন কবিলেন। তৎপরে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ,—চীনেব অধীন রাজ্য,—রুষ-রাজ ক্রমে ইহাও ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গ্রাস করিতে আবম্ভ করিলেন। আমরা এই পুস্তকে যে মানচিত্র প্রদান করিলাম, তাহা দেখিলেই সকলেই অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন যে রুষ সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইবার পব এই মহা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে।

চীন সাম্রাজ্য রুষ সাম্রাজ্য হইতে ক্ষুদ্র নহে। রুষেব সাইবিরিয়া প্রদেশ প্রায় লোকশূন্য বিস্তৃত অবণ্যানিতে পূর্ণ। তাহার উপর বৎসরেব অধিকাংশ সময় ইহা তুযাব মণ্ডিত হইয়া রহে; কিন্তু চীন বাজ্যে কোটী কোটী লোকের বাস। চীনগণ পবিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সুকৌশলী ;—ধনে ধান্যে ঐশ্বর্য্যে চীন-রাজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যেব কোথায় কি হইতেছে,



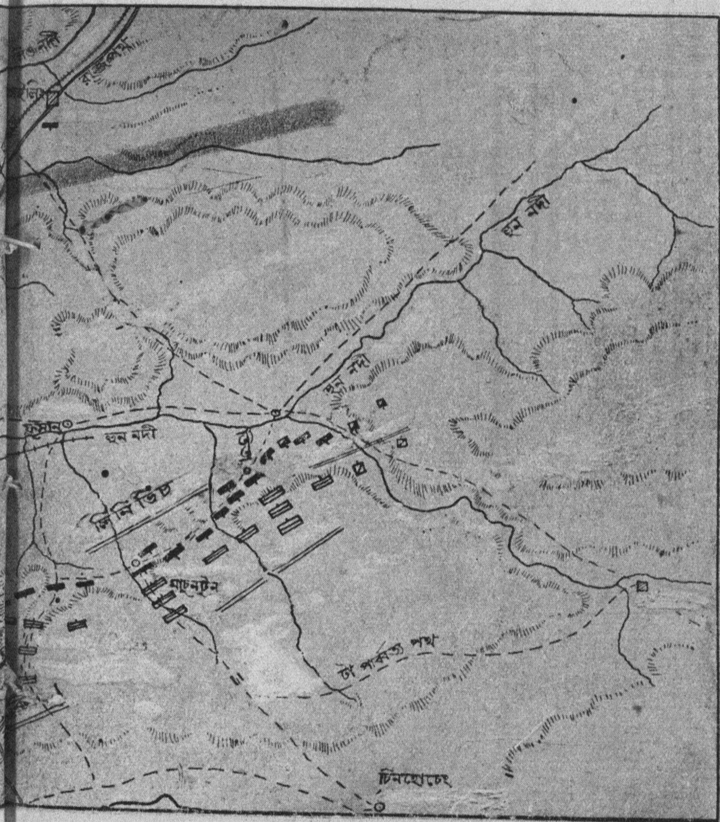
জাপানী শেল (কামানের গোলা)। [২য় খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।]

তাহার সংবাদ রাজধানী পিকিন সহরে কদাচিত উপস্থিত হয়। ভারতের মুসলমান রাজত্ব কালের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ একরূপ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া থাকেন। তাহার উপর চীনগণ প্রাচীনে ঘোরতর ভক্ত; সহজে নূতন কিছুই গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহেন। রুষ ইহা বেশ বুঝিতেন; তাহাই তাহারা নিঃশব্দে মানচুরিয়া প্রদেশে বাণিজ্যের নামে, খনিজ উদ্ধারের নামে, রেল বিস্তারের নামে, চীন মন্ত্রীদিগকে কখন ভয় দেখাইয়া, কখন তোষামোদ করিয়া, নানারূপ ইজারা লইয়া নামে চীনের অধীন থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে দেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ভ্লাডিভস্টক্ বন্দর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না; মাঞ্চুরিয়ার নানাস্থানে নগর স্থাপন করিয়া সেই সকল নগর ও দুর্গে অগণিত সৈন্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা সাম্রাজ্য বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রকাশ্যে বাণিজ্যের ভণিতা। ধীবর যেরূপ নদীর এক প্রান্তে জাল পাতিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নদী বেষ্টন করিয়া নদীস্থ সমস্ত মৎস্যকে এক স্থানে টানিয়া আনিয়া ধৃত করে,—রুষও ঠিক সেইরূপ ভাবে সমস্ত এসিয়া খণ্ড বেষ্টন করিয়া নিজ জালে পাতিত করিতেছিলেন। চীন তাহা বুঝিলেন না। ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির দৃষ্টিও আকর্ষিত হইল না; কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান রুষের অভিসন্ধি বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন রুষ মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে দুর্ব্বল কোরিয়া রাজ্য; তাহা রুষের পক্ষে গ্রাস করা অতি সহজ কার্য্য। কোরিয়া ও জাপানের মধ্যে ক্ষুদ্র জাপান সাগর মাত্র। রুষ কোরিয়া অধিকার করিলে, তখন জাপানের আত্মরক্ষা করা সুকঠিন হইবে। বিশেষতঃ তখনও জাপান অর্দ্ধ সভ্য। ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে বিজ্ঞান বলে অতুলনীয় ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে, তাহা জাপানীরা কিছুই অবগত নহে; সুতরাং মহা প্রবলপরাক্রান্ত রুষ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিলে, তাঁহাদের আত্ম রক্ষা করিবার আর কোনই আশা নাই। জাপানের বিচক্ষণ

০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৪০
ইংরেজি মাইল
রুষ পদাতিক অশ্বারোহী
জাপানী
বিভিন্ন সেনাপতিগণের নাম, যথা; অকু
প্রধান প্রধান রাস্তা অন্যান্য পথ
রেলওয়ে ছোটরেল
লিও নদী
মুক্‌ডেন
সাখো
ডেনতাই
ডেনতাই খনি

মুক্‌ডেন যুদ্ধের মানচিত্র।

সম্রাট ও অতি বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ ইহা বেশ উপলব্ধি করিলেন। যখন চীন নিদ্রিত,—ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিব দৃষ্টিও এত দূরে পতিত হয় নাই,—তাঁহাবা রুষেব উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই,—তখন,—সেই ৫০।৬০ বৎসব পূর্ব্বে,—জাপানের প্রাজ্ঞগণ তাহা বুঝিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহাবা আত্ম বক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জাপানী যুবকগণ জাহাজের সামান্য খালাসী হইয়া ইয়োবোপের নানাদেশে ও আমেবিকাব নানাস্থানে গিয়া যুদ্ধবিদ্যা, রণপোত নির্ম্মাণ ও চালন বিদ্যা, আধুনিক বিজ্ঞান ও ইয়োবোপীয় সমস্ত বিদ্যা প্রাণপণ যত্নে অমানুষিক পরিশ্রমে শিক্ষা কবিতে লাগিলেন। জাপান সম্রাট মিকাডো এই সকল মহা উদ্যমশীল উৎসাহী যুবকদিগেব ব্যয় সংকুলান কবিতে লাগিলেন। ইয়োবোপের সকল জাতিই, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও আমেবিকা, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাপানী যুবকদিগেব শিক্ষাব জন্য অনৈসর্গিক ব্যাকুলতা দেখিয়া, অতি প্রীত হইয়া সকলেই ইহাদিগকে সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। বৎসরেব পব বৎসব শত শত জাপানী যুবক দেশ হইতে অতি দূর দেশ, ইয়োরোপ ও আমেবিকায় গমন করিয়া, সাহিত্য, বিজ্ঞান সমস্তই আয়ত্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন। দেশে আসিয়া তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বহিলেন না। দেশেব যুবকগণ এই সকল বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণেব নিকট সকল প্রকার বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। জাপানেব নানাস্থানে নানা কল কাবখানা স্থাপিত হইল। ইয়োরোপীয় প্রথায় সেনাগণ শিক্ষিত হইতে লাগিল। একদিনে জাপান সম্রাট পুবাতন নাশ করিয়া সমস্ত দেশে বিলাতি ধরণেব বাজ্যশাসন পরিবর্ত্তিত কবিলেন। একদিনে জাপানীগণ নিজেদের বেশ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরাজী পোষাক পরিধান আবম্ভ কবিলেন। অসভ্য জাপান সহসা সুসভ্য হইয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত ও তুষ্ট, কিন্তু জাপান যে প্রাণের দায়ে রুষেব হস্ত হইতে আত্মরক্ষাব জন্যই এরূপ করিতেছেন, তাহা তখন কেহই বুঝিলেন না। ভাত, ও



...ীয় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।]

মৎস্যভোজী, কাগজের গৃহে বসতি, অতি দরিদ্র ক্ষুদ্রাকারের জাপানী জাতি যে উন্নতিব পদে অগ্রসর হইতেছে, ইহা দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট ; কিন্তু জাপান ধীবে ধীবে কত দূব অগ্রসর হইয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পাবিলেন না। এদিকে রুষ নিজ রাজধানী দূব সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে এক বহু বিস্তৃত বেল লাইন বহু অর্থ ব্যয়ে মাঞ্চুবিয়া পর্য্যন্ত আনিয়া ফেলিলেন। ক্রমে সেই লাইন ধীরে ধীবে কোরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। জাপানেব আর রুষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ রহিল না। জাপান বুঝিলেন যে চীনেব অন্ধতা, অসাবধানতা বা মূর্খতাবশতঃ রুষ অনায়াসেই তাহাদিগকে ভুলাইয়া বা ভয় দেখাইয়া, তাহাদের সহায়তায় কোবিয়াকে গ্রাস কবিবে। আব নিরস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহাদেব ভবিষ্যতে আব বক্ষাব উপায় থাকিবে না। তাহাই জাপান দ্বিগুণ উৎসাহে বহু সেনা ইয়োবোপেব প্রথায় শিক্ষিত করিলেন। কিন্তু জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টি ;—ইহাব চারিদিকে সমুদ্র ;—পরাক্রান্ত যুদ্ধপোত না থাকিলে, রুষেব হস্ত হইতে জাপানেব রক্ষা নাই ; সুতরাং জাপান সম্রাট ও তাঁহাব বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ ইয়োবোপের নানাস্থান হইতে যুদ্ধপোত ক্রয় করিতে আরম্ভ কবিলেন। নিজ দেশেও ইয়োবোপীয় প্রথায় বৃহৎ বৃহৎ বন্দব নির্ম্মাণ কবিয়া সেই সকল বন্দবে নানা বৃহৎ যুদ্ধপোত নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই নীববে নিঃশব্দে যুদ্ধেব আয়োজন হইতে লাগিল। জাপান কি কবিতেছেন, তাহা অপর কেহই অবগত হইতে পারিল না।

কিন্তু এদিকে রুষ কর্ত্তৃক বহু বিস্তৃত সাইবিরিয়ান রেল পথ নির্ম্মিত হওয়ায়, ইয়োবোপ ও আমেরিকাব দৃষ্টি চীন ও মাঞ্চুবিয়ার প্রতি পতিত হইল। সকলেরই দূত পিকিনে ছিলেন। তখন সকলেই চীনরাজ্যে রুষেব ন্যায় অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। চীন দুর্ব্বল ;—ইয়োবোপ ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করিতে অপারক ; কাজেই চীন সকলেবই অনুরোধ



এড্‌মিরাল টোগো ও তাঁহার পরিবারবর্গ। মধ্যস্থলে টোগো, বামে স্ত্রী, দক্ষিণে কন্যা ও পশ্চাতে দুই পুত্র। ২৪১ . পৃষ্ঠা।

নীরবে রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে লাগিলেন। রুষ ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন ;—ইংলণ্ড, জার্ম্মানি,আমেরিকা প্রভৃতিও মাঞ্চুরিয়াতে সমভাবে ব্যবসা করিবার জন্য চীনকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। চীন সম্মত হইতে বাধ্য ; রুষও প্রকাশ্যে একরূপ এই বন্দোবস্তে সম্মত হইলেন। সকলে সমানভাবে বিনা বাধায় মাঞ্চুরিয়ায় ব্যবসায় কবিতে পাবিবেন, এই ওপনডোর পলিসি বা অবাধ বাণিজ্যে মুক্তদ্বার নিয়ম, প্রকাশ্যে স্থির হইল সত্য, কিন্তু কাজে রুষ গোপনে গোপনে অন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

চীনেব যুবক বৃন্দেব এই সময়ে চৈতন্যেব উদয় হইল। তাহারা দেখিল যে একদিকে রুষ, অপব দিকে নূতন আলোকপ্রাপ্ত জাপান, চীনকে গ্রাস কবিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন সাবধান না হইলে, ভবিষ্যতে চীন কিছুতেই ইহাদেব হস্তে বক্ষা পাইবে না। তাহাবা বিদেশীদিগকে দূব কবিবাব জন্য উত্থিত হইল। এই স্বদেশহিতৈষীগণই পবে "বক্সাব" নামে অভিহিত হইয়াছিল। চীনের মন্ত্রীগণ জাপানকে অসভ্য নগণ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। চীনই ধর্ম্মবিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, সকল বিষয়েই জাপানের মাননীয় গুরু। সেই জাপান তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছে ভাবিয়া, বিনা কাবণে জাপানকে সমুলে নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা কৃবি-লেন। জাপান ইহাতে দুঃখিত হইলেন না। তাঁহাবা প্রকৃত পক্ষে কত দূব ইয়োবোপীয় যুদ্ধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এই যুদ্ধে তাহা পবীক্ষা করিতে পাবিবেন ভাবিয়া, অতি সোৎসাহে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এক দিনেব যুদ্ধেই চীনেব প্রাচীন যুদ্ধপোত সকল জাপান যুদ্ধপোত কর্ত্তৃক ধ্বংসিভূত হইয়া গেল। জাপান চীন অধিকাবে জয় জয় শব্দে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকা জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বলিলেন,—না আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না, আমরা কেহই চীনেব স্বাধীনতা লোপ করিতে পারিব না। সমগ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করেন, এ শক্তি জাপানের ছিল না ;—কাজেই জাপান যুদ্ধে বিরত হইলেন। চীনকে যুদ্ধের

ব্যয়স্বরূপ, বহুকোটী টাকা জাপানকে দিতে হইল। এই টাকার এক পয়সাও জাপান অন্য কিছুতে ব্যয় না করিয়া, তাহাতে যুদ্ধপোত ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

জাপান চীনের কোন অংশ পাইলেন না। তবে রুষ, জার্ম্মান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা সকলেই চীনের দক্ষিণাংশে, ব্যবসা সুরক্ষা করিবার অছিলায়, কিছু কিছু সৈন্যরক্ষা ও দুই একখানা যুদ্ধপোত রাখিবার জন্য, এক একটা বন্দর চীনের নিকট হইতে ইজারা লইলেন। রুষ কোরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থিত জমি ইজারা লইয়া পোর্ট আর্থার ও ডাল্‌নি সহর নির্ম্মাণ করিলেন। এই সাগরের ঠিক অপর পারে ইংরাজেরা চিফু বন্দর গ্রহণ করিলেন। জাপান কেবল টাকা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন। রুষ, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড কেহই জাপানের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না,—তখনও জাপান তাঁহাদের নিকট নগণ্য!

ইংলণ্ড ও জার্ম্মানি তাঁহাদের বন্দর সম্বন্ধে চীনের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাই পালন করিলেন; কিন্তু রুষ সে অঙ্গীকার রক্ষা করিলেন না। তাঁহাদের ইয়োরোপে বা এসিয়ায় ভাল বন্দর ছিল না। ইয়োরোপে রুষিয়া শীতের দেশ;—তথায় তাঁহাদের অধিকারস্থ বন্দর ছয় মাস বরফে জমিয়া থাকে, জাহাজ চলাচলের উপায় থাকে না। মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে তাঁহারা যে ভ্লাডিভস্‌টক্‌ বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও ছয়মাস বরফে জমিয়া থাকে; সুতরাং বারমাস জাহাজ চলাচল করিতে পারে, তাঁহারা এইরূপ একটী বন্দরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কাজেই চীনের চক্ষে ধূলি দিয়া ও ক্ষুদ্র জাপানকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহারা পোর্ট আর্থার লাভ করিয়া উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানি তাঁহাদের বন্দরে সামান্য মাত্র সৈন্য রাখিয়া ছিলেন; তাঁহারা এই সকল বন্দরে অধিক অর্থব্যয় করেন নাই; কিন্তু রুষ পোর্ট আর্থারে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। নীরবে তাঁহারা ইহাকে এক ভয়াবহ দুর্ভেদ্য

দুর্গে পরিণত করিলেন। বন্দরে ধীরে ধীরে নানা যুদ্ধপোত সমবেত করিতে লাগিলেন। দলে দলে রুষ সৈন্য পোর্ট আর্থার দুর্গে নীত হইতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে,—তাঁহারা তাঁহাদের বহু বিস্তৃত সাইবিরিয়ান রেলপথ পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত আনিয়া ফেলিলেন। এই রেলপথে অগণিত সৈন্য মাসে২ আসিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার এতই গোপনে ও নীরবে সংঘটিত হইতেছিল যে অনেকেই রুষ কি করিতেছেন, অবগত হইতে পারিলেন না; কিন্তু জাপান নিদ্রিত নাই। জাপান বুঝিলেন, রুষ চীনের তিনদিক ঘেরিয়াছে, এখন কোরিয়া গ্রাস হইয়া জাপান ধ্বংস হইলে, চীনকে রুষের হস্ত হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। চীনের যুবকবৃন্দ এ কথা বুঝিলেন। তাঁহারা অকর্ম্মণ্য চীন মন্ত্রীগণের মুখাপেক্ষা করিলেন না;— একেবারে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। এই বক্সারগণ চারিদিকে অরাজকতা বিস্তার করিয়া ইয়োরোপীয় ও আমেরিকার সর্ব্ব জাতিরই প্রাণ নাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। সংবাদ আসিল, বিভিন্ন রাজ্যের দূতগণ এই সকল বক্সার দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মান, রুষ, আমেরিকা ও জাপান অনতিবিলম্বে চীনের রাজধানী পিকিনের দিকে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। চীনেরা পিকিন সহর পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। সম্রাজ্ঞী সদলে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে প্রস্থান করিলেন। ইচ্ছা করিলে সকলে বৃহৎ চীন সাম্রাজ্য নিজেদের ভিতর বিভাগ করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু এরূপ বিভাগ অসম্ভব। তাহাই চীনের রাজ্য চীনকে প্রদান করিয়া, সকলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তখন সকলেই বুঝিলেন যে তাঁহারা রুষের হস্ত হইতে চীনকে রক্ষা না করিলে চীনের অস্তিত্ব থাকিবে না। রুষেরও পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস ছিল না; কাজেই প্রকাশ্যতঃ রুষ অন্যান্যের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চীনের স্বাধীনতা কখনও বিলুপ্ত হইবে না, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। সকলে সৈন্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু জাপান মনে মনে বুঝিলেন যে রুষের

একটী কথার উপরও নির্ভর করা যায় না। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন অঙ্গীকারই রক্ষা করেন নাই, এবারেও রক্ষা করিবেন না। কাজেই জাপান ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একজন বিচক্ষণ জাপানী মন্ত্রী এই সময়ে বলিয়াছিলেন, "পোর্ট আর্থার ভীষণ বিষাক্ত তীর রূপে জাপানের হৃদয় লক্ষ্য করিতেছে। কোরিয়া রুষিয়ার করতলস্থ হইলে আমাদের আর রক্ষা নাই।"

কিন্তু জাপানের অনর্থক নর শোণিতে দেশ প্লাবিত করিতে অভিলাষ ছিল না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ রুষকে তাঁহাদের অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুষ তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করিলেন না; বরং কোরিয়ারাজকে হস্তগত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। চারিদিকে রেল বিস্তৃত হইতে লাগিল। মাঞ্চুরিয়ায় মুকডেন সহরে সহস্র সহস্র রুষ সৈন্য সমবেত হইল। এত দিন রুষ চীনে তাঁহাদিগকে বণিক মাত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন; কিন্তু এক্ষণে আড্‌মিরাল আলেক্‌জিফ রুষ সম্রাটের প্রতিনিধি ও সমস্ত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া পোর্ট আর্থারে উপস্থিত হইলেন। জাপান দেখিলেন যুদ্ধ ব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও রুষিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন, সুতরাং আর এক দিন বিলম্ব করিলে, তাঁহাদের সমূহ অনিষ্ট। তাহাই তাঁহারা রুষকে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া কোরিয়া ত্যাগ করিতে ও মুক্‌ডেনে গমনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রুষ নানা অছিলায় উত্তর দিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। জাপান দেখিলেন যে রুষ তাঁহাদের অনুরোধের কোন উত্তর প্রদান করিতেছেন না, অথচ তাঁহাদের গভর্ণর জেনারেল আড্‌মিরাল আলেক্‌জিফ্ নানা ভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন! জাপান ইহাও দেখিলেন যে ইয়োরোপের অন্য কোন জাতি রুষের সাহায্য না করিলেও, ফ্রান্স তাঁহাকে সাহায্য করিতে

পাবে। সুতবাং জাপান ভিতরে ভিতরে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপন কবিলেন। যদি অন্য কোন জাতি রুষের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন, তবে ইংলণ্ডও জাপানের সহায় হইতে স্বীকৃত হইলেন।

এই সময়ে সকলেই বুঝিলেন যে রুষ-জাপান যুদ্ধ অপরিহার্য্য,—আর যুদ্ধ বন্ধ হইবাব কোন উপায় নাই। রুষ কিছুতেই কোন উত্তর না দেওয়ায়, জাপান সম্রাট তাঁহাদের দূতকে রুষ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দেব ৭ই ফেব্রুয়াবি রুষ দূতও জাপানেব বাজধানী টোকিও নগব পরিত্যাগ কবিয়া পোর্ট আর্থারে চলিয়া গেলেন। পৃথিবীব এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেব সকলে বুঝিল যে রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এখন যে কোন সময়ে ধবা রুষ ও জাপানী রক্তে প্লাবিত হইতে পারে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম গোলা।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়াবিতে প্রথম রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরিয়ার রাজধানী সিওল নামক নগব;—ঐ নগবের সমুদ্র তীরস্থ ক্ষুদ্র বন্দবের নাম চিমলপো। পৃথিবীর এক কোণে এই ক্ষুদ্র বন্দর অবস্থিত ছিল;—অনেকে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না;—কিন্তু এই ক্ষুদ্র বন্দরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহা যুদ্ধের প্রারম্ভ ঘটিল। আমরা যে দিবসের কথা বলিতেছি, সেই দিন চিমলপো বন্দবে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধপোত সকল উপস্থিত ছিল। ইংরাজদিগের সুন্দব দ্রুতগামী যুদ্ধপোত, "টালবট," আমেরিকার "ভিকস্‌বার্গ", ইটালিব "এল্‌বা", ফরাসীর "পাস্‌কাল" নঙ্গর করিয়া বন্দর

হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তাহাদেরই নিকটে রুষের নূতন গঠিত অতি প্রবল পরাক্রান্ত যুদ্ধপোত ভারিয়াগও নঙ্গর করা ছিল ;—ইহার পার্শ্বে কোরিজ নামে এক খানি রুষের যুদ্ধপোতও ছিল। বৈকালে সকলে দেখিলেন যে রুষের কোরিজ জাহাজ ধীরে ধীরে নঙ্গর উত্তোলিত করিয়া বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে সকলেই জানিতেন যে রুষ-জাপানযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে ; সুতরাং অন্যান্য জাহাজেরা বুঝিলেন যে কোরিজের বন্দর ত্যাগ সেই মহা যুদ্ধের সূচনা মাত্র। সত্য সত্যই এই হতভাগ্য ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত এই মহা যুদ্ধের সূচনা করিল। এই জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন রুষ যোদ্ধা বিলেভ,—তিনি বন্দরের বাহিরে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তিনি দেখিলেন যে বহুতর জাপানী জাহাজ বন্দরের দিকে আসিতেছে। এই সকল জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য বহু জাপানী দ্রুতগামী যুদ্ধপোত ও টরপেডো জাহাজ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। কাপ্তেন বিলেভ এরূপ জাপানী যুদ্ধ সজ্জার আশা করেন নাই। তিনি আরও অবগত ছিলেন যে এই সকল জাহাজের সেনাপতি জাপানী যোদ্ধা আড্‌মিরাল উরিউ। তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি আমেরিকায় নৌযুদ্ধ বিদ্যায় মহা পরিপক্ক ও সুদক্ষ হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনিই জাপানী নৌযোদ্ধা দিগের মধ্যে অল্প বয়স্ক, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব ও বিচক্ষণতার কথা কাহারই অবিদিত ছিল না ; তবুও রুষ কাপ্তেন বিলেভ ভীত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে এই সকল বৃহৎ জাপানী জাহাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র জাহাজ সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি ভীত না হইয়া প্রথম রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একখানি জাপানী জাহাজ নিকটস্থ হইবা মাত্র তিনি গোলা চালাইলেন। জাপানী গণ প্রথম গোলা চালান নাই, তাঁহারা প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই,

রুষ কাপ্তেন বিলেভ প্রথম এই মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রুষ জাহাজ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া জাপানীগণ কোরিজ জাহাজের দিকে দুইটী টরপেডো প্রেরণ কবিলেন, কিন্তু কোরিজ আঘাতিত হইল না; তবে কাপ্তেন বিলেভ অসম সাহসিকতা অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেয় বিবেচনা কবিয়া, দ্রুত গতিতে বন্দবে পলাইয়া আসিয়া রুষের বৃহৎ ভারিয়াগ জাহাজেব পার্শ্বে নঙ্গর কবিলেন।

জাপানী জাহাজ সকল তখন ধীবে ধীবে প্রবল প্রতাপে চিমলপো বন্দবে প্রবেশ কবিল। রুষেব দুইখানি জাহাজ তাঁহাদেব আক্রমণ কবিতে সাহস করিল না। ইয়োবোপ ও আমেবিকাব অন্যান্য জাহাজ এ যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য। এই দূব বন্দরে রুষেব অন্যান্য জাহাজ আসিয়া যে এই দুই জাহাজকে সহায়তা কবিবে, সে আশাও ছিল না। কাজেই রুষগণ হতাশ চিত্তে জাপানী জাহাজ দেখিতে লাগিল;—তাহাদের তখনকাব হৃদয়েব অবস্থা বর্ণনা কবা যায় না।

জাপানী জাহাজ সকল বন্দবে নঙ্গব কবিয়া নীববে নিঃশব্দে সৈন্যগণকে তীবে অবতীর্ণ কবিতে লাগিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! দূবে বিভিন্ন বাজন্যগণেব যুদ্ধপোত দণ্ডায়মান,—রুষেব দুই জাহাজ নীবৰে অবস্থিত; কিন্তু কাহাবই কিছু বলিবাব সাহস নাই। জাপানী যোদ্ধা আড্‌মিরাল উবিউ তাঁহাব তিন প্রকাণ্ড যুদ্ধপোত বন্দবেব দ্বাবে নঙ্গর কবিয়াছেন। তাঁহার নৌযোদ্ধাগণ সকলে জাহাজস্থ ভয়াবহ কামানের মুখে দণ্ডায়মান বহিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য যুদ্ধপোত ও টরপেডো বোট সেনানী পূর্ণ জাহাজ গুলিকে রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে;—এরূপ দৃশ্য আব কেহ কখনও দেখিতে পান নাই! রাত্রি হইয়া গিয়াছে। জাপানীগণ তীবে বড় বড় কাষ্ঠ খণ্ড, পাথুরে কয়লা, কেবোসিন তৈল, সুন্দর সুন্দব কাগজেব লণ্ঠন, প্রজ্জ্বলিত কবিয়াছে। তাহাতে সেই সমুদ্র তীবে এক অপরূপ দৃশ্য হইয়াছে। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ, সহস্র সহস্র

জাপানী সেনাগণের মুখে একটী কথাও নাই। তাহারা কলের পুত্তলির ন্যায় জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তীরে উঠিতেছে। সকলই যেন কলে হইতেছে। ক্ষুদ্রকায় সবল সুস্থ বলিষ্ঠ জাপানী সৈন্যগণ ধূসর রংয়ের পোষাক, মস্তকে ক্ষুদ্র টুপি, পায় জুতা ও পট্টি, পৃষ্ঠে কম্বল প্রভৃতি, স্কন্ধে সঙ্গিন ও বন্দুক লইয়া স্তরে স্তরে জাহাজ হইতে তীরে অবতীর্ণ হইতেছে। দুই প্রহর রাত্রের মধ্যে তিন সহস্র জাপানী সেনা জাহাজ হইতে তীরে আসিল; তখন তাহাদের সেনাপতি জুজুটসুমা কিগসি একটু বিশ্রাম করিতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিমলপো বন্দরকে জাপান রাজ্যভুক্ত করিয়া তথায় কিয়ৎ সৈন্য রাখিয়া বহুতর সৈন্য লইয়া কোরিয়ার রাজধানী সিওলের দিকে অভিযান করিলেন। এই ৮ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে প্রকৃত পক্ষে রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

জাপানী আড্‌মিরাল উরিউও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি ভোর চারিটার সময় রুষ জাহাজ ভারিয়াগের কাপ্তেন রুড্‌নেফকে সংবাদ দিলেন যে যদি বৈকালে ৪টার পর কোন রুষ জাহাজ বন্দরে থাকে, তবে তিনি তাহা আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। মহা অহঙ্কারী রুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। এই দুই রুষ জাহাজের জাপান রণপোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়াশা ছিল না। রুষ যোদ্ধাগণ বুঝিলেন যে পোর্ট আর্থারে তাঁহাদের যে সকল বৃহৎ যুদ্ধ-পোত আছে, তাহাদের সাহায্যে আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয়ই জাপানীগণ এই সময়ে সেই সকল জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে তাহাদিগকে চিমলপোতে আসিতে দিবে না। এক্ষণে হয় পরাজয় স্বীকার করিয়া জাপানীদিগের হস্তে রুষের এই দুই যুদ্ধপোত প্রদান করিতে হয়, অথবা সমুদ্র গর্ভে নিশ্চিত মৃত্যু। কাপ্তেন রুড্‌নেফ মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী রুষগণও

সকলেই মহা বীর; পরাধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়া তাহারা সকলেই যুদ্ধে প্রস্তুত হইল। নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও তাহারা নঙ্গর তুলিল।

ধীরে ধীরে রুষের দুই জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করিল। যখন তাহারা এইরূপ নিশ্চিত মৃত্যু মুখে চলিল, তখন ভারিয়াগ জাহাজের বাদ্যকরগণ রুষের বিজয় বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে চলিল। "ভগবান আমাদের সম্রাটকে চিরজীবি করুন," এই বাদ্যধ্বনি সেই নীরব নিস্তব্ধ সমুদ্র বক্ষে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্যান্য জাহাজের নাবিকগণ এই বীরদিগের প্রশংসা ধ্বনি চিৎকার করিয়া ধ্বনিত করিয়া উঠিল।

এই যুদ্ধের বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ভারিয়াগ ও কোরিজ দুই জাহাজই অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মহা যুদ্ধ করিল, কিন্তু জাপানী বহু রণপোতের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বিড়ম্বনা মাত্র। সাড়ে বারটার সময় জাপানীগণ রুষ জাহাজদ্বয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া কামান বন্ধ করিলেন; তখন ভারিয়াগ ও কোরিজ কষ্টে বন্দরের দিকে আসিতে লাগিল। জাপানীগণ কখনই নির্দ্দয়চিত্ত ছিলেন না; তাঁহাদের ন্যায় মহানুভব উচ্চমনা জাতি আর নাই। তাঁহারা কখনই অনর্থক নরহত্যা করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাহাই তাঁহারা রুষ দিগের অনুসরণ করিলেন না, অবাধে বীর রুষ যোদ্ধাগণকে তীরে আসিয়া প্রাণ রক্ষার অবসর দিলেন। রুষের দুই জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন শত ভগ্ন অবস্থায় অতি কষ্টে বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। সকলেই বুঝিলেন যে ইহাদের জীবনের শেষ হইয়া গিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৃষ্টি গোচর হইল যে ভারিয়াগ জলমগ্ন হইতেছে, এবং কোরিজে আগুন লাগিয়াছে। তখন অন্যান্য যুদ্ধপোত সকল রুষ দিগকে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিল। সাঙ্গরি নামে আর এক খানি রুষ জাহাজ বন্দরে ছিল। পাছে জাপানীগণ তাহা অধিকার করিয়া লয় বলিয়া রুষগণ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। বেলা ৪টার সময়

কোরিজের বারুদ ঘরে আগুন লাগায় জাহাজ শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। সাড়ে ছয়টার সময় ভারিয়াগ ডুবিল ;—কিয়ৎক্ষণ পরে সাঙ্গরিও তাহার অনুসরণ করিল। এই তিন জাহাজের ডুবাদৃষ্ট হইতেই মহা পরাক্রান্ত মহত্ত্বকাঙ্ক্ষী রুষের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। এই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি রুষের মহা কাল অশুভ দিন ; কারণ তাঁহাদের প্রধান দুর্গ ও বন্দর পোর্ট আর্থারেও এই দিবস রাত্রে জাপানীগণ রুষকে সর্ব্ব প্রকারে পরাজিত করিল।

জাপান দ্বীপপুঞ্জ ; জলপথ উত্তীর্ণ না হইলে জাপানের কোন প্রকারেই কোরিয়ায় সৈন্য লইয়া গিয়া রুষকে দূর করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু যতক্ষণ রুষের যুদ্ধপোত প্রবল আছে, ততক্ষণ তাঁহাদের যুদ্ধ জয়েরও কোনও আশা নাই। তাই জাপানী যোদ্ধাগণ রুষের যুদ্ধপোত গুলিকে প্রথমেই বিনষ্ট করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে, কিন্তু রুষের যুদ্ধপোত নিকটে থাকিতে এ কার্য্য সহজ নহে, তাই জাপানের প্রথমেই এই নৌ-যুদ্ধ।

যখন আড্মিরাল উরিউ চিমলপোতে রুষ জাহাজ ধ্বংস ও জাপান সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই রাত্রে পোর্ট আর্থারে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইতেছিল। জাপান কতদূর উন্নত, শিক্ষিত, ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াছে, রুষ অথবা পৃথিবীর আর কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। এই ৯ই ফেব্রুয়ারিতে জাপানী বীরত্বে জগত স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



প্রথম মহা যুদ্ধ।

৯ই ফেব্রুয়ারির নিশীথ রাত্রি। পোর্ট আর্থারের মহা দুর্গের সম্মুখস্থ বন্দরের বাহিরে সাতখানি অতি বৃহৎ রুষ যুদ্ধপোত নঙ্গর করা রহিয়াছে। পেট্রোলাভলস্ক যুদ্ধপোতে স্বয়ং সেনাপতি আড্‌মিরাল ষ্টার্ক বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জাহাজের পার্শ্বে পলটাভা, সিবাষ্টিপুল, পেরিসভিট, রেটভিসান, পোবিয়েডা এবং জারউইচ যুদ্ধপোত নিশীথ নীরব রাত্রে এক একটী দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় বিশ্রাম করিতেছিল। ইহাদের পার্শ্বে ইহাদের বিশ্বাসী অনুচরের ন্যায় নভিক, বেয়ান, ডিয়ানা, আসকোল্ড এবং বইয়ারিন নামক দ্রুতগামী যুদ্ধপোতগণ অপেক্ষা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত বন্দরের ভিতরে বহুতর টরপেডো বোট, গানবোট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-পোত নঙ্গর করিয়া ছিল। এত সংখ্যক ও এত পরাক্রান্ত যুদ্ধ জাহাজ এসিয়ার আর কোন বন্দরে ছিল না; সুতরাং রুষ যে নগণ্য ক্ষুদ্র জাপানকে অগ্রাহ্য করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, সমুদ্র অতি স্থির, দুর্গের আলোক মালা নিয়মিত জ্বলিতেছে। দুর্গ হইতে সহস্র সহস্র কামান সমুদ্রের দিকে মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। এ ভয়াবহ স্থানে কেহ যে আসিতে সাহস করিবে রুষ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সেই রাত্রে পোর্ট আর্থারে এক সার্কাস হইতেছিল, অনেকে তাহাই দেখিতে গিয়াছিলেন; কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-পোত বন্দরের বাহিরে পাহারায় ঘুরিতেছিল। রাত্রি দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে,—এই সময়ে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিল।

রুষগণ জাহাজে জাহাজে নিদ্রিত ছিল; সহসা তাহারা চমকিত হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিল;—রুষের প্রত্যেক জাহাজের মাস্তুল হইতে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত সমুদ্র আলোকিত করিয়া ফেলিল;—দুর্গের নীচেও বহুতব আলোক জ্বলিল। তখন বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত রুষগণ দেখিল যে জাপানিগণ তাহাদের বেগবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টরপেডো বোট দ্বারা বন্দর বহির্ভাগস্থ রুষ যুদ্ধপোতদিগকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা পাইতেছে। ইতিমধ্যেই তাহাবা রুষের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধপোতে টরপেডো লাগাইয়াছে! তাহাবা তীরবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রুষের মহা পরা-ক্রান্ত যুদ্ধপোতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! বিস্মিত রুষগণ জাপানের এই অভূতপূর্ব্ব অসম সাহসিকতায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু তৎপর মুহুর্ত্তেই জাহাজ ও দুর্গ হইতে মুহুর্মুহু গোলা চালাইতে আরম্ভ কবিল। কিন্তু তাহাতে দুর্দ্দমনীয় জাপানিগণ ভীত হইল না;—তাহারাও প্রাণপণে যুদ্ধ কবিতে লাগিল। এই সময়ে দূরে চারিখানি জাপানী যুদ্ধপোত ধীবে ধীবে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাবাও রুষ জাহাজের উপর অবিশ্রান্ত গোলা চালাইতে আবম্ভ করিল। এরূপ সুলক্ষ্যযুক্ত গোলা-নিক্ষেপ নৌ-যুদ্ধ বিদ্যায় আর কখনও কেহ দেখেন নাই। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে জাপানিগণ রুষেব যুদ্ধপোত সকল প্রায় ধ্বংসীভূত করিয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল। তাহাদের কেবল চাবিজন হত ও চুয়ান্ন জন আহত হইয়াছিল,—রুষের হত আহতের সংখ্যা হয় নাই!

প্রাতে দেখা গেল রুষের দুই বৃহৎ যুদ্ধপোত জারউইচ ও রেটভিসান এবং দ্রুত পোত পালাডা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য জাহাজও ক্ষত বিক্ষত;—রুষের এত প্রতাপ অর্দ্ধ ঘটিকায় চূর্ণীকৃত হইয়াছে! পোর্ট আর্থারের রুষগণ ভীত ও স্তম্ভিত! ইহাই যুদ্ধের শেষ নয়! অসম সাহসিক জাপানিগণ তাহাদের আবার আক্রমণ করিবে, ইহাই সকলে মনে করিয়া চিন্তিত ও সন্দিগ্ধ। কিন্তু সে সন্দেহও তাহাদেব

অধিকক্ষণ রহিল না। ৯টার সময় দূরে তিন খানি জাপানী জাহাজ দৃষ্টি গোচর হইল ;—সকলের মাস্তুলেই সাহঙ্কারে জাপানের চিব খ্যাত প্রাতঃসূর্য্য অঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে! প্রায় দুই ঘণ্টা ইহারা অতি দূরে থাকিয়া রুষ যুদ্ধপোতের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রুষগণের গোলা তাহাদেব নিকট উপস্থিত হইবাব সম্ভাবনা ছিল না, তজ্জন্য রুষগণ অনর্থক গোলা চালাইল না; তাহাবা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ বিচূর্ণ জাহাজ গুলি মেবামত করিয়া কার্য্যক্ষম কবিবাব চেষ্টা পাইতে লাগিল। তখনও রুষ বন্দবে বহুতর রুষ যুদ্ধপোত যুদ্ধক্ষম ছিল,—সুতবাং তখনও তাহাবা একেবারে হতাশ হয় নাই। এই সময়ে ঠিক বেলা ১১টাব সময় ১৬ খানি জাপানী যুদ্ধতরী ধীবে ধীরে পোর্ট আর্থাব বন্দবের দিকে যুদ্ধ সজ্জায় আসিতে লাগিল ;—সে দৃশ্যেব বর্ণনা হয় না! জাপানেব পবাক্রান্ত নূতন নির্ম্মিত যুদ্ধপোত মিকাসা, হাটসুসী, আসাহি, সিকিসেমা, গাসিমা এবং ফুজি পৃথিবীব কোন জাতিব যুদ্ধ তবীব অপেক্ষা হীন ছিল না। ইহাদের সহিত যে সকল দ্রুতগামী ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত ছিল, তাহাও অতুলনীয়। এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন স্বয়ং আড্‌মিবাল টোগো। ইনি জাপানের নেল্‌সন বলিয়া জগত খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাব সহকারী ছিলেন,—আড্‌মিরাল কামিমুরা। উভয়েই বহু বৎসর বিলাতে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যার সকল প্রকরণ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাতে কতদূর সুদক্ষ হইয়াছিলেন, এই মহাযুদ্ধই তাহার প্রমাণ।

সাড়ে ১১টার সময় ঘোরতব যুদ্ধ আবম্ভ হইল। এরূপ যুদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর হয় নাই। পোর্ট আর্থার দুর্গ রুষগণ সহস্র সহস্র ভয়াবহ কামানে সজ্জিত করিয়াছিলেন ;—এই সকল কামান হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর গোলা উদ্গীরিত হইত, তাহার মুখে কিছুরই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার উপর এই সকল গোলার ভিতর পিকৃরিক এসিড ও মেলি-

নিটেড থাকিত;—গোলা যেখানে পড়িত, সেখানে আর কিছুই রাখিত না! বিশেষতঃ ইহা হইতে এমনই ভয়াবহ বিষাক্ত ধূম নির্গত হইত, যে তাহা যাহার নাসিকায় প্রবেশ করিত, তাহাব তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু রুষদিগের গোলা চালাইবাব দোষেই হউক, অথবা জাপানিগণের বিচক্ষণতার দরুণই হউক,—তাহাদের অধিকাংশ গোলা সমুদ্রেব জলে পতিত হইতে লাগিল,—জাপানী জাহাজ স্পর্শ কবিল না।

এ দিকে জাপানিগণ অতি সুদক্ষতাব সহিত তাহাদেব জাহাজ পবিচালিত কবিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অতি ধীব ভাবে গোলা চালাইতে লাগিল। টোগো রুষ দুর্গে অধিক গোলা নিক্ষেপ না করিয়া, রুষ জাহাজগুলি ধ্বংস কবিবাব চেষ্টাই বিশেষ ভাবে করিতে লাগিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে দুই চাবিটী বৃহৎ গোলা দুর্গ মধ্যেও নিক্ষিপ্ত করিলেন। রুষ রণতবীগুলি ধ্বংস করাই তাঁহাব ইচ্ছা ছিল; কারণ তিনি জানিতেন, জাহাজ দ্বাবা পোর্ট আর্থাবেব ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকারের সম্ভাবনা নাই। প্রায় ১টার সময় উভয় পক্ষেব গোলা চালন অনেক হ্রাস হইয়া আসিল। রুষেব আরও তিনখানি জাহাজ নষ্টপ্রায়। অবশিষ্টগুলি অর্দ্ধ ভগ্ন হইয়াছে;—দুর্গেরও শত স্থান চুর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার উপস্থিত কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে ভাবিয়া, অতি সুদক্ষতাব সহিত তাঁহাব জাহাজ গুলি লইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ধীবে ধীরে প্রস্থান কবিলেন। তাঁহার কোন জাহাজেরই কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু রুষ যুদ্ধপোত প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসীভূত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যখন ক্ষুদ্র জাপানের এই যুদ্ধজয় সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন সকলে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। যাঁহারা গুণের ও বীবত্বের আদর করিতে জানেন, তাঁহারা সকলেই শত মুখে জাপানেব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সমস্ত এসিয়াখণ্ডের চক্ষু খুলিল;—পাশ্চাত্য জাতি অজেয় নহে;—এসিয়াও পরাক্রান্ত রুষকে পরাজিত করিতে

পারে ;—সকলেরই মনে এ বিশ্বাস উদিত হইয়া, তাহাদের জীবনের এক নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

আর রুষ! সমস্ত রুষ রাজ্যে এ পরাজয় সংবাদ উপস্থিত হইলে, এক হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার! ইহা প্রাণ থাকিতে হইতে পারে না! সমস্ত রুষ জাতি বদ্ধ পরিকর হইল। সেইদিন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উইণ্টার প্যালেস নামক প্রাসাদের গির্জ্জায় সকলে জানু পাতিয়া বসিয়া জয়ের জন্য কাতরে ভগবানকে ডাকিলেন! সে দৃশ্যও অতি মনোরম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পর।

রুষ গভর্ণর জেনারেল জাপানের সহসা এই অভূতপূর্ব্ব জয়লাভে যে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তাঁহার তখনও জয় আশা ত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। তখনও পোর্ট আর্থার বন্দরে কতকগুলি যুদ্ধপোত কর্ম্মক্ষম আছে ;—কতকগুলিকে মেরামত করিয়া কাজের মত করিয়া লইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে গ্রমবই ও বোসিয়া নামে দুই অতি বৃহৎ যুদ্ধপোত আছে। তাহাদের সঙ্গে রুরিক ও বোগাটির নামক আরও দুই খানি অতি পরাক্রান্ত জাহাজও আছে। আড্মিরাল সাকেলবার্গ এই সকল জাহাজের সেনাপতি ছিলেন। রুষ গভর্ণর জেনারেল জানিতেন যে এই সকল জাহাজ নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই। তাহারা কোন না কোন প্রকারে জাপানী জাহাজদিগকে কতকাংশে জখম করিতে পারিবে ; কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে জাপানও নিরস্ত থাকিবে না ; আবার সুবিধা

পাইলেই পোর্ট আর্থার ও ডাল্‌নী সহর আক্রমণ করিবে; তাহাই তিনি দুর্গ ও সহর রক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যাহাতে টালিয়ান উপসাগরে আদৌ শত্রু-জাহাজ প্রবেশ করিতে না পারে,—সেই জন্য তিনি এই উপসাগরে নিকটে নিকটে নানা স্থানে "মাইন" স্থাপনা করিতে লাগিলেন। এই "মাইন" এক ভয়ানক ব্যাপার। গান কটন, ডিনামাইট প্রভৃতি ভয়াবহ দ্রব্যে ইহারা অতি বৈজ্ঞানিক কৌশলে নির্ম্মিত। কোন রূপে কোন জাহাজ ইহাদের একটীতে সংঘর্ষিত হইলে, তাহার আর রক্ষা নাই! তৎক্ষণাৎ মহা শব্দে "মাইন" ফাটিয়া যায়,—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নিম্ন দেশ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে,—তখন সেই হতভাগ্য জাহাজ তাহার গুলি গোলা, কামান বন্দুক, সেনা সেনাপতি লইয়া সমুদ্রের গভীর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়! পোর্ট আর্থার বন্দরের সম্মুখে "মাইনের" ভাল বন্দোবস্ত থাকিলে, জাপানিগণ অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দে আসিয়া রুষ জাহাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিত না। ইহাতেই বোঝা যায়, তাহারা রুষের সকল সংবাদ রাখিত, কিন্তু রুষগণ জাপানিদিগের কিছুই জানিতেন না!

যাহাই হউক, এই ভয়াবহ জাহাজ ধ্বংসকারী "মাইন" সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে স্থাপন করা সহজ বা নিরাপদ কার্য্য নহে। ইহারা ভাসিয়া থাকিলে শত্রুগণ ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে;—দেখিতে পাইলে দূর হইতে নিরাপদে ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার যন্ত্রও আছে। যদি জলের নিম্নে দুইটা "মাইন" পরস্পরে সংঘর্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয়ই ফাটিয়া যাইবে;—আবার ভালরূপ স্থাপিত না হইলে, ইহারা দূর সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়া বিভিন্ন দেশের যুদ্ধপোত ও সওদাগরী জাহাজেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। এই সকল কারণে রুষ কাপ্তেন ষ্টেপানফ এই 'মাইন" স্থাপনের জন্যই নির্ম্মিত "জেনিসেই" নামক জাহাজে প্রায় একশত মহা সাহসী নৌ-সেনা লইয়া টালিয়ান উপসাগরে

স্থানে স্থানে অতি সাবধানে, অতি সতর্কতার সহিত সুকৌশলে, "মাইন" স্থাপন করিতেছিলেন; কিন্তু ভাগ্য বৈগুণ্য ঘটিলে কে কি করিতে পারে! দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্থাপিত একটী "মাইনের" উপর জেনিসেই জাহাজ গিয়া পড়িল;—পর মুহূর্ত্তে বিকট মহা শব্দ হইল;—দুর্ভাগা জাহাজের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আকাশে উঠিল;—অবশিষ্টাংশ দেখিতে দেখিতে জল মগ্ন হইল,—কাহারও প্রাণরক্ষার চেষ্টারও সময় হইল না! রুষ বীরগণ দেশের কার্য্যে এক নিমেষে প্রাণ হারাইলেন! বলা বাহুল্য এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় রুষগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই ভীত ও স্তম্ভিত,—সকলেই সভয়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তবে কি ভগবান্ রুষের উপর বিরূপ হইয়াছেন!"

পোর্ট আর্থারের জাহাজগুলি দ্বারা জাপানী জাহাজের ধ্বংসের আশা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিল;—কেবল একমাত্র ভরসা ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরের জাহাজ! কিন্তু এই বন্দরের চারি জাহাজ এমনই লজ্জাস্কর পাপ কার্য্য করিল যে তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর লোক ছি ছি করিয়া উঠিলেন। জাপান মহানুভবতার সহিত বলিয়াছিলেন যে রুষের সওদাগরী জাহাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ নাই;—তাহারা অবাধে যথা তথা গমনাগমন করিতে পারিবে;—তবে যুদ্ধের সংবাদ বা উপকরণ উভয় জাতির সওদাগরী জাহাজে যদি থাকে,—তবে তাহাই কেবল প্রয়োজন মত আটক রাখিতে পারা যাইবে। জাপান ঠিক এই রূপই কাজ করিতেছিলেন,—কিন্তু রুষ যাহা করিলেন, তাহার ন্যায় লজ্জার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

নাকানাউরা মারু ও জেনসো মারু নামে দুই খানি ক্ষুদ্র জাহাজ জাপানের এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে সওদাগরী দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছিল;—ভ্লাডিভস্টকের চারি খানি রুষ যুদ্ধপোত এই দুই খানি নিরপরাধ নিরস্ত্র জাপানী জাহাজ দেখিবা মাত্র তাহার উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের আত্ম রক্ষার উপায় ছিল না। জেনসো

মারু অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া ইহাদের হস্ত হইতে পলাইতে সক্ষম হইল, কিন্তু নাকানাউরা মারু নিজ পতাকা নামাইয়া আত্ম সমর্পন জ্ঞাপন করিলেও পাপাচার রুষ জাহাজ তবুও নিরস্ত হইল না ;—পুনঃ পুনঃ গোলা চালাইয়া জাহাজের সমস্ত যাত্রীসহ জাহাজ সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিল। জেন্‌সো মারু বন্দরে উপস্থিত হইয়া রাজধানী টোকিওতে রুষের পাপের কার্য্যের সংবাদ দিল। সমস্ত জাপান এ সংবাদে সহসা যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল;—সকলই ঘোর রাগত। তখনই তারে তারে জাপান সম্রাট-ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমস্ত রাজন্যগণকে রুষের এই কদাচারের কথা জ্ঞাপন করিলেন ; আরও জানাইলেন যে তিনি আর বিন্দু মাত্র রুষের উপর দয়া মায়া প্রকাশ করিবেন না। পাঁচখানা রুষ বাণিজ্য পোত জাপানিগণ কয়েক দিনের জন্য আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন ;— তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ইহাদিগকে বাজেয়াপ্ত করিয়া সর্ব্বজাতিক বিচারালয়ে বিচারার্থে সমর্পণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এ অন্যায় কার্য্যের জন্য রুষ সম্রাট জাপানের নিকট ক্রটী স্বীকার বা অপরাধীগণের কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন না। এ দিকে এই চারি সাহসী রুষ জাহাজ কতকগুলি জাপানী যুদ্ধপোত সেই দিকে আসিতেছে শুনিয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া ভ্লাডিভস্টকে পলায়ন করিল। তখন জাপান এ প্রদেশের সমস্ত সমুদ্রের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ মাত্র এই যুদ্ধ চলিল।

এই কয়দিন পোর্ট আর্থারে যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সকলই গোল, বিশৃঙ্খল, উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, হুলুস্থুল! রেল ষ্টেসনে শত সহস্র লোক স্ত্রী পরিবার দেশে পাঠাইবার জন্য উন্মত্ত! চীনেরা রুষের কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইতেছে;—তাহারা দোকান পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়াছে ;—ইহারই মধ্যে জনরব উঠিয়াছে যে ঘোড়ার ঘাস দানা আর অধিক দিন চলিবে না ;—অধিবাসিগণেরও আহার সঙ্কুলান হইবে

না ;—এমন কি পানীয় জলও শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে! এই বর্ণনাতীত গোলমালের মধ্যে আলেক্‌জিফ যতদূর অবিচলিত থাকিয়া রুষ সাম্রাজ্যের সম্মান বজায় রাখিতে পারা যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। বন্দরের ভগ্ন রণতরীগুলিও যথাসাধ্য মেরামতের চেষ্টা পাইতেছিলেন ;—কিন্তু জাপানের ভয়ে সহরে এমনই হুলুস্থুল ঘটিয়াছে যে কিছুই সুশৃঙ্খলাব সহিত সম্পন্ন হইল না। তাঁহার এত বড় অতুলনীয় ক্ষমতা, তাঁহাব অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি, তাঁহার মান সম্ভ্রম পদ, সবই জলাঞ্জলি যাইবার পথে বসিয়াছে, কিন্তু মানুষ কি করিতে পারে? সকলই ভগবানের হাত!

অন্যদিকে জাপানে, জাপানী সেনাগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কোনই গোলযোগ নাই। সর্ব্বত্র কলের ন্যায় কাজ চলিতেছে। জাপানী রণপোত সকল আধুনিক শ্রেষ্ঠ রণপোত যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাবই প্রমাণ দিয়াছে। জাপানী টরপেডো জাহাজ সকল জাপান নিজ দেশে নির্ম্মাণ করিয়াছে ;—এক খানিও বিদেশের প্রস্তুত নহে। তাহারা প্রথম যুদ্ধেই দেখাইয়াছে যে তাহাবা অজেয়, দুর্দ্দমনীয়, ভয়াবহ যুদ্ধোপকরণ। আড্‌মিরাল টোগোব অসম সাহসিক যোদ্ধাগণ কলের ন্যায় কাজ করিতেছে ; কেহ বিন্দু মাত্র বিচলিত, ভীত বা পশ্চাৎপদ নহে। যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহারা আনন্দে প্রাণ দিয়াছে ;—যাহারা আহত হইয়া শয্যাশায়ী আছে, তাহাবা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওষ্ঠ হইতে কাতরোক্তি প্রকাশ হইতে দেয় না! যাহারা গিয়াছে,—দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে, এই বিশ্বাসে সহস্র সহস্র জাপানী যোদ্ধা আনন্দিত চিত্তে স্ত্রী পুত্র পরিবার সকল ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। জাপানিগণ কিরূপে যুদ্ধে জাপানেব রাজধানী টোকিও হইতে যাত্রা করিতেছে,—এ সম্বন্ধে একজন দর্শক লিখিয়াছেন:—"গাড়ীর সময় প্রায় নিকট হইয়া আসিয়াছে ; ষ্টেসনের দ্বারে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছে ; সহসা এই সময়ে ষ্টেসন

কর্ম্মচারিগণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন,—আপনাদের গাড়ী এখনই যাইবে।' সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন।—পর মুহুর্ত্তেই এক দল জাপানী সেনা নীরবে ষ্টেসনে প্রবেশ করিয়া এঞ্জিন পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতিগণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন;—সৈন্যগণ নিমেষে সকলে গাড়ীতে প্রবেশ করিল!—কোন গাড়ীতে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই; গার্ড বংশীনিনাদ করিলেন, গাড়ী চলিয়া গেল। কোন গোল নাই; ষ্টেসনে স্ত্রী পরিবারের বিদায়ের হুড়াহুড়ি, আর্ত্তনাদ নাই,—সকলই নীরব নিস্তব্ধ। সকলেই যেন একটী প্রকাণ্ড কল! দুই মিনিট যাইতে না যাইতে যাত্রী লইয়া নিয়মিত গাড়ীও যথা স্থানে যাত্রা করিল।"

এইরূপ সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বিষয়ে;—কোন স্থানে বিন্দুমাত্র কোন গোল নাই,—অভাব নাই,—হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকি নাই! বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে জাপান এ মহাযুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া, সর্ব্ব বিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। জাপানে পদস্থ সেনাপতিগণ পর্য্যন্ত চীনে কুলি সাজিয়া রুষের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন;—সুতরাং পোর্ট আর্থার বা অন্য স্থান বা রুষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা এই মহাযুদ্ধের জন্য কিরূপ সুদক্ষতার সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথম দিনের যুদ্ধেই তাঁহারা তাহার সম্যক পরিচয় দিয়াছিলেন;—তাহাই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জগত স্তম্ভিত ও বিস্মিত!

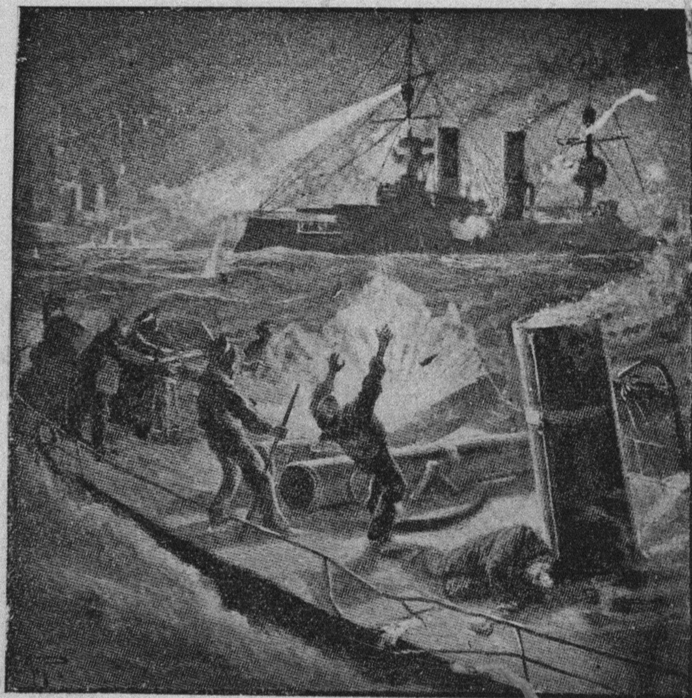
তাহার উপর জাপানের দেশ হিতৈষিতা। জাপানী জননী জন্মভূমি জাপানকে যত ভালবাসে, তত আর কাহাকেই বাসে না। তাহারা কোটী কোটী, কিন্তু তাহারা অতি দরিদ্র!—ক্ষুদ্র কাগজের ঘর তাহাদের বাসভূমি; আহার সামান্য ভাত ও কিঞ্চিৎ মৎস্য। তাহারা ক্ষুদ্র জাতি, কিন্তু তাহারা সৌন্দর্য্য প্রিয় অতি বুদ্ধিমান জাতি। তাহারা সভ্যতার হিসাবে অতি অসভ্য ছিল না, কিন্তু এসিয়া খণ্ডে তাহারাই প্রথম বুঝিয়াছিল

যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও বিদ্যা না শিখিলে অতি শীঘ্রই জাপানকে পব হস্তগত হইয়া দাসত্ব কবিতে হইবে। এ কথা সম্রাট হইতে নগণ্য রিক্স গাড়ী টানা দবিদ্র কুলি পর্য্যন্ত সকলেই বুঝিয়াছিলেন ;—তাহাই এই পঞ্চাশ বৎসব ধরিয়া চেষ্টা ;—তাহাই আজ লক্ষ লক্ষ জাপানী তাহাদেব প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জাপানকে রক্ষা কবিবাব জন্য নীববে হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় সাহস, বীবত্ব ও স্বদেশ প্রেম লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের জননী, ভগিনী স্ত্রী তাহাদিগকে সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতেছে,—চক্ষের জল চক্ষে উপশমিত রাখিতেছে। পাছে বীবেব হৃদয় জননী ভগিনী স্ত্রীর চক্ষুজল দেখিয়া বিচলিত হয়,—তাহাই এই বমণী বীরত্ব। একদিন স্পার্টা দেশে এ মহান দৃশ্য দেখিয়াছিলাম ; এক দিন বাজ-পুতনায় এ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, আব এই রুষ-জাপান মহা যুদ্ধে দেখিলাম। নতুবা ভেতো ৪॥০ ফুট দীর্ঘ ক্ষুদ্র জাপ কখনই ৬॥০ ফুট উচ্চ গোখাদক অসুরসম বলবান রুষের সহিত যুদ্ধ কবিতে সাহস কবিত না। এ যে তাহাদের প্রাণ লইয়া যুদ্ধ ! এ যে তাহাদেব অস্তিত্ব লইয়া যুদ্ধ ! এ যে তাহাদে জননী জাপানকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বক্ষা করিবাব জন্য যুদ্ধ ! ভগবান দুর্ব্বলের সহায় বলিয়াই প্রথম যুদ্ধেই প্রবল পরাক্রান্ত পৃথিবীব অর্দ্ধেক-ব্যাপী সাম্রাজ্যেব অধিপতি রুষজাব নিকোলাস জাপানের নিকট লাঞ্ছিত হইলেন। মহা যুদ্ধ বাধিয়াছে,—ইহাব কোথায় অবসান হইবে কে বলিতে পারে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

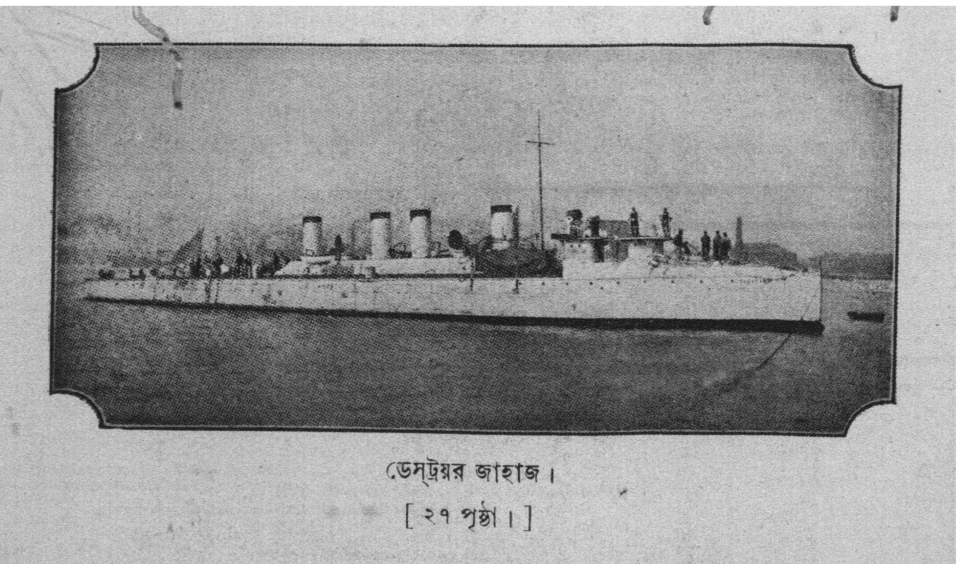
জাপানী-সাহস !

আড্‌মিরাল টোগো তাঁহাব সমস্ত বণতরী লইয়া নিজ বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিয়া যে সকল মেবামত প্রয়োজন বা অন্যান্য যাহা আবশ্যক, তাহা



টর্‌পেডো বোট দ্বারা নৈশ আক্রমণ।

[২৬ পৃষ্ঠা।]



ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ।

[২৭ পৃষ্ঠা।]

সকলই স্থিব করিয়া লইতেছিলেন। ১৩ই সন্ধ্যাব সময় সেনাপতি আজ্ঞা প্রচাব কবিলেন যে জাপানী "ডেসট্রয়ব" নামীয় যুদ্ধতবী সকল পোর্ট আর্থা... ...মণ করিতে যাইবে;—ডেস্ট্রযাবেব যোদ্ধাগণ এ সংবাদ পাইযা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; তাঁহাবা সকলে সত্বর নঙ্গব তুলিতে ছুটিলেন।

আমবা বলিয়াছি, প্রথম দিনেব যুদ্ধে গভীব রাত্রে জাপানী টবপেডো বো... গিয়া রুষ রণতবী আক্রমণ কবিয়া অন্ধকাবে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। দূবে থাকিয়া জাপান রণতরী গোলা চালাইয়া তাহাদেব ...হায়তায নিযুক্ত ছিল;—এবাব চলিল জাপানী "ডেসট্রয়ব।"

টবপেডো বোটগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী কলেব জাহাজ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামানে সজ্জিত; "টবপেডো" শত্রু বণতবীর প্রতি নিক্ষেপ কবাই ইহাদেব প্রধান কার্য্য। টবপেডো মৎস্যেব ন্যায় আকাব বিশিষ্ট যন্ত্র;—ভযাবহ ডিনামাইট প্রভৃতিতে পূর্ণ; আপনাব কলে জলেব নিচে চালিত হইযা ঠিক নির্দ্দিষ্ট জাহাজে গিযা আঘাত কবে। একবাব এই কলেব মৎস্য কোন জাহাজেব নিম্নে গিয়া লাগিলে, সে জাহাজেব আব রক্ষা নাই। তখনই তাহা ছিন্ন, ভগ্ন, শত খণ্ডিত হইয়া যায়।

এই সকল ক্ষুদ্র কিন্তু ভয়াবহ শত্রুকে নিপাত কবিবাব জন্য "ডেসট্রয়ব"। ইহাবা অপেক্ষাকৃত বড় জাহাজ,—অতিশয দ্রুতগামী, এবং অপেক্ষাকৃত বড কামানে সজ্জিত। ইহাবা টবপেডো বোট দেখিতে পাইলে, তাহা-দিগকে তাড়াইযা লইযা গিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিতে পাবে। পলাইতে না পাবিলে, "ডেসট্রযবেব" হস্তে টবপেডো বোটেব ... নাই।

... দুই প্রকাব;—এক প্রকাব "ক্রুজাব", অন্য "ব্যাটেলসিপ।"

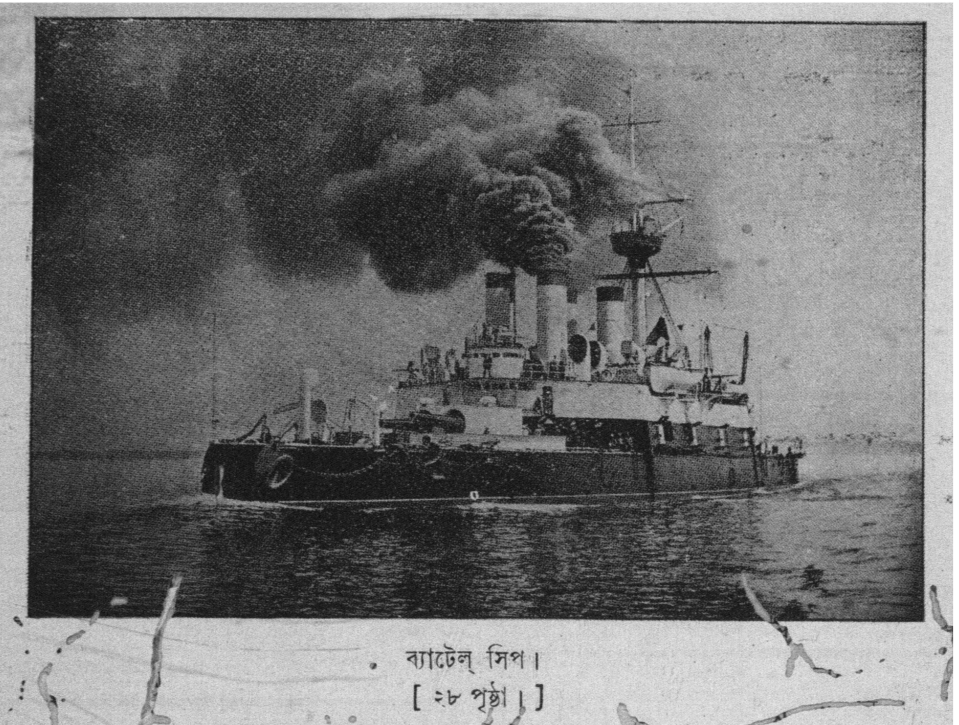
...প খুব বড়,—এক একটা বৃহৎ দুর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ই... ভয়াবহ বড় বড় কামানে সজ্জিত; সর্ব্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য লৌহে আববিত। ক্রুজারগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট,—কাজেই ইহাদের কামানও অপেক্ষাকৃত

ছোট। পুস্তকস্থ চিত্র দেখিলেই সকলে এই চারি প্রকার রণপোতের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম রাত্রের যুদ্ধে জাপানী টরপেডো বোট ও ক্রু[illegible] নিযুক্ত হইয়াছিল; পর দিনের যুদ্ধে স্বয়ং টোগো বড় বড় ব্যাটেল-সিপ লইয়া পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে টরপেডো বোট ও ক্রুজারও ছিল; কিন্তু ডেসট্রয়র ছিল না। আজ তিনি রুষ টরপেডো বোটগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য নিজ ডেস্ট্রয়ারগুলিকে রণযাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

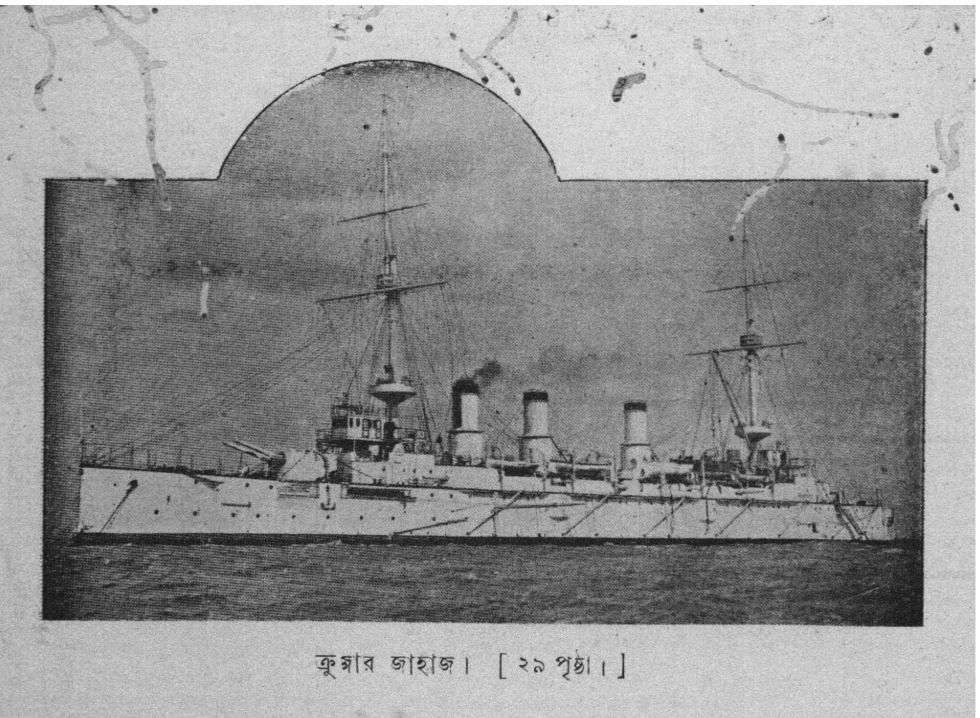
অসম সাহসিক কাজ। পোর্ট আর্থার দুর্গে সমুদ্রের দিকে তিন শত বড় বড় কামান সজ্জিত আছে। তাহাদের বৃহৎ গোলার দুই একটী এই সকল ডেসট্রয়ারের উপর পতিত হইলে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন করিবে;—এতদ্ব্যতীত বন্দরে এখনও কয়েকখানি রুষ রণপোতও কার্যাক্ষম রহিয়াছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা এই সকল ক্ষুদ্র ডেস্ট্রয়ারের সাধ্যায়ত্ব নহে;—বিশেষতঃ রুষগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় অসাবধান নাই;—তাঁহারা নিশ্চয়ই অতিশয় সতর্ক রহিয়াছে। এ অবস্থায় এই ক্ষুদ্র রণপোতগণের তথায় গমন যে কতদূর বিপদসঙ্কুল, তাহা কে না বুঝিতে পারিবেন!

কিন্তু জাপানী হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইল না। তাহারা এতদিন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহাই আজ্ঞা পাইবামাত্র মহা উৎসাহে ছুটিল। এরূপ খারাপ রাত্রিও প্রায় দেখা যায় না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, [illegible] পাত অতিশয় বৃদ্ধি পাইল,—সমুদ্রের তুফানও বাড়িল;—চারিদিক কুয়াশায় ঢাকিল। জাপানী জাহাজগুলি শত চেষ্টা করিয়াও সঙ্গ রক্ষা করিতে পারিল না;—তাহারা বিস্তৃত সমুদ্র মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কে কোন দিকে গেল, তাহা অপরে স্থির রাখিতে পারিল না।



ব্যাটেল্ সিপ।

[২৮ পৃষ্ঠা।]



ক্রুজার জাহাজ। [২৯ পৃষ্ঠা।]

কিন্তু ইহাতেও বীর জাপান হৃদয় দমিল না। তাহারা কেহই তাহাদের সেনাপতি টোগোর আজ্ঞা পালনে অবহেলা করিল না। তাহারা পরস্পরে সকলেই জানিত যে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছে না সত্য,—কিন্তু কোন জাহাজই প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই, সকলই পোর্ট আর্থারের দিকে মহা বেগে গমন করিতেছে।

রাত্রি ৩টার সময় আসাগিরি নামে জাপানী জাহাজ পোর্ট আর্থার বন্দরের নিকটস্থ হইল। ইসাকোয়া এই জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদের আর কোন জাহাজই এখনও পোর্ট আর্থারে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। রুষের কিছু না কিছু অনিষ্ট সাধন না করিয়া তিনি এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। এবার রুষগণ নিদ্রিত ছিল না ;—সমুদ্র মধ্যে জাহাজের শব্দ শুনিয়া তাহারা সেই জাহাজের উপর উজ্জ্বল আলোক নিক্ষিপ্ত করিল। পর মুহূর্ত্তেই জাহাজ ও দুর্গ হইতে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল ;—কেন যে সেই মুহূর্ত্তেই জাপানী জাহাজ জল মগ্ন হইল না, তাহা বলা যায় না। জাপানী জাহাজ অতি দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটিতেছিল। হয়তো সেইজন্য রুষের গোলা তাহাকে আঘাত করিতে পারিল না ;—হয়তো রুষগণের লক্ষ্য আদৌ ঠিক ছিল না। হয়তো অন্ধকারে তাহাদের নিজেদের জাহাজ আঘাত করিবে ভয়ে আসাগিরিকে ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না। যে কারণেই হউক, অসম সাহসিক আসাগিরি আঘাতিত হইল না। ইচ্ছা করিলে সে পলাইতে পারিত, কিন্তু পলায়নের জন্য সে এতদূর আসে নাই ;—সে যে কার্য্য করিল, এ পর্য্যন্ত এরূপ অসম্ভব ব্যাপার নৌ-যুদ্ধে আর কখনও হয় নাই। বন্দরের দ্বারে তিনখানা রুষ জাহাজ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া পাহারা দিতেছিল। দুই পার্শ্বে বিভিন্ন সুদৃঢ় দুর্গ ; শত কামানে সজ্জিত ; তাহার পর বন্দর। বড় বড় রুষ জাহাজ তখনও গোলা চালাইতে সক্ষম,—আর সম্মুখস্থ পোর্ট আর্থার দুর্গের উল্লেখ অনাবশ্যক মাত্র। কিন্তু ইহাতেও ক্ষুদ্র

আসাগিরি ভীত হইল না। অতি বেগে রুষ জাহাজ প্রহরীত্রয়কে ছাড়াইয়া, দুই পার্শ্বস্থ দুর্গের গোলা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, একাকী অসম সাহসে একেবারে বন্দরের ভিতর আসিয়া পড়িল। অন্ধকারে নিকটে একখানা বড় রুষ রণপোত রহিয়াছে দেখিয়া, সে তাহার প্রতি এক টরপেডো নিক্ষেপ করিল। তাহার পর রুষ টরপেডো বোটের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মহা বেগে বাহিরের দিকে ছুটিল। যাইতে যাইতে রুষের এক খানা টরপেডো বোট সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিল। শত শত ভয়াবহ গোলার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, জয় জয় নিনাদ করিতে করিতে দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল! কে কবে কোথায় এমন বীরত্ব দেখিয়াছেন?

আসাগিরির গমনের দুই ঘণ্টা পরে, জাপানী ডেসট্রয়র "হায়াটারি" পোর্ট আর্থারের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকারে অন্যদিকে গিয়া পড়িয়াছিল,—যথা সময়ে বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল যে নিশ্চয়ই অন্যান্য জাহাজ এতক্ষণ রুষের সহিত লড়িতেছে; কিন্তু সে দেখিল যে তাহাদের আর কোন জাহাজই নিকটে নাই;—কিন্তু সে এতদূর আসিয়া ফিরিবে! সেনাপতি কি বলিবেন! কিন্তু রাত্রি আর অধিক নাই;—পোর্ট আর্থার আলোক মালায় আলোকিত। রুষগণ জানিত যে আসাগিরি একাকী আইসে নাই, তাহার সহিত অন্য জাহাজ আছে। এক্ষণে তাহারা প্রতি কামানের পশ্চাতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—সেনাধ্যক্ষগণ চারিদিকে দূরবীক্ষণের সাহায্য লইতেছেন; সুতরাং আসাগিরি যে অসম-সাহসিক কার্য্য করিয়াছিল, হায়াটারির তাহা করিবার আশা ছিল না। চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে,—দুর্গ হইতে তাহার উপর গোলা বৃষ্টি হইলে, নিমেষ মধ্যে তাহাকে সাগরের অতল গর্ভে লীন হইতে হইবে। কিন্তু কিছু না করিয়াও সে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বীর আর কোন জাতির মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। এই সময়ে হায়াটারির কাপ্তেন দেখিলেন বন্দরের

বাহিরে,দুইখানি রুষ জাহাজ অন্ধকারে অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে! তিনি তীব্রবেগে তাঁহার জাহাজ লইয়া ইহাদের পার্শ্ব দিয়া ছুটিলেন। নিমেষে জাপানী বীর রুষদিগের জাহাজ লক্ষ্য করিয়া টরপেডো নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে দূর সমুদ্রের ভিতর অদৃশ্য হইল। রুষ জাহাজ আঘাতিত হইয়াছে, না লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা ফিরিয়া দেখিবার তাঁহাদের সময় ছিল না,—কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই একটা মহা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে রুষ জাহাজ চূর্ণীকৃত হইয়াছে;—তখন তাঁহারাও জয় নিনাদ করিতে করিতে দূর সমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে দৃষ্টিগোচর হইল যে রুষের একখানি টরপেডো বোট জলমগ্ন হইয়াছে। জাপানিদিগের অব্যর্থ সন্ধানে তাহাদের দুইখানি বড় যুদ্ধপোত জাপানী টরপেডো আঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে!

এই ঘটনার পর দশ দিন আড্‌মিরাল টোগো আর পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিলেন না। কিন্তু পোর্ট আর্থারবাসিগণ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে দেখিতে পাইল যে, দূর সমুদ্র মধ্যে জাপানী রণতরী সকল দৃষ্টি-গোচর হইতেছে;—সময় সময় দুই একখানা বন্দরের নিকট আসিয়া দুই দশটা গোলা চালাইয়া আবার দ্রুতগতিতে দূর সমুদ্রে চলিয়া যাইতেছে। বন্দর হইতে বাহির হইতে রুষদিগের সাধ্য ছিল না;—তজ্জন্য তাহারা দিনের পর দিন এই ভয়াবহ পাহারা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা জানিত যে আড্‌মিরাল টোগো এইরূপে তাহাদের বন্দরে আটক রাখিয়া, নিশ্চয়ই খান কয়েক জাহাজ ভ্লাডিভস্‌টক্‌ বন্দরের রুষ জাহাজের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আর তাহারা সকলেই শুনিল যে জাপগণ দিন দিন অগণিত সৈন্য কোরিয়ায় প্রেরণ করিতেছে;—তাহাদের কতকগুলি কোরিয়ার রাজধানী সিওলের দিকে প্রস্থান করিয়াছে;—আর কতকগুলি ধীরে ধীরে পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় দুর্গে যত কম লোক থাকে,—তত অধিকদিন দুর্গ রক্ষা করিবার সম্ভাবনা।

সুতরাং রুষ শাসনকর্ত্তা সৈনিক ব্যতীত আর সকলকে দুর্গ হইতে দূর করিয়া দিলেন। বহু ধনী চীনের দুর্গে ও সহরে বড় বড় চালের গোলা ছিল;—তাহারা তাহা ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলাইল। রুষ তাহা সমস্তই তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। কেবল ইহাই নহে,—মাঞ্চুরিয়ায় ও কোরিয়ায় জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্যের প্রয়োজন। তত সৈন্য এখনও রুষিয়া হইতে এই দূরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই;—তজ্জন্য আলেক্‌জিফ্‌ নিতান্ত যত সংখ্যক সৈন্য দুর্গে না রাখিলে নয়, তাহাই মাত্র রাখিয়া, অপর সকলকে উত্তরে তাঁহাদের রাজধানী মুক্‌ডেন সহরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেও পোর্ট আর্থার ত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় হারবিন নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই হারবিন হইতেই দুইটী রেলপথ রুষের চির-বিখ্যাত সাইবিরিয়ান রেলপথ হইতে বাহির হইয়া একটী পোর্ট আর্থারে, অপরটী ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে গমন করিয়াছে। আলেক্‌জিফ্‌ দুই দিকেই এইখান হইতে দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন বলিয়া এই সহরে আগমন করিলেন;—কিন্তু তিনি হারবিনে পলাইলেন,—এ কথাও লোকে বলিতে ছাড়িল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হাস্যজনক।

১৪ই হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত জাপানী জাহাজ সকল দূরে থাকিয়া পোর্ট আর্থার লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহারা কি উদ্দেশ্যে এরূপ নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে,তাহা রুষগণ অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারিল না। ২৪শে ফেব্রুয়ারি আবার মহাযুদ্ধ বাধিল। শত সহস্র কামান গর্জ্জিতে লাগিল। ভোর হইতে না হইতে জাপানী টরপেডো বোট সকল প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে; —কেবল ইহাই নহে, বড় বড় পাঁচখানি জাপানী জাহাজ বন্দর মুখে ডুবিয়া

গিয়াছে! জাপান যে কেবল যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের রণতরী রুষের প্রতাপে নষ্ট হইয়াছে,—তাহাদেব পাঁচখানি বৃহৎ রণতরী একরাত্রে গিয়াছে! আর ভয় কি? পোর্ট আর্থার আনন্দে উৎফুল্ল;—চারিদিকে জয়নিনাদ;—দুর্গে জয়ডঙ্কা বাজিতেছে;—রুষ সম্রাট দূর রাজধানীতে তাবে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইলেন যে জাপানী বণতরী প্রায় সব ধ্বংসীভূত হইয়াছে। সমস্ত রুষদেশ আনন্দে উন্মত্ত হইল। সম্রাট অমাত্যগণে পবিবেষ্টিত হইয়া এই যুদ্ধ জয়েব জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন।

কিন্তু এরূপ হাস্যজনক ব্যাপাব আব কোন যুদ্ধে কখনও সংঘটিত হয় নাই! জাপানের একখানা বণতরীও জলমগ্ন হয় নাই,—জাপান আদৌ পরাজিত হয় নাই। জাপানিগণ এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড করিয়া সরিয়া গিয়াছে। সমগ্র রুষ জাতিকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে!

পোর্ট আর্থার বন্দরের মুখ বন্দ করিয়া দিয়া, রুষ রণতরীর বাহির সমুদ্রে আগমনের উপায় একেবারে নাশ কবাই জাপানেব উদ্দেশ্য। ২৪শে ফেব্রুয়াবির গভীর রাত্রে দেখা গেল যে আড্‌মিবাল টোগোর টরপেডো বোট ও টরপেডো ডেসট্রয়ব বণতরী সকল অতি ধীরে ধীরে বন্দবের দিকে আসিতেছে। ইহাদের পশ্চাতে পাঁচ খানা জাপানী যুদ্ধপোতও সেইরূপ ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই পাঁচ খানি আদৌ যুদ্ধপোত নহে,—অতি পুবাতন সওদাগবী জাহাজ,—জাপানী রণপোতের ন্যায় বং দেওয়া হইয়াছে মাত্র। রুষের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই এ চেষ্টা!

অতি সামান্য সংখ্যক কতকগুলি যোদ্ধা,—যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত,—তাহারাই এই প্রাচীন জাহাজগুলি চালাইয়া লইয়া যাইতেছে! টোগোব টরপেডো বোট ও ডেসট্রয়াবগুলি একরূপ তাহাদের টানিয়া লইয়া বন্দবের মুখের দিকে যাইতেছে। জাপান যাহা ভাবিয়াছিলেন,—রুষের ঠিক সেই ভ্রম ঘটিল। অন্ধকারে ইহাদিগকে জাপানী রণপোত ভাবিয়া,

রুষেরা ইহাদের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। একে একে বন্দরে উক্ত পাঁচখানি জাহাজ ডুবিয়া গেল। জাপানী ক্ষুদ্র রণতরী সকল তখন এই জলমগ্নপ্রায় জাহাজের উপর হইতে বীর যোদ্ধাগণকে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লইয়া, নিশ্চয়ই প্রাণ ভরিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইল। যুদ্ধে এরূপ ব্যাপাব আব কখনও দেখা যায় নাই। যখন রুষগণ জানিতে পারিল যে জাপগণ তাহাদেব চক্ষে ধূলি দিয়াছে,—জগতের সম্মুখে তাহাদেব হাস্যাস্পদ কবিয়াছে,—তখন তাহাদের মনেব অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জাপানী পরিত্যক্ত জাহাজে তাহাদের বন্দরেব মুখ একেবাবে রুদ্ধ হইয়া যায় নাই ;—তখনও জাহাজ বন্দব হইতে বাহিবে যাইবাব উপায় ছিল। যাহা হউক পর দিবস জাপানিগণ রুষগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ২৫শে রাত্রি একটাব সময় জাপানী ডেসট্রয়ব সকল পোর্ট আর্থাব, ডাল্‌নি ও পিজন বে এই তিন স্থান কিরূপে পবে বিশেষ রূপে আক্রমণ করিতে পাবা যায়, তাহাই দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে আক্রমণ কবিল। যাহাতে রুষগণ জাহাজগুলি চিনিতে না পারে,—সেইজন্য জাপানিগণ পাল তুলিয়া দিয়া অগ্রসর হইতেছিল ; কিন্তু রুষ রণতরী বেটভিসান পাহারায় ছিল। জাপানী চাতুরী বুঝিয়া তখনই সে গোলা চালাইতে আরম্ভ কবিল। পোর্ট আর্থার দুর্গও শতমুখে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল ; সুতবাং এই সকল ক্ষুদ্র জাপানী রণতরী সত্বর দূর সমুদ্রে গমন কবিতে বাধ্য হইল ; কিন্তু প্রাতে জাপানের সমস্ত রণতরী দুইদিক হইতে ভয়াবহরূপে রুষ দুর্গ আক্রমণ করিল। এরূপ গোলাবৃষ্টি কেহ কখনও দেখেন নাই। যেখানে পড়িতেছে,—তথায় আর কিছুই থাকিতেছে না। জাপানীব লক্ষ্য অব্যর্থ ; তাহাদের সাহস দুর্দ্দমনীয় ; তাহাদের হস্ত ও দেহ যেন লৌহে নির্ম্মিত ;—তাহারা অব্যর্থ সন্ধানে পোর্ট আর্থারকে চূর্ণ করিতেছে। শত্রুগণও তাহাদের অতুলনীয় যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া তাহাদেব প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পাবিতেছে না।



রুষদিগের প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন।

[৩৫ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

রুষদিগের লক্ষ্য অতি গোলমেলে,—প্রায়ই জাপানী জাহাজ আঘাত করিতে পারিতেছে না। কিয়ৎকালের মধ্যেই পোর্ট আর্থার বন্দর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তথন জাপানী জাহাজ সে দিনের মত প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রুষের আয়োজন।

ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে পরাজিত হইয়া রুষ জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা জাপানকে এতদিন নগণ্য বিবেচনা করিয়া প্রায় তাহাদের অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এই মহা স্পর্দ্ধাশালী শত্রুকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন।

সম্রাট অনতিবিলম্বে রুষের প্রধান যোদ্ধা জেনারেল কুরোপাট্কিনকে এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। নূতন সেনাপতির বয়স ৫৬ বৎসর; তিনি সকলের প্রিয়,—সৈন্যগণের হৃদযের দেবতাস্বরূপ! সমস্ত রুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহাদেব কুবোপাট্কিনের ন্যায় মহাযোদ্ধা আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই! যখন সকলে শুনিল যে উদ্ধত জাপানকে ধ্বংস করিবার জন্য সম্রাট কুরোপাট্কিনকে নিযুক্ত করিয়াছেন,—তথন সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই মহাযোদ্ধার উপর লোকের এতই বিশ্বাস ছিল যে সকলেই বলিতে লাগিল, কুরোপাট্কিন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেই জাপান ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রুষেব পদানত হইবে।

সম্রাট কুবোপাট্কিনকে যুদ্ধস্থলে পাঠাইয়া নিরস্ত হইলেন না। তিনি রুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলযোদ্ধা আড্মিরাল মাকারফকে পোর্ট আর্থারের ও ভ্লাডিভস্টকের রণপোতের ভার লইয়া জাপান রণতরীর ইহলীলা শেষ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেবল সেনাপতি প্রেরণ

করিলে যুদ্ধে জয় হয় না,—রুষ তাহা অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা অগণিত সৈন্য মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে প্রেরণের আয়োজন করিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপোতেরও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কয়েকথানি রুষ রণপোত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পোর্ট আর্থারের দিকে যাত্রা কবিয়াছিল;—কিন্তু তাহারা এখন আর অগ্রসর হইলে জাপানী জাহাজের হস্তে রক্ষা পাইবাব সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহাদের ফিবিয়া আসিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করা হইল। তাহারা কয়েকদিন রেড্ সিতে নানা দেশেব জাহাজ আটক কবিয়া মজা করিতে লাগিল; কিন্তু অন্যান্য দেশ ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া আপত্তি করায়, সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন তাহাবা সত্বব উত্তব বল্টিক সমুদ্রের বন্দবের দিকে চলিল।

বল্টিক সমুদ্রের বন্দরে রুষেব বহু বণতরী ছিল;—কিন্তু ইহাদেব সকলগুলি সম্পুর্ণ যুদ্ধ উপযোগী ছিল না। ইহাদিগকে আধুনিক যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করা সময় সাপেক্ষ;—দ্বিতীয়তঃ, এই সকল জাহাজকে পোর্ট আর্থারে উপস্থিত হইতে বহুকাল লাগিবে;—ততদিনে খুব সম্ভব স্থলযুদ্ধে রুষ জাপানকে নির্ম্মূল করিতে না পারুন,—মাঞ্চুবিয়া ও কোরিয়া হইতে দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন! আর যদি যুদ্ধ অধিকদিন চলে, তবে ততদিনে রুষ নানা যুদ্ধপোত ক্রয় ও নির্ম্মাণ করিয়া অনায়াসে রণস্থলে প্রেরণ করিয়া, নগণ্য জাপানী জাহাজ সকলকে গভীর সাগর গর্ভে প্রেবণ করিতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ পাইবে না। রণপোত বৃদ্ধির জন্য লোকেও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলে স্ব ইচ্ছায় চাঁদা দিতে লাগিল। একজন বড় লোক একাই তিন লক্ষ টাকা দান করিলেন। স্বয়ং সম্রাট ভারিয়াগ ও কোরিজের ন্যায় দুই খানি নূতন জাহাজ নিজ অর্থ দিয়া নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রুষ বন্দরে বন্দবে দিবা রাত্রি কাজ চলিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রুষের মাস্কৌ নগর হইতে আরম্ভ হইয়া

রুষের জগত খ্যাত সাইবিরিয়ান রেলপথ পূর্ব্বে ভ্লাডিভস্টক্ ও পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রেল পথের মধ্যে বৈকাল হ্রদ ;—শীতকালে এই হ্রদ জমিয়া সুদৃঢ় বরফ হইয়া যায়। তখন কখন কখনও সেই সময়ের জন্য হ্রদের উপর রেল বসাইয়া অল্প সংখ্যক গাড়ী আরোহী লইয়া অপর পারে আসিতে থাকে ;—অনেক সময়েই শ্লেজ নামক চাকা শূন্য গাড়ীতে যাত্রীকে যাইতে হয়। রুষ সেনাগণকে পদব্রজেই অনেক সময়ে এই বিস্তৃত হ্রদ পার হইতে হইল!

এই একমাত্র লাইন দিয়া রুষ যে অধিক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিবেন,—এ বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ ছিল। তাহার উপর গাড়ী গাড়ী পলাতক স্ত্রীলোক, বালক, শিশু ও সাধারণ লোক, রুষিয়ার দিকে আসিতেছে ;—তাহাদের কষ্টের বর্ণনা হয় না। মাল গাড়ীতে সব মালের ন্যায় বোঝাই হইয়াছে। দারুণ শীতে হাত পায়ের আঙ্গুল, নাক জ্বলিয়া যাইতেছে। পথে কোন স্থানে কিছু আহারীয় পাইবার উপায় নাই ;—এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত নাই। এই সকল নরনারী বালক, শিশু দেশে প্রত্যাগমন পথে কি কষ্ট পাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। বৈকাল হ্রদ পার হইবার সময় হতভাগিনী জননীগণ তাঁহাদের শিশুদিগকে ভয়াবহ শীতের ভয়ে গরম কাপড়ে জড়াইয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! যখন তাঁহারা এ পারে আসিয়া গরম বস্ত্র-সরাইয়া নিজ নিজ শিশুকে দেখিতে গেলেন, তখন দেখিলেন যে তাহাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হইয়াছে! যুদ্ধের ন্যায় ভয়াবহ ব্যাপার সংসারে কি আর দ্বিতীয় কিছু আছে! কবে মানুষ সভ্যতার চরম সীমায় নীত হইয়া, এই রাক্ষসকে চির দিনের জন্য মানব সমাজ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিবে?

এই রেলপথ দিয়া সেনা প্রেরণ সহজ কার্য্য নহে। তবুও প্রায় প্রত্যহ প্রত্যেক গাড়ীতে ৭।৮ শত সেনা ও সেনাধ্যক্ষ এবং কর্ম্মচারিগণ

মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরিত হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ যাত্রীর গাড়ী পাইলেন,—সেনাগণ মাল গাড়ীতে বোঝাই হইয়া চলিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র গাড়ীতে ৩০ জন;—এমনই দুর্জ্জয় শীত যে তাহাতেও গরম হয় না। প্রত্যেক গাড়ীতে একটী করিয়া ক্ষুদ্র উনানে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল। তাহারা সকলে অতি গরম কাপড়ের বড় বড় এক একটা কোট পাইল। ইহাই তাহাদের সুখের একমাত্র সম্বল,—নতুবা আহারের বন্দোবস্তও ভাল ছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই সম্রাটের "ভ্রাতা"—সম্রাটের উপর ও দেশের উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভালবাসা। তাহারা এত কষ্টকেও কষ্ট জ্ঞান না করিয়া, আনন্দ চিত্তে দূর মাঞ্চুরিয়ায় চলিল। তাহাদের ন্যায় ধর্ম্মভীতু লোক হয় না!—পাছে দূর দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের উপাসনা করিবার অসুবিধা হয়, এই ভাবিয়া সম্রাটের নিজ পিতৃব্যপত্নী গ্রাণ্ড ডচেস্ এলিজাবেত থিওডরভোনা নিজ অর্থে কয়েকখানি গাড়ী গির্জ্জার ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া সেনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন।

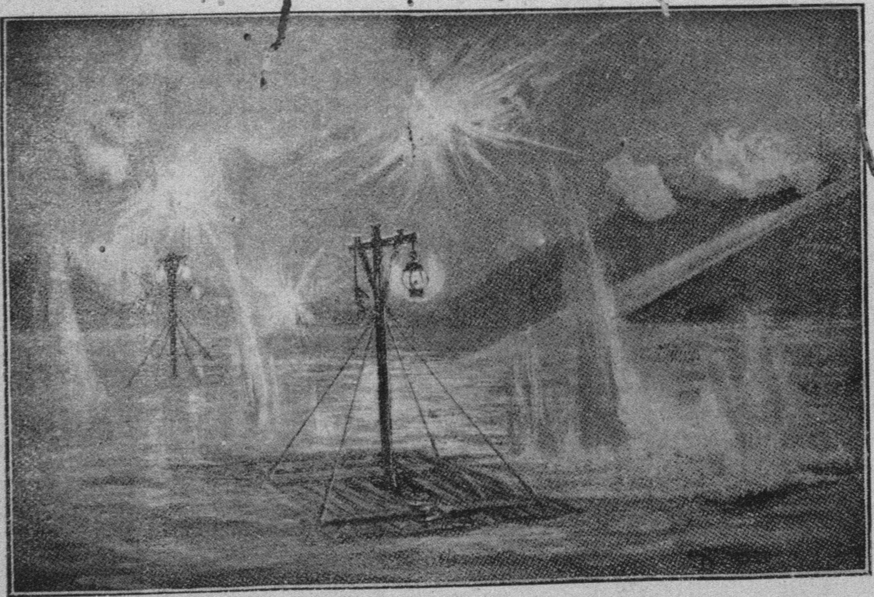
রুষের বড় বড় ঘরের মেয়েরা সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে গৃহে স্বহস্তে সেনাদিগের জন্য গরম পোষাক সকল দিন রাত্রি সেলাই করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সম্রাজ্ঞীও এই কাজে নিযুক্ত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন। শত সহস্র মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত-দিগের সুশ্রুষাকারিণী হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমনের জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। এই বরফপূর্ণ দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যে বর্ণনাতীত ক্লেশ আছে,—তাহা তাঁহাদিগের সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তবুও তাঁহারা কোন কথা শুনিলেন না। সুশ্রুষাকারিণী সাজিয়া আহতদিগের সুশ্রূষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

মাঞ্চুরিয়ায় এই অগণিত রুষ সৈন্যের আহার সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। মাঞ্চুরিয়ার অধিক স্থান পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গলে পূর্ণ;—



জাপগণের হাস্যোদ্দীপক একটা চাতুরী।

[৪২ পৃষ্ঠা।]



জাপগণের হাস্যোদ্দীপক একটা চাতুরী।

[৪৩ পৃষ্ঠা।]

তাহাদের অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ করিতেছে! দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি ষ্টসেলের সে রাত্রে মনের কি ভাব হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিব না। মাঝে মাঝে জাপানী চতুরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোক এই রক্তারক্তির ভিতরও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এখন পোর্ট আর্থারের গোলা গুলি বারুদ শেষ করিয়া দেওয়াই জাপানীদিগের প্রধান স্বার্থ। অতি সুকৌশলে তাহারা এ উদ্দেশ্য সাধন করিল। সে রাত্রে অনর্থক রুষের কত বারুদ গোলাগুলি নষ্ট হইল, তাহা কে বলিবে? জাপানারাও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিয়া আকুল হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পর কয়েক দিন জাপানিগণ আর পোর্ট আর্থারের নিকট আসিল না। রুষ জাহাজ তাহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াও তাহাদের কোন সন্ধান পাইল না। প্রকৃতই জাপানিগণ তাঁহাদের যুদ্ধ আয়োজন এত গোপনে রাখিতেছিলেন যে রুষগণ তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিতেছিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের যে কত অসুবিধা হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

৫ই মার্চ্চ নূতন নৌ-সেনাপতি আড্‌মিরাল মাকারফ হারবিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর সপ্তাহের প্রথমেই তিনি পোর্ট আর্থারে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে আলেক্‌জিফ রাজধানীতে যে সংবাদ দিয়াছিলেন তাহাপেক্ষা রুষের রণপোত সকলের দুর্দ্দশা শত অধিক হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে,—দুর্গে সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিয়াছে। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া, তাহারা

পবস্পরে পরস্পবের নিন্দায় নিযুক্ত আছে। দুর্গস্থ সেনাগণ জাহাজস্থ যোদ্ধাদিগকে কাপুরুষ অপদার্থ বলিয়া গালি দিতেছে ' মাকারফ এক-দিকে যেমন রুষ জাহাজ মেরামত কার্য্যে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন · অপরদিকে তিনি তেমনই দুর্গস্থ সকলের মনে উৎসাহ ও তেজ উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এটা স্থির যে তাঁহাব আগমনে পোর্ট আর্থাবে এক নূতন তেজেব সমাবেশ হইল।

৯ই মার্চ্চ নিশীথ বাত্রে জাপানী টরপেডো ডেসট্রয়ার জাহাজের দুই দল নিঃশব্দে পোর্ট আর্থাবেব নিকট আসিয়া রুষের কোথায় কোন জাহাজ আছে, তাহাই লক্ষ্য কবিতে লাগিল ; কিন্তু কোন রুষ জাহাজই বন্দবেব বাহিবে ছিল না। তখন উষাকালে একদল জাপানী জাহাজ সম্পূর্ণ নূতন প্রথায নূতন কৌশলে নির্ম্মিত "মাইন" পোর্ট আর্থাব বন্দবেব বাহিবে স্থানে স্থানে স্থাপিত করিতে লাগিল। শীঘ্রই দুর্গস্থ রুষগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদেব উপব গোলা বৃষ্টি আবম্ভ কবিল ; কিন্তু বীব জাপানী হৃদয় তাহাতে মুহূর্ত্তেব জন্য ভীত হইল না। তাহারা নীববে তাহাদেব ভয়াবহ বিস্ময়জনক ও শত্রুগণের সর্ব্বনাশক... মৃত্যুযন্ত্র "মাইন" সকল সমুদ্রে স্থাপিত কবিতে লাগিল !

এদিকে মাকাবফ তাহাদেব অসমসাহসিক কার্য্য দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ছয়খানি রুষ টবপেডো বোট তাহাদিগকে আক্রমণ কবিতে প্রেরণ কবিলেন। আজ এই প্রথম রুষ সাহস করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ কবিতে অগ্রসব হইলেন। পূর্ব্বেব ন্যায় রুষ আব নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই।

রুষ জাহাজ বন্দবেব বাহিবে আসিয়া, তিনখানি জাপানী যুদ্ধপোত দেখিতে পাইল। জাপানী কাপ্তেন আমাই এই সকল জাহাজেব সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাব অধীনে তিনখানি জাহাজ,—আর ছয়খানি রুষ জাহাজ তাঁহাকে আক্রমণ কবিতে আসিতেছে! ইহাতে তিনি ভীত হইলেন না ; প্রবল বেগে রুষ জাহাজের উপর নিজ তিন জাহাজ

চালাইয়া দিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। রুষ ও জাপান জাহাজ প্রায় পরস্পরে সংঘর্ষিত হইয়া গেল। প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমাগত উভয় পক্ষে গোলার উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ;—উভয় পক্ষেরই জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল ;—ইঞ্জিন, কল, কারখানা সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। উভয় পক্ষের জাহাজ এতই নিকটস্থ হইয়া যুদ্ধ চলিতেছিল যে একজন জাপানী লম্ফ দিয়া রুষ জাহাজে গিয়া সেই জাহাজের কাপ্তেনের শিরশ্ছেদ করিয়া আবার নিজ জাহাজে আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। এরূপ ভয়াবহ রক্তারক্তি কাণ্ড এ পর্য্যন্ত আর রুষ-জাপান যুদ্ধে সমাহিত হয় নাই।

তিনখানি জাপানী জাহাজের নিকট ছয়খানি রুষ জাহাজ পরাজিত হইল। দুইখানি প্রথমেই বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,—আর চারি খানিও কিয়ৎক্ষণ পরে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে বন্দর মধ্যে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিল ; তখন জাপানী জাহাজগণ দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল। তাহারাও ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল ; কিন্তু একেবারে ধ্বংসীভূত হয় নাই। চারি দিনের মধ্যে আড্‌মিরাল টোগো এই তিনখানি জাহাজ মেরামত করিয়া ঠিক নূতন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, তখন বেলা ৭টা,—এই সময়ে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের দ্বিতীয় দল পোর্ট আর্থার বন্দরের অন্য দিকে সর্ব্বনেশে মৃত্যু-যন্ত্র "মাইন" সকল স্থাপিত করিয়া, স্বকার্য্য সাধন হইয়াছে দেখিয়া, চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই সময়ে তাহারা দূরে দুই খানি রুষ রণতরী দেখিতে পাইল। রুষেরাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রাণপণ বেগে বন্দরে আশ্রয় লইবার জন্য পলাইতেছিল ; কিন্তু জাপানী জাহাজ তাহাদের অপেক্ষা অনেক গুণ দ্রুতগামী ছিল। তজ্জন্য রুষগণ পলাইতে পারিল না ;—জাপানী জাহাজ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল ; —তখন আবার ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার সেই হাতাহাতি যুদ্ধ,—

আবার সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি। একখানি রুষ জাহাজের কাপ্তেন হত হইলে, লেফটেনান্ট সেনাধ্যক্ষ হইলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার সহকারী লেফটেনান্ট দুইজনই শীঘ্র হত হইলেন। তখন জাপানিগণ জাহাজ দখল করিয়া দেখিলেন যে ৩০ জনের খণ্ড বিখণ্ডিত দেহ ডেকের উপর পতিত রহিয়াছে; অপর সকলে পাছে জাপানী কর্ত্তৃক ধৃত হয় বলিয়া সমুদ্রে ঝম্প দিয়াছে। জাপানিগণ তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্গ হইতে তাঁহাদের উপর গোলা বৃষ্টি হইতেছিল, সুতরাং তাঁহারা অগত্যা অনিচ্ছাসত্বে এই হতভাগ্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ খানিতে তখনও দুই জন রুষ একটা প্রকোষ্ঠে দরজা বন্ধ করিয়া লুকাইয়াছিল। জাপানিগণ তাহাদের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না,—পর মুহূর্ত্তে জাহাজ ডুবিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই দুই হতভাগ্যও ডুবিয়া মরিল।

দ্বিতীয় জাহাজখানি প্রাণপণ যুদ্ধ কবিতে করিতে বন্দবেব দিকে আশ্রয় লইবার জন্য যাইতেছিল। সে দ্রুতগামী থাকায় প্রায় বন্দবের নিকট আসিয়া পড়িল। এ দিকে আড্মিরাল মাকারফ তাহাব দুর্দ্দশা দেখিয়া, স্বয়ং নভিক নামক যুদ্ধপোতে উঠিয়া বয়ান নামক যুদ্ধপোত সঙ্গে লইয়া বন্দর হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি দেখিলেন, জাপানী ক্রুজার জাহাজ শ্রেণী তাহাদের টরপেডো বোট সকল রক্ষার্থে অগ্রসব হইয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি অপরূপ যুদ্ধ সজ্জায় তাহারা অগ্রসর হইতেছে! ইহাদের সহিত বন্দরের বাহিরে, দুর্গের কামানেব দূবে, যুদ্ধ করা কেবল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা মাত্র; তাহাই মাকারফ দুঃখিতান্তঃকরণে বন্দরে ফিরিলেন।

কিন্তু জাপানিগণ আজ রুষকে দেখা দিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য আসেন নাই! জাপানী ক্রুজার জাহাজগুলির পশ্চাতে স্বয়ং আড্মিরাল



আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার রণপোতের উপর হইতে জলযুদ্ধ চালনা করিতেছেন।

টোগো ছয়খানি বৃহৎ জাপানী ব্যাটেলসিপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ক্রুজার জাহাজগুলি টরপেডো বোটগুলির সহায়তায় নিযুক্ত হইল। টোগো তাঁহার ছয় যুদ্ধপোত লইয়া পোর্ট আর্থারের পশ্চিম দিকে লিওটিসান উপদ্বীপের পার্শ্বে সারি সারি স্থাপিত করিলেন। এখানে দুর্গের গোলা তাঁহার কোন জাহাজ স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; অথচ তাঁহার জাহাজের প্রত্যেক গোলা দুর্গে ও বন্দরে পতিত হইয়া পোর্ট আর্থার বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। ঠিক তাহাই ঘটিল। বেলা ১০টার সময় হইতে টোগোর ছয় জাহাজ গোলা উদ্গীরণ করিতে লাগিল! সে গোলা ও অগ্নিবৃষ্টির বর্ণনা করিয়া সে ভয়াবহ ব্যাপার যে কি, তাহা উপলব্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা কাহারই নাই! এদিকে জাপানী ক্রুজার জাহাজগুলি ঠিক পোর্ট আর্থার দুর্গের সম্মুখে সমুদ্র মধ্যে সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়াছিল। জাপানী সকল যুদ্ধপোতেই তারশূন্য টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত ছিল; সুতরাং এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজ অদৃশ্য থাকিলেও, পরস্পরে অনায়াসে এক হইতে অপরে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে পারা যাইত। টোগোর জাহাজ পোর্ট আর্থারের কি সর্ব্বনাশ সাধিত করিতেছে, টোগো তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন না; কিন্তু তাঁহার ক্রুজার জাহাজ সকল সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা সেনাপতিকে তারশূন্য টেলিগ্রাফ সাহায্যে সংবাদ দিতেছিল। টোগো "হাই আঙ্গেল" গোলা চালাইতেছিলেন। তিনি গোলা আকাশের দিকে উচ্চে নিক্ষেপ করিতেছিলেন; সেই গোলা ঘুরিয়া দুর্গের উপর ও বন্দরের জাহাজে পড়িয়া শত হস্তের মধ্যে আর কিছুই রাখিতেছিল না! এরূপ সুবন্দোবস্তের ও সুকৌশলের বোম্বার্টমেণ্ট বা জাহাজ হইতে দুর্গ আক্রমণ আর কেহ কখনও দেখেন নাই।

রুষগণ কি নীরবে এই ভয়াবহ প্রহার সহ্য করিতেছিলেন? না,—তাঁহারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। টোগোর জাহাজে দুর্গ হইতে গোলা

চালাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃতই হাত কামড়াইতে লাগিলেন; তবুও তাঁহারা জাপানী ক্রুজার জাহাজের উপর গোলা চালাইতে ছিলেন,—কিন্তু ধূর্ত্ত জাপানিগণ তাহাদের জাহাজ রুষ নিক্ষিপ্ত গোলার বাহিরে স্থাপিত রাখিয়াছিল ; সুতরাং রুষের একটী গোলাও তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিল না ; সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্র তোলপাড় করিয়া তুলিল। রুষ যুদ্ধ-জাহাজগুলি বাহির হইয়া জাপানী জাহাজ আক্রমণ করিল না কেন? তাহারও বিশেষ কারণ ছিল। জাহাজগুলি এক্ষণে সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই ; তাহার উপর বন্দরের বাহিরে জাপানিগণ "মাইন" ছড়াইয়া দিয়াছে। এই ভয়াবহ একটী "মাইনের" সহিত কোন জাহাজ সংঘর্ষিত হইলে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এক্ষণে বন্দর হইতে বাহির হইতে হইলে, এই সকল "মাইন" দেখিয়া অতি সন্তর্পণে বাহির হইতে হইবে। অপরতঃ দুর্গের গোলার বাহিরে গিয়া স্বাধীনভাবে সমস্ত জাপানী রণপোতের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি রুষের ছিল না ;—তাহাই রুষ যুদ্ধ-পোত সকল বন্দরের মধ্যে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে গোলা চালাইতে লাগিল ; কিন্তু জাপানী যুদ্ধ-কৌশলের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা জাপানী জাহাজের কোন রূপে কোন অনিষ্ট সাধিত করিতে সক্ষম হইল না!

আর পোর্ট আর্থার দুর্গে জাপানী গোলায় কি হইতেছিল? ১২ ইঞ্চি কামানের একটী গোলা ওজনে ১০ মণের অধিক ; ইহা যেখানে পতিত হয়, সেখানে ইহা সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তীব্র বেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল গোলার ক্ষুদ্রাংশের একটী দেহে লাগিলে মৃত্যু নিশ্চিত! আর যেখানে এই ভয়াবহ ১০ মণ ওজনের গোলা পতিত হয়, সেখানে যে সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, কিছু থাকে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র! এইরূপ শত শত গোলা পোর্ট আর্থার দুর্গ ও বন্দরের জাহাজের উপর পতিত হইতে ছিল, সুতরাং দুর্গে ও বন্দরে রুষ রণপোতের যে কি

সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। রুষের রেড্ভিসান জাহাজের উপর এইরূপ একটী গোলা পতিত হইয়া নিমেষে ১৯ জনের মৃত্যু ঘটিল। একখানি রুষ জাহাজে আর একটী গোলা পতিত হওয়ায়, আগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহাতে ৮৮ জনের মৃত্যু ঘটিল। রুষ হাঁসপাতাল-জাহাজ মোঙ্গলিয়ানে একটী গোলা পতিত হইয়া, ছয় জনকে হত্যা করিল। সিবাসটীপুল জাহাজ জাপানী দুই গোলায় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল ;—বন্দরের অট্টালিকাদিও চূর্ণীকৃত হইয়া ছিল। সহরেও কিছু আস্ত ছিল না ;—অনেক অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া-গিয়াছিল ; অনেক অট্টালিকায় আগুণ লাগিয়াছিল। অনেক নিরপরাধী হতভাগ্যও এই গোলা বৃষ্টিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। এক স্থানে দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোক এই যুদ্ধ দেখিতেছিল। সহসা তাহাদের মধ্যে এক জাপানী গোলা পতিত হওয়ায়, নিমেষে তাহাদের ২৫ জন হত হয়। তিনজন কেরাণী আফিস হইতে গৃহে ফিরিতেছিল ;—সহসা পথিমধ্যে জাপানী গোলা পতিত হইয়া ইহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল। সেনাধ্যক্ষ ব্যারণ ফ্রাঙ্কের স্ত্রী একটী গোলার ক্ষুদ্রাংশে আঘাতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সিডোরসকি নামে একজন উকিলও এই সময়ে হত হন। আর কত লোক যে হত আহত হইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। জেনারেল ষ্টসেল প্রাণে প্রাণে সদলে বাঁচিয়া গিয়া-ছিলেন। আড্মিরাল মাকারফ ও রুষ যোদ্ধাগণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা জাপানিগণের বিন্দুমাত্র অনিষ্টসাধন করিতে পারিলেন না। জাপানিদিগের কয়েকখানা ক্রুজার জাহাজ এদিক সেদিকের অনেক অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া দিল। এইরূপে বেলা ২টা পর্য্যন্ত টোগো রুষ দুর্গ ও বন্দরের উপর গোলা চালাইলেন। বেলা ২টার সময় তিনি একেবারে গোলা বন্ধ করিলেন ; তৎপরে সমস্ত জাপান-যুদ্ধপোত পোর্ট আর্থার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দূর সমুদ্রে অন্তর্হিত হইয়া গেল !

এরূপ বোম্‌বার্ডমেণ্ট উনবিংশ শতাব্দীতে আর কোথাও ঘটে নাই! পোর্ট আর্থার অতি দুর্ভেদ্য মহা দুর্গ না হইলে, এ ভয়াবহ গোলা বৃষ্টিতে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইত।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেনাধ্যক্ষগণ।

এক্ষণে সকলেই বুঝিয়াছেন যে এই রুষ-জাপান যুদ্ধ সহজে মিটিবে না। লক্ষ লক্ষ নর শোণিতে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে! এক দিকে রুষের মান,—অপর দিকে ক্ষুদ্র জাপানের প্রাণ! যদি রুষ জাপানকে পদদলিত করিতে না পারেন,—তবে তাঁহার জগৎব্যাপী মান চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। তজ্জন্য রুষ প্রাণপণ যত্নে এই মহা-যুদ্ধে দূর রুষ রাজ্য হইতে মাঞ্চুরিয়ায় অভিযান করিতেছেন। তাহাতে অর্থব্যয়ে বা সৈন্য প্রেরণে কোন রূপ ক্রটী করিতেছেন না। যুদ্ধে জয়ী হইতেই হইবে! তাহাতে রুষ রাজ্য সর্ব্বস্বান্ত ও লোক শূন্য হয়, হউক,—তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজিত হওয়া অপেক্ষা চিরধ্বংস সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! কেবল যে রুষ সম্রাট বা তাঁহার নিম্নস্থ অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষগণের এ মত তাহা নহে, প্রত্যেক রুষের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! দূর পল্লিগ্রামস্থিত অশিক্ষিত অজ্ঞ রুষও ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া স্বদেশের মান সম্ভ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে;—সেও দেশের মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক দিকে মান রক্ষার জন্য মহা আয়োজন;—অপর দিকে জাপান রুষের হস্তে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য চেষ্টিত;—তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে গোল নাই, চীৎকার নাই, শব্দ নাই। সকলেই মাতৃভূমির জন্য

প্রাণ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! রুষ জয় জয় নিনাদে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে! আর জাপান দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া নীরবে জননীসমা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য অভিযান করিতেছে! তাহাই রুষের যুদ্ধ আয়োজনের প্রায় সকল সংবাদই আমরা অবগত হইতে পারিতেছি; কিন্তু জাপান কি করিতেছেন, তাহার কিছুই আমরা জানিতে পারিতেছি না!

তবে সকলেই বুঝিয়াছেন যে জাপান ভিতরে ভিতরে নীরবে নিঃশব্দে মহা আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা নৌ-যুদ্ধে যে অতুলনীয় সুকৌশল ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন, স্থলযুদ্ধেও নিশ্চয়ই সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইবেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও ক্ষুদ্র জাপানের মহাপ্রতাপান্বিত রুষকে পরাভূত করিবার কোন আশা নাই! রুষ জলের স্রোতের ন্যায় অগণিত সেনা মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করিতেছেন। জাপান সম্ভবমত দুই তিন লক্ষ সৈন্যের অধিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু রুষ ইচ্ছা করিলে মাঞ্চুরিয়ায় ১০ লক্ষ সেনা অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

রুষের কয়েকখানি রণতরী নষ্ট হইয়াছে সত্য,—পোর্ট আর্থারও কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে সত্য,—কিন্তু তাহাতে জাপানের বড় কিছু লাভ হয় নাই। রণতরী দ্বারা পোর্ট আর্থার জয়ের কোন আশা নাই! তবে রুষ-যুদ্ধপোতগুলি আহত হওয়ায়, জাপান সমুদ্রের একাধিপতি হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা অবাধে জাপান হইতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া ক্রমান্বয় সেনা কোরিয়ায় প্রেরণ করিতে পারিতেছেন। রুষের যুদ্ধপোত সকল কার্য্যক্ষম ও প্রবল থাকিলে, ইহা তাঁহারা কিছুতেই পারিতেন না। পারিলেও এই সকল রুষ-জাহাজের হাত এড়াইয়া কোরিয়ায় সেনা লইয়া যাইতে অনেক সময় লাগিত। এই ছয় সপ্তাহে জাপানের এইটুকু মাত্র লাভ হইয়াছে; তাঁহারা অনেক সৈন্য নির্ব্বিঘ্নে

কোরিয়ায় লইয়া যাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্থল-যুদ্ধে রুষের কতদূর সমকক্ষ হইতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না! অন্ততঃ এ যুদ্ধের প্রারম্ভে কেহই জাপানের জয় আশা করেন নাই।

উভয় পক্ষেই সুবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা জগৎবিখ্যাত রুষযোদ্ধা কুরোপাট্‌কিনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তিনি সমস্ত রুষ-সেনামণ্ডলীর প্রধান সেনাপতি হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় আগমন করিয়াছেন! তিনি সমস্ত রুষ জাতির অতি মাননীয় যোদ্ধা,—তাহাদের বিশ্বাস তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই! সেনাপতি জিনিলিস্কি তাঁহার সহকারী হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কুরোপাট্‌কিনের সমকক্ষ যোদ্ধা না হইলে, এই অদ্বিতীয় বীর জিনিলিস্কিকে কখনও নিজ সহকাবী পদে বরিত করিতেন না! বিখ্যাত বীর সেনাপতি গ্রোডিকফ্ সাইবিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। তাঁহারও জগৎবিখ্যাত নাম,—তিনি যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন; সুতরাং বলা বাহুল্য তিনি এ যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিবেন না।

জেনারেল লিনিভিচ পূর্ব্ব হইতেই মাঞ্চুরিয়ায় রুষ সেনার প্রধান সেনাপতি। তিনি রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যখন চীনে বক্‌সারগণের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ইয়োরোপীয় সকল রাজ্যের সৈন্যগণ পিকিনে অভিযান করেন, তখন লিনিভিচ রুষ সেনাপতি ছিলেন। জাপান সম্রাট এই সময়ে তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে জাপানের সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

রুষ সেনাপতি ষ্টারপেটস্কি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গত কয়েক বৎসর হইতে এ প্রদেশে থাকিয়া রাজ্য সুশাসিত করিতে ছিলেন। তাঁহার সেনাগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। প্রকৃত পক্ষে তিনিই এ প্রদেশে রুষের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিতে-

ছিলেন। ষ্টায়পেটস্কি যে রুষ সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে একজন অতি বিচক্ষণ যোদ্ধা, তাহা সকলেই বিশেষ অবগত ছিলেন।

জেনারেল স্মিরনফ রুষের একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। সেনাপতি ষ্টসেল পোর্ট আর্থার দুর্গের অধিপতি ছিলেন; কিন্তু তিনি জাপানিদিগের সহিত যুদ্ধে বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না; এইজন্য কথা হইতেছে যে তাঁহার স্থলে সেনাপতি স্মিরনফই নিযুক্ত হইবেন। স্মিরনফ তুরস্ক যুদ্ধে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের নিকট ১৬টী স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

মেজর জেনারেল ভেলিচো রুষের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। মাঞ্চুরিয়ার রেল পোল প্রভৃতি রক্ষা ও বিস্তৃতি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি স্থাপন ও আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদাই একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন ভেলিচোকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বিচক্ষণতা ও সুদক্ষতার অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য এতদ্ব্যতীত আরও বহু স্বনামখ্যাত রুষ সেনাধ্যক্ষ এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহারাই প্রধান। সর্ব্বদাই যুদ্ধ-বর্ণনায় তাঁহাদের নাম উল্লেখের আবশ্যক হইবে। ইহাঁদের অনেকে এই মহাযুদ্ধে স্ব স্ব পূর্ব্ব গৌরব জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া দেশে ফিরিলেন; এবং আবার অনেক অজ্ঞাত-নামা যোদ্ধা যুদ্ধে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এক দিনে জগৎ খ্যাত হইলেন।

এইতো গেল রুষ সেনাধ্যক্ষগণের কথা। এক্ষণে কোন্ কোন্ জাপান মহারথী এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাই দেখা যাউক। জাপান সেনানায়কদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমেই মহাযোদ্ধা মারকুইস জাগামাটার নাম করিতে হয়! তিনি এক্ষণে সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ও যদ্ধ সভাব প্রধান

অমাত্য। চীন-জাপান যুদ্ধে তিনিই জাপান সেনার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। যদি বয়সাধিক্য বশতঃ তিনি নিতান্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত না হন,—বলা বাহুল্য, তিনি রাজধানীতে থাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সেনাপতিগণকে সর্ব্ব প্রকারে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরামর্শ প্রদান করিতে ত্রুটী করিবেন না। সকলেই তাঁহাকে জাপানের "মলটকি" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কাউণ্ট অয়িমা চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের দ্বিতীয় সেনানায়ক ছিলেন। তিনিও জাপানের একজন সুবিখ্যাত যোদ্ধা। এক্ষণে তাঁহার বয়স প্রায় ৬১ বৎসর;—তাঁহার স্বভাব বড়ই ধীর শান্ত! তিনি মহাযোদ্ধা বলিয়া বিদিত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রতি তাঁহার ভাল বাসা নাই! তিনি সর্ব্বদাই শান্তিপ্রিয় লোক; কিন্তু একবার যুদ্ধে নিযুক্ত হইলে, তখন তিনি কর্ত্তব্য সাধন ব্যতীত আব কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না।

জাপানিদিগের বিশ্বাস যে তাহাদের সেনাপতি নজু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বীর। ইনি যৌবনে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বদা মৃগয়া প্রভৃতি নানা বলপ্রদর্শক ক্রীড়ার জন্য ব্যাকুল। চীন-জাপান যুদ্ধে ইনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এক দিনের যুদ্ধেই চীনগণ ইহাঁর হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

সেনাপতি কুরোকি এবং ওকু, উভয়েই জাপানী মহা যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত। ইহাঁরা এ যুদ্ধে যে বিশেষ ভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস যে সেনাপতি কোদোমাই জাপান সেনার প্রধান কর্ত্তৃত্ব পাইবেন। লোকে বলে যে তিনি কি করা না করা কর্ত্তব্য, তাহা বিদ্যুৎ বেগে স্থির করিতে পারেন; বিশেষতঃ তিনি ইয়োরোপীয় যুদ্ধবিদ্যায় মহা সুপণ্ডিত। বলা বাহুল্য এই সকল জাপানী সেনাধ্যক্ষগণের প্রায় সকলেই ইয়োরোপ,

বিশেষতঃ জারমানিতে গমন করিয়া, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজেরাও সেই শিক্ষার উপর নিজ নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা কেহই ইয়োরোপীয় কোন সেনাধ্যক্ষ হইতে কোন অংশে হীন নহেন।

সেনাপতি জামাগুচিও একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ। তিনিই বক্সার গোলযোগের সময় জাপান সেনার সেনাপতি হইয়া পিকিনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিও যে একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ যুদ্ধে যে তিনি গুরুভার পাইয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্যে জগতকে চমকিত করিতে সক্ষম হইবেন, এ সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ নাই।

উপরিলিখিত কয়জনই স্বনাম খ্যাত। ইহাঁদের নাম এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু নূতন জাপান ক্ষুদ্র চীন-জাপান যুদ্ধ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত আর কোন যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই; সুতরাং জাপানী বীরগণও তাঁহাদের যশ ও খ্যাতি জগতে বিস্তৃত করিবার সুবিধা পান নাই। বলা বাহুল্য এই মহাযুদ্ধে আমরা আরও শত শত জাপানী মহাযোদ্ধার নাম শ্রুত হইব! তাঁহাদের অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইব!

আড্‌মিরাল টোগোর নাম জগত খ্যাত হইয়াছে! নূতন জাপান কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহা তিনি এই ছয় সপ্তাহে জগতকে দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জাপান যে জলযুদ্ধে অদ্বিতীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রুষের রণতরী খণ্ড বিখণ্ড করিতে পারে, তাহা তিনি দেখাইয়া সমস্ত এসিয়া খণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন! সমস্ত পৃথিবী তাঁহার নামে ধন্য ধন্য করিতেছে। স্থলযুদ্ধেও নিশ্চয়ই আমরা অনেক টোগো দেখিয়া ধন্য হইব।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কোরিয়া।

কোরিয়া লইয়াই এই মহাযুদ্ধ; সুতরাং কোরিয়া সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। কোরিয়া রাজ্য চীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে স্থিত; কোরিয়ারও এক সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গ ছিলেন। কিন্তু রাজ্য-শাসন যতদূর বিশৃঙ্খলভাবে হওয়া সম্ভব, কোরিয়াতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত। রাজ্যের সৈন্য সামন্ত যাহা ছিল, তাহাদিগকে সৈন্য সামন্ত বলিলে এ নামের কেবল অপকর্ষতা সাধন হয় মাত্র। জাপানি-গণ এই সৈন্য সামন্ত এক ঘণ্টার মধ্যেই নির্ম্মূল করিতে পারিতেন। দেশের লোক এমনই অলস যে প্রাণ থাকিতে তাহারা কোনরূপ পরিশ্রম করিতে চাহিত না। কাজেই কোরিয়াবাসিগণ যতদূর অধঃপতন সম্ভব, ততদূর অধঃপতনের পথে বসিয়াছিল। অথচ তাহাদের দেশ অনুর্ব্বর নহে;—নানা খনিজ দ্রব্যেও বহু ধনশালী ছিল;—কিন্তু অলস কোরিয়াবাসিগণ দুটী দুটী যাহা তাহা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট, আর অধিক কিছুই করিতে চাহিত না। কোরিয়া জাপানের অতি নিকটস্থ দেশ; উৎসাহী, উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী জাপানিগণ কোরিয়ায় আসিয়া ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি উপায়ে কোরিয়ার উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু কোরিয়াবাসিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহে;—তাহারা উদ্যমশীল জাপানিগণের উপর হাড়ে চটা। তাহাদের রাজ্যের উত্তর প্রান্ত রুষগণ ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে। রুষের উপরও কোরিয়াবাসিগণ রাগতঃ; কিন্তু কি জাপান কি রুষ, কাহাকে কিছু বলিবার সাহস হতভাগ্য কোরিয়াবাসীর ছিল না।

কোরিয়ার তিন দিকেই সমুদ্র ; সুতরাং কোরিয়ার বন্দরের অভাব ছিল না। ইহার চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বন্দর ছিল। ইহাদের মধ্যে চিমল্‌পো প্রধান। কিন্তু জাপানিগণ কোরিয়ার সমস্ত বন্দরই নখদর্পণ করিয়াছিলেন ;—তাঁহারা ইচ্ছামত জাপান হইতে কোরিয়ার যে কোন বন্দরে সেনা আনয়ন করিতে পারিতেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে তাঁহারা প্রথমেই চিমল্‌পোতে সৈন্য আনিয়া, কোরিয়ার রাজধানী সিওলে অভিযান করিয়াছিলেন। চিমল্‌পো সিওলের নিকটস্থ বন্দর ; বিশেষতঃ এই বন্দর হইতে সিওল পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ছিল। অন্যান্য বন্দর হইতে রাস্তা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু এই বন্দরে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধপোত সর্ব্বদাই থাকিত। জাপান এই বন্দরে সৈন্য আনিলে, সে সংবাদ গোপন থাকিবে না। তাহাই জাপান এ বন্দর ত্যাগ করিয়া কোরিয়ার অন্য বন্দরে সৈন্য লইয়া যাওয়া ভিতরে ভিতরে স্থির করিলেন। তাঁহারা কোথায় কত সৈন্য লইয়া যাইতেছেন, তাহা কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

কিন্তু রুষ মাঞ্চুরিয়ায় যত সৈন্য আনিলেন, তাহা সকলেই জানিতে পারিল। কোরিয়ার উত্তর দিকে বিস্তৃত জুলু নদী। এই নদীর অপর পারে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ। এ পারে কোরিয়া রাজ্যের উইজু নামক একটী সহর। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে রুষগণ জুলু নদীর এ পারে কখনও সৈন্য আনয়ন করেন নাই ;—কিন্তু যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই, ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, রুষগণ সসৈন্যে জুলু নদী পার হইয়া উইজু সহর দখল করিয়া বসিয়াছিলেন ; সুতরাং বলিতে হয়,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম এ যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারি হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৪৫০০ রুষ সৈন্য জুলু নদীর এ পারে আসিল। তাহাদের মধ্যে তিন হাজার উইজু সহরে রহিল ; এক হাজার ১০৮ মাইল দূরস্থিত কোরিয়ার ক্ষুদ্র সহর চোসানে উপস্থিত

হইল; বাকি ৫০০ আনজু নামক স্থানে গমন করিল। এই আনজু কোরিয়া দেশের অপেক্ষাকৃত বড় সহর পিংযাং নগর হইতে কেবল ৪০।৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পিংযাং কোরিয়া রাজ্যের উত্তর দ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ছিল। একটী রাস্তা কোরিয়ার পূর্ব্ব কোণস্থিত জেনসান নামক বন্দরে গিয়াছে; আর একটী কোরিয়ার পশ্চিম কোণস্থিত বন্দর চিনাম্‌পো পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সুতরাং এই পিংযাং দখল করিলে, একরূপ সমস্ত উত্তর কোরিয়া অধিকৃত হয়। রুষগণ পিংযাংয়েব দিকে অগ্রসর হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদের পূর্ব্বে জাপানিগণ পিংযাং অধিকার করিতে না পারিলে, তাহারা আর সহজে রুষকে বাধা দিতে পাবিবে না।

এই পিংযাং হইতে রাস্তা জুলু নদীর তীরে গিয়াছে। পর পার হইতে রাস্তা মাঞ্চুরিয়ার লিওজাং সহর হইয়া বরাবর মুকৃডেনে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং রুষ একবার পিংযাং লইতে পারিলে, তাহারা অনায়াসে সিওলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; কোরিয়াবাসিগণের রুষকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য জাপান প্রথমেই পিংযাং দখল করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কার্য্য সহজ নহে;—তখনও দেশ বরফে পূর্ণ;—কেবল গলিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। তাহাতে চারিদিকে পিছিল হইয়াছে; পথ চলা একরূপ দুঃসাধ্য। তাহার উপর দারুণ শীত; কিন্তু জাপানী বীরগণ এ সকল কিছুতেই দৃকপাত না কবিয়া, সিওল হইতে পিংযাং অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাপানী সেনাপতি ইনই এই সেনার নেতা হইয়া চলিলেন।

কোরিয়াবাসিগণ জাপানিদিগকে ভাল বাসিত না; কিন্তু তাহাদের গতিবোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহারা বাধ্য হইয়া জাপানের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। রুষ দূত সিওল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন জাপানিগণ একরূপ সম্পূর্ণ ভাবে কোরিয়া অধিকার করিয়া

বসিলেন। সে অধিকার তাহারা আর এ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নাই। সেই দিন হইতে কোরিয়া একরূপ জাপান সাম্রাজ্যের অংশীভূত অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছে! জাপানিগণ সিওল হইতে ফুসান নামক স্থান পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন; এক্ষণে তাহা যত শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে;—তিন হাজার ইন্‌জিনিয়ার সিওল হইতে জুলু নদীর তীরস্থ উইজু সহর পর্য্যন্ত একটী ছোট রেলপথ নির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁ লাইনও বসিতে লাগিল।

সেনাপতি ইনুই সিওল রক্ষার উপযুক্ত সৈন্য তথায় রাখিয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া পিংযাং যাত্রা করিলেন। পথের দারুণ কষ্টে কষ্ট জ্ঞান নাই! সে অসহনীয় শীতের বর্ণনা হয় না; তবুও জাপানিগণ কোন কষ্ট না মানিয়া, রুষের আগমনের পূর্ব্বে পিংযাং অধিকার করিয়া বসিলেন। পশ্চাতে ধারাবাহিক রূপে জাপানী সৈন্য পিংযাংএ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। রুষগণ পিংযাং অধিকার কবিবার চেষ্টা পাইলেন না; বরং তাঁহাদের যে ৫০০ শত সেনা আন্‌জুতে কামান সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা পশ্চাৎপদ হইল। এক্ষণে জাপানিগণ কোরিয়াব উত্তরাংশে যেন সহসা এক লৌহ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বে জেনসান বন্দর,—পশ্চিম চিনাম্‌পো বন্দর। দুই বন্দর হইতেই জাপান অগণিত সৈন্য পিংযাংয়ে আনিতে এক্ষণে সক্ষম। তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না;—দুই দিক হইতেই জাপানি সেনা পিংযাংয়ে সমবেত হইতেছিল। বিনা রক্তপাতে জাপান যাহা দখল করিলেন,—তাহাতে তাঁহাদের পক্ষের বল এক দিনে শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

সেনাপতি ইনুই নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না। তিনি পরিখা খনন, প্রাচীর নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা পিংযাং সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিলেন। এই দুর্গ মধ্যে রসদ মজুত হইতে লাগিল,—সেনাগণের বাসস্থান নির্ম্মিত

হইল। যাহাতে রুষগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিতে না পারেন, তিনি সাধ্যমত সে আয়োর্জন করিলেন। তৎপরে পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই দিকেই সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন; সেই সকল দুর্গে বহুসৈন্য স্থাপিত হইল। প্রকৃতই সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একটা যেন প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া গেল; তাহার পশ্চাতে জাপানিগণ কি করিতেছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

জাপান তাঁহার সেনাগণকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। পিংযাংয়ে প্রথম ১ নম্বর জাপানী সৈন্যদল সমবেত হইল। চিনাম্‌পো বন্দরে দলে দলে জাহাজ আসিতে লাগিল; আর সেই সকল জাহাজ হইতে দলে দলে জাপানসেনা নামিয়া ধীর পদক্ষেপে পিংযাংয়ের দিকে যাত্রা করিল। সর্ব্বসমেত ৫০ হাজার জাপানী সৈন্য, কামান ও অশ্বারোহী সহ, এইরূপে কোরিয়ায় আসিল। এই জাপানী ১ নম্বর সেনাদলের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন স্বয়ং বিখ্যাত যোদ্ধা,—সেনাপতি কুরোকি।

কেবল সেনা আসিল তাহা নহে। এই সকল সেনার সহিত অসংখ্য কামান ও নানা আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ আসিল। শত শত মণ রসদও আসিল; সঙ্গে সঙ্গে হাঁসপাতাল চলিল। ইন্‌জিনিয়ারগণ পশ্চাতে টেলিগ্রাম ও টেলিফোঁ তার বসাইতে বসাইতে অগ্রসর হইলেন। সামান্য সূঁচটী পর্য্যন্ত জাপানী যোদ্ধাগণ সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তাঁহাদের কোন দ্রব্যের বিন্দুমাত্র অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ সুন্দর সুবন্দোবস্ত কলের ন্যায় কাজ আর কেহ কখনও দেখে নাই। বহু আহারীয় দ্রব্যের প্রয়োজন। এই জন্য কোরিয়াতে তাঁহারা যে সকল আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পাইতেছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্যের নিয়মিত মূল্য দিতে ছিলেন,—রুষদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন দ্রব্য কখনও কাড়িয়া লন নাই।

এদিকে জাপানী ইন্‌জিনিয়ারগণ চিনাম্‌পো হইতে পিংযাং পর্য্যন্ত যে রাস্তা ছিল, তাহা এক সুন্দর বিস্তৃত রাজপথে পরিণত করিয়া তুলিলেন। পিংযাং সহরও এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হইল। যে সময়ে রুষগণ বা পৃথিবীর কেহই জাপান কি করিতেছেন অবগত নহেন, সে সময়ে জাপান কোরিয়ায় ৫০ হাজার সেনা আনিয়া ফেলিয়াছেন। তিন হাজার সৈন্য সিওল রক্ষা করিতেছে; ১০ হাজার সৈন্য কোরিয়ার নানাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। জাপান এক্ষণে যে কোন দিন ৪০ হাজার সেনা লইয়া রুষ আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল;—ইহারই মধ্যে ৪।৫ হাজার সৈন্য পিংযাং পরিত্যাগ করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। কোথায় রুষ-জাপানে মহাসমর হইবে, তাহা তখনও কেহই অবগত নহেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে এই পিংযাংয়ে জাপানিগণ কোরিয়া লইয়া চীনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জুলু নদীর তীরেই সে যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। আজ আবার জাপানিগণ সেই কোরিয়া লইয়া পৃথিবীব্যাপ্ত সাম্রাজ্য মহাপ্রবল প্রতাপান্বিত রুষের সহিত যুদ্ধের জন্য সেই পিংযাংয়ে সজ্জিত হইতেছেন। সেই জুলু নদীর তীরে আবার মহাসমর হইবে কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

বলা বাহুল্য এই পঞ্চাশ হাজার সেনাই জাপানের সম্বল নহে। ইহা কেবল জাপানের প্রথম ১নং সেনাদল। এইরূপ ৫০।৬০ হাজার সেনা লইয়া গঠিত আরও বহু সেনাদল জাপানে প্রস্তুত হইয়া আছে,—সময় মত তাহারা একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। সময়ে আমরা সে সকল বীর যোদ্ধাগণকে দেখিতে পাইব;— এখন কেবল আয়োজন মাত্র। আজ পর্য্যন্ত রুষ-জাপানের অভাবনীয় স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু হইবারও আর বিলম্ব নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।



প্রথম স্থল-যুদ্ধ।

রুষগণ জুলু নদীর কোরিয়ার পারস্থ উইজু নগর অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কসাক অশ্বারোহীগণ দলে দলে বহির্গত হইয়া চারিদিকে জাপানিগণের সন্ধান লইতেছে। এক সময়ে তাহারা পিংয়াং নগরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল;—তাহাদের দেখিয়া জাপানিগণ নগবের প্রাচীরের উপর হইতে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। কসাকগণও নীরব ছিল না; কিন্তু ইহাতে কোন পক্ষেরই কোন ক্ষতি হইল না। রুষগণ কিয়ৎক্ষণ গুলি চালাইয়া আবার উইজুর দিকে প্রস্থান করিল; জাপানিগণও তাহাদের অনুসরণ করিল না।

এই ঘটনার কয়দিন পরে রুষ কসাকগণ আবার জাপানিগণের সন্ধান লইতে আসিল। তাহারা আন্‌জু সহর হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে পাতচেন নামক স্থানে দেখিল যে প্রায় ৩০ জন জাপানী অশ্বারোহী তথায় পাহারায় রহিয়াছে। তাহাদের দেখিবামাত্র রুষ অশ্বারোহীগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া জাপানিগণ তাহাদের পশ্চাৎদিকস্থ জাপানী অশ্বারোহী ও পদাতিক গণকে তাহাদের সহায়তায় আসিবার জন্য সংবাদ দিল। উভয়দলে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল; কিন্তু উভয় পক্ষই যুদ্ধ করিতে বড় উৎসুক নহে;—তবুও উভয় পক্ষ দূর হইতে গুলি চালাইল। একজন জাপানী সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিক আহত হইলেন। জাপানিগণ রুষগণ অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক কম ছিল, কিন্তু তবুও তাহাবা হটিল না, কিন্তু তাহাদের গুলিতে দূরস্থ রুষ গণের বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; তাহারা প্রায় জাপানিগণের

নিকট আসিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া পেকচান হইতে দুইদল জাপানি পদাতিক ছুটিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রুষ-কসাকগণের ছিল না,—তাহাই তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া সরিয়া গেল। জাপানী অশ্ব কসাকদিগের অশ্ব হইতে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ছিল; সেজন্য জাপানিগণ রুষের অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।

প্রকৃত পক্ষে এই দিন রুষ-জাপানের প্রথম স্থলযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ রক্তপাত হইল; তবে ইহা মহা যুদ্ধের সূচনা মাত্র। ২৮ সে মার্চ্চ বেলা ১০ টার সময় উভয় পক্ষে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রুষ সেনাপতি মিসচেনকো উইজুতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া আছেন; দলে দলে তাহার অশ্বরোহী কসাকগণ শত্রুর অনুসন্ধান লইতেছে এদিকে জাপানিগণ পিংযাংয়ে তাহাদের প্রধান কেল্লা স্থাপিত করিয়া, দিন দিন জুলু নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে! মধ্যে মধ্যে রুষগণ জাপানি প্রহরীগণকে দেখিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু জাপানিগণ এরূপ যুদ্ধে সম্মত নহে; তাহারা রুষগণকে দেখিয়া সরিয়া-যাইতেছে। ২৭ সে মার্চ্চ রুষ সেনাপতি শুনিলেন যে চংজু নামক স্থানে চারি দল জাপানী অশ্বারোহী আগমন করিয়াছে। ইহাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, রুষ সেনাপতি বহু কসাক অশ্বারোহী লইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। রুষের প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন হারবিনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নামেই রুষ সেনাগণ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র ও উন্মত্ত হইয়াছে। আরও কারণ, রুষ সেনাপতি মিসচেনকো প্রথমেই জাপানিদিগকে পরাজিত করিয়া একটু বাহাদুরি লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণও সর্ব্বপ্রকারে কষ্ট পাইতেছিল;—তাহারাও

ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল;—আর তাহাদের নিকর্ম্মা বসাইয়া রাখিলে, বিপদের আশঙ্কা আছে,—এই সকল কারণে তিনি চংজুতে জাপানী সেনা আসিয়াছে শুনিয়াই তাহাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

চংজুতে কেবল জাপানী একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক মাত্র ছিল। তাহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক নহে। রুষসেনাপতি ৫।৬ শত অশ্বারোহী লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। জাপানিগণ হটিয়া আসিয়া সহরের গৃহে গৃহে আশ্রয় লইয়া গুলি চালাইতে লাগিল;—উভয় পক্ষেই অনেকে হত আহত হইল। কিন্তু জাপানিগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হওয়া জাপানিগণের নিয়ম নহে। তাহাদের অনেকেই হত আহত হইতে লাগিল, তবুও তাহারা এক পদও নড়িল না।

এই সময়ে তিন দল জাপানী অশ্বারোহী মহাবেগে চংজুতে উপস্থিত হইল। দুই দল সহরে প্রবেশ করিয়া শত্রুর প্রতি গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। রুষগণ বলেন যে অপর দল রুষের গুলি সহ্য করিতে না পারিয়া ছোড় ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এক ঘণ্টা এইরূপ যুদ্ধ চলিল। রুষগণ সহরের বাহিরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের পশ্চাতে নিজ নিজ অশ্ব রাখিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া তথা হইতে গুলি চালাইতেছিল। তাহাদের গুলিবৃষ্টির জন্য জাপানিগণ সহরের গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছিল না। উভয় পক্ষেই প্রতি মুহূর্ত্তে অনেকে হত আহত হইতেছিল। এরূপ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে চারিদল জাপানী পদাতিক মহাদর্পে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া রুষ সেনাপতি বুঝিলেন যে আর যুদ্ধ করিলে হারিতে হইবে;—তাহাই তিনি সৈন্যগণকে অশ্বারোহণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া উইজুব দিকে ধাবিত হইল। বলা বাহুল্য জাপানিগণ

ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া, তাহাদের জয়ধ্বনি "বানজাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া রুষদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু রুষের অশ্ব ভাল থাকায়, জাপানিগণ তাহাদের বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া চংজু সহর দখল করিল। এই কয় সপ্তাহে চংজুর অদৃষ্টে অনেক অধিপতি জুটিল। প্রথম রুষ ইহা দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর জাপানের আগমন ;—তাহাদের প্রতি রুষের আক্রমণ ;—তাহাদের পলায়ন ;—পরে জাপান কৃত চংজু অধিকার ! ক্ষুদ্র চংজুতেই রুষ জাপানের মহা স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রুষেরা বলেন যে তাঁহাদের কসাকগণ সুশৃঙ্খলতার সহিত হটিয়া কোঁক্সান নামক স্থানে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম ও আহতগণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা রাত্রি ৯টার সময় চোলসানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এই চোলসান উইজু হইতে কেবল এক দিনের পথ।

জাপানিগণ এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা উইজুতে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পিংযাং হইতে তিন পথে তিন দলে রওনা হইলেন। প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া জুলু নদীর দিকে চলিল। পথ ভাল নহে,—তাহার উপর বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দারুণ শীত,—এ অবস্থায় যে কি কষ্টে জাপানিগণ অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না ! এই সকল সৈন্যের সহিত কামানের ও রসদের গাড়ী, হাঁসপাতাল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি সরঞ্জাম আরও কত কি ছিল,—তাহার সংখ্যা হয় না। পথে হাঁটু সমান কাদা। এই কাদায় প্রায়ই এই সকল গাড়ীর চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। তখন বহু সংখ্যক সেনা তাহাদিগকে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল ;—কাজেই তাহাদের অগ্রসর হইতে প্রতি পদেই অনেক

বিলম্ব হইতে লাগিল। সেনাগণও শীতে, কর্দ্দমে, অনাহারে, অনিদ্রায়, অমানুষিক পরিশ্রমে, অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে কষ্টের কথা নাই;—সকলই উৎফুল্ল,—রুষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র। জাপানিদিগের সকল বন্দোবস্তই অতি সুশৃঙ্খলার সহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যতই পিংযাং হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই পশ্চাতে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কিছু সেনা রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। পিংযাংয়ের সহিত তাঁহাদের সেনার সম্বন্ধ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, জাপানিগণ তাহার অতি সুবন্দোবস্ত করিলেন। এ দিকে নানা প্রকারে দেশবাসীগণকেও হাত কবিবাব চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। টংহাক বলিয়া একদল লোক কোরিয়াবাসিদিগকে জাপানের শত্রুতা করিবার পরামর্শ দিতেছিল। বলা বাহুল্য, জাপানিগণ এইরূপ টংহাক পাইলেই গুলি করিতে ক্রটী করিলেন না; তবে তাঁহাদের সম্মুখে টংহাক প্রায় পতিত হইল না।

জাপানিগণ মনে করিয়াছিলেন যে পিংযাং ও উইজুর মধ্যস্থলে কোন স্থানে রুষের সহিত তাঁহাদের মহাযুদ্ধ ঘটিবে, কিন্তু তাঁহারা প্রায় উইজুর নিকটস্থ হইলেন,—তবুও রুষগণ তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন না। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহাদিগকে উইজুতেই রুষগণকে আক্রমণ করিতে হইবে। জাপানিগণ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ সজ্জায় অতি সাবধানে উইজুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে উইজুতে রুষগণ দুর্গ নির্ম্মাণ কবিয়াছে। সেই দুর্গে অন্ততঃ ৫।৭ হাজার রুষ সৈন্য আছে। হয়তো এতদিনে তথায় আরও রুষ সৈন্য আসিয়াছে; সুতরাং উইজুতে যে এক মহাযুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা সেই জন্য অতি সাবধানে উইজুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ৪ঠা এপ্রেল তারিখে জাপানী একদল অশ্বারোহী রুষগণ কি করিতেছে সংবাদ লইবার জন্য

সন্তর্পণে উইজুর নিকটস্থ হইল। তখন তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইল। রুষগণ উইজু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! বিনা যুদ্ধে রুষগণ পলাইয়াছে। জাপানিগণ "বানজাই" ধ্বনিতে জগত কাঁপাইয়া উইজু দখল করিয়া বসিলেন। বিনা যুদ্ধে তাঁহাদের সমস্ত কোরিয়া দেশ অধিকৃত হইল। জুলু নদীই কোরিয়ার উত্তর সীমা;—নদীর অপর পারে চীনের মাঞ্চুরিয়া দেশ। রুষ কোরিয়ার অনেকাংশ দখল করিয়াছিলেন;—এপারেও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন;—এক্ষণে জাপানিগণের আগমন বার্ত্তা পাইয়া বিনা যুদ্ধে তাঁহারা কোরিয়া দেশ পরিত্যাগ কবিয়া মাঞ্চুরিয়ায় চলিয়া গেলেন। ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহাতে তাঁহাদের প্রতিপত্তি যে অনেক নষ্ট হইল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। রুষের এই পলায়নে জাপানিগণের উৎসাহ, তেজ, বলবীর্য্য যে শত গুণ বৃদ্ধি পাইল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই! এত সহজে যে তাঁহারা রুষকে কোরিয়া হইতে দূর করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহারা কথনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সকলেই বলিতে লাগিল,—রুষের এরূপ করিবার কারণ কি?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জুলু নদীর তীরে।

জাপানিগণ উইজু অধিকার করিলেন; কিন্তু এখনও তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য তথায় উপস্থিত হয় নাই। পিংযাং হইতে উইজু উপস্থিত হইবার পথে দুইটী নদী পার হইতে হয়। এক্ষণে বরফ গলিয়া এই সকল নদীতে বন্যা আসিতেছে! কয়েক দিনের মধ্যেই পারাপার দুরূহ হইয়া উঠিবে। জাপানিগণ একটা নদীর উপর একটা পোল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বন্যায় এ পোল কতদূর টিকিবে বলা যায় না।

সম্মুখেও বৃহৎ জুলু নদী—এক্ষণে জলে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। সৈন্য লইয়া এ নদী পার হওয়া সহজ নহে; উইজুর ঠিক পর পারে আংটং নামক স্থানে রুষ শিবির। কিন্তু এই শিবিরে কেবল ২৫০ জন কসাক ও ১৬টা কামান রাখিয়া রুষগণ কয়েক মাইল দূরে নদীর তীরে কিউলেনচেং নামক স্থানে সমস্ত সেনা সমবেত করিয়াছিলেন। এইখান হইতেই রাস্তা রুষদিগের লিওযাং সহর হইয়া মুক্‌ডেনে গিয়াছে। রুষগণ এই খানে ৩ হাজার কসাক অশ্বারোহী, ১০ হাজার পদাতিক ও তিন হাজার গোলন্দাজ সেনা রাখিয়াছিলেন। কিউলেনচেং ও উইজুর মধ্যে নদী প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। মাঞ্চুরিয়ার দিকে দুইটা বড় বড় চড়া ছিল। এইখান হইতে কখনও কখনও রুষগণ পরপারস্থ জাপানিগণের উপর গুলি চালাইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে রাত্রে এপারে আসিয়াও জাপানি-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাড়া খাইলেই ছুটিয়া পর পারে গিয়া আশ্রয় লইত। এইরূপে অনেক দিন উত্তীর্ণ হইল। জাপানিগণের তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সৈন্য ও রসদ উইজুতে সমবেত করিতে লাগিলেন। শুনা যায় যে এই সময়ে একদিন অনেক জাহাজ জাপানী সেনায় পূর্ণ হইয়া জুলু নদীর মুখে সমুদ্রে আসিয়া নঙ্গর করিল! সেই সকল জাহাজ হইতে জাপানের ২নম্বর সেনাদল উইজু আসিয়া প্রথম সেনাদলের সহিত মিলিত হইল। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে জাপানের এইরূপ এক এক সেনাদলে এক এক প্রধান সেনা-পতির অধীনে অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ, এই তিন প্রকার সেনা লইয়া মোট ৫০ হাজার করিয়া সৈন্য ছিল। সুতরাং এক্ষণে জুলু নদীর তীরে জাপানের প্রায় এক লক্ষ সেনা সমবেত হইল। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে একথা ঠিক নহে;—জুলু নদীর তীরে জাপানের কেবল এক নম্বর সেনাদলই ছিল।

রুষও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। তাঁহারাও জুলু নদীর তীরে

ক্রমাম্বয় সৈন্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত এক ভয়াবহ কল আনিলেন। এই কল রুষ রাজধানীতে সম্রাটের সম্মুখে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ইহার সাহায্যে নদীর মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই এক ভয়াবহ আকাশ-সমান উচ্চ অগ্নির প্রাচীর নির্ম্মিত করিতে পারা যায়। কোন পোল ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা করিলে, এই ভয়াবহ অগ্নির সাহায্যে তাহা ৫।৭ মিনিটেই ধ্বংসীভূত করা যায়। যদি জাপানিগণ য়লু নদীর উপর পোল নির্ম্মাণের চেষ্টা পায়, তাহা হইলে রুষগণ এই কলের সাহায্যে সে পোল তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিতে পারিবেন। সুতরাং কেবল জাপানিগণই যে আধুনিক সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—রুষগণেরও অনেক ভয়াবহ ব্যাপার ছিল।

নদীর দুই পারেই সমভাবে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষই নিজ নিজ শিবির সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়া চারিদিকে কামান স্থাপন করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই রাত্রে উভয় পক্ষের উপর পতিত হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। সময় সময় রুষগণ জাপানিদিগের উপর গোলা চালাইতেও ক্রটী করিলেন না। ৪টা এপ্রেল উইজুতে কেবল কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়াছিল; সুতরাং ৮ই মার্চ্চেও তাঁহাদের অধিক সৈন্য উইজুতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। রুষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য রাত্রে রওনা হইল। নদীর মধ্যস্থলে একটা বড় দ্বীপ ছিল। রুষগণ প্রথমে সেই দ্বীপে নামিল,—দেখিল ৫০ জন জাপানী সেনাও তাহাদের ন্যায় ঐ দ্বীপে নামিতেছে। তাহারা দ্বীপে নামিবা মাত্র রুষগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। জাপানিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল সত্য, কিন্তু রুষ সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ছিল;—তাহাই তাহারা সকলেই হত হইল, একজনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিল না। পরে জাপানিরাও এইরূপে অনেক রুষের প্রাণ লইয়াছিল,—কিন্তু সমস্ত এপ্রেল মাসের মধ্যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ

ব্যতীত আর অধিক কিছুই ঘটিল না। উভয় পক্ষই মহাযুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে এ যুদ্ধের আর অধিক বিলম্ব নাই। শত শত সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা এই মহাযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য দূর জুলু নদীর তীরে আসিয়া সমবেত হইলেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশের সকলে এই মহাযুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "রুষ জল-যুদ্ধে কথনই প্রবল নহে; পৃথিবীতে স্থলযুদ্ধে তাহাদের সমকক্ষ আর কেহই নাই। যাহারা ঘোর প্লেবনার যুদ্ধে দেড় লক্ষ সুসভ্য তুর্ককে পরাজিত করিয়াছে, ক্ষুদ্র জাপান কি তাহাদের সহিত লড়িয়া কথনও জয়ের আশা করিতে পারে?" সকলই ভগবানের হাত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থার।

জুলু নদীর তীরে রুষ জাপান উভয়েই যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন; শীঘ্রই মহাযুদ্ধ হইবে; তাহা বলিয়া সমুদ্রে আড্‌মিরাল টোগোও নিশ্চিন্ত নাই। ১০ই মার্চ্চ তারিখে তিনি যে কিরূপ ভয়াবহ ভাবে পোর্ট আর্থার বোম্বার্ট করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। তাহার পর প্রায় এক সপ্তাহের অধিক তিনি রুষ দুর্গের সম্মুখে দর্শন দিলেন না; নিশ্চয়ই তাঁহার জাহাজ গুলির যে যে থানির মেরামত আবশ্যক, তিনি জাপান বন্দরে গিয়া তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এ দিকে রুষ নৌ-সেনাপতি মাকারফও রুষ জাহাজগুলিকে মেরামত করিয়া কার্য্যক্ষম করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। দুর্গস্থ সকলেই অতি সতর্ক রহিলেন। দুর্গের উপর দুইটী সার্চ্চ লাইট বা উজ্জ্বল আলোক সমুদ্রের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে

লাগিল, সুতরাং জাপানিদিগের লুকাইয়া আর পোর্ট আর্থারের নিকট আসিবার সম্ভাবনা রহিল না।

৭।৮ দিন জাপানিগণের আর কোন সন্ধান নাই। রুষগণ চক্ষু উন্মিলিত ও কর্ণ উত্তোলিত করিয়া দিবা রাত্রি পাহারায় আছে। মাকারফের বীরত্বে, উৎসাহে ও বীর্য্যে পোর্ট আর্থারে এক নূতন তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে। আর কেহই হতাশ ও বিষন্ন নাই; সকলেই উদ্ধত জাপানকে পদানত করিতে ব্যগ্র, কিন্তু ৭।৮ দিন জাপানিগণ পোর্ট আর্থারের নিকট আসিলেন না; তাহা বলিয়া তাঁহারা জলযুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। ২১ শে মার্চ্চ রাত্রে রুষগণ সার্চ্চ লাইট সাহায্যে দেখিলেন যে দুই খানি জাপানী ডেসট্রয়র ধীরে ধীরে বন্দবের দিকে আসিতেছে। রুষগণ এতই উত্তেজিত ছিলেন যে এই দুই জাপানী জাহাজ কামানের গোলার মধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাবা গোলা চালাইতে আরম্ভ কবিলেন। ইহাতে জাপানী জাহাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; তাহাবা আর অগ্রসর না হইয়া দূর সমুদ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

প্রায় ভোর ৪টা রাত্রে আরও তিন খানি জাপানী ডেসট্রয়র বন্দরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু রুষগণ তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র দুর্গ ও জাহাজ হইতে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কাজেই তিন খানি জাপানী জাহাজ আর বন্দরের নিকটস্থ না হইয়া ফিরিয়া গেল। চারি ঘণ্টা পরে আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার সমস্ত রণতরী লইয়া রুষ দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। এত দিনে রুষ যুদ্ধপোত সম্বন্ধেও নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইল। আড্‌মিরাল ম্যাকারফ তাঁহার সমস্ত জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া জাপানী যুদ্ধপোত আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। সোৎসাহে রুষগণ জয় জয় নিনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বে এ কাজ করিলে, জাপান কত দূর জয়ী হইতে পারিতেন, তাহা বলা যায় না।

টোগোর জাহাজ হইতে প্রায় শতাধিক বড় বড় গোলা পোর্ট আর্থার দুর্গে ও বন্দরে পতিত হইল। রুষ জাহাজও গোলা চালাইতে ক্রটী করিল না; কিন্তু তাহাদের গোলায় জাপানী জাহাজ আঘাতিত হইল না। বেলা তিনটার সময় আড্‌মিরাল টোগো পোর্ট আর্থার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজ জাহাজ লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। রুষ জাহাজ সকলও আবার বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। সেদিনকার মত যুদ্ধ মিটিয়া গেল।

৫।৬ দিন জাপানিগণের আর কোন সন্ধান নাই। ২৭শে মার্চ্চ রবিবার ভোর রাত্রে জাপানিগণ আবার এক অসম সাহসিক কার্য্য করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টোগো পূর্ব্বে একবার ৫ খানি পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া পোর্ট আর্থারের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে বার জাপানিগণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই; বন্দরের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই; তখনও রুষ-জাহাজের বাহির সমুদ্রে আসিবার পথ ছিল; তাহাকেই মহা জয় ভাবিয়া রুষগণ উৎফুল্ল হইয়া জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু টোগো এ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। আজ রাত্রে তিনি আবার এই চেষ্টায় আট খানি ভাঙ্গা জাহাজ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধপোতের সহিত বন্দরে প্রেরণ করিলেন।

এই সকল জাহাজে যাহারা গমন করিল, তাহাদের ফিরিবার আশা বিন্দু মাত্র ছিল না। কিন্তু তবুও শত সহস্র জাপানী যোদ্ধা স্বইচ্ছায় এই বিপদসঙ্কুল কার্য্যে গমনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন! টোগো বাছিয়া বাছিয়া লোক স্থির করিলেন। কাপ্তেন জাত সুসিরো এই সকল বীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া আমরা তোমাদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেছি। আমার যদি একশত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি আনন্দিত চিত্তে তাহাদের সকলকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিতাম। আর যদি আমার একটা মাত্র পুত্র থাকিত, তাহা হইলেও আমি তাহাকে এই বীরকার্য্যে পাঠাইতাম। বীরগণ!

যাও, জন্মভূমির কার্য্য কর; যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ত্রুটী করিও না। এ কার্য্যে মৃত্যুর ন্যায় গৌরবান্বিত কার্য্য এ সংসারে আর কিছুই নাই। যাও, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হও; তিনিই তোমাদের নিরাপদে আমাদের নিকট লইয়া আসিবেন। যাও, বীরগণ! চিরজয়ী হও।"

জাপানী বীরগণ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই মহা কার্য্যে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু রুষগণ এখন সর্ব্বদা সতর্ক, জাপানী জাহাজ দেখিবামাত্র তাঁহারা গোলা চালাইতে লাগিলেন। এই গোলা বৃষ্টির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, জাপানিগণ জাহাজ লইয়া বন্দরের মুখে আসিলেন। তখন একে একে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জাপানিগণ জাহাজগুলি ডুবাইয়া দিতে লাগিলেন। এক খানি জাহাজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন কমাণ্ডার হিরোস। তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হইতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহার নাবিকগুলিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে একজন সেনানীপুরুষ তখনও নৌকায় উঠেন নাই। চারিদিকে রুষের গোলা বৃষ্টি হইতেছে, এখনও পলায়ন করিবার সময় আছে; কিন্তু বীর হিরোস সেনানীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সন্ধানে আবার জলমগ্ন প্রায় জাহাজে উঠিলেন, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে না পাইয়া অগত্যা ফিরিয়া নৌকায় আসিলেন। এই সময়ে একটী রুষের গোলা বীরের মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহার দেহের অধিকাংশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল; দেহের যৎসামান্য মাত্র নৌকায় রহিল। জাপানিগণ তাহাই জাপানে লইয়া গিয়া মহা সমারোহে সসম্মানে গোর দিলেন। রুষগণও তাঁহার দেহের অবশিষ্টাংশ পাইয়া, বীরের উপযুক্ত সম্মানে পোর্ট আর্থারে তাঁহার সমাধি দিলেন।

জাপানী বীর মাসাকিও এক জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নানা স্থানে আহত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে বিরত হইলেন না। তাঁহার সহকারী

সেনাপতি সিমাডা হত হইলেন। মাসাকির জাহাজ জলমগ্ন হইতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহার নাবিকগণকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার সিমাডার মৃত দেহের কথা স্মরণ হইল। তিনি রুষের গোলা বৃষ্টিতে বিন্দু মাত্র দৃকপাত না করিয়া, আবাব জাহাজে উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে সিমাডা তখনও জীবিত আছেন। তখন একদিকে রুষের গোলাবৃষ্টি, অপরদিকে জাপানিদিগের জয়ধ্বনি, এই উভয়ের মধ্যে বীর মাসাকি সিমাডার দেহ স্কন্ধে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তাঁহার মুখ রক্তে প্লাবিত হইতেছিল,—এক হস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি সিমাডার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া এক হস্তে দাঁড় টানিয়া অবশেষে জাপান যুদ্ধপোতে উপস্থিত হইলেন। এরূপ অতুলনীয় বীরত্ব না থাকিলে, জাপান এত শীঘ্র এত উচ্চাসন লাভ করিতে পারিত না।

এরূপ ভয়াবহ কার্য্য করিয়া প্রাণ লইয়া কাহারও প্রত্যাগমনের আশা ছিল না, কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ জাপানী বীর এই বিষম কার্য্য শেষ করিয়া অনাহত অবস্থায় প্রত্যাগত হইলেন। কেবল ৫।৬ জন হত ও ৭।৮ জন মাত্র আহত হইয়াছিলেন। এই সকল বীরকে রক্ষা করিবার জন্য জাপানী টরপেডো বোট গুলি সঙ্গে সঙ্গে ছিল। তাহারা বীরগণকে তুলিয়া লইয়া ভোর রাত্রে জাপানী যুদ্ধপোতের সহিত মিলিত হইল। বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত অসম সাহসিক বীরত্বে সমস্ত জাপান এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন কি রুষগণও শত মুখে এই বীরগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

২৭শে মার্চ্চ জাপানী যুদ্ধপোত সকল আবার পোর্ট আর্থারের নিকটস্থ হইল ;—অমনই দুর্গ হইতে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু জাপানিগণ তাহার উত্তর না দিয়া, ধীরে ধীরে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গেলেন। জাহাজ গুলি ঠিক যথা স্থানে ডুবিয়াছে কিনা, তাহাই লক্ষ্য করা এই আগমনের কারণ। এক সপ্তাহ আর জাপানিদিগের দর্শন নাই! ইত্যবসরে

আড্‌মিরাল মাকারফ তাঁহার রণপোত গুলি প্রায় মেরামত করিয়া ফেলিলেন। দুর্গ রক্ষারও কত প্রকার চেষ্টা হইতে লাগিল। আর দুর্গে নৈরাশ্য নাই। মাকারফ এক নূতন তেজ রুষ যোদ্ধাদিগের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন! ৩১শে মার্চ্চ গভর্ণর জেনারেল আড্‌মিরাল আলেক্‌জিফ হাববিন হইতে পোর্ট আর্থার দেখিতে আসিলেন। মহা সমারোহে তাঁহাব অভ্যর্থনা হইল। তিনি প্রধান প্রধান রুষ যোদ্ধাগণকে সম্রাটের নামে সম্মানিত ও খেলাত ও উপাধি প্রভৃতি দিয়া আবার হারবিনে প্রত্যাগমন কবিলেন। আর নিরুৎসাহ নাই! এই দুই মাস প্রায়ই যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু তাহাতে জাপান পোর্ট আর্থাবের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। রুষিয়া হইতে সমস্ত সেনা আসিয়া পড়িলে, তখন রুষের উদ্ধত জাপানকে পদদলিত করা বিন্দু মাত্র কঠিন হইবে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

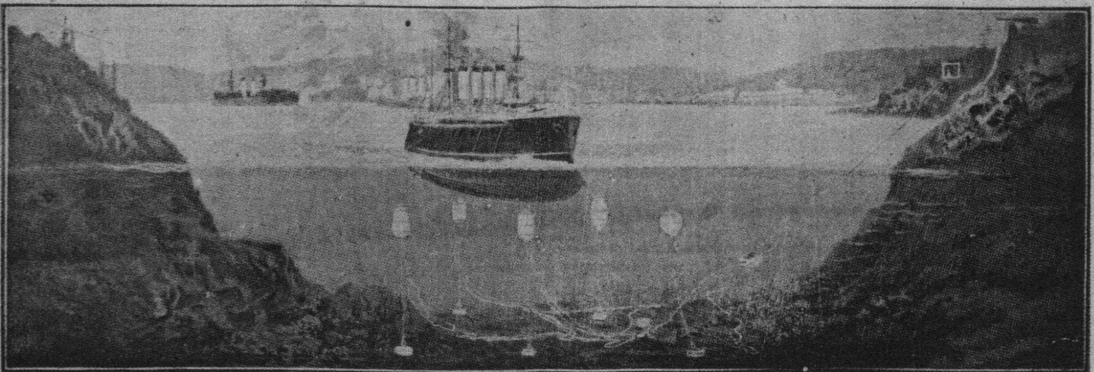
নিশীথ রাত্রে।

১২ই এপ্রিল নিশীথ বাত্রে সহসা রুষ কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠিল! কখন জাপানিগণ আইসে, তাহার কোনই স্থিবতা ছিল না; তাহাই রুষগণ সর্ব্বদা সতর্ক। তাহাদের সার্চ্চ লাইট বহু মাইল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে! কাহারই লুকাইয়া বন্দবের নিকটে আসিবার সম্ভাবনা নাই। ১২ই এপ্রিল রাত্রে রুষগণ দেখিল যে কতকগুলি জাপানী টরপেডো বোট ও কতকগুলি ডেস্‌ট্রয়র বন্দবের দিকে আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত এক খানি বড় জাহাজ আছে। এই জাহাজে স্বয়ং কাপ্তেন ওডা ছিলেন। তিনি এক ভয়াবহ যুদ্ধ উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার নিকট ডিনামাইট প্রভৃতিকে নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ভয়াবহ দ্রব্যে কাপ্তেন ওডা "মাইন" প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আজ রাত্রে তিনি সেই ভয়াবহ "মাইন" বন্দরের মুখে স্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন! যে যে পথে রুষ-জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইয়া আসে, তাহা টোগো পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি সমুদ্রের সেই সেই স্থানে এই ভয়াবহ "মাইন" স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন; এক্ষণে বন্দরের মুখ জাপানী জলমগ্ন জাহাজে প্রায় বন্ধ, সুতরাং এক পথ ভিন্ন অপর পথ দিয়া রুষ জাহাজের গমনাগমনের উপায় নাই। টোগো এই পথে "মাইন" স্থাপন করিতে পারিলে, এই "মাইন" দ্বারা রুষ রণপোত ধ্বংস হওয়া কঠিন হইবে না। কিন্তু অতি দুরূহ কার্য্য,—রুষের গোলা বৃষ্টির মধ্যে গিয়া, এই অসম সাহসিক কার্য্য করিতে হইবে। দুর্দ্দমনীয় জাপানিগণ ভয় কাহাকে বলে জানিত না; তাহারা কাপ্তেন ওডার সঙ্গে এই মহাকার্য্যে চলিল।

কাপ্তেন ওডার জাহাজ রক্ষার জন্য সঙ্গে বহু জাপানী টরপেডো বোট ও ডেসট্রয়র আসিল। অসীম সাহসে অগণিত গোলা বৃষ্টির মধ্যে কাপ্তেন ওডা বন্দরের মুখে কয়েকটা ভীষণ "মাইন" স্থাপন করিয়া তীর-বেগে জাহাজ লইয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাপানী জাহাজগুলিও প্রস্থান করিল। তবে তাহারা সম্মুখে এক খানি ক্ষুদ্র রুষ যুদ্ধপোত দেখিয়া তাহা জলমগ্ন করিয়া দিল। তাহারা এই জাহাজের রুষদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু এক খানা বড় রুষ যুদ্ধপোত সেই দিকে আসিতেছে দেখিয়া, তাহারা সরিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিল।

তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। এই সময়ে কয়েক খানি জাপানী ক্রুজার জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দরের দিকে আসিল। একখানি রুষ জাহাজ বন্দরের বাহিরে ছিল,—এই জাহাজ একাকী সত্ত্বেও তখনই জাপানী জাহাজের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। দুর্গ হইতে মাকারফ ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত রুষ যুদ্ধপোত লইয়া জাপানী রণতরি-



কতকগুলি জলনিম্নস্থ "মাইন" বন্দরের প্রবেশ-পথ রক্ষা করিতেছে।

[৭৬ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

গণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। যে কয়খানি জাপানী জাহাজ আসিয়াছিল, তাহাদিগকে নষ্ট করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ মনে করিয়া তিনি সোৎসাহে অগ্রসর হইলেন। এ সুবিধা আর হইবে না ভাবিয়া রুষ যোদ্ধাগণ মহা প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন! পেট্রোপাভলস্ক নামক জাহাজে স্বয়ং সেনাপতি মাকারফ চলিলেন। এই জাহাজে সম্রাটের খুল্লতাত পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক সিরিল ছিলেন। আরও ছিলেন রুষের সুবিখ্যাত চিত্রকর বৃদ্ধ ভেরেসচাজিন। তাঁহাকে জলযুদ্ধ দেখাইবার জন্য আড্‌মিরাল মাকারফ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

যেমন রুষ রণপোত সকল যুদ্ধ সজ্জায় অগ্রসর হইতে লাগিল, জাপানী জাহাজগুলিও অমনই ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইল। তাহারা ভয়ে পলাইতেছে ভাবিয়া রুষগণ মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদিগকে প্রায় সমুদ্র মধ্যে ১৫।১৬ মাইল তাড়াইয়া লইয়া গেলেন! আজ তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা নাই! কিন্তু অতি বুদ্ধিমান সুচতুর টোগো যে ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না।

টোগো তাঁহার যুদ্ধপোত তিন দলে বিভক্ত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দলটীকে পোর্ট আর্থারের দিকে পাঠাইয়াছিলেন। অপর দুই দল দুই দিকে ছিল। তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য-জাহাজ পোর্ট আর্থারে প্রেরণ করেন নাই। রুষ জাহাজগণের চক্ষে ধুলি দিয়া তাহাদিগকে বন্দর হইতে দূর সমুদ্রে আনিবার জন্যই তিনি এই সকল জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। বন্দরের মুখে তিনি "মাইন" স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে অনেক রুষ জাহাজ নষ্ট হইতে পারে। আর তাহাতেও যদি তাহারা রক্ষা পায়, তখন দূর সমুদ্র মধ্যে তিনি তাঁহার সকল জাহাজ লইয়া চারিদিক হইতে রুষ জাহাজ বেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন; তাহাদের আর পলাইবার উপায় থাকিবে না।

টোগো যাহা ভাবিয়াছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিল। রুষগণ তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, জাপানী জাহাজের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। যখন তাঁহারা বন্দর হইতে অনেক দূরে আসিলেন, তখন জাপানিগণ তার-শূন্য টেলিগ্রাফে সেনাপতি টোগোকে সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ টেলিগ্রাফে জাহাজে জাহাজে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন দুই দিক হইতে জাপানী জাহাজ সকল রুষ রণপোতের দিকে ছুটিল। কিন্তু রুষগণ দূর হইতে এই সকল জাহাজের ধূম দেখিতে পাইয়া, জাপানিগণের চাতুরী বুঝিলেন। মাকারফ দেখিলেন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে, জাপানী জাহাজে তিনি বেষ্টিত হইবেন; তাহাই তিনি তাঁহার সকল জাহাজকে তীর বেগে পোর্ট আর্থারে ফিরিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। তখন রুষগণ জাপানের অনুসরণ না করিয়া, নিজেরাই প্রাণ লইয়া বন্দরের দিকে ছুটিলেন।

তখন এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হইল। রুষ জাহাজ প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে, আর টোগো তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া রুষ জাহাজের অনুসরণ করিতেছেন! একটু পূর্ব্বে রুষ জাহাজ জাপানী জাহাজ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, এক্ষণে তাহারাই উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে,—জাপানিগণ তাড়া করিতেছেন!

কিন্তু জাপানিগণ রুষ জাহাজ ধরিতে পারিলেন না। বেলা ১০টার সময় রুষ জাহাজগুলি দুর্গের গোলার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল। কাজেই আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার জাহাজগুলি ফিরাইলেন। তখন রুষগণ দম ছাড়িয়া বাঁচিল; ধীরে ধীরে তাহারা জাহাজ লইয়া চলিল। প্রথমেই আড্‌মিরালের জাহাজ; বন্দরের মুখ হইতে আর এক মাইল দূরও নাই। এক্ষণে আর যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অধিকাংশ রুষ যোদ্ধাগণ আহারাদির জন্য জাহাজের উপর হইতে নীচে গিয়াছেন। উপরে জাহাজের কাপ্তেন মাকবলেভ, সেনাপতি মাকারফ, রাজভ্রাতা সিরিল ও আর কয়েক জন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে সহসা এক ভয়াবহ শব্দ হইল; উপর্য্যুপরি

দুইবার শব্দ হইল। হতভাগ্য জাহাজ জাপানী "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়াছে! টোগোর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে! জাহাজ নিমেষে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে! দুই মিনিটের মধ্যে সকলকে লইয়া জাহাজ সমুদ্রের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া গেল! জাহাজে সাত শত লোক ছিল,—তাহারা কি হইল বুঝিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার আর কেহ কখনও দেখেন নাই! যে জাহাজ এক বৃহৎ দুর্ভেদ্য লৌহ দুর্গ,—যাহা নির্ম্মাণে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে,—যাহাতে প্রায় সহস্রাধিক লোক ছিল,—তাহা নিমেষে লোপ পাইল! মাকারফ প্রাণ হারাইলেন,—বৃদ্ধ চিত্রকর প্রাণ হারাইলেন,—সৌভাগ্য ক্রমে রাজভ্রাতা সিরিল অতি সন্তরণ পটু ছিলেন; তজ্জন্য তিনি কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা করিলেন। সহসা এই ভয়াবহ কাণ্ড হওয়ায় রুষগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহারা তাহাদের বিভিন্ন জাহাজ হইতে নৌকা পাঠাইয়া দিয়া যাহারা জলে ভাসিতেছিল, তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিল। সাত শত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র তিরিশ জনের প্রাণ রক্ষা হইল। কোন জলযুদ্ধে কখনও এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই!

কেবল ইহাই নহে। রুষের আর একখানি জাহাজও জাপানী "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া প্রায় জলমগ্ন হইল। অতি কষ্টে সেখানি বন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইল; নতুবা আরও কত হতভাগ্যের প্রাণ যাইত, তাহা কে বলিতে পারে? বাকি যুদ্ধপোতগুলি ভগ্ন হৃদয়ে বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। রুষের এরূপ সর্ব্বনাশ তাহাদের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই! এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে রুষগণ যে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যখন এই ভয়াবহ সংবাদ রুষরাজ্যে উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তে দেশের সমস্ত আমোদ প্রমোদ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই মাকারফ ও বীর রুষ যোদ্ধাগণের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। সম্রাট অমাত্যগণ

সহ সজলনয়নে গির্জ্জায় গিয়া ভগবানকে ডাকিলেন। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ ভূষণে ভূষিতা মাকারফের রোরুদ্দমানা বিধবা পত্নী। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

জাপানিগণও জাপানের নগরে নগরে মাকারফ ও তাঁহার বীর সহ-যাত্রীগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৫ই এপ্রিল সহস্র সহস্র জাপানিগণ হাজার শ্বেত লণ্ঠন ও পতাকা উত্তোলিত করিয়া এই সকল বীরের জন্য শোক প্রকাশ করিতে বহির্গত হইলেন। পতাকায় পতাকায় লিখিত, "আমরা প্রাণের সহিত বীর মাকারফের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি"। যে জাতি শত্রুর বীরত্বের এত আদর করিতে জানে, সে জাতি বড় হইবে না কেন?

আড্‌মিরাল মাকারফের মৃত্যুর পর স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ্ রুষের যুদ্ধপোতের সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া পোর্ট আর্থারে বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাটও তাঁহার বিখ্যাত জলযোদ্ধা আড্‌মিরাল স্ক্রিডল্‌ফকে মাকারফের স্থানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি মুখে নানা বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও, প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দূর পোর্ট আর্থারে গমনের কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। এদিকে টোগো ক্রমান্বয়ে তিন দিন দুর্গে গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

মাকারফের মৃত্যুর পর জাপানিগণ সে দিন দূর সমুদ্রে গিয়া নঙ্গর করিয়াছিলেন। পর দিন ১৪ই এপ্রিল টোগো তাঁহার অনেকগুলি যুদ্ধ-পোত পোর্ট আর্থারের দিকে প্রেরণ করিলেন। ইচ্ছা যে আবার রুষ জাহাজ এই সকল জাপানী যুদ্ধপোত তাড়া করিয়া আসুক, কিন্তু রুষগণ সাবধান হইয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা বন্দর পরিত্যাগ করিলেন না;—এমন কি তাঁহারা আর অনর্থক দুর্গ হইতে গোলাও চালাইলেন না!

পর দিন টোগো সমস্ত যুদ্ধপোত লইয়া দুর্গের নিকটস্থ হইলেন। তিনি রুষদিগের তিনটী "মাইন" ধৃত করিয়া নষ্ট করিয়া দিলেন তৎপরে

১০টার সময় দুর্গের উপর ভীষণ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। জাপান সম্রাট সম্প্রতি আরজনটাইন রাজ্য হইতে দুইখানি যুদ্ধপোত ক্রয় করিয়াছিলেন। আজ যুদ্ধে সে দুই খানিও যোগদান করিল। তাহারাও জাপানী অন্যান্য যুদ্ধপোত হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। উভয় পক্ষেই বেলা ৪টা পর্য্যন্ত গোলা চলিল। জাপানী জাহাজের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; রুষ দুর্গ আবার কতকাংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। তখন সকলেই বুঝিলেন যে রুষের জলযুদ্ধে আর বিন্দুমাত্র জয়াশা নাই। এক্ষণে জাপানিগণ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে তাহাদের অগণিত সৈন্য আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিবে। কিন্তু তখনও সকলের বিশ্বাস যে ক্ষুদ্র জাপগণ রুষের সহিত স্থলযুদ্ধে কখনই জয়ী হইতে পারিবে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হেরিকেরি।

জাপানী যুদ্ধজাহাজ দুইবার ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে আসিয়া রুষ রণতরী দেখিতে পায় নাই। তাহারা কোথায় ঘুরিতেছিল, তাহার কোন সন্ধান হয় নাই। রুষ আড্মিরাল জেসেন ভ্লাডিভস্টকের চারিখানি রুষ জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা কেহই জানে না। জাপানিগণ তাঁহাদের অধিকাংশ জাহাজ লইয়া পোর্ট আর্থারের নিকট ছিলেন। তবুও আড্মিরাল কামিমুরা কয়েকখানি যুদ্ধ পোত লইয়া এই সকল রুষ যুদ্ধপোতের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা একদিন এই সকল রুষ-জাহাজ কোরিয়ার জেনসান বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় সামান্য মাত্র জাপানী সৈন্য ছিল। বন্দরে

গয়া মারু নামে একখানি ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজ ছিল; রুষগণ এই ক্ষুদ্র জাহাজ জলমগ্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ এ বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ পলায়নের এক বিশেষ কারণ ছিল। রুষগণ জাপানী জাহাজের একটী তারশূন্য টেলিগ্রাফ নিজ জাহাজস্থ তারশূন্য টেলিগ্রাফ যন্ত্রে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা এই টেলিগ্রাফ পড়িতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু বুঝিলেন যে জাপানী জাহাজ নিকটে আসিয়াছে। তাহাই তাঁহারা সত্বর জেনসান ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। সমুদ্রে সে দিন অতিশয় কুয়াশা হইয়াছিল; তাহাই রুষদিগের সৌভাগ্যক্রমে জাপানিগণ নিকটে আসিয়াও রুষগণকে দেখিতে পাইলেন না। যদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রুষ-জাপান যুদ্ধ আর এক নূতন ভাব ধারণ করিত।

কামিমুরা রুষ-জাহাজ দেখিতে না পাইয়া অপরদিকে চলিয়া গেলেন। তখন রুষ-জাহাজ কয়খানি কোরিয়ার তীরে তীরে ভ্লাডিভস্টকের দিকে গমন করিতে লাগিল। এই সময়ে পথে কিনস্থ মারু নামে একখানি জাপানী জাহাজ সৈন্য লইয়া জেনসানে যাইতেছিল। রুষ-জাহাজ সকল তখনই তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে আজ্ঞা করিল;—পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া জাপগণ তাহাদের জাহাজ দণ্ডায়মান করিল। তৎপরে জাহাজের কাপ্তেন জন কয়েক সেনানী লইয়া রুষের রোসিয়া জাহাজে গমন করিলেন। রুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন, তৎপরে জাহাজস্থিত জাপানিগণকে বলিলেন যে, যদি এক ঘণ্টার মধ্যে তাহারা আত্মসমর্পণ না করে, তবে তাহাদিগের জাহাজ রুষগণ বিনা দ্বিধায় সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিবেন। জাপানিগণ প্রাণ থাকিতে শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। কেবল একজন লেফ্‌টেনাণ্ট সাত জন যোদ্ধা লইয়া রুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তখন জাপগণ ডেকের উপর উঠিয়া রুষদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল;—রুষগণও নীরব রহিল না। উভয় পক্ষেই অনেকে হত ও আহত হইল।

দেড়টার সময় রুষগণ জাপানী জাহাজের উপর একটা টরপেডো নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু এই টরপেডো ফাটিল না,—জাপানিগণও গুলি চালাইতে নিরস্ত হইল না।

দুইটার সময় রুষগণ আর একটা টরপেডো চালাইলেন। এই টরপেডো নিমেষ মধ্যে জাপানী জাহাজ খণ্ড বিখণ্ড করিল। তখন জাপানী সেনাধ্যক্ষগণ সকলে হেরিকেরি করিলেন। এই হেরিকেরি এক ভয়ানক কাণ্ড! যখন কোন ব্যক্তি জীবনে কোন অপকর্ম্ম করেন, বা শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া উঠেন, তখন জাপানিগণ এ অবস্থায় প্রাণরক্ষা অপেক্ষা আত্মহত্যা শতগুণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এ নিয়ম বহু সহস্র বৎসর হইতে জাপানিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এরূপ আত্মহত্যাকে জাপানিগণ পাপ কার্য্য মনে করেন না, বরং অতি গৌরবান্বিত কাজ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ আত্ম-হত্যাকেই হেরিকেরি বলে। এই যুদ্ধে অনেক সময়েই জাপানী বীরগণ শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ভাবিয়া হেরিকেরি করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যাপার ইতিহাসে আব দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ কিনসু মারু জাহাজে যে সকল জাপানী বীর ছিলেন, তাঁহারা রুষের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আনন্দ চিত্তে সকলে হেরিকেরি করিলেন। সৈন্যগণেব অধিকাংশই পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিল। কেবল জন কয়েক একখানা নৌকায় উঠিয়া রুষের গোলা বৃষ্টির মধ্যে প্রাণরক্ষা করিয়া "বানজাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। একজন জাপানী সৈন্যও আত্মসমর্পণ করিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিনসু মারু সমুদ্র গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এরূপ দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব আর কেহ কখনও দেখেন নাই! পশ্চিমের সভ্য জগত বলিলেন, "জাপানিগণের আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। তাহাদের এরূপে আত্মহত্যা করা মূর্খতা মাত্র।" কিন্তু সমস্ত জাপানের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সকল বীরের নামে ধন্য ধন্য শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কামিমুরা জেনসানে আসিয়া শুনিলেন যে কিন্‌স্থ মারু তখনও উপস্থিত হয় নাই;—তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে যাহারা নৌকায় পলাইয়াছিল, তাহাদের দেখিতে পাইয়া জাহাজে তুলিয়া লইলেন। সমস্ত সমুদ্র কুয়াশায় পূর্ণ,—এক হস্ত দূরের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাই কামিমুরা রুষ-জাহাজ ধরিতে পারিলেন না। এই কুয়াশার জন্য তিনি ভ্লাডিভস্‌টক্‌ও আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন না;—তিনি নিকটেই তাঁহার কয়েকখানি জাহাজ লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। যাহাতে রুষ-জাহাজ কোরিয়া বা জাপানের কোন বন্দর আক্রমণ কবিতে না পাবে,—তাহাই নিবাবণ কবিবার জন্য তিনি এই স্থানে রহিলেন। রুষ-জাহাজও তাঁহাব ভয়ে বড় কিছুই কবিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারাও কুয়াশাব মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল;—ভ্লাডিভস্‌টকে প্রত্যাগত হইতেও সাহস করিল না।

এদিকে টোগো ভয়াবহ ভাবে পোর্ট আর্থার পাহাবা দিতেছিলেন। খাদ্যাদি বা যুদ্ধোপকরণ লইয়া কোন জাহাজেরই পোর্ট আর্থার বা ডাল্‌নি সহবে উপস্থিত হইবাব উপায় ছিল না। যদিও এখনও জাপগণ রুষ-দুর্গের চারিদিক বেষ্টন করেন নাই,—এখনও পশ্চাতে রুষের রেল আছে,—এখনও রুষগণ অবাধে মুকৃডেন বা হারবিনে গমনাগমন করিতে পারিতেছেন, তথাচ টোগোর জাহাজেই পোর্ট আর্থার একরূপ ঘেরাও হইয়াছে! দুর্গে সকলই সর্ব্বদা সশঙ্কিত,—কখন যে জাপানিগণ কি করেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। আহারাদিরও অভাব হইয়া উঠিতেছিল।

১৫ই এপ্রেল হইতে প্রায় এক সপ্তাহ টোগো আর পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিলেন না; দূরে নজর করিয়া রহিলেন। ইহার মধ্যে রুষের

আর এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। একজন সেনাধ্যক্ষ কুড়িজন যোদ্ধা লইয়া "মাইন" পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহাদের নিজেরই একটা "মাইন" ফাটিয়া যাওয়ায়, নিমেষে সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কোথায় তাঁহাদের নিজের "মাইন" আছে, আর কোথায়ই বা ভয়াবহ জাপানী "মাইন" আছে, তাহার স্থিরতা নাই। এই সকল "মাইনে" ভবিষ্যতে যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণদান।

এই এক সপ্তাহ টোগো রুষদিগের সহিত একটু মজা করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উভয় পক্ষের জাহাজেই তারশূন্য টেলিগ্রাফের যন্ত্র ছিল;—এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে বিনা তারে শূন্য আকাশ পথে এক স্থান হইতে অপব স্থানে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে পারা যায়। জাপানিগণ এ সম্বন্ধে অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবাধে এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের এক দিনও ভুল হয় নাই। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে রুষ জাহাজ জেনসান বন্দরে জাপানের এইরূপ একটী তার শূন্য টেলিগ্রাফ ধরিয়া লইয়াছিলেন। যেমন স্বপক্ষীয় এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে বা বন্দরে এইরূপ টেলিগ্রাফ করিতে পারা যায়,—তেমনই আবার সেইরূপ শত্রুগণও এই কল সাহায্যে সময় সময় এইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সংবাদ পথি মধ্যে ধরিয়া লইতেও পারেন। রুষগণ পোর্ট আর্থার হইতে জাপানী টেলিগ্রাফ সকল যে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছেন, টোগো তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহাই তিনি তারশূন্য টেলিগ্রাফে মিথ্যা

নানা সংবাদ পাঠাইয়া রুষদিগের সহিত মজা করিতে লাগিলেন। আজ টোগো অন্যান্য জাহাজে আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "আজ পোর্ট আর্থারের নিকট অমুক স্থানে সৈন্য অবতীর্ণ কর।" পরদিন,— "আজ পোর্ট আর্থার আক্রমণ কর।" অন্য দিন,—"আজ আবার জীর্ণ জাহাজ ডুবাইয়া বন্দরের মুখ বন্ধ করিয়া দাও।" রুষগণ এই সকল সংবাদ সত্য ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;— তাঁহাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি রহিল না! অথচ তাঁহারা দেখিলেন যে টেলিগ্রাফ অনুসারে কোনই কাজ হইতেছে না। তাঁহারা এক মহা যন্ত্রণায় পড়িলেন। ওদিকে দূরে জাহাজ রাখিয়া জাপানিগণ রুষদিগের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে টোগো যেরূপ মজা করিতেছিলেন, তেমন বোধ হয় আব কেহ কখন করেন নাই!

২৭শে রাত্রে টোগো এক নূতন ব্যাপার সংঘটিত করিলেন। জাপানি-গণ বড় বড় ভেলা নির্ম্মাণ করিল; সেই সকল ভেলার উপর বারুদ গন্ধক প্রভৃতি রাখিল; তাহার পর সেইগুলি জাহাজ দিয়া টানিয়া বন্দরের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আনিল। তখন বাতাস ও স্রোত দুইই বন্দরের দিকে ছিল। ভেলা ছাড়িয়া দিলে, তাহারা ধীবে ধীরে বন্দরেব দিকে ভাসিয়া চলিল। জাপানিগণ তখন সেই সকল ভেলার উপরস্থ বারুদ ও গন্ধকে আগুন লাগাইয়া দিল। অমনই গগন-স্পর্শী ধূম নির্গত হইল;— সমুদ্র বক্ষে একটা প্রকাণ্ড ধূমের প্রাচীর গঠিত হইয়া তাহা পোর্ট আর্থারের দিকে চলিল। ইহার পশ্চাতে একখানি ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজ "মাইন" লইয়া অগ্রসর হইল। বন্দরের মুখে কয়েকটা "মাইন" স্থাপনই উদ্দেশ্য, কিন্তু জাপানিদিগের এই সুকৌশলে প্রস্তুত ধূম-প্রাচীর সত্ত্বেও রুষগণ তাঁহাদের সার্চ্চ লাইট দ্বারা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তখন জাপগণ কয়েকটা "মাইন" স্থাপন করিয়া পলাইলেন, কিন্তু কোথায় তাঁহারা "মাইন"

স্থাপন করিয়াছেন, রুষগণ তাহা দেখিতে পাইয়া পরদিন সে গুলি নষ্ট করিয়া দিল।

এ পর্য্যন্ত আর কোন রূপেই প্রলোভিত করিয়া টোগো রুষ-জাহাজকে বন্দর হইতে বাহিরে আনিতে পারিলেন না; অথচ তিনিও তাঁহার জাহাজগুলি পোর্ট আর্থার দুর্গের গোলার সম্মুখে আনিতে সাহস করিতেছেন না! জুলু নদীর তীরে জাপানিগণ কি বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহার প্রত্যেক সংবাদ যথা নিয়মে আড্মিরাল টোগোর নিকট আসিতেছে! সেখানে চারিদিক হইতে অবাধে সৈন্য লইয়া যাইতে না পারিলে, কখনই জাপানের রুষকে পরাজিত করিবার আশা নাই। কিন্তু এ কার্য্য করিতে হইলে, প্রথমে রুষ-জাহাজগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা আবশ্যক; অথবা তাহারা যাহাতে আর কোনরূপে বন্দর হইতে একেবারে বাহির হইতে না পারে, তাহাই করা প্রয়োজন। তাহারা সক্ষম থাকিলে বা বাহিরে আসিতে পারিলে, জাপানকে কিছুতেই তাহারা অবাধে ইচ্ছামত যথায় তথায় সৈন্য লইয়া যাইতে দিবে না। টোগোকেও হস্ত পদ বদ্ধ হইয়া পোর্ট আর্থারের পাহারায় থাকিতে হইবে। ইহাতে পোর্ট আর্থার দখল হইবে না;—তিনি অন্যত্র যুদ্ধের কোন সাহায্যও করিতে পারিবেন না।

তিনি জানিতেন যে যদি রুষ-জাহাজ সকল বন্দর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আইসে, তাহা হইলে তিনি অবাধে সকলগুলিকে সমুদ্রের গভীর গর্ভে প্রেরণ করিতে পারেন; কিন্তু রুষগণ কিছুতেই বন্দরের বাহির হইতেছে না; সুতরাং বন্দরের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বন্দরে আটক রাখা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই! অথচ আর বিলম্ব করিলেও কার্য্য পণ্ড হইবে। জুলু নদী পার হইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া জাপানিগণ কেবল টোগোর অপেক্ষা করিতেছেন। তজ্জন্য জাপানী বীর বন্দরের মুখ বন্ধ করিবার মহা আয়োজন করিলেন। শোনা যায়

এই বন্দরের মুখ বন্ধ ব্যাপারে জাপানের ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এ কার্য্যে গেলে আর জীবিত ফিরিবার আশা নাই,—জাপানিগণ সকলেই ইহা জানিতেন। যখন টোগো বলিলেন, "জননী জন্মভূমি জাপানের জন্য যে যে প্রাণদানে প্রস্তুত আছ, অগ্রসর হও;" তখন তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত যোদ্ধা অগ্রসর হইলেন;—একজনও পশ্চাৎপদ হইলেন না। টোগো তাহার মধ্য হইতে আবশ্যক মত যোদ্ধা স্থির করিয়া আটখানি পুরাতন জাহাজ বন্দরের মুখে ডুবাইয়া দিতে প্রেরণ করিলেন। এই সকল জাহাজের সহিত দুই খানি গান বোট, এক দল টরপেডো বোট ও এক দল ডেস্ট্রয়র চলিল। সকলের সেনাপতি হইয়া চলিলেন, কমাণ্ডার হেয়াসী।

২রা মে রাত্রে জাপানিগণ স্বদেশের জন্য আনন্দিত চিত্তে প্রাণ দিতে চলিল; কিন্তু যতই রাত্রি হইতে লাগিল, ততই সমুদ্র মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল। তখন হেয়াসী দেখিলেন যে তাঁহার অধীনস্থ জাহাজগুলিকে কোনমতেই একত্র রাখা যাইতেছে না,—তাহারা চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় আজ রাত্রে এ কাজ বন্ধ রাখাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, তিনি জাহাজদিগকে ফিরিতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু কোন জাহাজই ফিরিল না। আড্‌মিরাল টোগো সম্রাটকে এই ব্যাপারের সংবাদ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে হেয়াসীর এ আজ্ঞা সে রাত্রে অপর জাহাজে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু জাপগণ সকলেই জানিতেন যে সেই রাত্রে বীরগণ সেনাপতি হেয়াসীর আজ্ঞা পাইয়াও বড় তাহাতে কাণ দিল না। তাহারা যে কার্য্যে বহির্গত হইয়াছে, তাহা শেষ না করিয়া তাহারা কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। তাহারা সে রাত্রে যাহা করিল, পৃথিবীর আর কোথায়ও কেহ কখন তাহা করেন নাই!

ক্রমে জাপানী জাহাজ সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল;—কে কোন্

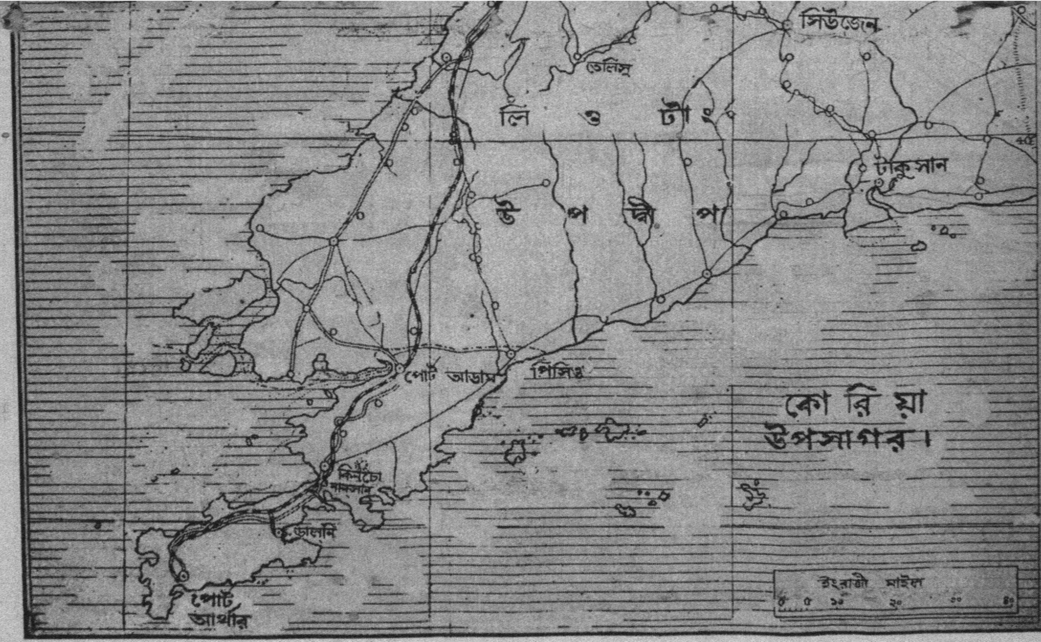
দিকে গেল তাহার স্থিরতা নাই। গভীর রাত্রে জাপানী একদল টরপেডো বোট বন্দরের নিকট আসিয়া পড়িল। দুর্গের উপরে সার্চ্চ লাইট জ্বলিতেছিল, তাহাতে সমস্ত সমুদ্র আলোকিত ছিল। জাপানী টরপেডো-বোট দেখিয়াই রুষগণ তাহাদের দিকে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া জাপগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদেব জাহাজ লইয়া গভীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই যে কয়খানি জাপানী জাহাজ বন্দরের মুখে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে স্থির ছিল, তাহারই একখানা বন্দরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন লেফ্টেনাণ্ট শোশা। তিনি রুষেব গোলার শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন যে তাঁহাদের অন্যান্য জাহাজ তাঁহার অগ্রেই বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া প্রবল বেগে বন্দরের ভিতর জাহাজ লইয়া চলিলেন। চারিদিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে,—সমুদ্র "মাইনে" পূর্ণ, —তিনি ইহার কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া বন্দরের মধ্যে গিয়া নঙ্গর করিলেন ও তৎক্ষণাৎ নিজ জাহাজের তলা ফাঁসাইয়া দিলেন। নিমিষে জাহাজ ডুবিল! লেফ্টেনাণ্ট শোশা তাঁহার বীরগণের সহিত জাহাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সকলে একবার "বানজাই" শব্দ ধ্বনিত করিয়া জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইলেন। দেশের জন্য এরূপ প্রাণদান আর কোথায়ও কেহ দেখিয়াছেন কি?

ইহার একটু পরেই আর এক খানি জাপানী জাহাজ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত। জাপগণ রুষের গোলা বৃষ্টির প্রতি দৃকপাত না করিয়া, বন্দরের মুখে গিয়া নঙ্গর করিল;—তৎপরে জাহাজের তলা ফাঁসাইয়া দিয়া সকলে নৌকায় উঠিল। তাহাদের প্রাণের ভয় বিন্দুমাত্র ছিলনা। চারিদিক হইতে তাহাদের উপর গোলা ছুটিতেছিল, কিন্তু এ ভয়াবহ সময়েও তাহারা চাতুরী প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিল না। সময় সময় তাহারা মৃতের ন্যায় নৌকায় পড়িয়া থাকে, আর সুবিধা পাইলেই উঠিয়া বসিয়া সবলে দাঁড়

টানিতে থাকে; ইহাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে কি হইয়াছিল, তাহা কেহ অবগত নহেন।

এই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জাপানিদের আর ছয় খানি জাহাজ বন্দরে আসিয়া পড়িল,—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! রুষের তিন খানি রণতরী গোলা উদ্গীরণ করিতেছিল,—দুর্গ হইতেও শত কামান গর্জ্জিতেছিল। জাহাজের এক খানায় স্বয়ং আলেক্‌জিফ উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার সহিত সেনাপতি জেলিনিস্কিও যুদ্ধস্থলে ছিলেন। রুষের আরও কয়েকজন প্রধান যোদ্ধা বিভিন্ন রণপোতে থাকিয়া যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা জাপানিগণের এই অভূতপূর্ব্ব অসম সাহসিকতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জাপানের আট খানি জাহাজের মধ্যে ছয় খানি বন্দর মুখে ডুবিল, আর দুইখানি "মাইনে" সংঘর্ষিত হওয়ায় বন্দরের বাহিরেই ডুবিয়া গেল। জাপগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল,—পোর্ট আর্থার বন্দরের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। রুষ ব্যাটেলসিপ ও ক্রুজার জাহাজ-গুলি আর কিছুতেই বন্দর হইতে বাহিরে আসিতে পারিবে না। আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন, "পূর্ব্ব দুইবারে এত যোদ্ধার প্রাণহানি হয় নাই। এবার প্রথম জাহাজের একজনও রক্ষা পায় নাই। সকলেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে, সুতরাং তাহারা যে কি অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের অবগত হইবার উপায় নাই। তবে ইহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে জাপান ইতিহাসে লিখিত রহিবে।"

এই আট খানি জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৯ জন যোদ্ধা ছিলেন; ইহার মধ্যে ৩৬ জন মাত্র নিরাপদে জাপান যুদ্ধপোতে প্রত্যাগমন করিতে পারিয়া-ছিলেন। ১৫ জন জাহাজেই হত হন; ১৮ জন আহত হইয়া ছিলেন, বাকি ৯০ জনের কোন সন্ধান নাই! ইহাদের মধ্যে ৩০ জনকে রুষগণ জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু এই বীরদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন। একজন জাপানী সেনাধ্যক্ষ "কলঙ্কের ডালি



তেলিস্সু
লি ও টাং
উ প দ্বী প
টাকুসান
পোর্ট আডাম্স
কোরিয়া
উপসাগর।
কিনচো
ডালনি
পোর্ট
আর্থার
ইংরাজী মাইল

মাঞ্চুরিয়ার র

র মানচিত্র ।

মাথায় করিয়া দেশে ফেরা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়ঃ” এই বলিয়া রুষগণের সমক্ষেই হেরিকেরি করিয়া প্রাণত্যাগ কবিলেন। বলা বাহুল্য সম্রাট এ সংবাদ পাইবা মাত্র মৃত বীরগণের স্ত্রী পরিবাবকে যথেষ্ট পেনসন দিবাব আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যাঁহারা জীবিত ফিরিয়াছিলেন, তাঁহারা মেডেল ও উপাধি প্রভৃতিতে ভূষিত হইলেন।

জলযুদ্ধে এরূপ বীরত্বেব দৃষ্টান্ত আর কোন দেশেব ইতিহাসে নাই। রুষগণও জাপ-বীরত্বের শত মুখে প্রশংসা কবিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে আড্মিরাল টোগো রুষ-জাহাজ সকল বন্দবে আটক বাখিয়া, জাপান যে জুলু নদীর তীরে স্থলযুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, তাহারই সাহায্যে অগ্রসব হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লাওটং উপদ্বীপ।

মানচিত্র দেখিলে সকলেই বুঝিতে পাবিবেন যে লাওটং উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পোর্ট আর্থার অবস্থিত;—এই উপদ্বীপের মধ্য দিযা রুষ-বেল মুক্ডেন হইযা হাবিনে চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশই রুষেব অধিকৃত। জাপানকে পোর্ট আর্থার দখল করিতে হইলে এই উপদ্বীপের কোন স্থানে সেনা আনয়ন না করিলে, সে উদ্দেশ্য সফল হইবার উপায় নাই; সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে সুবিধা পাইলেই জাপান লাওটাং উপদ্বীপের কোন স্থানে জাপসৈন্য আনয়ন করিবেন। রুষগণ ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন;—তজ্জন্য তাঁহারা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাওটং উপদ্বীপের প্রধান সহর নিউচাংয়ে প্রায় ছয় হাজার সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সহর

লিও নদীর মুখে স্থাপিত ;—ইহা দখল করিতে পারিলে জাপানিগণ অতি সহজে পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিতে পারিবেন,—সঙ্গে সঙ্গে মুক্‌ডেন ও হারবিনের সহিত পোর্ট আর্থাবের সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইবে। এই ভয়ে রুষগণ নিউচাং রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে দুর্গে পরিণত করিলেন। ৬ই এপ্রেল স্বয়ং প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন নিউচাংয়ে আসিয়া রুষ সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ কবিয়া গেলেন। লাংটাং সাগরেও নানা "মাইন" স্থাপিত হইল। রুষগণ সর্ব্ব প্রকারে এ প্রদেশ জাপানিদিগেব হস্ত হইতে রক্ষা করিবাব আয়োজন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু এ দিকে আডমিরাল টোগোও পোর্ট আর্থারের মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহাব অনেক রণতবী অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। কেবল কয়েকথানা মাত্র বন্দরেব পাহারায় থাকিল। ৫ই মে প্রাতে বহু সেনাপূর্ণ জাপানী জাহাজ লইয়া এই সকল বণতবী লাওটং উপদ্বীপেব পূর্ব্ব দিকে পিস্থও নামক স্থানে উপস্থিত হইল।

পিস্থওতে কেবল সামান্য মাত্র রুষ-সেনা ছিল। জাপানিদিগেব আক্রমণ প্রতিবোধ করিবাব ক্ষমতা নাই বলিয়া, তাহারা নগরপবিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এদিকে সন্ধ্যার মধ্যে জাপানিগণ দশ সহস্র সেনা পিস্থওতে জাহাজ হইতে নামাইল। ইহাদের কতকগুলি পূর্ব্বদিকে,—আব কতকগুলি পশ্চিমদিকে যাত্রা করিল। এই স্থান হইতে পোর্ট আর্থাব ৩০ মাইল দূরও নয়। এ সংবাদে পোর্ট আর্থার বাসিগণ যে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সকালে ৮টার সময় এ সংবাদ পোর্ট আর্থারে উপস্থিত হইল। বেলা ১১টার সময় গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ এবং গ্রাণ্ড ডিউক বোরিস দুর্গ ত্যাগ করিয়া মুক্‌ডেন প্রস্থান করিলেন। সকলেই বুঝিল, জাপগণ এবার দুর্গ বেষ্টন করিবে,—রুষেব তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার ক্ষমতা নাই।

সন্ধ্যার সময় একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী অনেক যাত্রী লইয়া পোর্ট আর্থার হইতে ছাড়িল। এই গাড়ী হুলানটিন নামক ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইলে, একজন কসাক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ফিরে যাও,—ফিরে যাও;—জাপানিরা আসিয়াছে।" কিন্তু গাড়ী প্রত্যাবৃত্ত করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া, গার্ড গাড়ী চালাইবার আজ্ঞা দিলেন। প্রায় দেড় মাইল গাড়ী আসিলে দেখা গেল, কতকগুলি জাপানী সৈন্য এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহারা গাড়ী দেখিয়াই গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যাত্রীগণ এই সময়ে গাড়ীর নিম্নে শুইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাহাই কাহারও কিছু অনিষ্ট হইল না,—গাড়ী তীরবেগে জাপানিদিগের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িল। জাপানিগণ দুই এক স্থানের রেল তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, —কিন্তু রুষগণ তাহা আবার শীঘ্রই মেরামত করিয়া ফেলিল। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন স্বয়ং লিওয়াংয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এক্ষণে জাপানিগণ দুই স্থানে রুষদিগের সহিত যে স্থলযুদ্ধ করিবে, তাহাতে আর কাহারই সন্দেহ রহিল না। এক জুলু নদীর তীরে—অপর নান্‌সানে, —পোর্ট আর্থারের পশ্চাতে। এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এই দুই স্থানে পতিত হইল।

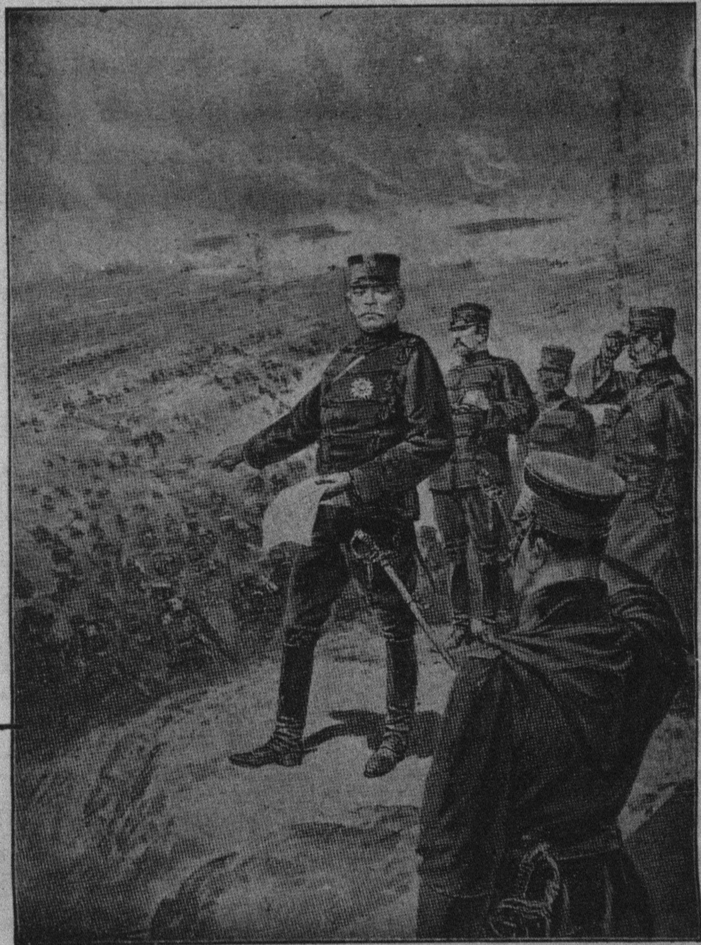
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জুলুতীরে আয়োজন।

রুষগণ প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য জুলু নদীর তীরে সমবেত করিয়াছেন। প্রত্যহ আরও আসিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের পশ্চাতে রেল থাকা সত্বেও রসদের টানাটানি পড়িতেছে;—ইহাই তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা। তবুও রুষ যথাসাধ্য রসদ সংগ্রহ করিয়া, ক্রমান্বয় সৈন্য জুলু নদীর তীরে প্রেরণ

করিতেছেন। জাপানি সেনাগণও অনেক কষ্টে বরফ ও কর্দ্দম ঠেলিয়া, নদীর তীরে আসিয়া সকলে সমবেত হইয়াছে। সহস্র সহস্র কুলি পিংযাং এবং চোংজো হইতে পৃষ্ঠে রসদ প্রভৃতি লইয়া ধারাবাহিক রূপে উইজুতে আসিতেছে। ইহাদের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া "পনটুন ট্রেন" চলিয়াছে। এই সকল পনটুন সাহায্যে নদীর উপব ভাসা পোল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর দিয়া সৈন্য পারাপার করাই, ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু জাপানিরা এই পনটুন ব্যাপারে যে সুকৌশল প্রদর্শন করিলেন, তাহা সুসভ্য ইয়োরোপ ও আমেরিকা এখনও পারেন নাই।

জাপানী পনটুনগুলি কাষ্ঠ ও ক্যাম্বিস কাপড়ে নির্ম্মিত। ইহাবা ২৪ ফিট দীর্ঘ ও ৪ ফিট প্রস্থ। প্রত্যেকটী ৫৫০০ পাউণ্ড ভারি দ্রব্য লইয়া জলেব উপর ভাসিয়া থাকিতে পাবে। এই সকল পনটুন সাবি সারি ভাসাইয়া কয়েক মিনিটেব মধ্যেই তাহাব উপর কাষ্ঠ ফেলিয়া সুন্দব পোল নির্ম্মিত হইতে পারে। জাপানিগণ এই পনটুন কত কাজে লাগাইয়াছিলেন, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই এক একটী জাপানী পনটুনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পাবা যায়। তখন এই দুইটী দুইখানি সুন্দর নৌকা হইয়া পড়ে। এই নৌকায় অনায়াসে নদীর উপর দিয়া বেশ গমনাগমন কবিতে পাবা যায়! আবার এই প্রত্যেক নৌকা তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পাবে। তখন ইহারা তিনটী বড় বড় মুখ খোলা বাক্স হয়। এইরূপ দুই বাক্স এক একটী ঘোড়ার পৃষ্ঠে দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া জাপানী সেনাগণ এই সকল বাক্সে তাহাদের রসদ প্রভৃতি লইয়া চলিল! এমন সুন্দর সুবন্দোবস্ত আর কোন যুদ্ধে কথনও দেখা যায় নাই। এই জন্যই জাপানেব রসদের কোন অভাব বা অসুবিধা নাই। জাপান হইতে জাহাজ জাহাজ রসদ ও যুদ্ধ উপকরণ ধারাবাহিকরূপে চিনাম্‌পো বন্দবে আসিতেছে। তথা হইতে তাহারা পিংযাংয়ে মজুত হইতেছে। প্রয়োজন মত সমস্তই জুজুতীরে উইজুতে আসিয়া পৌছি-



জেনারেল কুরোকি, জাপানী ১ নং সেনাদলের প্রধান সেনাপতি।

[৯৫ পৃষ্ঠা।]

তেছে! নদী পারের সমস্ত বন্দোবস্তই স্থির। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও জাপানী সেনাপতি কুরোকি মহাবীর,—তাঁহার অধীনস্থ জাপগণ টৌগোর যোদ্ধাগণের বীরত্বের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেনাধ্যক্ষগণ অতি কষ্টে তাহাদিগকে স্থির রাখিয়াছেন।

উভয় পক্ষই যথেষ্ট যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন;—উভয় পক্ষই স্থানে স্থানে কামান স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল কামান কোন্ পক্ষ কোথায় স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাই জানিবার জন্য উভয় পক্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু জাপানিগণ তাঁহাদের যুদ্ধ সজ্জা এতই গোপনে বাখিয়াছিলেন যে রুষগণ তাঁহাদেব বন্দোবস্তেব কিছুই অবগত হইতে পাবিলেন না।

রুষগণ একদিন চারিখানা নৌকায় সৈন্য বোঝাই করিয়া পর পারেব দিকে পাঠাইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে এই সকল নৌকা দেখিলেই জাপানিগণ গোলা চালাইবে,—তাহা হইলেই তাহাবা তাহাদের কামান কোথায় স্থাপিত করিয়াছে, তাহা অনায়াসে জানিতে পাবা যাইবে; কিন্তু বিচক্ষণ কুবোকি এ চাতুরীতে ভুলিলেন না; জাপানের একটি কামানও গর্জ্জিল না; কেবল একদল পদাতিক নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইল। নৌকা নিকটস্থ হইলে, তাহাবা নৌকার উপর অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন এই নৌকাস্থিত রুষকে রক্ষা করিবার জন্য রুষগণ গোলা চালাইতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে রুষ কোথায় কামান স্থাপন করিয়াছে, জাপানিগণই তাহা জানিয়া লইলেন। বুদ্ধিতে রুষ এখানেও জাপানী বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইলেন।

উইজুর সম্মুখে জুলু নদী তিন মাইল বিস্তৃত; কিন্তু নদীবক্ষে বড় বড় তিনটী দ্বীপ গঠিত হওয়ায়, নদী এই স্থানে তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের দুইটী শাখা বুক সমান জল ঠেলিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; কিন্তু অপরটীতে পোল নির্ম্মাণ না করিলে পারাপাবের উপায় নাই। রুষ-

সৈন্যগণ পর পারে আংটাং হইতে কিউলেনচেং পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; সুতরাং জাপগণ নদী পার হইতে উদ্যত হইলে, তাহারা তাহাদের নিজ ইচ্ছামত তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারিবে ইহাই স্থির নিশ্চিত ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু জাপানী-বুদ্ধিব ভিতব তাহারা প্রবেশ করিতে পাবিল না। জাপগণ কিউলেনচেংএর সম্মুখস্থ দ্বীপে পোল নির্ম্মাণের জন্য অনেক দ্রব্য আনিয়া ফেলিল, অসংখ্য জাপানী পোল কার্য্যে নিযুক্ত হইল, কিন্তু এ সকলই তাহাদের ছলনা। রুষেব চক্ষে ধুলি দিয়া, কুরোকি এ স্থান হইতে অনেক দূবে নদীর উপব পোল স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন ; রুষগণ তাহা বুঝিতে পাবিল না, তাহারা অনর্থক এই দ্বীপেব উপব অসংখ্য গোলাগুলি চালাইয়া অর্থ নষ্ট করিল।

২৫শে এপ্রিল এক দল জাপানী বণতবী জুলু নদীব মুখে আসিয়া সমবেত হইল। বড় বড় জাহাজ চলাচল কবিতে পারে, [illegible] জুলু নদীতে ছিল না। তাহাই জাপানিগণ এখানে কেবল তাঁহাদেব ছোট ছোট গান বোট, টরপেডো বোট ও ছোট ছোট ষ্টিমার প্রেরণ করিলেন। যাহাতে অনায়াসে জাপগণ জুলু নদী পার হইতে পারেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ তাহাব সহায়তায় অগ্রসব হইল। এই সকল জাপানী জাহাজকে প্রতিবন্ধক দিবাব জন্য রুষকে বহুতব কসাক সৈন্য জুলু নদীর মুখেব দিকে প্রেরণ করিতে হইল। তীবে রুষ অশ্বারোহীগণ,—আব জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে জাপানিগণ,—উভয়দলে গোলা গুলি বর্ষণ চলিল। জাপানিগণেব এরূপ অসুবিধা স্বত্বেও রুষগণ বিশেষ জয়লাভ কবিতে পাবিলেন না ;—অনেক সময়ে তাঁহাদিগকেই হটিয়া যাইতে হইল।

কয়দিন এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল হাতাহাতিকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করিতে পাবা যায় না। ২৬শে এপ্রেল তাবিখে প্রকৃত পক্ষে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দিন প্রাতে জাপানিগণ জুলু নদী পাব হইবার জন্য মহা যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হইলেন। উভয়

পক্ষে প্রায় লক্ষাধিক সেনা ছিল! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রুষকে কি ক্ষুদ্র জাপান স্থলযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে? সকলেই বলিতে লাগিলেন, "অসম্ভব! অসম্ভব! এ জাপানিগণের উন্মত্ততা মাত্র!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্থলযুদ্ধ।

নদীর অপর পারে রুষগণ প্রায় ২০ মাইল জুড়িয়া বসিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভয়াবহ কামান সকল স্থাপিত হইয়াছে। এই রণসজ্জার সম্মুখে যে জাপানিগণ নদী পার হইতে পারিবেন, তাহা কেহই কখনও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেনাপতি কুরোকি ইহাতে ভীত হইলেন না। এই বিশ মাইল বিস্তৃত রুষ-সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সেনামণ্ডলীকে তিনদলে বিভক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনজন বিখ্যাত সেনাপতি এই তিন দলের সেনাধ্যক্ষ হইয়া চলিলেন। কুরোকি তাঁহার অসংখ্য কামান একস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন;—কোথায় তাঁহার কামান আছে, তিনি রুষদিগকে কিছুতেই তাহা জানিতে দিলেন না। রুষগণ গোলা চালাইলেও জাপগণ গোলা চালাইল না। কুরোকি যুদ্ধের প্রারম্ভের বহু প্রহরে কামান দাগিবার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রথম দিন, অর্থাৎ ২৬শে এপ্রেল, জাপানিগণ কেবল পোল নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের সেনাগণ রুষদিগকে বিভিন্ন দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ২৭শে ও ২৮শে এপ্রেল তাঁহারা পর পারে টাইগার হিল নামক পাহাড় দখল করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এখান হইতেও রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ২৯শে তারিখে তাঁহারা আবার এই স্থান পুনরাধিকার করিলেন।

২৭শে তারিখে জাপানী ছয় খানি ক্ষুদ্র জাহাজ রুষ শিবির পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাদের কতকগুলি কামান অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। এই রূপে জাপানিগণ রুষের বিশ মাইল বিস্তৃত সেনার সহিত দিনের পর দিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রুষগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তাঁহারা উইজু সহরের উপর অনবরত গোলা চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে জাপানিদিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইল না।

২৯শে তারিখে জাপানিগণ প্রথম পোল প্রস্তুত আরম্ভ করিলেন। শত্রুর গোলাবৃষ্টির মধ্যে এই পোল নির্ম্মাণ যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অমানুষিক পরিশ্রম,—তাহার উপর জল বরফ হইতেও শীতল;—অনেকে সেই জলে জমিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জলে গিয়া পনটুনগুলি একটীর সহিত আর একটী বাঁধিতে হইবে;—প্রাণের মায়া না করিয়া দলে দলে জাপ যোদ্ধাগণ জলে ঝম্প দিয়া পড়িতেছেন! একদল জমিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন,—তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আর একদল জলে পড়িতেছেন! পোর্ট আর্থার বন্দরে তাঁহারা যেরূপ দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন,—এখানেও সেই অতুলনীয় বীরত্ব,—এখানেও এই জুলুতীরে জাপানী বীরগণ স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতেছেন! চারিদিকে দিবারাত্রি দুইদলে যুদ্ধ চলিতেছে,—চারিদিকে শত সহস্র গোলা গুলি ছুটিতেছে,—এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে জাপবীরগণ নীরবে পোল নির্ম্মাণ করিতেছেন।

২৯শে রাত্রে উভয় পক্ষে ভয়াবহ গোলা-যুদ্ধ হইল। রুষগণ জুলু নদীর শেষ দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অপর পারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। যাইবার সময় তাহারা তাহাদের কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘরগুলিতে কেরোসিন ঢালিয়া আগুণ জ্বালিয়া দিল। ঘরগুলি ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সেই আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া গেল!

৩০শে অতি প্রাতে জাপানিদিগের একটী পোল নির্ম্মাণ শেষ হইল।



মার্সাল ওয়ামা ; জাপানের সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি।

[১২৯ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

এইরূপে জাপানের তিন দল সৈন্য, সংখ্যায় প্রায় দেড় লক্ষেব অধিক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে জাপান সম্রাট জগৎবিখ্যাত যোদ্ধা মার্সাল কাউণ্ট ওয়ামাকে এই সমস্ত সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ফরাসি-জার্ম্মান যুদ্ধে মল্‌টকি অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সকলে ওয়ামাকে তজ্জন্য জাপানেব মল্‌টকি বলিয়া থাকে। এখনকার ইংরাজের প্রধান সেনাপতি হইলেন কিচ্‌নার। যিনি ওয়ামার সহকারী সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন, সেই সেনাপতি কোদামা জাপানের কিচ্‌নার বলিয়া খ্যাত। জাপান সম্রাট এই সকলের উপর জাপানেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মার্সাল মারকুইস যামাগাতাকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে ববিত করিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন না ;—টোকিও সহরে থাকিয়া রুষেব স্থলস্থিত ও জলস্থিত উভয় সেনাই পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কুরোকি, ওকু ও নজু প্রত্যেকেরই অধীনে বহু সেনা ছিল ; কিন্তু তাঁহাদেব তিনজনকে সমভাবে পরিচালিত কবিবার জন্য একজন সেনাপতি প্রয়োজন,—তাহাই আসিলেন ওয়ামা ও কোদামা। কিন্তু এই তিন দলই জাপানেব সমস্ত সেনা নহে। অসংখ্য যোদ্ধা জাপানে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে ;—প্রয়োজন হইলেই তাঁহাবা অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেবিত হইবে। তাহাব পব বারুদ, যুদ্ধোপকবণ প্রভৃতি প্রেবণ আছে ;—আরও কত কি আছে তাহার সংখ্যা হয় না। এতদ্ব্যতীত জাপানের দুর্দ্দমনীয় যুদ্ধপোত সকলও আছে ;—ওয়ামা, কুরোকি, ওকু, নজু ও সমস্ত সৈন্য পরিচালিত করিতে পারেন, এরূপ একজন বিচক্ষণ লোকেরও আবশ্যক। পূর্ব্বোলিখিত চারি সেনাপতি দেশের সেনার বা জাপানের নৌসেনা পরিচালিত কবিতে অক্ষম। তাহাই বৃদ্ধ বিচক্ষণ যামাগাতা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। তিনি রাজধানীতে থাকিয়া জাপানের কি স্থল-সেনা, কি নৌ-সেনা, সমস্তই সমতন্ত্রীতে সমভাবে পরিচালিত করিবেন।

অতি সুন্দর বন্দোবস্ত! উনবিংশ শতাব্দীর কোন যুদ্ধে এরূপ সুবন্দোবস্ত আর দেখা যায় নাই। এই জন্য জাপানের সমস্ত কাজই এই যুদ্ধে কলের ন্যায় চলিতেছিল; কোন স্থানে কোন বিশৃঙ্খলতা নাই; কোন গোলমাল নাই; কোন বিবাদ বিসম্বাদ ও মতভেদ নাই! সকলেই সম্রাটকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন; তিনিও সর্ব্বদা তাঁহাব অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী দিগের পরামর্শ মতে সকল কার্য্য করিতেছেন। জাপান প্রাণের জন্য লড়িতেছে; জাপান জননী জন্মভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে রক্ষা করিবার জন্য লড়িতেছে; জাপানিগণ রুষের ন্যায় পবের রাজ্য অপহরণেব জন্য অগ্রসর হন নাই; তাঁহাবা এ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধে সভ্যতা বিগর্হিত অন্যায় যুদ্ধ করেন নাই;—কখনও পাশব প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন নাই;—তাহাই তাঁহাদের পক্ষে ভগবান সহায়!

মার্সাল ওয়ামার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমনে সকলেই বুঝিলেন যে আর মহাযুদ্ধের বিলম্ব নাই!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

লিওযাংয়ে রুষ।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইতেছে, তবুও জাপানিগণ কুরোপাট্‌কিনকে আক্রমণ করিতেছেন না। রুষ-সেনাপতি যতক্ষণ না তাঁহার অধীনে অন্ততঃ চারি লক্ষ সৈন্য সংগৃহিত হইতেছে,ততদিন জাপানি-গণকে আক্রমণ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেছেন না। জাপানী যে এত সাহসী, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তাহারা যতই সভ্যতার ভাণ করুক না, তাহারা ভিতরে ভিতরে অর্দ্ধ অসভ্যই আছে। তাহারা কখনই সুসভ্য বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধ করিতে সক্ষম

হইবে না ; কিন্তু ক্সুলু ও নান্‌সানের দুই যুদ্ধে তাহাদের বীরত্ব ও বিচক্ষণতা দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রমবিশ্বাস দূর হইয়াছে। তিনিও মহা বিচক্ষণ যোদ্ধা,—তিনি এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে প্রতিপদে অতি সাবধানে অগ্রসর না হইলে, ক্ষুদ্র জাপানের নিকট রুষকে চিরকালের জন্য লাঞ্ছিত হইতে হইবে। এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে জাপানকে পরাজয় করিতে হইলে, বহু সেনার প্রয়োজন ; অন্ততঃ চারি লক্ষ সেনার কম তাহাদিগকে আক্রমণ করা মূর্খতা মাত্র।

রুষিয়া হইতে সৈন্য আসিতেছে ; কিন্তু যাহা আসিতেছে, তাহাও অতি ধীরে ধীরে আসিতেছে,—তথায় সকল কাজেই ঘোর বিশৃঙ্খলা ;—কোন কিছুই সুশৃঙ্খলতার সহিত হইতেছে না। তাহার পর রাজকর্ম্মচারিগণই দুই হস্তে চুরি করিতেছেন ; তাঁহারা অল্প মূল্যের জঘন্য দ্রব্যাদি রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। কুরোপাট্‌কিনেব অধীনে তিন শতের অধিক কামান ছিল সত্য,—কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক অতি পুরাতন ;—তিনি নূতন কামান পুনঃ পুনঃ চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু এত দিনেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাহা আসিল না। ইহার উপর রসদেরও টানাটানি পড়িতেছিল। তিনি লিওযাংকে সর্ব্বতোভাবে মহা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া, তাঁহার পশ্চাতস্থিত রেল লাইন হারবিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সৈন্য বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন ; মুক্‌ডেন ও হারবিন দুই স্থানই মহা দুর্গে পরিণত হইল। যদি তেমন তেমন হয়, তিনি পশ্চাতে মুক্‌ডেনে এবং তথা হইতে হারবিনে আশ্রয় লইতে পারিবেন। এদিকে জাপানিগণ যতই তাহাদের দেশ ও সমুদ্র তীরস্থ বন্দর হইতে দূরে আসিয়া পড়িবে, ততই তাহাদের রসদ প্রভৃতির জন্য নানা অসুবিধায় পড়িতে হইবে। তত দিনে রুষিয়া হইতেও বহু সেনা আসিয়া পড়িবে ; সুতরাং লিওযাং এবং মুক্‌ডেন পরিত্যাগ করিলেও হারবিনে তাহাদিগকে পরাভূত করিবার তাঁহার বোল আনা আশা আছে। বিচক্ষণ কুরোপাট্‌কিন

এই সকল ভাবিয়া ঠিক সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা আর ভাল বন্দোবস্ত হইবার উপায় ছিল না।

কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল আলেক্‌জিফের সহিত কুরোপাট্‌কিনের মত-ভেদ ঘটিল। পোর্ট আর্থার আলেক্‌জিফের নয়নের মণি ছিল। বলিতে কি, তিনিই একরূপ এই দুর্গ ও বন্দরের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন; সুতরাং এই দুর্গ ও বন্দরের দুর্দ্দশা ঘটিলে, তাঁহাব প্রাণে যে বিশেষ আঘাত লাগিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু কুরোপাট্‌কিনের এ বন্দরের প্রতি সে মমতা ছিল না; তিনি এই দুর্গের জন্য রুষেব জগৎবিস্তৃত মান সম্ভ্রম জাপানী পদে বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। আলেক্‌জিফ তাঁহাকে এই দুর্গ রক্ষার্থে সৈন্য প্রেরণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরোপাট্‌কিন জানিতেন যে এ কার্য্য উন্মত্ততা ভিন্ন কিছুই নহে। তাঁহার একদিকে সেনাপতি কুরোকি প্রায় ৫০ হাজার সেনা লইয়া উপস্থিত। অপর দিকে নজু কত সৈন্য লইয়া উপস্থিত, তাহা কেহ জানে না। পোর্ট আর্থারেব নিকট সেনাপতি ওকুর অধীনেও ৫০।৬০ হাজার সেনা আছে। তাঁহার অধীনে দেড় লক্ষের অধিক সৈন্য নাই! এ অবস্থায় তিনি যদি তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে যাহারা পোর্ট আর্থার উদ্ধারে যাইবে, তাহারা কিছুই কবিতে পারিবে না;—নিশ্চয়ই জাপানী হস্তে পরাজিত হইবে। যাহারা লিওযাংয়ে থাকিবে, তাহারাও কখনই নজু ও কুরোকির হস্তে রক্ষা পাইবে না। যত দিন না তাঁহার অধীনে চারি লক্ষ সৈন্য সমবেত হয়, ততদিন তিনি লিওযাংয়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য স্থান পরিত্যাগ করিলেই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইবে। জাপান যে বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়াছে, এবং তাহারা চারিদিকে যেরূপ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার এখান হইতে এক পদ

নড়াও উন্মত্ততা মাত্র। জাপানিগণ পোর্ট আর্থার দখল করিলেও রুষের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

আলেক্‌জিফ অন্যরূপ বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি পোর্ট আর্থার জাপানিগণ জয় করে, তাহা হইলে রুষের সমস্ত যুদ্ধপোত তাহাদের হস্তে পড়িবে; তাহারা সেই সকল জাহাজ অনতিবিলম্বে মেরামত করিয়া সমুদ্র মধ্যে একাধিপত্য লাভ করিবে;—চিরদিনের জন্য রুষের মান সম্ভ্রম এ প্রদেশে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে;—এমন কি চীনেগণও আর তাহাদিগকে মানিবে না। এত পরিশ্রমে, এত যত্নে, এত অর্থ ব্যয়ে রুষ এ দিকে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইবে। কুরোপাট্‌কিনের আব এক দিনও নীরবে বসিয়া থাকা উচিত নহে। তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই ওকুকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করা উচিত ছিল। কুরোপাট্‌কিন যদি ইহা করিতেন, তাহা হইলে জাপানিগণ কখনই নান্‌সানের যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিত না। পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য তাঁহার আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নহে।"

এই সময়ে রুষ-সেনাপতি একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "প্রথম মাসে লোকে বলিবে আমি অনর্থক নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আছি;—দ্বিতীয় মাসে বলিবে আমি অপদার্থ;—তৃতীয় মাসে বলিবে আমি বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী। যে যাহাই বলুক, আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা হইতে এক পদও বিচলিত হইব না। জুলাই মাসে আমার সেনাসজ্জা সম্পূর্ণ হইবে,—তখন আমি যুদ্ধ আরম্ভ করিব।"

আলেক্‌জিফ এ কথা শুনিলেন না। তাহাই ২৭শে মে কুরোপাট্‌কিন মুক্‌ডেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে রুষের গভর্ণর-জেনারেল মহা সমারোহে বাস করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া কুরোপাট্‌কিন ভ্রূকুটি করিয়া আলেক্‌জিফের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়েই রুষ-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ;—উভয়েই জগৎবিখ্যাত;—তবে কুরোপাট্‌কিন কার্য্য

দেখাইয়া নিজ অতুলনীয় শক্তিবলে রুষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন ;—আর আলেক্‌জিফ নিজ বুদ্ধিবলে ও চতুরতায় রুষের পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের একছত্রা অধিপতি হইয়াছিলেন,—উভয়েই প্রকৃত বড় লোক।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের তর্ক বিতর্ক বাকবিতণ্ডা হইল, কিন্তু কুরোপাট্‌কিন কিছুতেই আলেক্‌জিফের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তখন এই বিবাদস্থলে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার ভার সম্রাটের উপর স্থাপন করিয়া, উভয়েই বিস্তৃত টেলিগ্রাফ রুষ-সম্রাটকে প্রেরণ করিলেন। লিওযাং হইতে এখন বাহির হইলে যে সমূহ বিপদ আছে, কুরোপাট্‌কিন তাহাও বিশেষ করিয়া জানাইলেন।

সম্রাট নিকোলাস উভয়ের টেলিগ্রাফ পাইয়া তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া, এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই কথা গুরুতর। পোর্ট আর্থার গেলে রুষের আর কিছুই প্রতিপত্তি থাকিবে না! অপর দিকে বিচক্ষণ সেনাপতি বলিতেছেন যে এ সময়ে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে সমূহ বিপদেব সম্ভাবনা।

সম্রাট নিকোলাস ভাল মানুষ লোক ; তাঁহার পারিষদবর্গের মধ্যে আলেক্‌জিফের লোক ছিল ; তাহাদের সাহায্যেই তিনি মাঞ্চুরিয়ার একছত্রা অধিপতি ও সম্রাটের প্রতিনিধি হইতে পারিয়াছিলেন। আজ তাহাদেব সাহায্যেই তাঁহার কুরোপাট্‌কিনের উপর জয় হইল। সম্রাট সেনাপতিকে যে কোন প্রকারে পোর্ট আর্থার উদ্ধার করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

সে আজ্ঞা পাইয়া বিচক্ষণ বীর কুরোপাট্‌কিনের মনের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তিনি বেশ জানেন যে সম্রাটের এ আজ্ঞা পালন করিতে গেলে, তাঁহাকে অবধারিত পরাজিত হইতে হইবে। যদি কোন অত্যাশ্চর্য্য কারণে দৈবক্রমে তাঁহার

জয় হয়, তাহা হইলেও তাঁহার প্রশংসা কিছু নাই। সকলেই বলিবে যে তিনি স্বইচ্ছায় স্ববুদ্ধিতে এ কাজ করেন নাই,—সম্রাটের হুকুমে করিয়াছেন। আর কখনও কোনও সেনাপতি এ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ! কিন্তু সম্রাটের হুকুম;—অমান্য করিবার উপায় নাই। কুরোপাট্‌কিন অতি দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহার লিওযাংস্থিত সৈন্যগণের মধ্য হইতে এক দল সৈন্য,—প্রায় তাঁহার সমস্ত সেনার অর্দ্ধেক,—পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রুষ-সেনাপতি বিশৃঙ্খলার ভিতর সুশৃঙ্খলা আনিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ দেড় লক্ষ সৈন্য তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এখনও বহু দূর পর্য্যন্ত পোর্ট আর্থারের দিকে রেলপথ আছে;—সেনাপতি এই পথে পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য সেনা পাঠাইলেন। সেনাপতি ষ্টাকেলবার্গ ৩০ হাজারের অধিক সৈন্য ও তদুপযুক্ত কামান প্রভৃতি লইয়া পোর্ট আর্থারের দিকে চলিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাপানিগণ সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল;—এক্ষণে রুষগণ তেলিস্থ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তাহাদের পশ্চাতে লিওযাং পর্য্যন্ত রেল আছে, সুতরাং তাহারা ইচ্ছামত সৈন্য লিওযাং হইতে আনয়ন করিতে পারে। রুষগণ এইখানে আসিয়া, তাঁহাদের শিবির সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সসৈন্যে নজু কোন্ স্থানে আছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না, সুতরাং পোর্ট আর্থার উদ্ধারে না গিয়া, তাঁহারা কেন এখানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, তাহা বলা যায় না।

৩০।৪০ হাজার সৈন্য অল্প পরিসর জমিতে থাকিতে পারে না; সুতরাং রুষ সৈন্য অনেক মাইল স্থান জুড়িয়া শিবির পাতিল। স্থানটী সমস্তই ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ। কোথায় গভীর খাদ,—

কোথায়ও আবার উচ্চ পর্ব্বত,—এরূপ দুর্গম স্থানে শত্রু আসিলে, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যে কত কঠিন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই ভয়াবহ দুর্গম স্থানে রুষগণ আসিয়া আশ্রয় লইল। ১৩ই জুন তারিখে তাহাদের ৩০।৪০ হাজার অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ আসিয়া এই স্থানে সমবেত হইল।

পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি রুষ-সেনা ওকুর সেনাদলের সম্মুখে পাহারায় ছিল; তাহাদের পশ্চাতে কি হইতেছে, জাপানিগণ তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না; তবে তাঁহারা জানিতেন যে রুষগণ চিরকাল নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবে না, নিশ্চয়ই স্থলপথে পোর্ট আর্থার উদ্ধারের চেষ্টা পাইবে; সুতরাং যখন ওকু রুষ-সেনার তেলিস্যুতে আগমনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি একেবারেই বিস্মিত হইলেন না। তিনিও ইহাই চাহিতে-ছিলেন। পোর্টআর্থার দুর্ভেদ্য ভীষণ দুর্গ সকলে চারিদিকে বেষ্টিত ছিল। সুতরাং পোর্টআর্থার একদিনে জয় হইবে না। হয়তো যুদ্ধ করিয়া ইহা জয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। বহুমাসে যখন দুর্গের সমস্ত আহারাদি ফুরাইয়া যাইবে, তখনই হয়তো কেবল দুর্গস্থ রুষ আত্মসমর্পণ করিবে। এই জন্য কত কালে যে পোর্ট আর্থার দুর্গ জয় হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। ওকু যত দিন না কুরোকি ও নজুর সহিত মিলিত হইতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাকেও হস্তপদ বদ্ধ হইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে হইতেছে, সুতরাং রুষের আগমনে তিনি সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। যদি কোনরূপে তিনি রুষকে এই যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আরও অগ্রসর হইয়া নজু ও কুরোকির সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। তখন তাঁহারা তিন দিক হইতে তিন জনে লিওযাং আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন! অন্যে হয়তো ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু ওকু এক মুহূর্ত্তের

জন্তও ইতস্ততঃ করিলেন না; তিনি যথেষ্ট সৈন্য পোর্টআর্থার বেষ্টনে নিযুক্ত রাখিয়া, তেলিস্থ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখনও পোর্ট আর্থারে যথেষ্ট রুষ-সৈন্য ছিল,—এরূপ সময়ে নিশ্চয়ই তাহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে না,—জাপানিদিগকে আক্রমণ করিবে। সকল বন্দোবস্ত পাকা করিয়া, ১৩ই জুন ওকু যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তেলিস্থর যুদ্ধ।

জাপানিগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়া আধুনিক সকল প্রকার যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইয়োরোপের যে জাতি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সেই জাতিরই প্রথায় নিজ সেনা-মণ্ডলীকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা নৌযুদ্ধ সম্বন্ধে সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহারা ইংলণ্ডের অনুকরণ না করিয়া জার্ম্মানির অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জার্ম্মানির প্রধান রণবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত মেজর জেনারেল মিকেলের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক গুরুভক্তি ছিল,—তজ্জন্য ভ্রুলু-যুদ্ধ জয় করিয়া তাঁহারা গুরুকে তারে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনারই শিক্ষার আজ আমরা পরাক্রান্ত রুষকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলাম।" বলা বাহুল্য ইহাতে জেনারেল মিকেল যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

ভ্রুলু-যুদ্ধে যেমন কুরোকির সেনা তিন দলে বিভক্ত হইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, আজ ওকুও সেইরূপ তাঁহার সেনা তিন দলে বিভক্ত করিয়া রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এক

দল সম্মুখে অগ্রসর হইল। অপর দুই দল বামে ও দক্ষিণে গিয়া তেলিস্সুর দিকে অভিযান করিল। পোর্ট আদম হইতে পিস্থুও পর্য্যন্ত,—সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত,—জাপানিগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। দুই বন্দরেই জাপান হইতে অগণিত সৈন্য ও রসদ আসিতেছিল,—সুতরাং ওকু পোর্টআর্থার দুর্গের সৈন্যগণকে দমন রাখিবার জন্য যথোচিত সেনা রাখিয়া, বহু সৈন্য লইয়া তেলিস্সুর দিকে চলিলেন।

এইরূপ তিন দলে সৈন্য লইয়া যাইবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যের দল শত্রুগণকে আক্রমণ করিবে,—আর দুই দল অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে একেবারে ঘেরিয়া ফেলিয়া, চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে। উভয় পক্ষেই শতাধিক করিয়া কামান ছিল। রুষগণ বলেন যে, এই যুদ্ধে তাঁহাদের একশত এবং জাপানিদিগের দুইশত কামান ছিল। যাহাই হউক,—জাপানী কামান রুষ কামান হইতে যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রুষগণ তেলিস্সুতে সেনানিবেশ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু সম্মুখে স্থানে স্থানে অনেক সৈন্য পাহারায় ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের কসাক অশ্বারোহীগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া শত্রুদিগের তত্তানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল। ১৪ই জুন তারিখে জাপানিগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া ইহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিলেন। বেলা তিনটার সময় দুই পক্ষ সম্মুখীন হইলেন। তখন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বাধিল।

রুষ-প্রহরীদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে জাপানী মধ্য ও দক্ষিণ সেনাদল নিযুক্ত ছিল ; তাঁহাদের বামদল রুষ-সেনা দূর করিয়া তাহাদের পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা পাইতেছিল ;—ইহার মধ্যেই তিন দলই উচ্চস্থানে তাহাদের কামান সকল সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এই সকল জাপানী কামান রুষের উপর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল ; কিন্তু অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত আর

জাপানিগণ অগ্রসর হইলেন না। রাত্রি হইলে জাপানী মধ্যদল উত্তর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল; বামদল উত্তর পূর্ব্বদিকে চলিল। কেবল দক্ষিণদল তথায় থাকিয়া রুষসেনার বামভাগ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রুষগণকে ঘেরিয়া ফেলাই এইরূপ অভিযানের উদ্দেশ্য।

সমস্ত রাত্রি জাপানিগণ চলিয়া প্রায় দুই দিক দিয়া রুষগণকে ঘেরিল। তাহারা রুষসেনার দুই পার্শ্বে কামান সজ্জিত করিল। ভোর হইবা মাত্র জাপানী বামদল ও মধ্যদল রুষসেনার উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু রুষগণও নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল না;—তাহারাও জাপানের দক্ষিণদলকে ঘেরিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল। দুই দলেই মহাযুদ্ধ হইল। জাপানের এই দলের শত শত সেনা হত ও আহত হইতে লাগিল। জাপানের তিন দল সেনার পশ্চাতে সেনাপতি আরও অনেক সৈন্য রাখিয়াছিলেন,—প্রয়োজনমত তাহারা অগ্রসর হইয়া সম্মুখস্থ সেনাগণের সাহায্যে ছুটিল। এই যুদ্ধের সময় জাপানের মধ্যদল এমনই বিধ্বস্ত হইল যে দুইবাব পশ্চাতস্থিত সেনাগণ তাহাদের সাহায্যে 'আসিতে বাধ্য হইল! কিন্তু তবুও জাপানিগণ স্থানচ্যুত হইল না। বেলা তিনটার সময় রুষগণ বুঝিলেন যে তাঁহারা আর জাপানের দক্ষিণ সেনাদলকে ঘেরাও করিতে সক্ষম হইবেন না! জাপানী বাম ও মধ্যদল তাঁহাদের দুই পার্শ্ব আক্রমণ করিয়াছে;—রুষসেনা·বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে;—সেইদিকে যথাসাধ্য সেনা প্রেরণ আবশ্যক। রুষগণ তখন সম্মুখস্থ জাপানিগণকে ঘেবিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন।

রুষসেনার পশ্চাতে সেনাপতি ষ্টাকেলবার্গ বহু অশ্বারোহী রাখিয়াছিলেন। যেখানে প্রয়োজন হইবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ তাহাবা সাহায্যে গমন করিবে;—এইজন্য তাহারা নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল;—কিন্তু

এই সময়ে বহুদূর ঘুরিয়া জাপানী বামদল আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। জাপানিগণ কেবল "সার্পনেল" গোলা ছুড়িতেছে। এই ভয়াবহ গোলা শত সহস্র গুলি ও ছোরা ছুরিতে পূর্ণ। ইহারা নিক্ষিপ্ত হইলে, মাথার উপর আসিয়া ফাটিয়া যায় ;—তখন সহস্র গুলি ও ছোরা ছুরি সৈন্যগণের মধ্যে তীরবেগে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে,—একটী গোলাতেই শত শত লোক প্রাণ হারায়। রুষ-অশ্বারোহীগণের মধ্যে মিনিটে মিনিটে এই ভয়াবহ "সার্পনেল" পতিত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল,—অথচ তাহারা জাপানিদিগের কিছুই করিতে পারিতেছে না।

জাপানী বামদল এখনও রুষগণের ঠিক পশ্চাতে আসিতে পারে নাই ; তেলিস্থ হইতে লিওযাং পর্য্যন্ত রেল তখনও চলিতেছে। এই যুদ্ধের সময় একদল রুষসৈন্য লিওযাং হইতে রেলপথে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিকে যুদ্ধ হইতেছে,—অপরদিকে রেলে দলে দলে সেনা আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করিতেছে,—বোধ হয় এ দৃশ্য এই প্রথম।

কিন্তু যুদ্ধও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। জাপানী বামদল ও মধ্যদলকে রুষ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না,—কেবল দক্ষিণ দল টলমল করিতেছে। ইহাতে রুষের আর যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। আব বিলম্ব করিলে জাপানিগণ তাহাদিগকে একবারে ঘেরিয়া ফেলিবে,—তখন মৃত্যু বা আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় থাকিবে না। রুষ-সেনাপতি তাহা বুঝিলেন। তাহাই তিনি সময় থাকিতে থাকিতে সেনাগণকে পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন ; কিন্তু সম্মুখে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রেল ষ্টেসনে কয়েক খানা ট্রেন সজ্জিত ছিল,—তাহাতে আহতগণ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি বোঝাই হইল ;—তখন সেই সকল গাড়ী একে একে ছাড়িতে লাগিল ; কিন্তু ইহারই মধ্যে ষ্টেসনের উপর জাপানী গোলা পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।



রুষ ও জাপানী অশ্বারোহীগণের পরস্পর আক্রমণ।

[১৪০ পৃষ্ঠা।]

জাপানিগণ আরও অগ্রসর হইয়াছে! চারিদিকে তাহাদের ভয়াবহ গোলা ও সার্পনেল পড়িয়া রুষদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! জাপানী কামান রুষ কামান হইতে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ছিল; তাহাদের গোলায় কেবল যে শত শত রুষ হতাহত হইতেছিল তাহা নহে, তাহাদের অধিকাংশ কামান চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল।

রুষগণ জাপানের গোলা ও গুলির সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া লিওযাংয়ের দিকে চলিল! তাহাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা হয় না! যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। পশ্চাতে জাপানিগণ তেলিস্থ দখল করিয়া সহরের উপব জয়পতাকা উড়াইয়া "বানজাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিতেছে! ভীত পলাতক রুষগণ ব্যাকুল ভাবে মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ দিকে চাহিতেছে! সকল যুদ্ধেই পশ্চাতে অশ্বারোহী সেনাগণ দণ্ডায়মান থাকে; শত্রুগণ রণভঙ্গ দিলে, তাহারা পলাতক হতভাগ্যগণেব উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ভয়াবহ বল্লম দ্বাবা বিদ্ধ করিয়া বা তরবারে কাটিয়া নাশ করিতে থাকে। পলাতক রুষগণ ভাবিয়াছিল যে তাহাদের পশ্চাতে জাপানী অশ্বারোহীগণ ছুটিয়াছে;—তাহাই তাহাবা ব্যাকুল ভাবে পশ্চাৎ দিকে চাহিতেছিল; কিন্তু তাহারা কোন জাপানী অশ্বারোহী দেখিতে পাইল না;—এমন কি পশ্চাতে কোন অশ্বেব পদ শব্দও শুনিতে পাইল না। তাহারা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহাদের বিস্ময়ভাব পর মুহূর্ত্তেই এক ভয়াবহ আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। পূর্ব্বে সকলেই অশ্বারোহী দ্বারা পলাতক শত্রুকে ধ্বংস করিতেন,—জাপান এই প্রথম এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা কয়েকটা কামান সম্মুখস্থ পাহাড়ে টানিয়া তুলিয়া পলাতক রুষগণের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ যে অতি ভয়াবহ ব্যাপার! অশ্বারোহী আসিলে হাতাহাতি যুদ্ধ চলে,—ইহাতে যে কেবলই মৃত্যু! জাপানী গোলায়

পলাতক রুষগণের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। তাহারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল,—শত শত হতাহত হইল! তেলিস্সু হইতে বহুদুর পর্য্যন্ত পথ রুষ মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া এক বিভীষিকায় পরিণত হইল! এই সময়ে সহসা প্রবল ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় রুষগণের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইল। এই একদিনের যুদ্ধে তাহাদের ৬।৭ হাজার সেনা প্রাণ হারাইল। জাপানিগণ বলেন, এই যুদ্ধে তাঁহাদের এক সহস্র সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। টোগোর হস্তে পোর্ট আর্থার বন্দরে, অথবা কুরোকির হস্তে জুলু নদীর তীরে, এমন কি নান্‌সানেব যুদ্ধেও রুষের এরূপ ভয়াবহ দুর্দ্দশা ঘটে নাই! আজ তেলিস্সুর যুদ্ধে যাহা হইল, তাহা আব পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এইরূপ ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই বিচক্ষণ কুরোপাট্‌কিন পোর্ট আর্থারের সাহায্যে সৈন্য পাঠাইতে এত আপত্তি করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য করিলে, তাঁহাকে জাপানের নিকট এত লাঞ্ছিত হইতে হইত না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ওকুর অভিযান।

অন্যান্য যুদ্ধে জয়ীগণ কাল বিলম্ব না করিয়া পলাতক শত্রুর অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু জাপান এ বিষয়েও এক নূতন প্রথা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত রুষের সহিত যে কয়টী যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ জয়ী হওয়া সত্বেও, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শত্রুর অনুসরণ করিলেন না। জুলু যুদ্ধে ও নান্‌সান যুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ জয়ের পর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাহার পর পরে সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া

তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবারও তাঁহারা ঠিক সেইরূপই করিলেন। রুষগণ রণে ভঙ্গ দিলে, তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রি যাপন করিলেন,—তাঁহাদের কোন বিষয়ে ব্যস্ততা নাই।

পরদিন সেনাপতি ওকু মৃতদিগের সমাধি দিলেন। আহতদিগকে পশ্চাতে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। জাপানিগণ সসম্মানে রুষ মৃতদেহেরও সমাধি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইলে, তখন ওকু আবার সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

রুষগণ পলাইয়া তেলিস্থ ও লিওযাংয়ের মধ্যস্থিত কাইচো নামক স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। স্বয়ং সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন এই স্থানে আসিয়া ভগ্নোদ্যম সেনাগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া গেলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা শীঘ্রই জাপানের যুদ্ধপিপাসা মিটাইয়া দিব। যদি আমরা এ কার্য্যে সক্ষম না হই, তাহা হইলে আমাদের দেশে ফিরিবার আর মুখ থাকিবে না।"

ওকু এক্ষণে এই কাইচোর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি এতই ধীর গতিতে যাইতেছিলেন যে ২১শে জুন,—যুদ্ধের ছয় দিন পরে,—তেলিস্থ হইতে কাইচোর দিকে কেবলমাত্র ৩০ মাইল অগ্রসর হইলেন! এইরূপ অতি ধীরভাবে গমনের ওকুর কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, এক্ষণে দিন রাত্রি বৃষ্টি হইতেছে;—এদেশে বর্ষা নামিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সেনাপতি যেমন অগ্রসর হইতেছেন, তেমনই তিনি পশ্চাতে নানা স্থানে সৈন্য স্থাপন করিতেছেন। তিনি সমুদ্রের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। সমুদ্রতীরে নানা বন্দর,—পোর্ট আর্থারে রুষ রণপোত আবদ্ধ,—সুতরাং এই সকল বন্দরে রসদ লইয়া জাপানী জাহাজ নিরাপদে আসিতেছিল,—ওকুর কিছুরই অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই দুই কারণ ব্যতীতও তাঁহার এইরূপ ধীরে অগ্রসর হইবার দুই কারণ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কুরোকি কেংহাংচেংয়ে শিবির সন্নিবেশ

করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা ইহাও জানি, সেনাপতি নজু জাপানের ৩নং সেনাদল লইয়া টাকুসান বন্দরে নামিয়াছেন। ওকু যে সসৈন্যে কাইচো ও লিওযাংয়েব দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা তিনি তাঁহাদের সংবাদ দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অপর দুই দলের সহিত মিলিত হইবারই প্রথম ইচ্ছা। একবার তিন দল মিলিত হইলে, তখন সকলে সমভাবে চারিদিক হইতে কুরোপাট্‌কিনকে আক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্যই এই বিলম্ব। অতি বিচক্ষণতার সহিত জাপানিগণ চারিদিক হইতে রুষগণকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ওকু অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া, কুবোকি ও নজুও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

২১শে জুন প্রাতে ওকু কাইচো অভিমুখে চলিলেন। তিরিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া যাইতে হইলে কম পক্ষে চার পাঁচ ক্রোশ স্থানের প্রয়োজন। এই বিস্তৃত জাপান সেনামণ্ডলীর সম্মুখভাগে ১৫০ ফুট অন্তর বরাবর শ্রেণীবদ্ধভাবে দলে দলে সৈন্যগণ প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পশ্চাতে জাপানসেনা রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিতেছে। তাহারা জানে তাহাদেব প্রহবিগণ থাকিতে, তাহাদের শত্রুগণ কখনই হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

ইহাদের পশ্চাতেই ওকুর সেনার প্রথম অগ্রবর্ত্তী দল ছিল। এই দলের সেনাপতি ২১শে প্রাতঃকালে প্রহরীগণকে পশ্চাৎপদ হইতে বলিলেন;—তাহারা তৎক্ষণাৎ সেনাদলে আসিয়া মিলিত হইল। তখন বেলা ৮টার সময় ওকুর প্রথম অগ্রবর্ত্তী দল ধীর পদক্ষেপে কাইচোর দিকে অভিযান করিল। পশ্চাতে ওকুর সমস্ত সেনা;—অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ,—অতি সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল। সকলের সঙ্গেই পরদিনের রসদ ও বহু গোলা গুলি যুদ্ধ উপকরণ আছে। তৎপশ্চাতে হাঁসপাতাল,—রসদের কুলি,—তৎ-

পশ্চাতে ইঞ্জিনিয়াবগণ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁ বসাইতে বসাইতে আসিতেছেন।

সম্মুখে স্থানে স্থানে রুষসেনা পাহারায় ছিল। কসাক অশ্বারোহীগণও ঘুরিতেছিল। মধ্যে মধ্যে জাপানিগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় গুলি চলাচলও ঘটিল, কিন্তু জাপানিগণ যতই অগ্রসব হইতে লাগিল, রুষগণও ততই সানজাওচেন নামক স্থানের দিকে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। তাহাতেই জাপানিগণ স্থির করিলেন যে এইখানে নিশ্চয়ই বহু রুষ-সেনা আছে; তাহাই রুষেবা তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া সানজাও-চেনেব দিকে লইযা যাইতেছে। এইজন্য ওকু তাঁহাব সমস্ত সেনা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত কবিযা এইস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহার বৃথা যুদ্ধসজ্জা হইয়াছে! রুষগণ এখানে আদৌ নাই;—তাহাবা সানজাওচেন পবিত্যাগ কবিয়া কাইচো প্রস্থান কবিয়াছে।

ওকু কালবিলম্ব না করিয়া অগ্রসব হইলেন। ক্রমে তিনি সানজাওচেনেব নিকটস্থ হইয়া শিবির সন্নিবেশ কবিলেন। তাঁহার শিবিব হইতে রুষের শিবিবেব মধ্যে প্রায় ১২ মাইল ব্যবধান বহিল। উভয় পক্ষেই সম্মুখে নানা স্থানে সেনাদল পাহাবার জন্য স্থাপিত করিলেন। মধ্যে মধ্যে এই সকল দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিতে লাগিল। এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল।

এদিকে নীববে ধীবে ধীবে জাপান এত দিন যাহা করিতেছিলেন,তাহাও সিদ্ধ হইল। কুবোকি সসৈন্যে ফেংহাংচেংয়ে অবস্থিত ছিলেন। বহু দূরে টাকুসান বন্দরে নজু সসৈন্যে আগমন কবিযাছিলেন। এতদিনে ওকুও রুষদিগকে তাড়াইয়া কাইচোতে তাঁহার অগণিত সেনা আনিয়া ফেলিলেন। তিনি যে কেবল এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহা নহে;—যাহাতে তাঁহার সহিত নজু ও কুরোকির সেনা মিলিতে পারে, তিনি তাহারই চেষ্টা পাইতে-ছিলেন। কুরোকি ও নজুও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। কুরোকি

তাঁহার সেনা ক্রমে দক্ষিণে টাকুসানের দিকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে নজুও পূর্ব্বে কাইচোর দিকে সৈন্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুবোর্কির সেনা নজুর সেনার সহিত মিলিত হইল,—নজুর সেনাও ওকুব সেনার সহিত সম্মিলিত হইয়া পড়িল। এক্ষণে সমস্ত জাপানী সেনা পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া গেল ;—প্রায় ৫০০ মাইল লইয়া এ সেনা সন্নিবেশ ঘটিল !

তবে এখনও জাপানেব তিন সৈন্যদল একত্রে রুষকে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই ; তাই সেনাপতি ওকু আর অগ্রসর না হইয়া কাইচো হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কেন ওকু অগ্রসর হইতেছেন না, তাহা কেহই অবগত নহে ; রুষেরাও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আর সাহস করিতেছেন না। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ দিন অতীত হইয়া গেল ,—ওকু নড়িলেন না।

তাঁহার না নড়িবার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি জানিতেন, রুষগণ কাইচোতে যুদ্ধ করিবেন না,—করিলেও তাহা অতি সামান্য যুদ্ধ হইবে। রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া তাঁহাদের দুর্ভেদ্য লিওযাংয়ে আশ্রয় লইবেন। সেইখানেই একটা মহাযুদ্ধ হইবে ;—সুতরাং জাপানেব সমস্ত সৈন্য সেই যুদ্ধের জন্য যত দিনে না সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারিতেছে, তত দিন ওকুর আব অগ্রসব হওয়া বৃথা ! এই সমস্ত দলের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন জাপানের প্রধান যোদ্ধা বৃদ্ধ মার্সাল ওয়ামা। তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন ব্যারণ কোদামা ;—তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে, তাঁহার আর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার সেনাদলের সহিত নজু ও কুরোকির সেনাদলের সম্মিলন হইয়াছে বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র ;—কুরোকি অগ্রসর হইয়াছেন ;—তিনি যতদিন পথিমধ্যস্থ রুষদিগকে দূর করিতে না পারিতেছেন,

ততদিন তাঁহার লিওযাং আক্রমণের আশা নাই। জাপানী সেনার সমস্ত দল এক সময়ে একত্রে লিওযাং আক্রমণ করিয়া, রুষকে লাঞ্ছিত করিবে,—ইহাতে তাড়াতাড়ি করিয়া লাভ নাই। তাহাই ওকু তাঁহার শিবিরে নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন। এক্ষণে তাঁহার পশ্চাতে টেলিগ্রাফ লাইন পোর্ট আদম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই পোর্ট আর্থারের সংবাদ পাইতেছেন। এদিকে তিনি কুরোকি ও নজুর সমস্ত সংবাদ পাইতেছেন। তাঁহাব রসদেরও অভাব নাই;—সুতরাং তিনি স্থিরচিত্তে কুরোকি ও নজুব লিওযাংয়ের নিকট আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! তিনি রুষের এই অভেদ্য লিওযাংয়ের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু কুরোকি ও নজু এখনও বহু দূরে রহিয়াছেন। ১৫ই তেলিস্যুর যুদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে ৭।৮ই জুলাই হইয়া গেল,—তবুও ওকু এক পদও অগ্রসর হইলেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সৈন্যের সহিত রুষদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, এই মাত্র। এক্ষণে কুরোকি ও নজু কি করিতেছিলেন, তাহাই আমরা দেখিব।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধক্ষেত্র।

ওকু কাইচোর সম্মুখে আসিয়া শিবিব সন্নিবেশ করিলেন। এতদিন কুরোকি কি করিতেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখিব। তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না। কেংহাংচেং হইতে জুলু নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারগণ সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। সেই রাস্তা ওপারে উইজু হইতে পিংযাং ও পিংযাং হইতে চিনাম্পো

বন্দর পর্য্যন্ত সুন্দব সুপ্রশস্ত রাস্তায় পরিণত হইয়াছিল। মধ্যে জাপানিগণ অনেক ছোট বড় পোল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চিনাম্‌পো বন্দর হইতে একটী ছোট রেল পিংযাং হইয়া প্রায় উইজু আসিয়াছে। জুলু নদীর অপব পারস্থ আংটং হইতেও ফেংহাংচেং পর্য্যন্ত এইরূপ ছোট লাইন স্থাপিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কুরোকি তাঁহার পশ্চাতে পিংযাং পর্য্যন্ত পথে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বরাবর একটী দুর্গের সারি চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইলেও এক্ষণে প্রতিপদে রুষকে জাপানিদিগের সহিত দুর্গে দুর্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হটাইতে হইবে! পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপাব আর কোন যুদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায় নাই! জাপানিগণ কোন কাজই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। কুবোকি যাহা কবিয়াছেন, কোন জাতির কোন সেনাপতি পূর্ব্বে আব তাহা কবেন নাই।

লিওযাংয়ে স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে ছিলেন;—কিন্তু তাঁহার সেনা হাইচেং, সাইমাটসি, সিউজেন প্রভৃতি স্থানেও ছিল। এই সকল স্থান হইতেই পথ লিওযাং বা মুক্‌ডেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সুতরাং জাপানিগণ এই সকল স্থান দখল কবিলে, তখন তাহাদের আর লিওযাং আক্রমণ কবিতে কোন বিঘ্ন থাকিবে না।

কুরোকি ৬ই জুন চারি দল সৈন্য চারিদিকে প্রেরণ করিলেন। এক দল সাইমাটসির দিকে চলিল। এক দল সিউজেনের দিকে গমন করিল। অপর দুই দল লিওযাং ও হাইচেংয়ের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সম্মুখস্থ রুষ-প্রহরী সেনাদিগকে দূব করিয়া দিবে,—এই আজ্ঞা লইয়া অভিযান করিল।

৭ই জুন জাপানিগণ ভয়াবহ যুদ্ধের পর সাইমাটসি দখল করিল। এই যুদ্ধে তিন জন জাপানী হত ও ২৪ জন আহত হইয়াছিল। রুষদিগের ২৩টী মৃতদেহ রণ স্থলে পতিত ছিল। এতদ্ব্যতীত দুই জন সেনাধ্যক্ষ

ও পাঁচ জন সৈনিক জাপানী হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু রুষগণ শীঘ্রই আবার জাপানিগণকে এখান হইতে দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তবে জাপানিগণ এস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন না। ২৫শে জুন তাঁহারা এই স্থান সম্পূর্ণ দখল করিয়া লইলেন। সাইমাট্সি হইতে রাস্তা মুক্‌ডেন ও লিওযাং গিয়াছে;—সুতরাং জাপানিগণ এক্ষণে পার্ব্বত্য পথ ত্যাগ করিয়া অনায়াসে লিওযাং বা মুক্‌ডেনে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

৮ই জুন যে জাপানী দল সিউজেনের দিকে গিয়াছিল, তাহারা সে সহর দখল করিয়া বসিল। এইখানে ৪০০০ রুষ অশ্বারোহী ও ছয়টা কামান ছিল। ইহা সত্বেও রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। সিউজেন হইতে কাইচো ও হাইচেং পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা ছিল; সুতরাং কুরোকির সেনা এক্ষণে অনায়াসেই কাইচোস্থিত ওকু সেনাব সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে।

যে দুই দল হাইচেং ও লিওযাংয়েব দিকে গিয়াছিল, তাহারা কোন বিশেষ স্থান অধিকার না করিলেও রুষগণ লিওযাংয়ে কিরূপ ভাবে সজ্জা করিয়াছে, তাহার অনেক সন্ধান লইয়া ফিরিল। এইরূপে সমস্ত জুন মাস ধরিয়া ফেংহাংচেংয়েব সম্মুখে রুষ-জাপানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। তাহা কেবল উভয় পক্ষেই সাক্ষাৎ হইলে কিঞ্চিত গোলাগুলি নিক্ষেপ মাত্র;—তাহাদিগকে প্রকৃত যুদ্ধ বলা যায় না।

২২শে জুন রুষগণ সাইমাট্সির জাপানিগণকে সহসা আক্রমণ করিল। তাহাদের সহিত প্রায় চারি হাজার অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য ছিল, কিন্তু সমস্ত দিনেও রুষগণ কোনরূপে জাপানিগণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না; তখন সন্ধ্যার সময় তাহারা ভগ্নহৃদয়ে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবল বেগে বর্ষা নামিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি

হইতে আরম্ভ করিল। চারিদিকেই পাহাড়,—সেই পাহাড় হইতে শত শত নদী চারিদিকে ছুটিল। লিওযাংয়ের চারিদিক জল-প্লাবনে ডুবিয়া গেল! এই কাদায় ও বৃষ্টিতে রুষ-সেনাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। এই প্রবল বর্ষায় জাপানিগণেরও যে কষ্ট হইল না, তাহা নহে; তবে তাহারা পাহাড়ের দিকে ছিল,—তথায় জল দাঁড়াইল না,—তাহাতেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা হাঁটু সমান কাদায় বাস করিতে হইল না।

রুষ ও জাপানী সেনার মধ্যে মাঞ্চুরিয়াতে তিনটী দুর্গম পার্ব্বত্য পথ ছিল। এই তিনটী পার না হইতে পারিলে, কুরোকির বা টাকুসানের জাপানিগণের লিওযাংয়ে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ মধ্যে ফেনসুইলিং পার্ব্বত্য পথ উত্তীর্ণ না হইলে, কুরোকির সৈন্ত টাকুসানের সেনার সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহাতে এই দুই দল জাপানী সেনা মিলিত হইতে না পারে, তাহারই জন্ত এই পার্ব্বত্য পথে তিন মাস ধরিয়া রুষগণ নানা আয়োজন করিতে ছিলেন। তাঁহারা এই পথে কয়েকটা দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থান রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহারা এখানে ১৪ দল পদাতিক ও তিনদল অশ্বারোহী এবং ৩০টা বড় বড় কামান রাখিয়াছিলেন; সুতরাং সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া এই দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য পথ দখল করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব ছিল না। জাপানিগণ তাহা বেশ বুঝিলেন; তাহাই তাঁহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে, দুইদিক হইতে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিলেন। জাপানের টাকুসানের সেনাদল তিন বৃহৎ দলে বিভক্ত হইল। কর্ণেল কামাদা এক দল লইয়া পশ্চিম দিকের পর্ব্বত শ্রেণী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল আসাদা পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বতের দিকে চলিলেন। আর সেনাপতি মারিউ অনেক দূর ঘুরিয়া শত্রুগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের চেষ্টায় চলিলেন। ইহাঁদের অগ্রে অগ্রে আরও

একদল জাপানি সেনা চলিল ;—তাহারা পশ্চিম দিকের পর্ব্বতশ্রেণী দখল করিবে ;—তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া মারিউ রুষদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদের পশ্চাতে গিয়া পড়িবেন। এরূপ যুদ্ধের বন্দোবস্ত আর কোন জাতি এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই! ২৬শে এই দল রুষদিগকে আক্রমণ করিল,—কিন্তু সে দিন কাহারও জয় পরাজয় হইল না। জাপানিগণ সে দিন কোন প্রকারেই পাহাড় অধিকার করিতে পারিল না। এইস্থানে তিনদল রুষ সেনা ও আটটা কামান ছিল। যথন উভয় দলে যুদ্ধ চলিতে ছিল, সেই সময়ে মারিউ গোপনে রুষের পশ্চাতে যাইতেছিলেন।

পরদিন প্রাতেঃ আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল ;—এবার জাপানেরই জয় হইল। তাঁহারা অবশেষে পাহাড় দখল করিলেন। এদিকে ২৭শে বেলা ১১টার সময় মারিউ রুষদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেনাপতি আসাদাও দুই সহস্র রুষকে হটাইয়া দিয়া পর্ব্বতের উপর কামান তুলিলেন। তিনিও পরদিন প্রাতঃকাল হইতে রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি দুর্ভেদ্য রুষ-দুর্গের কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন তিনি একদল সৈন্য রুষের বাম দিকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে সেনাপতি কামাদাও সম্মুখস্থ বহু রুষ-সৈন্য দূর করিয়া দিয়া রুষ-দুর্গে গোলা চালাইতে লাগিলেন। তিনিও একদল সৈন্য রুষের দক্ষিণ দিকে পাঠাইলেন ;—এক্ষণে তাঁহারা চারিদিক হইতেই রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

রুষগণ দেখিলেন যে জাপানিগণ অতি সুকৌশলে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে,—আর লড়িলে জয়ের আশা বিন্দুমাত্র নাই! কাজেই রুষ সেনাপতি ২৭শে বেলা ৮টার সময় কামান বন্ধ করিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিলেন ;—কিন্তু জাপানিগণের

তখনও সম্পূর্ণ জয় হয় নাই! কতকগুলি বীর রুষ তখনও যুদ্ধ করিতেছে! জাপানিগণ "বান্‌জাই" শব্দে তাহাদের উপর পতিত হইল। বেলা ১১টার সময় পাহাড়ের উপর জাপানের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল! সেই সুউচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিয়া জাপানিগণ দেখিলেন যে রুষগণ দূরে পলায়ন করিতেছে। সেনাপতি আসাদা তখনই কয়েকটা কামান সেই পাহাড়েব উপর তুলিয়া পলাতক রুষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এই ভয়াবহ গোলাবৃষ্টিতে কি কাণ্ড হয়, তাহা আমরা তেলিস্থর যুদ্ধে দেখিয়াছি। এখানেও পলাতক রুষগণ জাপানের গোলায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল!

রুষগণ ২৭শে বৈকালে তাহাদের দুর্গ পুনরধিকারের জন্য ফিরিয়া জাপানিগণকে আক্রমণ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ মহা প্রতাপে জাপানিগণের উপব আসিয়া পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহারা জাপানিগণকে দুর্গ হইতে দূর করিতে পারিল না। তখন সন্ধ্যার সময় তাহারা হতাশ চিত্তে এই দুর্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! এতদিনে জাপানিগণেব লিওযাং আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বত্য পথ।

যখন জাপানের টাকুসানের সেনা রুষের পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিল, ঠিক সেই সময়ে কুরোকিও নানাস্থান অধিকার করিতেছিলেন। ২৭শে জুন তিনি কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর টালিং পার্ব্বত্য পথ দখল করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য পথও অধিকার করিলেন। এখানে জেনারেল কেলার বহু সেনা লইয়া উপস্থিত ছিলেন। রুষগণ এইস্থান

সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে জাপানিগণ কিছুতেই রুষের এই দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিতে পারিবে না; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় জাপানিগণ চারিদিক হইতে রুষগণকে আক্রমণ করায়, তাহারা বাধ্য হইয়া এই সুদৃঢ় দুর্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎদিকে হটিয়া গেল।

সাইমাট্সির নিকটও একটা পার্ব্বত্য পথ ছিল। ২৯শে জুন জাপানিগণ সেটাও দখল করিল। তখন তাসিচাও, হাইচেং, লিওযাং ও মুক্‌ডেনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। এখন জাপানিগণ অনায়াসে এই চারি রুষ-সহরই আক্রমণ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এই সকল আক্রমণে ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা যে সকল স্থান অধিকার কবিয়াছিলেন, তাহাই সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন।

৬ই জুলাই মার্সাল ওয়ামা, সেনাপতি কোদামা সহ, রাজধানী টোকিও হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। সমস্ত সহর সে দিন নানা রঙ্গের নানা সুন্দর সুন্দর পতাকায় ও ফুলহারে সজ্জিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার জয়ধ্বনি কবিতে লাগিল। স্বয়ং সম্রাট তাঁহার বৃদ্ধ সেনাপতিকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

৬ই জুলাই পর্য্যন্ত কুরোকির জাপানিগণ আর অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু এই দিবস প্রাতে সেনাপতি ওকু কাইচো অধিকাব করিবার জন্য অগ্রসব হইলেন। ৬ই হইতে ৯ই পর্য্যন্ত ক্রমান্বয় যুদ্ধ চলিল; কিন্তু ইতিমধ্যেই রুষগণ কাইচো পরিত্যাগ করিয়া লিওযাংয়ে পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। রুষের একদল পশ্চাতে যুদ্ধ করিতেছে,—অপর সকল সৈন্য ক্রমে ক্রমে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে,—এরূপ যুদ্ধ সহজ নহে। সেনাপতির সুদক্ষতা ও সেনাগণের দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব না থাকিলে, এরূপ যুদ্ধ অসম্ভব। এ অবস্থাতেও রুষগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জাপানিগণকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। তাহাই তাঁহারা ক্রমান্বয় হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ওকু সসৈন্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে কুরোকিও অগ্রসর হইলেন। এইরূপে রুষগণকে জাপানিগণ যেন এক বিস্তৃত জালে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন! রুষগণ ইহা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাই তাঁহারা প্রতিপদে ওকুর সেনার সহিত লড়িতে লাগিলেন। একস্থান হইতে সরিয়া গিয়া অপর স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আবার যুদ্ধ হইল;—রুষগণ আবার সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। আবার যুদ্ধ;—এইরূপ পদে পদে যুদ্ধ! ৬ই যাত্রা করিয়া ৮ই পর্য্যন্ত ওকু সসৈন্য কাইচো হইতে ৪।৫ মাইল দূরে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি একদল সৈন্য রুষদিগকে বেষ্টনের জন্য প্রেরণ করিয়া, নিকটস্থ পাহাড় হইতে রুষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রুষদিগকে তাড়াইয়া লইয়া কাইচো সহরে আনিয়া ফেলিলেন। তখন সহরের বাহিরেও বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু রুষগণ জাপানী বীরত্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না;—তাহারা হটিয়া গেল; সন্ধ্যার সময় তাহারা কাইচো সহর পরিত্যাগ করিল। কিন্তু জাপানিগণ এমনই প্রবল বেগে আসিয়া সহর অধিকার করিল যে, যে দেড় শত রুষ-সেনা রেল ষ্টেসন নষ্ট করিয়া দিবার জন্য পশ্চাতে ছিল, তাহারা ষ্টেসন নষ্ট করিবার সময় পাইল না। এমন কি তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই ফেলিয়া তাহারা পলাইতে বাধ্য হইল।

রুষ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত তাঁহার সমস্ত সৈন্য কাইচো হইতে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের এখানে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও জাপানের কাইচো অধিকার করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল। কিন্তু এই সহর তাঁহাদের হস্তে আসায় তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইল; তাঁহারা পশ্চাৎস্থিত সমস্ত রেল লাইন পাইলেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বদাই পোর্ট আদমে গমনাগমন করিতে সক্ষম হইলেন। অপর দিকে তাঁহারা

এক্ষণে জাপানের এবং সেনাদলের সহিত অনায়াসে মিলিত হইতে পারিবেন; কারণ এইস্থান হইতে সিউজেন পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ছিল। আর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এখন কাইচো উপসাগরে যুদ্ধপোতও আনিতে পারিবেন।

এদিকে টাকুসান হইতে নজুও সসৈন্যে রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখেও রুষগণ দণ্ডায়মান হইতে পারিল না,—হটিয়া গেল! সমস্ত রুষ-সেনাই এক্ষণে তাসিচাও নামক স্থানে গিয়া সমবেত হইল। এদিকে সেনাপতি ওকু ও সেনাপতি নজুর সৈন্যদল এতদিনে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইলেন। দুই দলে প্রায় দেড় লক্ষ জাপসেনা ছিল।

সেনাপতি নজু ও ওকু একত্রে মিলিত হওয়া সত্বেও জাপানিগণ রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহারা কাইচো সহর সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিতে লাগিলেন।

রুষগণও তাসিচাও অতি সুদৃঢ় করিতেছিলেন। আধুনিক যুদ্ধে নানা উপায়ে স্থান সুদৃঢ় করা যাইতে পারে। প্রথমে সম্মুখে খোলা যায়গায় "মাইন" স্থাপন ও গর্ত্ত খনন। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে সেই সকল ভীষণ "মাইনে" তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত! গর্ত্ত গুলিব উপরও ঘাস ও পাতায় আবরিত থাকে। শত্রুগণ যুদ্ধ কালে ব্যস্ততার মধ্যে এই সকল গর্ত্ত দেখিতে না পাইয়া তাহার ভিতর পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সকল "মাইনের" ও গর্ত্তের পরই কাঁটাযুক্ত তারের বিস্তৃত বেড়া। এই ভয়াবহ বেড়া না কাটিয়া ফেলিলে, কিছুতেই তাহার ভিতর দিয়া কাহারও অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না।

এই বেড়ার পর লম্বা গর্ত্ত। সেই গর্ত্তের উপর মাটির বিস্তৃত বেড়া,—অসংখ্য সেনা বন্দুক লইয়া স্তরে স্তরে এই সকল গর্ত্তের মধ্যে বসিয়া আছে। শত্রুগণ তাহাদের দেখিতে পায় না;—তাহাদের উপর গুলি চালাইতেও পারিতেছে না; অথচ তাহারা কাঁটাযুক্ত তারের বেড়ার মধ্যে পতিত শত্রুগণকে অবাধে হত্যা করিতেছে। এই গর্ত্তস্থিত সেনাগণকে দূর করিবার

উপায় তাহাদের উপর গোলা নিক্ষেপ ;—কিন্তু এই সকল্ গর্ত্তের মধ্যে দূর হইতে গোলা নিক্ষেপও সহজ কার্য্য নহে। ইহার পরেই প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ,—দুর্গের উপর অসংখ্য বড় বড় কামান স্থাপিত ; অসংখ্য সেনায় দুর্গ রক্ষিত। এখন বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষকেই এক স্থান হইতে অপর স্থানচ্যুত করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইতেছিল। কাহারই পক্ষে এই সকল দুর্ভেদ্য স্থান অধিকার করা সহজ কার্য্য ছিল না। রুষগণ তাসিচাও ও জাপানিগণ কাইচো এইরূপ সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিতেছিলেন। চার হাজার চীনে কুলি তাসিচাওয়ে খাটিতেছিল ; কিন্তু তাহাদের ভিতরও একজন ছদ্মবেশী জাপানী কাপ্তেনকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। জাপান যে রুষকে তিল পবিমাণ কিছু গোপন রাখিতে দিতেছিলেন না, এই ছদ্মবেশী কাপ্তেন তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ অবস্থায় ধরা পড়িলে নিশ্চয় মৃত্যু। ইহা জানিয়াও শত শত জাপানী দেশেব জন্য প্রাণের মায়া না কবিয়া, ছদ্মবেশে শত্রু মধ্যে গিয়া সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জাপানী সেনাপতিকে প্রেরণ কবিতেছিলেন।

দশ দিন ওকু নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন ; কেবল তাঁহার অশ্বারোহীগণ সম্মুখে শত্রুদিগের সংবাদ লইতে লাগিল। এই দশ দিন তিনি কাইচো হইতে এক পদও অগ্রসর হইলেন না। রুষগণও যেখানে শিবিব সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও অতি সুদৃঢ় স্থান। তাঁহারাও ওকুকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইয়া মহাযুদ্ধের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে ওকু বৃথা বসিয়া নাই ;— নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিসন্ধি আছে! নিশ্চয়ই তিনি এক্ষণে কুরোকির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! তাঁহারা তিনজন একত্রে সম্মিলিত হইলে, রুষ কিছুতেই আর তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে না,—বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে।

কুরোকি ৪টা জুলাই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তিনি জুন মাসে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। ৪ঠা জুলাই রুষগণ জাপানিদিগকে মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য পথে আক্রমণ করিল। প্রথমে জাপানিগণ হটিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে জাপানিগণ তাহাদের সাহায্যে ছুটিয়া আসায়, রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া চলিয়া গেল।

৫ই জুলাই ১৩০০ রুষ অশ্বারোহী সাইমাট্‌সির পার্ব্বত্য পথে জাপগণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপানিগণ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। রুষ এরূপ বিশৃঙ্খলা ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, যেন তাঁহাদের কোন প্লান নাই,—নিয়ম নাই,—মাথা নাই।

যাহাই হউক এটা স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায় যে কুবোপাট্‌কিন, কর্দ্দমময় লিওয়াংয়ে যে সকল রুষ-সেনা ছিল, তাহাদেব কতকাংশ তাঁহার পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য প্রদেশে কুবোকির সৈন্য প্রতিরোধে প্রেবণ করিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই উভয় দলে এক যুদ্ধ হয়, কিন্তু রুষগণ বলেন যে এই যুদ্ধে তাঁহারাই জিতিয়াছেন। অপরদিকে জাপানিগণ বলেন যে তাঁহাবা রুষকে পরাজিত কবিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধে কি রুষ কি জাপান, কাহাবই কিছু লাভালাভ হইতেছিল না। ১০ই তাবিখে অপেক্ষাকৃত এক বড় যুদ্ধ ঘটিল।

জেনারেল কেলাব বহু সৈন্য লইয়া মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বতীয় পথস্থিত জাপানিগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি এবার জাপানিদিগের ন্যায় তাঁহার সেনা তিন দলে বিভক্ত করিয়া মধ্য দলে জাপানিদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি এই সেনাদলের সেনাপতি হইয়া রহিলেন। ইনি জুলু যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন।

রুষ-সেনা এখন যেখানে উপস্থিত হইল, তথায় কেবলই পাহাড় ;— সুতরাং তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল ; এই জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দলে পাঁচটী যুদ্ধ ঘটিল।

১৭ই জুলাই রাত্রি তিনটার সময় রুষগণ জাপানিগণকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ হইল;—কিন্তু রুষগণ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। প্রায় ১০টার সময় রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হইল। তখন জাপগণ অসীম সাহসে তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিল। রুষগণ আবার ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে রাত্রি হইল,—তখন তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল।

যখন এই যুদ্ধ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আরও চারিস্থানে যুদ্ধ চলিতেছিল;—কিন্তু এই রাত্রিযুদ্ধেও রুষগণ জাপদিগকে এক পদও নড়াইতে পারিলেন না;—তাঁহাদিগকেই রণে ভঙ্গ দিতে হইল।

১৮ই ও ১৯শে জুলাই তারিখে জাপানিগণ আবার রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। হোসিয়ান নামক একটী স্থান লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সেই দিকে অভিযান করিলেন। এইখান হইতে একটা পথ লিওযাংয়ে গিয়াছে; অপর একটা পথ সাইমাট্সিতে গিয়াছে; সুতরাং জাপানিগণ এইস্থান দখল করিতে পারিলে, তাঁহারা উত্তর হইতেও লিওযাং আক্রমণ করিতে পারিবেন। কুরোপাট্কিন তাহা বেশ জানিতেন; তজ্জন্য তিনি এই হোসিয়ান দৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়া বহু সৈন্য এই থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। জাপানিগণ এদিকে কাইচো অধিকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা অপরদিকে হোসিয়ান দখল করিতে চলিলেন। দুঃসাহসিক কার্য্য! হোসিয়ানে উপস্থিত হইবার জন্য কেবল একটী মাত্র ক্ষুদ্র অপরিসর রাস্তা ছিল। সেই রাস্তার মুখে তিন শত ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর রুষগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! এই দুর্গের বামদিকে এক বৃহৎ নদী,—পার হইবার কোন উপায় ছিল না। দক্ষিণদিকে কেবলই পাহাড় শ্রেণী। ১৫ মাইল

ঘুরিয়া না গেলে, এই হোসিয়ান দুর্গের পশ্চাতে উপস্থিত হইবার আর কোন উপায় ছিল না; সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে সম্মুখ ভিন্ন অন্য কোন দিক হইতে রুষগণকে এস্থানে আক্রমণ করা যায় না। বলা বাহুল্য যে সম্মুখে রুষগণ মাইন, গর্ত্ত, কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া প্রভৃতি স্থাপন সম্বন্ধে কোন বিষয়েই কোন ক্রটী করেন নাই। দুর্গেও ৩২টা কামান ও বহু সৈন্য ছিল। এ অবস্থাতেও দুর্দ্দমনীয় জাপানিগণ এই দুর্ভেদ্য স্থান আক্রমণ করিতে বীরপদভরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের সাহস, উদ্যম, বীরত্ব অতুলনীয়!

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হোসিয়ান যুদ্ধ।

১৮ই জুলাই জাপানিগণ এই দুর্গের নিকটস্থ হইলেন। তখন সম্মুখে শত্রুগণ কি ভাবে আছে দেখিবার জন্য জাপানী সেনাপতি কতকগুলি সেনা প্রেরণ করিলেন। রুষগণও দুর্গের বাহিরে পাহারায় ছিল; দুই দলে মহাযুদ্ধ হইল! জাপানিগণ তাঁহাদের এক দলের সেনাধ্যক্ষ ও সমস্ত সেনানায়কগণকে হারাইলেন;—তাঁহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না! ক্রমান্বয় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। তখন জাপানিগণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মূহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত না হইয়া সকলে অতি সতর্কতার সহিত সশস্ত্র ভাবে রাত্রি যাপন করিলেন। তাঁহারা এরূপ জাগ্রত ও সাবধান না থাকিলে, বিশেষ বিপদে পড়িতেন; কারণ রুষগণ তাঁহাদিগকে দুইবার রাত্রে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপানিদিগকে হটাইতে পারিল না।

হোসিয়ান দুর্গ লইতেই হইবে! অথচ জাপানী সেনাপতি বুঝিলেন,

এই দুর্গ সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া অধিকার করা সহজ নহে। বিশেষতঃ ইহাতে রুষের গোলা গুলিতে বহু জাপ-সেনার প্রাণনাশ হইবে। বামদিকে নদী,—সেদিকে যাইবার উপায় নাই; দক্ষিণে প্রায় ১৫ মাইল পাহাড় পর্ব্বত, জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তবে এই দুর্গের পশ্চাতে যাইতে পারা যায়। জাপানী সেনাপতি কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া, একদল সৈন্য ও কয়েকটা কামান সেই দিকে প্রেরণ করিলেন। বীর জাপানী যোদ্ধাগণ তখন সেই রাত্রেব অন্ধকারে পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে অগ্রসব হইল। এখন আর শীত নাই;—শীতের পরিবর্ত্তে গবম পড়িয়াছে: এই গবমে বড় বড় কামান এই দুর্গমপথে টানিয়া লইয়া যাওয়া যে কি কষ্টকব ব্যাপার, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে সক্ষম হইবেন; কিন্তু জাপানিগণের এ যুদ্ধে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান ছিল না।—তাহাবা বীর দর্পে চলিল।

তখন জাপানী সেনাপতি তাঁহার কয়েকটা কামান এক উচ্চস্থানে স্থাপিত করিলেন, কতকগুলি কামান নিয়ে উপত্যকায় রহিল। জাপানিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল সম্মুখে অগ্রসব হইল। অপবদল বামদিকে নদীর তীরে তীবে চলিল। ১৯শে অতি ভোর রাত্রে উভয় পক্ষই গোলা চালাইতে লাগিলেন। এই ভয়াবহ গোলাযুদ্ধ বেলা ৯টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। তৎপবে উভয় পক্ষেরই গোলাবর্ষণ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় ঘটিল না। জাপানী সেনাপতি তাঁহার সেনাদল যতক্ষণ রুষ-দুর্গের পশ্চাতে উপস্থিত হইতে না পারে, ততক্ষণ প্রবলভাবে দুর্গ আক্রমণ কবিতেছিলেন না। বেলা ৩টার সময় জাপানিগণ হোসিয়ানের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া সেইদিকে রুষদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন। সম্মুখেও তখন জাপগণ মহাপরাক্রমে হোসিয়ান দুর্গ জয়ে ধাবিত হইলেন;—তখন উভয়-পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বেলা পাঁচটার সময় জাপানীগণ

অগ্রসর হইয়া যে পাহাড়ের উপর রুষের দুর্গ অবস্থিত ছিল, তাহার নিয়ে উপস্থিত হইয়া মই লাগাইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুদ্ধে যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, জাপানিগণ তাহার সমস্তই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উচ্চস্থানে উঠিতে হইলে মই ভিন্ন উঠিবার উপায় নাই; তাহাই তাঁহারা অসংখ্য মইও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে রুষের সহস্র সহস্র গুলি গোলা অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহারা পাহাড়ের গায় অসংখ্য মই স্থাপিত করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষের দুর্গ তিন শত ফুট উচ্চে ছিল। এক্ষণে শত শত জাপানী পাহাড়ের নিয়ে হত আহত হইতে লাগিল, তবুও তাহারা দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে এই মই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। একজন হত বা আহত হইতেছে,—অমনই পশ্চাৎ হইতে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। আমরা যে দৃশ্য জুলু নদীর তীরে দেখিয়াছি,—যে দৃশ্য নান্‌সান পাহাড় অধিকারে দেখিয়াছি,—আজ এখানেও সেই দৃশ্য দেখিতেছি। "বান্‌জাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া রুষের মাইন, কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া, সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়া, জাপানী মৃতদেহের উপর দিয়া জাপানিগণ পাহাড়ে উঠিতেছে। সাড়ে পাঁচটার সময় জাপানিগণ দুর্গ-শিরে জাপানের জয় পতাকা স্থাপিত করিলেন,—সহস্র কণ্ঠে "বান্‌জাই" শব্দ ধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ হইতে রুষগণ আক্রান্ত হইয়াছিল,—সুতরাং তাহাদিগকে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিকেই লড়িতে হইতেছিল; আর বিলম্ব করিলে তাহাদিগকে জাপানিগণের হস্তে পতিত হইতে হয়;—তাহারা সন্ধ্যার সময় হোসিয়ান ত্যাগ করিয়া লিওযাংয়ের পথ ধরিল।

এই যুদ্ধে জাপানের দুই জন সেনাধ্যক্ষ ও ৭২ জন সেনা হত এবং ১৬ জন সেনাধ্যক্ষ ও ৪৩৬ জন সেনা আহত হইয়াছিলেন। রুষগণ তাঁহাদের হত ও আহত প্রায় সহস্র সেনা লইয়া এই যুদ্ধে রণভঙ্গ দিলেন। জাপানিগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন না। তাঁহারা কোন যুদ্ধ

জয়ের পরেই শত্রুর অনুসরণ করেন নাই; এবারও করিলেন না। তাঁহারা হোসিয়ানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া দুর্গ সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য জাপানিগণ হোসিয়ান দখল করিয়া এক্ষণে লিওযাং হইতে চারিদিকে যে কয়টী রাস্তা ছিল, তাহার সকল গুলিই অধিকার করিয়া বসিলেন। পূর্ব্বে সাইমাট্সি, মন্টিন্লিং, সিউজেন তাঁহাদেব হস্তে পড়িয়াছে; দক্ষিণে ওকু কাইচো অধিকার কবিয়াছেন,—এক্ষণে তাঁহারা অনায়াসে চারিদিক হইতে সৈন্য লইয়া লিওযাং আক্রমণ কবিতে পারেন,—কিন্তু তাঁহারা কখনই কিছুতেই ব্যস্ততা প্রকাশ কবেন না। তাঁহারা সকল বিষয়েই অতি সাবধান হইয়া কার্য্য করিতেছেন। সকল বন্দোবস্ত সর্ব্ব প্রকারে ঠিক না হইলে, তাঁহাবা এক পদও অগ্রসব হইতে ছিলেন না। ইহাতে অনেকে তাঁহাদেব নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভীত বলিয়াছেন,—তাঁহাদেব যুদ্ধ-প্রণালীর দোষ দিয়াছেন; কিন্তু জাপানিগণ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই;—এত সাবধান, এত সতর্ক, এত সুধীর ভাব না থাকিলে, তাঁহারা কখনই রুষের ন্যায় প্রবল প্রতাপ শত্রুকে প্রতিপদে পরাজিত করিতে পারিতেন না।

কয়েক দিন আর কোন যুদ্ধ হইল না। কেবল ২২শে তারিখে একবার লিচোলিং নামক স্থানে কতকগুলি রুষসেনা জাপানিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,—কিন্তু তাহারা শীঘ্রই পরাজিত হইয়া পলাইল,—আব কোন যুদ্ধ ঘটিল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তাসিচাও যুদ্ধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাসিচাও কাইচো হইতে কয় মাইল দূরে অবস্থিত;—এই তাসিচাও নামক স্থানে রুষগণ তাঁহাদের শিবির স্থাপিত

সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তাসিচাওতে এক পাহাড় শ্রেণী থাকায় তাঁহাদের এ স্থান রক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই স্থানে তাঁহারা কত যে "মাইন," গর্ত্ত ও তারের বেড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা পাহাড়ের উচ্চ স্থানে প্রায় শতাধিক বড় বড় কামানও স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সম্মুখে স্থান অপরিসর ;—সেনাপতি ওকু বুঝিলেন যে এ যুদ্ধও ঠিক নান্‌সানের যুদ্ধের ন্যায় করিতে হইবে। সেখানে সমুদ্র নিকটে থাকায় তিনি তাঁহাদের যুদ্ধপোতের সাহায্য পাইয়াছিলেন ; কিন্তু এখানে সে সাহায্য পাইবার আশাও নাই। সুতরাং এখানে নান্‌সান হইতেও ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে ;—অল্প স্থানের মধ্যে যুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে বহু সেনা হারাইতে হইবে। তিনি জানিতেন যে রুষগণ এই স্থানকে কেবল যে দুর্ভেদ্য করিয়াছেন, তাহা নহে,—তাঁহারা এখানে বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কমপক্ষে বোধ হয় ৪০।৫০ হাজার রুষ-সৈন্য তাসিচাওতে আছে। বিশেষতঃ এই স্থান হইতে পথ নিউচাং বন্দরে গিয়াছে। এই নিউচাং এ প্রদেশের প্রধান বন্দর ;—এখানে সকল দেশের সকল জাতির ব্যবসা বাণিজ্য আছে। অনেক আমেরিকান, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ সওদাগর এখানে বাস করেন,—রুষের তো কথাই নাই। তাহার উপর এখানে রুষের বৃহৎ ব্যাঙ্ক অবস্থিত। তাসিচাও হারাইলে সঙ্গে সঙ্গে এই নিউচাংও হারাইতে হইবে। ইহাতে যে রুষের কত ক্ষতি হইবে তাহা বলা যায় না।

শুনিতে পাওয়া যায় কুরোপাট্‌কিন বলিয়াছিলেন যে তাসিচাও ও নিউচাং রক্ষার আবশ্যক নাই। যতদিন চারি লক্ষ সেনা সমবেত না হয়, ততদিন তাঁহার কোন মতেই লিওযাং হইতে এক পদও নড়া উচিত নহে ; কিন্তু আলেক্‌জিফের অন্য মত,—তিনি কিছুতেই নিউচাং হারাইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারই জেদাজেদিতে এই তাসিচাওতে

রুষের এই বৃহৎ যুদ্ধসজ্জা! এইরূপ পদে পদে মতভেদে যে রুষের এ যুদ্ধে মহা অসুবিধা হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ না ঘটিলে, জাপানকে আরও বেগ পাইতে হইত।

যাহা হউক জাপানিগণ বুঝিলেন যে তাঁহাদিগকে তাসিচাওতে মহা-যুদ্ধ করিতে হইবে! কিন্তু সেনাপতি ওকু প্রথমে অভিযান করিলেন না,—টাকুসান হইতে সেনাপতি নজু সসৈন্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ছিলেন;—তিনিই এক্ষণে প্রথম তাসিচাওএর দিকে সেনা প্রেরণ করিলেন। ওকু দক্ষিণে ছিলেন;—উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে নজু রুষদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি এইরূপ ভাবে এই দিকে না আসিলে, ওকু একাকী কতদূর কি করিতে পারিতেন বলা যায় না।

২৩ শে জুলাই ওকুও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য ১৮ মাইল স্থান জুড়িয়া অগ্রসর হইতেছিল। রুষের প্রহরী-সৈন্যগণ সম্মুখে স্থানে স্থানে ছিল। তিনি সসৈন্যে অগ্রসব হইলে, তাহারা ক্রমে পশ্চাৎপদ হইয়া তাসিচাওতে আশ্রয় লইল। পরদিন ৯টার সময় রুষ-কামান গর্জ্জিল। সে ভয়াবহ বিভীষিকা পূর্ণ গোলাবৃষ্টির বর্ণনা আমরা কিরূপে করিব! জাপানিগণের সেনা এই সকল গোলায় মথিত হইয়া গেল! তাহারা শত সহস্র বীব-শয্যায় শায়িত হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও সেনাপতি ওকু বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ দুর্দ্দমনীয় সাহসে ও অপূর্ব্ব বীরত্বে যুদ্ধ করিল সত্য, কিন্তু কিছুতেই রুষের এই দুর্ভেদ্য স্থান অধিকার করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ তাহারা "বানজাই" শব্দে রুষদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু শত্রুর সহস্র গোলাগুলির মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহাদের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। নানশান যুদ্ধে জাপানী কামান প্রবল ছিল;—এখানে রুষ-কামান উচ্চ পাহাড়ের উপর থাকায়, তাহারাই প্রবল হইল;—ওকু সুবিধা মত কামান চালাইতে

পারিলেন না। এই যুদ্ধে তাঁহাদের উভয় সেনাপতির পরাজয় না হইলেও, তাঁহাদের অসংখ্য সেনা হত আহত হইল;—তাঁহাদের কোনই লাভ হইল না। তাঁহারা বুঝিলেন যে রুষগণ প্রকৃতই তাসিচাও দুর্ভেদ্য করিয়াছে! এইরূপ কেবল সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া এ স্থান অধিকার করা প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব! তবে এক কথা রাত্রি-যুদ্ধ। ইহাতে হয়তো জাপানিগণ রুষদিগকে পরাজিত করিতে পারেন!

কিন্তু রাত্রি-যুদ্ধ এক ভয়ানক ব্যাপার! রাত্রে অন্ধকারে পার্ব্বত্য জঙ্গল পথে অগ্রসর হওয়া সহজ কার্য্য নহে! ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলকে একত্র রাখাও অতি কঠিন। রাত্রে অন্ধকারে সহস্র ভ্রম হইতে পারে, —সেনাগণ ভুল করিয়া রণে ভঙ্গ দিতেও পারে; তাহার উপর সেনাপতি ওকুর সেনাগণ ১৫ ঘণ্টা ক্রমান্বয় ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে;—এ অবস্থায় তাহারা রাত্রি-যুদ্ধে কতদূর সক্ষম হইবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তবুও এ সকল সত্ত্বেও সেনাপতি ওকু রুষগণকে রাত্রিকালেই আক্রমণ করা স্থির করিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধে কোন সেনাপতি রাত্রে তাঁহার সমস্ত সেনামণ্ডলী লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। রাত্রে প্রকৃত যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, কখন কখন কোন সেনাপতি কিয়ৎ সৈন্য লইয়া শত্রুকে ভয় দেখাইয়াছেন মাত্র;—কিন্তু ওকু তাঁহার ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া রুষকে রাত্রে আক্রমণ করিতে চলিলেন।

সকলই নীরব নিস্তব্ধ;—কোনরূপ আলো জ্বালিবার হুকুম নাই;—কাহারও কথা কহিবার আজ্ঞা নাই;—সকলে অন্ধকারে পাহাড়, পর্ব্বত ও জঙ্গলময় পথে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অন্ধকারে যুদ্ধযাত্রা অতিশয় অভ্যাস না থাকিলে, জাপানিগণ কখনই এ অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তাহাই বুঝিতে পারা

যায় তাঁহারা কেবল যে দিনের যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—রাত্রিযুদ্ধেও বিশেষ সুদক্ষ হইয়াছিলেন।

রাত্রি ১০টার সময় ওকু রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা যুদ্ধের পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল,—তাহাদের শত্রুগণ সমস্ত দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের পর আবার যে রাত্রে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই;—তাহাই তাহারা দুই তিন স্থানে জাপানিগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল,—জাপানীগণ এই সকল স্থান তৎক্ষণাৎ অধিকার করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষের কোন পক্ষই এই রাত্রিযুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখেন নাই,—সুতরাং এ যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না; তবে অন্ধকারে যে একটা বর্ণনাতীত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল,—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

প্রাতেঃ জাপানিগণ অতি বিস্মিত! ভয়েই হউক, অথবা ইচ্ছা করিয়াই হউক, অথবা নজু কর্ত্তৃক পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইয়াই হউক, প্রাতেঃ জাপানিগণ দেখিল যে রুষগণ তাহাদের দুর্ভেদ্য তাসিচাও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! এ ব্যাপারে জগৎ শুদ্ধ লোক বিস্মিত হইলেন; জাপানিগণ বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের লিওয়াং হইতে এক পদও বাহির হইবার ইচ্ছা ছিল না,—সম্ভবতঃ তিনিই তাসিচাও হইতে সমস্ত রুষ সৈন্য টানিয়া লিওযাংয়ে আনিলেন। যে কারণেই হউক আবার রুষ পরাভূত, পলাতক! জাপানিগণ জয় জয় নিনাদে তাসিচাও অধিকারে ধাবিত! ওকু পলাতক রুষদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জাপানিগণ সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহারা পলাতক রুষগণের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত করিতে পারিল না। তাসিচাওতে আসিয়া জাপানিগণ দেখিলেন যে রুষগণ যাইবার সময় সহরে ও রেল ষ্টেসনে

আগুণ লাগাইয়া দিয়া গিয়াছে! বলা বাহুল্য এই ভয়াবহ দিন ও রাত্রির যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই অসংখ্য সেনা ও সেনাধ্যক্ষ প্রাণ হারাইলেন। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্র উভয় পক্ষের হত আহতে পূর্ণ হইয়াছিল। জাপানিগণ তাসিচাওএর যুদ্ধেও জয়ী হইলেন;—রুষগণ আবার হটিলেন! এইরূপ ক্রমান্বয় হটিয়া আসায় রুষসেনাগণও তাহাদের সেনাধ্যক্ষগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এদিকে জাপানিগণ পদে পদে পরাক্রান্ত রুষকে পরাজিত করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন। বলা বাহুল্য জাপানিগণ পর দিনই নিউচাং বন্দর অধিকার করিয়া তথায় সুবন্দোবস্ত করিলেন। রুষগণ পূর্ব্ব হইতেই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

এই পাঁচ মাসের যুদ্ধে জাপানিগণ কেবল যে সমস্ত কোরিয়া দখল করিলেন, তাহা নহে; মাঞ্চুরিয়ার লাওটাং উপদ্বীপেরও সমস্ত অংশ তাঁহাদের অধিকৃত হইল। তাসিচাওর যুদ্ধেই যুদ্ধের প্রথমাংশ শেষ হইল। দ্বিতীয়াংশে আমরা উভয় পক্ষের আরও ভয়াবহ যুদ্ধ সকল দেখিব। প্রকৃতপক্ষে এখনও পূর্ণ যুদ্ধ হয় নাই;—একপক্ষ পশ্চাৎপদ,—অপর পক্ষ অগ্রসর,—আমরা এ পর্য্যন্ত ইহাই দেখিতেছি। রুষ এখনও কেবল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন,—জাপানিগণকে এখনও প্রকৃত পক্ষে আক্রমণ করেন নাই। লিওযাং, মুকডেন, হারবিন, ভ্লাডিভসটক যতদিন না অধিকার হইতেছে, ততদিন জাপানের জয় নাই! রুষগণ যদি অগণিত সৈন্য লিওযাংয়ে সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে ছয় মাসে তাঁহারা জাপানিগণকে তাড়াইয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিবেন; অন্ততঃ তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছেন।

আর এদিকে জাপানিগণ পোর্টআর্থার এখনও দখল করিতে পারেন নাই,—কতদিনে পারিবেন তাহাও জানেন না। পোর্টআর্থার যতদিন না হস্তগত হইতেছে, ততদিন রুষের রণপোত সকল কর্ম্মক্ষম থাকিবে। বিশেষতঃ জাপান এখনও ভ্লাডিভস্টকের রুষ-যুদ্ধপোত ধ্বংস করিতে

পারেন নাই। তাহারা নানাদিকে নানারূপ জাপানিদিগের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে। এই দুই মাস সমুদ্রে ও পোর্টআর্থারে কি হইতেছে, এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিব।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রে বক্ষে।

সেনাপতি ওকু, নজু ও কুরোকি যেমন স্থল-যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন,—তাঁহাদের এক দিনের জন্যও বিশ্রাম ছিল না,—তেমনই সমুদ্র বক্ষে আড্‌মিরাল টোগোরও মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম ছিল না। তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে পোর্টআর্থার আক্রমণ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছেন;—আর ডাল্‌নির সম্মুখস্থ সমুদ্র হইতে রুষদিগের "মাইন" দূর করিতেছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি ভ্লাডিভস্‌টকের রুষ-রণপোত কয়খানি ধ্বংস করিবার জন্য কয়েকখানি জাহাজ সহ আড্‌মিরাল কামিমুরাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু শত চেষ্টায়ও কামিমুরা এই সকল রুষ-রণপোতের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাইলেন না। মাকারফের মৃত্যু হইলে রুষ-সম্রাট তাঁহার স্থলে আড্‌মিরাল স্ক্রিডলফকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভ্লাডি-ভস্‌টক রণপোতের ভার লইতে আসিলেন আড্‌মিরাল বেজোব্রাজক। আড্‌মিরাল স্ক্রিডলফ পোর্টআর্থারে আসিয়া রুষের যুদ্ধপোত সকল মেরামত ও সমুদ্র হইতে জাপানি "মাইন" নষ্ট করা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আর বেজোব্রাজক ভ্লাডিভস্‌টকে উপস্থিত হইয়াই ১২ই জুন সমস্ত জাহাজের নঙ্গর তুলিলেন। জাপানিগণ যাহাতে আর জাপান হইতে জাহাজে করিয়া সৈন্য লইয়া যাইতে না পারে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এই তারিখে তাঁহারা দুইখানি জাপানী জাহাজ দেখিতে পাইলেন;

কিন্তু তাহারা রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া, তীর বেগে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। কিন্তু এই সময়ে ইজুমি মারু নামে আর একখানা জাহাজ আসিয়া পড়িল। ইহাতে পীড়িত ও আহত জাপানিগণ দেশে ফিরিতেছিলেন। রুষগণ কয়েকটা গোলা নিক্ষেপ করিলে, এই জাহাজ দণ্ডায়মান হইল। অনেকেই জাহাজ হইতে জলে ঝম্প প্রদান করিল। রুষ-সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন, "এখনই জাহাজ পরিত্যাগ কর;—আমরা জাহাজ ডুবাইয়া দিব।" হতভাগ্যগণ নৌকা করিয়া রুষ-জাহাজে আসিয়া উঠিল; তখন রুষ গোলায় জাপানী জাহাজ শীঘ্রই গভীর সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইল।

৯টার সময় আর দুইখানি জাপানি জাহাজ রুষ-রণপোতের সম্মুখে পতিত হইল। দুই খানিতেই অনেক সেনা, সেনাধ্যক্ষ ও যুদ্ধোপকরণ ছিল। রুষগণ বলেন, ইহাদের দণ্ডায়মান হইতে পুনঃ পুনঃ হুকুম করাতেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, ইহারা চলিয়া যাইতেছিল; তাহাই সেনাপতি তাহাদের উপর গোলা নিক্ষেপের আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলকে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া রুষ-জাহাজে আসিতে আজ্ঞা করা হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা কর্ণপাত করিল না। তখন তাহাদের উপর আরও গোলা পড়িল। এই সময়ে একখানা জাহাজ হইতে জাপগণ কয়েকখানা নৌকায় উঠিল; জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া গেল। এই কার্য্যে প্রায় ২০০ শত জাপানি প্রাণ হারাইল। কেবল ১৫০ জন রুষ-জাহাজে আসিয়াছিল। অপর জাহাজের সেনাধ্যক্ষগণ হেরিকেরি করিলেন; প্রায় এক হাজার জাপানী প্রাণ দিল। এ কার্য্য কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও সভ্যতাসূচক হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। রুষগণও যে এই পাশবিক নরহত্যায় মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের নিজের ব্যবহারেই বুঝিতে পারা যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা সাজু মারু নামে আর একখানা জাহাজ ধরিলেন ও তাঁহাদের কয়েকজন সেনাধ্যক্ষকে জাপানী জাহাজে প্রেরণ করিলেন। তখন অধিকাংশ জাপানীগণ ১০ খানা

নৌকায় উঠিয়া নিকটস্থ বন্দরের দিকে চলিয়া গেল, কিন্তু ৪০০ বীর কিছুতেই জাহাজ পরিত্যাগ করিলেন না। অগত্যা রুষগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ জাহাজে প্রত্যাগমন করিয়া জাপানী জাহাজখানি গোলা ও টরপেডোর সাহায্যে ডুবাইয়া দিলেন। তখন চারিশত বীর "বানজাই" শব্দে সমুদ্র গর্ভে অদৃশ্য হইতে চলিলেন! ইহাপেক্ষা আর বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা আর কি হইতে পারে?

কিন্তু ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা! জাহাজখানি তখনই ডুবিল না,—এই জাহাজ অবশেষে বিশঘণ্টা পরে ডুবিয়াছিল! এ দিকে রুষগণ জাপানি রণপোতের আগমন সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে জাহাজ লইয়া পলাইলেন। তখন জাপানিগণ জাহাজের কাষ্ঠখণ্ড খুলিয়া এক বৃহৎ ভেলা নির্ম্মাণ করিল;—এই ভেলায় তাহারা অকূল সমুদ্রে ভাসিল! কিন্তু শীঘ্রই একখানি জাপানী জাহাজ সেই দিকে আসায়, তাহাদের সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইল। এই চারিশত বীরের এক জনও প্রাণ হারাইলেন না!

যাহাই হউক,—জাপানিগণ বেশ জানিতেন যে রুষ-রণপোত এইরূপ স্বাধীনভাবে সমুদ্র মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলে, তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে;—ইহার মধ্যেই যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। আড্‌মিরাল কামিমুরাও তাহা জানিতেন; তিনি চারিদিকে রুষ-জাহাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকবার সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন, কিন্তু কিছুতেই দুই মাসে তিনি ইহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। এই সময়ে সমুদ্রে এতই কুয়াসা হইয়াছিল যে দূরস্থ কিছুই দেখা যায় না! ইহাতেই কামিমুরার হস্ত হইতে রুষ-জাহাজগুলি রক্ষা পাইল। কিন্তু জাপানিগণ কামিমুরার উপর সন্তুষ্ট হইলেন না। সংবাদ পত্রে তাঁহাকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য বলা হইতে লাগিল। কেহ কেহ স্পষ্ট ইহাও বলিলেন যে, "আর তাঁহায় হেরিকেরি করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে।"

জাপানের চারিদিকে সমুদ্র সহস্র সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত; সুতরাং কামিমুরার পক্ষে রুষ-জাহাজ ধৃত করা সহজ নহে; অথচ তাহাদিগের ইহ-লীলা শেষ না করিতে পারিলেও জাপানিগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। এই কয়খানা রুষ-রণপোত লইয়া তাঁহারা বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, কিন্তু উপায়ও নাই! কামিমুরা তাঁহার অধীনস্থ জাহাজ-গুলিকে দীর্ঘ শ্রেণীতে বিস্তৃত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ঘেরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিভিন্ন জাহাজ তিনি দল ছাড়া করিতেও পারিতেছেন না! এমন বিপদে বোধ হয় জাপান এ মহাযুদ্ধের মধ্যে আর কখনও পতিত হন নাই।

ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে যে কয়খানি রুষ ডেসট্রয়র ছিল, তাহারাও ২১শে তারিখে জাপানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ ও নৌকা ধরিতে বহির্গত হইল। তাহাবা এক সপ্তাহে অনেক জাপানী নৌকা ও ক্ষুদ্র জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া একখানাকে ধরিয়া লইয়া বন্দরে ফিরিল।

৩০শে সকালে ছয়খানি রুষের টরপেডো জাহাজ জেনসেন বন্দরে আসিয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ কবিল। প্রায় ২০০ শত গোলা নিক্ষেপ করিয়া তাহারা ফিরিল। বন্দরের বাহিবে তিন খানা রুষ-রণপোত অপেক্ষা করিতেছিল,—ইহারা ফিরিয়া আসিলে, সকলে দূব সমুদ্রে চলিয়া গেল।

রুষের প্রথম একটী গোলা সহরে পতিত হইবা মাত্রই অধিবাসীগণ দূরে পলাইয়া গিয়াছিল; তজ্জন্য কেবল দুইজন জাপানীসেনা ও দুইজন কোরিয়ান রুষ-গোলায় আহত হইয়াছিল; আর সহরের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই।

১লা জুলাই সন্ধ্যা ৭ টার সময় বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর আড্মিবাল কামিমুরা এতদিনে রুষ-রণপোতের দেখা পাইলেন। তিনি প্রবল বেগে তাঁহার সমস্ত জাহাজ সেইদিকে চালাইলেন। রুষগণও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল,—তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ

করিল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। উভয় জাহাজের মধ্যের দূরত্বও ক্রমে কম হইয়া আসিতেছে! তখন কামিমুরা তাঁহার টরপেডো বোটগুলি রুষ জাহাজ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া রুষগণ তাহাদের জাহাজের আলোক সমস্ত নিবাইয়া দিল;—অন্ধকারে জাপানিগণ তাহাদের দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা অন্ধকারে কোন দিকে পলাইল, তাহা আর জাপানিগণ দেখিতে পাইলেন না!

রুষ-জাহাজের দেখা পাইয়াও যে তাহাদের ধ্বংস করিতে পারিলেন না, ইহাতে কামিমুরা যে বিশেষ দুঃখিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এ সংবাদ জাপানে উপস্থিত হইলে, সকলেই কামিমুরার হেরিকেরির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সুখের বিষয় বিচক্ষণ কামিমুরা, আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্কের অপনোদন করিবার এখনও সময় আসে নাই, বিবেচনা করিয়া তিনি হেরিকেরি করিলেন না; আবার রুষ-জাহাজের সন্ধানে চলিলেন। যতক্ষণ তাহারা সমুদ্র মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ জাপান কিছুতেই নিরাপদ নহেন। ইহারা কখন যে কোথায় কাহাকে আক্রমণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই।

এদিকে নূতন নৌ-সেনাপতি পোর্টআর্থারে আসিয়া রুষের যুদ্ধপোত সকল মেরামত করিতে লাগিলেন। ২০ শে জুন স্বয়ং আলেক্জিফ সম্রাটকে টেলিগ্রাফ করিলেন,—"সমস্ত রুষ যুদ্ধপোত সম্পূর্ণ মেরামত হইয়াছে, এখন তাঁহাদের সকল জাহাজই কর্ম্মক্ষম হইয়াছে,—নৌ-সেনাপতি শীঘ্রই জাপানী জাহাজ আক্রমণে বহির্গত হইবেন।" এই টেলিগ্রাফ রুষ-সাম্রাজ্যের নগরে নগরে প্রচারিত হইল। এ সংবাদে রুষগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এখন একদিকে পোর্টআর্থারের যুদ্ধপোত,—অপর দিকে ভ্লাডিভস্টক বন্দরের যুদ্ধপোত,—এই উভয় যুদ্ধপোত দুইদিক হইতে টোগোকে আক্রমণ করিলে, তাঁহার কোন জাহাজের আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না! আবার জয়াশায় রুষ-হৃদয় পূর্ণ

হইয়াছে,—আবার নগরে নগরে রুষের ভবিষ্যত জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে! সকলেই উৎফুল্ল—ব্যগ্র!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের নৌ-অভিযান।

পোর্টআর্থার বন্দরে রুষ যে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না,—তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা অতি সুদক্ষতার সহিত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁহাদের সমস্ত রণতরিগুলি মেরামত করিয়া কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা সমস্ত চীনেদিগকে বন্দর হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের ঐ সকল চীনে মিস্ত্রীর সাহায্য না লইয়াই জাহাজগুলি মেরামত করিতে হইল। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে রুষের রণতরীর আর বন্দর হইতে বাহির হইয়া টোগোর জাহাজ আক্রমণের ক্ষমতা নাই,—কিন্তু ২৩ শে জুন রুষ জগতকে বিস্মিত করিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, রুষ-রণতরীর অর্দ্ধেক একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে;—অপর অর্দ্ধেক মেরামত করিয়া একরূপ কার্য্যক্ষম করিতে পারা গেলেও যাইতে পারে,—কিন্তু তাহারা কর্ম্মক্ষম হইলেও কখনই বন্দর হইতে বাহির হইতে পারিবে না। জাপানিগণ পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া বন্দরের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন,—তাহার উপর ভয়াবহ "মাইন"ও স্থাপিত করিয়াছেন,—এ অবস্থায় রুষ-রণতরী আর কখনই জাপানী যুদ্ধপোতের সম্মুখীন হইতে পারিবে না,—কিন্তু রুষগণ ২৩ শে জুন তারিখে প্রকৃতই এক বিস্ময়কর কার্য্য করিলেন।

আড্‌মিরাল ভিটোফ্ট পাঁচখানি রুষ ব্যাটেল্‌সিপ, পাঁচখানি ক্রুজার ও ১৪ খানি ডেস্ট্রয়ার জাহাজ লইয়া পোর্টআর্থার বন্দর হইতে যুদ্ধ

সজ্জায় বহির্গত হইলেন। রুষগণ তাঁহাদের সমস্ত যুদ্ধপোতই মেরামত করিয়াছেন;—কেবল ইহাই নহে,—তাঁহারা বন্দরের সম্মুখ হইতে জাপানী "মাইন" দূরীকৃত এবং বন্দরের মুখের জলমগ্ন জাপানী জাহাজও কতক ডিনামাইটে উড়াইয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়াছেন! ২৩শে জুন আড্‌মিরাল ভিটোভ মহাসমারোহে দূর সমুদ্রে জাপানী জাহাজ ধ্বংস করিতে চলিলেন। তিনি জানিতেন যে আড্‌মিবাল টোগো তাঁহাব অনেক যুদ্ধপোত অন্যত্র প্রেরণ কবিয়াছেন;—তাঁহাব কতকগুলি জাহাজ নিশ্চয়ই কামিমুরাব সহিত যোগদান কবিয়া ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরের রুষ-জাহাজের অনুসন্ধান করিতেছে! আবও তাঁহাবা জানিতেন যে তাঁহারা যে ইতিমধ্যে সমস্ত জাহাজ মেরামত করিয়া বন্দরের বাহিরে আসিতে পারিবেন, তাহা টোগো কখনও মনে কবিবেন না, সুতরাং এই সময়ে তাঁহাকে ধ্বংস করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা!

সে এক মহান দৃশ্য! প্রথমে ১৪ খানি রুষ ডেসট্রয়র জাহাজ,—তাহার পশ্চাতে ক্রুজারগুলি,—তৎপশ্চাতে ব্যাটেল্‌সিপ। সর্ব্বাগ্রে কয়েকখানি জাহাজ "মাইন" ধরিয়া নষ্ট করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ২টার সময় সমস্ত রুষ-রণতরী দূব সমুদ্রে আসিল। এখানে কয়েকখানি জাপানী ডেসট্রয়র পাহারায় ছিল,—রুষ তাহাদিগকেই প্রথমে আক্রমণ করিলেন;—কিন্তু তাহারা এই বৃহৎ নৌ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ কবিতে সম্পূর্ণ অক্ষম;—তাহারা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া হটিয়া গেল। এই প্রথম রুষের জলযুদ্ধে জয়!

টোগো তাঁহার কয়েকখানি যুদ্ধপোত দূর সমুদ্রে পাহাবায় রাখিয়াছিলেন। তাহারাও রুষের এই বৃহৎ নৌ-বাহিনী দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইল। সন্ধ্যা ৬টার সময় রুষগণ টোগোর যুদ্ধপোতগুলি দেখিতে পাইলেন! টোগো রুষ-জাহাজদিগকে দূর সমুদ্রে আনিবার জন্য

কতই না পূর্ব্বে চেষ্টা পাইয়াছেন! কিন্তু রুষগণ এত দিন একদিনের জন্য বাহির হন নাই। একদিন টোগো তাঁহাদের ভুলাইয়া আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জাহাজ দেখিয়া রুষগণ প্রাণপণ শক্তিতে পলাইয়া বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আজ এতদিন পরে সেই দিন আসিয়াছে। আজ রুষগণ স্বইচ্ছায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে! ইহা অপেক্ষা আনন্দেব দিন আর কি হইতে পাবে? তবে রুষগণ যে তাঁহাদের সমস্ত জাহাজ মেবামত করিয়াছেন—তাঁহারা যে বন্দরের মুখ আবার উন্মুক্ত করিয়াছেন,—ইহা দেখিয়া টোগো নিশ্চিতই বিস্মিত হইলেন। সমস্ত জাপানও এ সংবাদে বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন। টোগোর এতদিনের পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইয়াছে। রুষ-রণপোত ধ্বংস হয় নাই;—ইহাবা এখনও প্রবল ও কার্য্যক্ষম রহিয়াছে!

উভয় পক্ষের রণপোত সম্মুখীন হইলে, তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমবা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব না! জাপানিগণ উৎফুল্ল, আনন্দিত! আজ তাহাদের অতি আনন্দের দিন! আজ তাহারা সমস্ত রুষ-যুদ্ধপোত ধ্বংস করিবে,—একখানিকেও আর বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না!

রুষ-যোদ্ধাগণও পরম উৎসাহে আজ টোগোকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন;—আজ প্রাচ্যদেশে কে সমুদ্রেব একমাত্র অধিপতি রহিবেন, তাহাই এই মহাসমরে পরীক্ষিত হইবে! তাঁহারা মহা উৎসাহে জয় জয় নিনাদে দূর সমুদ্রে আসিয়াছিলেন,—কিন্তু টোগোর জাহাজেরও যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া তাঁহাদের উৎসাহ অনেক লাঘব হইয়া পড়িল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে টোগোর সঙ্গে বহু যুদ্ধপোত নাই,—তিনি রুষ-জাহাজের মেরামত ও তাহাদেব বন্দর হইতে বাহির হইবার কোনই আশা নাই ভাবিয়া নিশ্চয়ই অনেক যুদ্ধপোত অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এ কথাও সত্য,—টোগো অনেক জাহাজ অনেক স্থানে

প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তবু আজ তাঁহার সঙ্গে ছিল ৪ খানি প্রথম শ্রেণীর ও এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাটেল্‌সিপ, এতদ্ব্যতীত আরও ছিল ৪ খানি প্রথম শ্রেণীর, ৭ খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ৫ খানি তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার যুদ্ধপোত। এতদ্ব্যতীত ৩০ খানি টরপেডো বোট দুই দলে বিভক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। এতদ্ব্যতীত পোর্টআর্থারের নিকট জাপানের যে সকল যুদ্ধপোত ও ডেসট্রয়র জাহাজ ছিল, তাহারা আসিয়াও টোগোর সহিত যোগদান দিল।

আড্‌মিরাল টোগো নিমিষে তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রবলবেগে রুষগণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় উভয় পক্ষীয় যুদ্ধপোত সকল সন্নিকটবর্ত্তী হইল। তখন উভয় দলই মাস্তলে মাস্তলে যুদ্ধ-নিশান উড্ডিয়মান করিলেন। আজ এতদিন পরে বিস্তৃত সমুদ্র বক্ষে রুষ-জাপানে মহাযুদ্ধ হইবে। এখনও বিলম্ব আছে, —এখনও টোগো রুষ-জাহাজের উপর গোলা নিক্ষেপের উপযুক্ত স্থানে আইসেন নাই। জাপানিগণ দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া প্রত্যেক কামানের পশ্চাতে দণ্ডায়মান;—সকলেই মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সাড়ে সাতটার সময় টোগোর জাহাজ রুষ-জাহাজ হইতে ৯ মাইল দূরে আসিল। তখন উভয় পক্ষের জাহাজ একই দিকে যাইতেছে,—মধ্যে ১ মাইল মাত্র ব্যবধান। এই সময়ে টোগো তাঁহার জাহাজগুলিকে রুষ-যুদ্ধপোতের নিকট লইয়া যাইবার জন্য হাল ঘুরাইলেন,—রুষেরাও তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্য হাল ঘুরাইলেন; কাজেই উভয় দলের মধ্যস্থ দূরত্ব কমিল না। এইরূপ দুই চারিবার হইল,—টোগো রুষগণের নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রুষগণ তৎক্ষণাৎ দূরে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় জাপানিগণ কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

রুষ-সেনাপতি ভাবিলেন, এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে,—এক্ষণে জাপানী

ক্রুজার জাহাজগুলি তাঁহার পোর্ট আর্থারে ফিরিবার পথ বন্ধ করিবে,—রাত্রে তাহাদের ডেসট্রয়রগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে,—তিনি কি ভাবিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। তিনি সাহসে ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন,—এক্ষণে তিনিই সহসা তাঁহার সমস্ত জাহাজকে আজ্ঞা দিলেন, "প্রাণপণ বেগে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লও।"

রুষ জাহাজ সকল তখন যুদ্ধের নিশান নামাইয়া প্রাণ লইয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল। টোগো তাঁহার সমস্ত জাহাজে আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "যাও, এই সকল পলাতককে তাড়াইয়া ধর।"

সে এক অতি হাস্যজনক দৃশ্য! রুষগণ যুদ্ধে আসিয়া যুদ্ধ না করিয়াই প্রাণপণ বেগে পলাইতেছে,—আর সমস্ত জাপানী জাহাজ তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। রুষের এ অধঃপতনাপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! এ অবস্থায় জাপানিগণ যুদ্ধ হইতে কখনই পলাইত না। সমস্ত জাহাজ সহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইত, তবুও যুদ্ধ করিত,—পলাইত না।

টোগো অনেক চেষ্টায়ও রুষ-জাহাজ ধরিতে পারিলেন না,—তাহারা রাত্রি ১১টার সময় বন্দরে আসিয়া নঙ্গর ফেলিল। অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি,—তাহার উপর পোর্ট আর্থারের সার্চ্চ লাইটে চারিদিক আলোকিত; এ সকল সত্ত্বেও আড্মিরাল টোগো তাঁহার ডেসট্রয়র জাহাজগুলিকে রুষ যুদ্ধপোত আক্রমণের অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন আসাই সমস্ত ডেসট্রয়র জাহাজ লইয়া দুর্দ্দমণীয় সাহসে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিলেন। মাইনের ভয় নাই,—দুর্গ ও জাহাজ হইতে গোলা বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে ভয় নাই,—সমস্ত রাত্রি এই সকল ক্ষুদ্র জাপানী রণতরী পুনঃ পুনঃ বন্দরের ভিতর গিয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা রুষের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ ও দুইখানা ডেসট্রয়র জাহাজ ডুবাইয়া দিল,—জাপানিদিগের তিনখানা জাহাজ কেবল কিছু কিছু আহত হইল। টোগো শীঘ্রই তাহাদিগকে মেরামত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ফেলিলেন।

রুষের এত আয়োজনের পর যুদ্ধে গমন করিয়া পলাইয়া আসায় সকলেই তাহাদিগকে বিশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন জলযুদ্ধে রুষ কখনই জাপানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না,—এখন তাহার একমাত্র ভরসা স্থলযুদ্ধ!

২৭ শে জুন টোগো আবার পোর্টআর্থার বন্দর আক্রমণ করিলেন। বন্দরের বাহিরে একখানা অতি বৃহৎ যুদ্ধপোত পাহারায় ছিল। জাপানী টরপেডো বোট সকল তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। দুর্গ হইতে বড় বড় গোলা তাহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা তাহাতে বিন্দু মাত্র দৃকপাত না করিয়া চারিদিক হইতে এই রুষ-জাহাজের প্রতি টরপেডো নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য জাহাজ খানির ইহলীলা শেষ হইল,—সে নিমেষে জলমগ্ন হইয়া গেল!

তখন রুষ ডেসট্রয়রগণ আসিয়া জাপানী জাহাজ আক্রমণ করিল,—উভয় পক্ষে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর জাপানিগণ দূর সমুদ্রে চলিয়া গেলেন। একখানা রুষ ডেসট্রয়রও এই যুদ্ধে জলমগ্ন হইল! এই যুদ্ধে ১৪ জন জাপানী হত ও তিন জন আহত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের জাহাজের বড় বেশী কিছু ক্ষতি হয় নাই!

যখন টোগো আবার তাঁহার জাহাজগুলিকে মেরামত করিয়া নূতন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ২৮ শে জুন একখানি রুষ ডেসট্রয়র জাহাজ কোন প্রকারে জাপানিদিগের হাত এড়াইয়া পোর্টআর্থার হইতে নিউচাংয়ে আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই জাহাজস্থ রুষগণ রটাইয়া দিলেন যে জাপানী রণতরি সমস্তই রুষ-যুদ্ধপোত কর্তৃক ধ্বংসিভূত হইয়া গিয়াছে!

এই ঘটনার পর কয়েক দিন জাপানী গোলা রুষ-দুর্গে ও বন্দরে পতিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানিগণ ডাল্‌নি সহরের সম্মুখস্থ টালিয়ান উপসাগর মধ্যস্থ রুষ "মাইন" সকল নষ্ট করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের শেষে তাঁহারা প্রায় সমস্ত "মাইন"ই নষ্ট করিলেন ;—কিন্তু তবুও এই ভয়াবহ শত্রুর ভয় একেবারে যায় নাই। ৫ই জুলাই তারিখে জাপানের কাইমন্ নামক জাহাজ এই "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া জলমগ্ন হইল। তিন জন সেনাধ্যক্ষ ও ১৯ জন নাবিক জলমগ্ন হইলেন ; অপর সকলে জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। জাপানিগণ তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানী সমাধি।

আমরা এতক্ষণ জাপানের বীরত্ব ও পাশ্চাত্য প্রথায় যুদ্ধ শিক্ষার ফল দেখাইলাম। জাপান শিক্ষায়, বিত্তায়, এমন কি পরিচ্ছদে, সর্ব্বতোভাবে ইয়োরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের ইয়োরোপের সহিত কোন পার্থক্য নাই। আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, কেহই আর তাঁহাদিগকে এক্ষণে তাঁহাদের অপেক্ষা হীন জাতি বলিতে সক্ষম নহেন ; কিন্তু তাহাই বলিয়া জাপান তাঁহাদের জাতীয়তা, তাঁহাদের সামাজিকতা, তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, আচার, রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন কি? কখনই নহে! সকল প্রকার বিত্তায়, শিক্ষায়, সুসভ্যতায় তাঁহারা বলিতে গেলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার উপর গিয়াছেন,—কিন্তু ভিতরে জাপান জাপানই আছে।

আমরা বীর হিরোসের মহাসম্মানে সমাধির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এই সমাধির সময়ে এক জন সংবাদদাতা সকল দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমরা এইখানে নূতন ও পুরাতন জাপান একত্রে একস্থানে দেখিতে পাইব।

তিনি লিখিয়াছেনঃ—"পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক শোনোফু নামক বংশী নিনাদ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে জাপানিগণ বীর হিরোসের দেহখণ্ড সমাধি দিতে লইয়া আসিতেছেন! দুই জন অশ্বারোহী পুলিশ সর্ব্বাগ্রে আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে জাপানী নৌ-সেনার বাদ্যকরগণ বিলাতি সমাধি-বাদ্য বাজাইয়া উঠিল। তাহার পর দুই শত নৌসেনা বিষণ্ণ বদনে ধীর পদক্ষেপে নীরবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তৎপরে দুই জন শ্বেত পরিচ্ছদধারী সিন্‌টো পুরোহিত একখানি বিলাতি নির্ম্মিত গাড়ীতে আসিলেন। তৎপরে নৌসেনাগণ "সাকাকি" নামক জাপানের পবিত্র বৃক্ষ মস্তকে লইয়া অগ্রসর হইল। তাহাদের সঙ্গে এক বৃহৎ পতাকা,—সেই পতাকায় মৃত বীরের নাম ও পদবী অঙ্কিত। ইহাদের পশ্চাতে মৃত দেহের দীর্ঘ বাক্স বা কফিন আসিল। এই কফিন একখানি কামানের গাড়ীর উপর রক্ষিত;—৩০ জন নৌসেনা নীরবে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গাড়ীর দুই পার্শ্বে হিরোসের তিন জন সহপাঠী হেট মুণ্ডে চলিয়াছেন। গাড়ীর পশ্চাতে আপাদ মস্তক শ্বেত পরিচ্ছদে আবরিত করিয়া চলিয়াছেন,—হিরোসের ক্ষুদ্র ভ্রাতৃ-কন্যা শ্রীমতি কাওক! তৎপশ্চাতে বহু শত নর নারী বীরের বীরোচিত সমাধি দিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। পথের দুই পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া বীরের সম্মাননা করিতেছে।

রাজধানীর বহু রাজপথ অতিক্রম করিয়া, মৃতদেহ অবশেষে সমাধি স্থানে নীত হইল। তথায় এক বেদি গঠিত হইয়াছে। এই বেদির দুই পার্শ্বে দুইটী সাকাকি বৃক্ষ স্থাপিত। একটী পতাকায় মৃত বীরের নাম ও পদবী লিখিত। কফিন উপস্থিত হইলে অতি বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত "সাকনসাই" পূজা আরম্ভ করিলেন। কফিনের সম্মুখে একে একে আলোক, ধূপ, লবণ, জল, চাউল, সাকি (জাপান সুরা) শুষ্ক সমুদ্র-শেওলা, পিষ্টক, মৎস্য, ফল প্রভৃতি স্থাপিত হইল। পুরোহিত

সমাধির মন্ত্র স্তব করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি মৃত বীরের জীবনের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি নীরব হইলে, অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিলেন,—লেফ্টেনাণ্ট মাতসুমুরা। ইনি প্রথম যুদ্ধেই আহত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি মাত্র হাঁসপাতাল হইতে বহির্গত হইয়াছেন! আড্মিরাল টোগো বীরের প্রশংসা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ইনি তাহাই সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন। তখন আরও অনেক জল-যোদ্ধা মৃত বীরের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। জাপান রাজ্যের ইংরেজ দূত সার ক্লড ম্যাক্ডোনাল্ড ও ইংরেজ সেনাপতি সার ইয়ান হামিল্টন, ইঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পদের উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, বীরের মাহাত্ম্যার্থে সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরও বহুতর আমেরিকান ও ইয়োরোপীয়ানও তথায় গিয়াছিলেন।

সম্মুখে জাপানী সেনা নিবাস,—তাহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়; এই পাহাড়ের উপর গোর খোদিত হইয়াছিল; নিম্নে নৌসেনাগণ বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ইঙ্গিত করিলে, সেনাগণ কফিন গোর মধ্যে স্থাপিত করিল। অমনই সেনাগণ এক সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করিল। বন্দুকের শব্দ বাতাসে মিলিয়া যাইতে না যাইতে, বাদ্যকরগণ শোকপূর্ণ বাদ্য বাজাইল। এইরূপ তিনবার বন্দুকের আওয়াজ ও তিনবার বাদ্য বাজিল;—তৎপরে সকলে একটু একটু মাটী গোরে নিক্ষেপ করিলেন।

এটা বিলাতি প্রথা;—জাপানিগণ বিলাতি প্রথাও গ্রহণ করিয়াছেন,—নিজেদের জাতীয় প্রথাও এক বিন্দু পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল অনুকরণে কখনও অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। এ কথা জাপানিগণ বেশ জানিতেন,—তাহাই তাঁহারা আমেরিকা ও ইয়োরোপের ভাল টুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন,—মন্দ কিছুই লন নাই। তাঁহারা রাজধানীতে

কিরূপে বীরের সমাধি দিতেছেন,—আমরা তাহা দেখিলাম,—এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা মৃত বীরগণের কিরূপ সম্মান করিতেছেন,—তাহাই দেখিব।

একজন সংবাদদাতা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহা লিখিয়াছেন,—তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যথার্থই এই জাপানী সমাধি ও মৃত বীরগণের জন্ত পূজা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সম্মুখে স্তরে স্তরে পর্ব্বতশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে;—মধ্যে মধ্যে সুবিস্তৃত উপত্যকা;—সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ লতায় চারিদিক সুশোভিত। এই উপত্যকায় প্রায় আট সহস্র সৈন্ত কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যে অশ্বারোহীগণ,—তাহাদের দক্ষিণে পদাতিকগণ,—বামে গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারগণ। সম্মুখে পাহাড়ের অঙ্গে পুরোহিতগণ পূজার স্থান নিয়োজিত করিয়াছেন। এই স্থানটী বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছে। এই স্থানের বাহিরেও কতকটা স্থান ঐরূপ বেড়ায় বেষ্টিত। শ্বেত, লোহিত, জরদা, নীল ও কৃষ্ণবর্ণের পাঁচ রংয়ের পতাকায় এই স্থান অতি সুন্দররূপে সুশোভিত। এই পতাকাগণ দ্বারা পৃথিবী, অগ্নি, জল, ধাতু ও কাষ্ঠ, এই পাঁচ দ্রব্যের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এই স্থানে দণ্ডায়মান রাজকুমার কুনা, সেনাপতি ধ্যারণ নিশি, সেনাপতি কুজি, মাতসুমিরা ও আরও বহু প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষ। বিভিন্ন জাতির সেনাধ্যক্ষ ও সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদিগকেও এইখানে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। পূজার স্থানে কেবল পুরোহিতগণই ছিলেন। তাঁহারা জাপানের সিন্টো ধর্ম্মানুসারে মৃত বীরগণের সম্মানার্থে পূজা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পিতৃপূজা হইল। শ্বেতবস্ত্রধারী পুরোহিতগণ মহা সমারোহে ও ভক্তিভরে জাপানের সমস্ত বীরগণের মৃত পিতৃপুরুষের পূজা সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা যুদ্ধের দেবতার পূজা করিলেন। ধূপ, ধুনা ও ফুলের গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।

উপরে পর্ব্বতাকে পূজা হইতেছে,—নিম্নে আট হাজার জাপ-যোদ্ধা কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। তাহাদের সম্মুখে তাহাদের সকল প্রধান সেনাপতিগণই উপস্থিত। সকলেরই হৃদয়. গভীর ভক্তিতে পূর্ণ। চারিদিক অতি নীরব নিস্তব্ধ,—কেবল পুরোহিতগণের সুরযুক্ত স্বর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এদিকে এই অগণিত সেনার সম্মুখে মহাপূজা হইতেছে,—আর দূরে দরিদ্র চীনে কৃষকগণ তাহাদের ক্ষেত্রে নীরবে লাঙ্গল দিতেছে ;—অতি সুন্দর, চমৎকার, বর্ণনাতীত দৃশ্য !

নিম্নে সেনানিগণ বিউগেল ধ্বনি করিলেন ;—অমনই পূজা আরম্ভ হইল। পুরোহিতগণ সকলে বেদির নিকট আসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন ও তিনবার অতি ভক্তিভরে হাত তুলিলেন। ইহাই তাঁহাদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রণাম।

তৎপরে প্রধান পুরোহিত একটী বড় "পাইন" গাছের শাখা তুলিয়া লইয়া তিনবার বেদির উপর ঘুরাইলেন। তৎপরে যে টেবিলের উপর নৈবেদ্যাদি ছিল, তিনি তাহার উপর ঐ শাখা আন্দোলিত করিলেন। পরে পুরোহিতগণ সেনাপতি নিশি প্রভৃতি যাহারা নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই উপর ঐরূপ করিলেন। তৎপরে তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিম্নস্থ সেনাদিগের দিকে তিনবার এইরূপ করিলেন। এটা কতকটা আমাদের শান্তিজল নিক্ষেপের ন্যায়।

এই সময়ে একজন সৈনিক শস্য, মৎস্য, ফল প্রভৃতি লইয়া আসিল। পুরোহিতগণ তাহা গ্রহণ করিয়া, নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বেদির উপর স্থাপিত করিলেন। তৎপরে প্রধান পুরোহিত একখানি পুঁথি হইতে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সমস্ত নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিলেন। তৎপরে সেনাপতি নিশি বেদির নিকট আসিয়া প্রণত হইয়া বলিলেন ;—

"আমরা আজ ১৯ শে জুন তারিখে ফেংহাংচেংয়ের প্রাচীরের বাহিরে এই পবিত্র স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধে যে সকল বীর প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান করাই আমাদের এই সমবেতের উদ্দেশ্য।"

"মৃত বীরগণ! আমাদের সহিত একত্রে তোমরা সকলে গত মার্চ্চ মাসে আমাদের জননীসমা প্রিয়তমা জন্মভূমি জাপানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এই দূর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলে। আমরা জুলু নদীর যুদ্ধে ১লা মে তারিখে পৃথিবীকে আমাদের বীরত্ব দেখাইয়াছি। এ মহাযুদ্ধে তাহাই আমাদের প্রথম যুদ্ধ,—কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে জাপানিগণের মৃত্যু ভিন্ন তাহাদের সাহসের লোপ হইবে না। এখন পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই এ কথা অবগত হইয়াছেন।"

"হে মৃত বীরগণ! তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই সেই জুলু নদীর তীরে প্রাণ দিয়াছ;—কিন্তু এখনও যেন আমরা চক্ষের উপর তোমাদের অভাবনীয় বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ দেখিতেছি। হে বীরগণ! তোমাদের জন্য আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! তোমাদের বহু মূল্যবান অমূল্য আত্মা সকল শান্তিতে বিরাজ করুক। নিশ্চিত জানিবে যে তোমাদের বীরত্ব-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠে অমর অজয় হইয়া চিরকালের জন্য লিখিত থাকিবে। তোমাদের অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও জন্মভূমির জন্য প্রাণদানের দৃষ্টান্ত বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া, ভবিষ্যত জাপানিগণের হৃদয় বীরত্বপূর্ণ করিবে।"

"হে মৃত বীরগণ! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছি,—আমরা সেইজন্য তোমাদের উপযুক্ত নৈবেদ্যাদি দান ও সম্মাননা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। তোমরা আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর!"

সেনাপতি নিশি আবার ভক্তিভবে বেদিকে প্রণাম করিলেন।

তৎপরে সকলে এক একটী ক্ষুদ্র শাখা লইয়া বেদির উপর স্থাপিত করিলেন। অমনিই আট সহস্র সেনা তাহাদের আট হাজার বন্দুক উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া মৃত বীরগণকে সম্মাননা প্রদর্শন করিল। তৎপরে তাহারা ধীরে ধীরে শিবিরে নীরবে চলিয়া গেল।

জাপানী সেনার মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন ;—কেহ কেহ খ্রীষ্টানও ছিলেন ;—ইহাঁরা সকলেই অতি ভক্তি সহকারে এই পিতৃপূজায় যোগদান করিলেন। জাপানে যিনিই যে ধর্ম্মের উপাসক হউন না,—তিনি জাপানী হইলে এই সিন্‌টো ধর্ম্মের পিতৃপূজা বা মৃত পিতৃপুরুষের পূজা কখনই পরিত্যাগ করিতেন না।

সিন্‌টো পূজা শেষ হইলে,—অতি মূল্যবান রেশমী জরদা রংয়ের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দুইজন বৌদ্ধ পুরোহিত বেদির নিকট আসিয়া ধূপ নানা মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত বীরগণের পূজা করিলেন। রাশি রাশি ধুনা দগ্ধ হইল,—চারিদিকে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একই বেদিতে এ পূজাও হইল ;—তবে এই সময়ে বেদির উপর বৌদ্ধ পুরোহিত অনেক বাতি জ্বালিয়া দিলেন ও রাশি রাশি ফুল তথায় স্থাপিত হইল। বেদির সম্মুখে একটা পাত্রে আগুন ছিল,—বৌদ্ধ পুরোহিত-দিগের পূজা শেষ হইলে, সেনাপতি ও অপর সকলে এই অগ্নিপাত্রে প্রত্যেকে ধূপ ধুনা নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সকলে ভক্তিভরে বেদিকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

এইরূপ মৃত বীরের পূজা প্রত্যেক যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে হইতেছিল! কি সুন্দর,—কি চমৎকার! জাপানিগণ ইয়োরোপের সমস্ত গুণই আয়ত্ব করিয়াছেন,—কিন্তু আমাদের অনেকের ন্যায় নিজের জাতীয়তা ও জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই! তাঁহাদের এখনও স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি! এই যুদ্ধক্ষেত্রেই আমরা জাপানের নূতন ও পুরাতন প্রথার একত্র সমাবেশ দেখিয়া ধন্য হইলাম।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থার অবরোধ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জুলাই মাসের শেষে জাপানী ১নং সেনাদল সেনাপতি কুয়োকির অধীনে,—২নং সেনাদল সেনাপতি ওকুর অধীনে,—এবং ৩নং সেনাদল সেনাপতি নজুর অধীনে প্রায় রুষ শিবির লিওয়াংয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। রুষগণ এ পর্য্যন্ত জাপানের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার কোনটীতেই জয় লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে চারিদিক হইতে পরাজিত হইয়া লিওয়াংয়ে হটিয়া আসিতে হইয়াছে;—কিন্তু জাপান-সেনা রুষের বৃহৎ সেনার নিকটস্থ হইয়াছে মাত্র,—তাহারা এখনও রুষকে ঘেরাও করিতে পারে নাই। হয়তো তাহারা ধীরে ধীরে তাহারই চেষ্টা পাইতেছে;—সেই জন্যই জাপানী সেনাপতিগণ এতদিন নীরবে বসিয়া আছেন,—যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না। ইহাতে অনেকে তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছেন,—তাঁহারা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না।

পোর্টআর্থার সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের এইরূপ বিলম্ব। তাঁহারা পোর্ট আর্থার দুর্গের অতি নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত দুর্গ আক্রমণ করেন নাই। সমুদ্র মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে কেবল টোগোর গোলা দুর্গে ও বন্দরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। পোর্টআর্থার জয়ে সেনাপতি ওকু আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বহু সৈন্য লইয়া তেলিস্থ, কাইচো ও তাসিচাও জয় করিয়া সমস্ত লাওটাং উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে পোর্টআর্থার হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন। এদিকে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানের ৪নং

সেনা দলের নায়ক নগি প্রায় ৫০।৬০ হাজার সেনা লইয়া পোর্টআর্থারের পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাপানের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ওয়ামা ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি জগৎবিখ্যাত কোদামা এই চারিদল সৈন্ত পরিচালন করিতেছেন। এক্ষণে জাপানের দুই লক্ষের অধিক সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে। নগি ৫০।৬০ হাজার সেনা লইয়া পোর্ট আর্থারের অতি নিকটস্থ হইয়াছেন; কিন্তু পোর্টআর্থার স্থলপথে অধিকার করা সহজ কথা নহে,—রুষগণ ইহাকে এক ভয়াবহ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। সহরের পশ্চাতে পাহাড় শ্রেণী;—রুষগণ তাহার উপর ১৪টী সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ১৪টী দুর্গ জয় না করিতে পারিলে, জাপানের পোর্টআর্থার অধিকারের সম্ভাবনা ছিল না। মানচিত্র দেখিলেই সকলেই এই ভয়াবহ দুর্গ সকল কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সম্মুখে প্রান্তরে মুখ ঢাকা চোরা গর্ত্ত ও মধ্যে মধ্যে সাংঘাতিক "মাইন"; তৎপরে তারের বেড়া;—তাহার পরেই সুগভীর পরিখা; এই পরিখার অপর পারেই উচ্চ সুদৃঢ় বহু ছিদ্র যুক্ত প্রাচীর; প্রাচীরের উপর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কামান সকল স্থাপিত। গর্ত্ত ও মাইন হইতে রুষের গোলা গুলিবৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাইয়া, পরিখায় আসিয়া পড়িলেও সেখানে রুষের গুলির হস্তে কাহারই প্রাণরক্ষার আশা থাকিবে না। তাহার পর মই দিয়া প্রাচীরে উঠিয়া দুর্গ দখল করিতে হইবে,—রুষের শত কামানের মুখে ঝম্পপ্রদান করিতে হইবে,—এ কাজ সকলেই একরূপ অসম্ভব ভাবিয়াছিলেন, সুতরাং জাপানিগণ যে তাড়াতাড়ি দুর্গ আক্রমণ না করিয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাদের শত প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা পোর্টআর্থার জয়ের জন্ত বিশেষরূপ আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহারা দেশ হইতে কেবল এই কার্যের জন্তই ৫০।৬০

হাজার সেনা ও শতাধিক বড় বড় কামান আনয়ন করিয়াছেন। এক দিক হইতে সেনাপতি নগি আক্রমণ করিবেন,—অপর দিক হইতে টোগো গোলা চালাইবেন। রুষগণ যে পরাজিত হইবে, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন,—তাই তাঁহাদের কোন কাজই তাড়াতাড়ি ছিল না।

২৬শে জুন তারিখে প্রথম জাপানিগণ রুষ-দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন; প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য চলিল। পোর্টআর্থার হইতে ১৪ মাইল দূরে সিওলিংটাও উপসাগর,—এই দিকে রুষের দুইটী দুর্গ ছিল। রাত্রি ভোর চারিটায় জাপানিগণ এই দুই দুর্গ আক্রমণ করিল। জাপানী যুদ্ধপোত সকল উপসাগরে আসিয়া রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে,—তাহারা জাহাজ হইতে বহু সেনা তীরে নামাইয়া দিল। তখন রুষগণ দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাইল হটিল। জাপানিগণ বহু সৈন্য লইয়া এখানেও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন,—কিন্তু রুষগণ বলেন যে তাঁহারা জাপগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়াছিলেন;—তাঁহাদের অনেক সেনা হত আহত হইয়াছিল; কিন্তু এই যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কেহই কিছু স্পষ্ট বলেন নাই। তবে এই যুদ্ধ যে মহা প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবমত জাপানিগণকে হটিয়াও আসিতে হইয়াছিল,—রুষের ভয়াবহ দুর্গ সকল অধিকার করা সহজ কার্য্য নহে।

যাহাই হউক জাপানিগণ হতাশ হয়েন নাই। পোর্ট আর্থার দুর্গ গুলির ৮ মাইল দূরে লাংওয়াংটাং পর্ব্বত শ্রেণী ছিল; তাঁহারা এই উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর বড় বড় ভয়ঙ্কর কামান সকল উত্তোলিত করিলেন। টোগোর ১২ ইঞ্চি কামান হইতে চারিদিক হইতে ১০ মণ ওজনের গোলা পড়িবে;—এ দিকে এই পর্ব্বত শ্রেণী হইতেও ১০ মণ ওজনের গোলা দুর্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে,—ইহাতে যে রুষগণ কত দিন দুর্গে তিষ্ঠিতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না।

৪ঠা জুলাই রুষগণ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া জাপানিদিগকে আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধেরও কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। রুষগণ বলেন যে তাঁহাদেরই জয় হইয়াছিল,—জাপগণ হটিয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক ১০ই জুলাই জাপানিগণ আবার রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা দুই পথে দুই দলে অগ্রসর হইলেন। ডাল্‌নি হইতে এক দল চলিল,—এই দল পোর্টআর্থারের পূর্ব্বদিকে আসিল,—অপর দল পোর্টআর্থারের উত্তর দিক আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

অনেক হত আহতের পর জাপানিগণ রুষের মিরাটস্থুই দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার উপর বড় বড় আটটা কামান স্থাপন করিলেন। এই দুর্গ অধিকারে তাঁহাদের যে বহু সেনা ক্ষয় হইয়াছিল তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা নান্‌সান পাহাড়ে ঘটিয়াছিল,—এখানেও সেই ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল। জাপানিগণ দুর্দ্দমনীয় সাহস ও বীরত্বে শত শত জন আনন্দে প্রাণ দিল। তাহাদের মৃত দেহের উপর দিয়া গমন করিয়া অবশেষে জাপানী বীরগণ রুষের দুর্ভেদ্য একটী দুর্গ অধিকার করিলেন। বলা বাহুল্য টোগোও সমুদ্রে থাকিয়া এইযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও ১৩টী দুর্গ আছে। পোর্টআর্থারের উত্তরে রুষের সুইসিলিং দুর্গ অতি দুর্ভেদ্য;—কিন্তু এইটী অধিকার করিতে পারিলে, তখন পোর্টআর্থার অধিকার অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে;. তাহাই জাপানী একদল সেনা এই দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হইল। তাহারা অতি সতর্কতার সহিত দুর্গের দিকে চলিল,—কিন্তু এই দুর্গ জয় তাহাদের সহজে ঘটিল না। আবার কয়েক দিনের জন্য যুদ্ধ একরূপ স্থগিত রহিল, তবে জাপগণ এক্ষণে পোর্টআর্থারের ৫।৬ মাইল নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তিন দিকে সমুদ্র,—এই সকল সমুদ্র হইতে জাপানিগণ রুষ-মাইন সকল দূর করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে

টোগোর যুদ্ধপোত পোর্টআর্থার তিনদিক হইতে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইতেছেন,—পশ্চাৎদিকে নগি সসৈন্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন।

জাপানিগণ নিশ্চিত জয় জানিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। পোর্ট আর্থার জয় হইলে, সে দিন জাপানের নগরে নগরে আলোক মালা বিভাসিত হইবে;—তজ্জন্য নগরে নগরে সহস্র সহস্র নানা রংয়ের কাগজের লণ্ঠন প্রস্তুত হইতেছে। জাপানিদিগের এক্ষণে বিশ্বাস হইয়াছে যে শীঘ্রই পোর্টআর্থার দখল হইবে,—কেবল ইহাই নহে, লিওবাংয়ে রুষ-সেনাপতিও সসৈন্যে পরাজিত হইবেন। তবে লিওবাং যুদ্ধ জয় ও পোর্টআর্থার এই দুইটীর কোনটী আগে সম্পাদিত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। জাপানের দুই যুদ্ধের আয়োজনই সম্পূর্ণ হইয়াছে,—এখন সকলে উদগ্রীব, উৎকণ্ঠিত! রুষ-জাপানের যুদ্ধ সংবাদ পাইবার জন্য এক্ষণে পৃথিবী শুদ্ধ লোক উন্মত্ত হইয়াছেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপান-সমুদ্রে রুষ।

প্রায় আরও এক মাস অতীত হইয়া গেল, তবুও আড্মিরাল কামিমুরা ভ্লাডিভস্টকের রুষ-যুদ্ধপোত ধরিতে পারিলেন না। তাহারা সেইরূপই জ্বালাতন করিতে লাগিল। তবে রুষের দুরাদৃষ্ট বশতঃ ভ্লাডিভস্টকে তাহাদের তিনখানি ক্রুজার ও একখানি গান বোট জলমগ্ন হইল। রুষ-জাহাজ বগাটীর কয়েকদিন পূর্ব্বে চড়ায় লাগিয়া জলমগ্ন হইয়া যায়। সম্প্রতি দুই খানি জাহাজ রুষ জার্ম্মানির নিকট ক্রয় করিয়াছিলেন; তাহারা ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে প্রবেশ কালে রুষের স্থাপিত "মাইনে" আঘাতিত হইয়া জলমগ্ন হইল। কয়দিন পরে একখানি গান বোটেরও এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১লা জুলাই রুষ-জাহাজ আলো নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারে কামিমুরার সম্মুখ হইতে পলাইয়াছিল; সেই পর্য্যন্ত তাহারা কোথায় আছে,—তাহা আর কামিমুরা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না।

কয়েকদিন পরে এই সকল রুষ-জাহাজ হকোডোটের নিকটে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। একদিন ইহারা একখানি ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজকে ধৃতও করিয়াছিল; কিন্তু সেই জাহাজ অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া, তাহারা দয়া করিয়া তাহা আর জলমগ্ন করে নাই। তাহাদের ভয়ে সমস্ত জাপানী জাহাজ বন্দরে বন্দরে আশ্রয় লইতেছিল। তাহারা ইহার পর একখানি জাপানী ষ্টিমার ধরিয়া লইয়াছিল,—অপর একখানিকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল যে তাহারা টোকিওর দিকে আসিতেছে। এই দিক হইতে নানা সওদাগরী জাহাজ সর্ব্বদা মালামাল লইয়া আমেরিকায় গমনাগমন করিত। এ সংবাদ পাইবা মাত্র জাপান এ দিকের ব্যবসা যথাসাধ্য বন্ধ করিয়া দিলেন,—কিন্তু পথেও সমুদ্র-বক্ষে অনেক জাহাজ ছিল;—তাহারা এই দুর্দ্দান্ত রুষ-যুদ্ধপোতের সম্মুখে পড়িলে যে কি হইবে তাহা বলা যায় না! এ বিপদকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে, জাপান কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না,—অথচ ইহাদের কিছুতেই ধরা যাইতেছে না,—এজন্য প্রকৃতই জাপান বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন।

সকলে যাহা ভাবিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহাই ঘটিল। "নাইট কমাণ্ডার" নামে একখানা ইংরেজ জাহাজ আমেরিকা হইতে মাল লইয়া জাপানে আসিতেছিল। ২৩ শে জুলাই তারিখে এই জাহাজ রুষের যুদ্ধ-পোতের সম্মুখে পতিত হইল। কাপ্তেন ও অফিসার ভিন্ন জাহাজে ২৬ জন খালাসী ছিল! ইংরেজ কাপ্তেন ও আফিসারগণ জানিতেন যে রুষ নানা ছলে যে সে জাহাজ আটক রাখিতেছে। পূর্ব্বে রেড্‌সিতে মালাকা ও জাপান সাগরে আর একখানা ইংরেজ জাহাজ

ইহারা আটক করিয়াছিল ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে "নাইট কমাণ্ডার"কে ধৃত করিয়া ভ্লাডিভস্টকে লইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য এই সকল দুর্দ্দান্ত রুষ-জাহাজকে সম্মুখে দেখিয়া কাপ্তেন ও অফিসারগণ বিশেষ চিন্তিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহ অধিকক্ষণ রহিল না। রুষগণ গোলা চালাইয়া জাহাজ দণ্ডায়মান রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন উভয় জাহাজে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন চলিল,—তৎপরে হুকুম আসিল, আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে জাহাজ ত্যাগ করিয়া রুষ জাহাজে না গমন করিলে, রুষগণ জাহাজ জলমগ্ন করিয়া দিবেন। এ ভয়াবহ আজ্ঞা অমান্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না ;—কাপ্তেন তাহার সমস্ত লোক জন লইয়া সত্বর নৌকায় উঠিয়া রুষ-জাহাজে আগমন করিলেন,—তখন বিনা দ্বিধায় রুষগণ জাহাজ ডুবাইয়া দিল।

তিনটার সময় সিনান নামে আর একখানা ইংরেজ জাহাজ রুষ যুদ্ধপোতের সম্মুখে পতিত হইল। এই জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিতেছিল। এ জাহাজের উপরও দণ্ডায়মান হইবার আজ্ঞা আসিল। তৎপরে একজন রুষ-সেনাধ্যক্ষ এই জাহাজে আসিয়া বলিলেন যে সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছেন যে যে সকল জাহাজে ইংরেজের পতাকা থাকিবে,—তাঁহার যুদ্ধপোত সকল তাহাদের বিশেষ সম্মাননা করিবে,—কিন্তু যদি কোন জাহাজে রেল প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম কিছু থাকে,—তাহা হইলে সেই জাহাজ ধৃত করিতে বা ডুবাইয়া দিতে হইবে।

সৌভাগ্য ক্রমে জাহাজে কোন রেলের সরঞ্জাম ছিল না,—তাহাই রুষ সে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। তবে ইংরেজগণকে যুদ্ধপোতে আটক রাখিয়া খালাসীদিগকে এই জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। আরও বলিলেন যতক্ষণ না রুষ-যুদ্ধপোত সকল অদৃশ্য হয়, ততক্ষণ তাঁহারা একপদও এস্থান হইতে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

যখন "নাইট কমাণ্ডার" জাহাজের সংবাদ বিলাতে উপস্থিত হইল,

তখন একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "রুষ ঘোর অন্যায় করিয়াছেন।" টোকিওস্থিত ইংরেজ-দূত সার ক্লড ম্যাক্‌ডোনাল্ড এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত,—কোন্‌দিন রুষ-ইংরাজে যুদ্ধ বাধে! যদি তাহা হয়, তবে ভয়াবহ কাণ্ড হইবে! সমস্ত ইয়োরোপ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত করিবে!

রুষগণ বলিলেন যে "নাইট কমাণ্ডার" প্রথমে তাঁহাদের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছিল.—রুষগণ চারিটী গোলা নিক্ষেপ করিলে তবে সে দণ্ডায়মান হয়। আর তাহাতে বিস্তর বেল-সরঞ্জাম ছিল,—এ অবস্থায় তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত জাহাজ ধৃত করিতে পারেন;—কিন্তু তাহার উত্তরে সকলে বলিলেন যে এইরূপ জাহাজ ধৃত করা যায় কিনা, তাহা রুষ-রণতরীর সেনাধ্যক্ষগণ কখনই বিচার করিতে পারেন না;—তাঁহারা জাহাজ বন্দরে লইয়া যাইতে বাধ্য। সেখানে ইহার বিচার হইত,—তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন জাহাজ ডুবাইয়া দিতে তাঁহারা পারেন না। ইহার উত্তরে রুষ বলিলেন যে এই জাহাজ বন্দরে লইয়া যাইবার মত ততলোক তাঁহাদের জাহাজে ছিল না। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া সমস্ত ইয়োরোপে এক মহা আন্দোলন উত্থিত হইল। এমন কি ভয়াবহ ইয়োরোপীয় যুদ্ধ হইবারও সম্ভাবনা ঘটিল।

রুষগণ যে কেবল ইংরাজের জাহাজ ডুবাইলেন, তাহা নহে। জার্ম্মান ষ্টীমার "থিরা" মাছ লইয়া জাপানী বন্দর ইয়োকোহামায় যাইতেছিল, রুষগণ "নাইট কমাণ্ডারের" ন্যায় এই জাহাজও ডুবাইয়া দিলেন। বলিলেন যে মাছ সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্য, সুতরাং ইহা যুদ্ধোপকরণ,—এই জন্য তাঁহারা আইনানুসারে এ জাহাজ ধৃত করিতে পারেন। তবে এই জাহাজ ভ্লাডিভস্টককে পাঠাইবার মত তত লোক তাঁহাদের সঙ্গে ছিল না,—তাহাই তাঁহারা এ জাহাজও ডুবাইতে বাধ্য হইলেন।

ইয়োকোহামা জাপানের প্রধান সওদাগরী বন্দর। এখানে সর্ব্বদাই নানা দেশের, বিশেষতঃ আমেরিকার, জাহাজ আসিত,—সুতরাং রুষ-যুদ্ধপোত এই বন্দরের নিকটস্থ হওয়ায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"কোরিয়া" নামে একখানা জাহাজ ত্রিশ লক্ষ টাকার সোণা ও আরও বহু যুদ্ধোপকরণ লইয়া জাপান বন্দরে আসিতেছিল। রুষ এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতে পাইয়া, তাঁহাদেব যুদ্ধপোতকে এই জাহাজ ধরিবার জন্য বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছিলেন ;—কিন্তু জাপানের সৌভাগ্যক্রমে রুষগণ এই জাহাজ ধৃত করিতে পারিল না। ২৯শে জুলাই "কোরিয়া" জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল।

আর এখানে বিলম্ব করা বিপদজনক ভাবিয়া রুষ-যুদ্ধপোত আবার ভ্লাডিভস্টকের দিকে চলিল। বেলা ৩টার সময় রুষগণ দেখিলেন যে একখানা জাপানী তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার তিনখানি টরপেডো বোটের সঙ্গে আসিতেছে। ইহাদেব পশ্চাতে একখানি সওদাগরী জাহাজ ও চারিখানি টরপেডো বোট দেখা যাইতেছে! ইহারা রুষ-জাহাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ অবস্থায় রুষদিগকে আক্রমণ কবা কেবল উন্মত্ততা হইত ;—তবে তাহাবা জানিত কামিমুরা এই সকল রুষ-জাহাজ ধৃত করিবার জন্য ঘুরিতেছেন,—ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মুখে পতিত হইবে। কিন্তু রুষের সৌভাগ্যক্রমে কামিমুরা সেদিকে আসিলেন না,—রুষ-জাহাজ অনেক বন্দী লইয়া অবশেষে ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিলেন আড্মিরাল বেজোব্রাজক্—এবার বাহির হইয়াছিলেন,—আড্মিরাল জেসেন। বেজোব্রাজক পোর্টআর্থারে বদলি হইয়া তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। রুষ-জাহাজের এই সমুদ্র পরিভ্রমণে বিভিন্ন প্রদেশের সওদাগরগণের জাহাজ জলমগ্ন ও আটক প্রভৃতি হওয়ায় তাঁহাদের প্রায় দেড় কোটী টাকা লোকসান হইয়াছিল।

রুষগণ এই সকল জাহাজ ডুবাইয়া কেবল কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলেন। অথচ তাঁহারা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর জাপানী ক্রুজার জাহাজ ও কয়েকখানা টরপেডো বোটকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না; তাহাদের ভয়ে কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পলায়ন করিলেন! বোধ হয় এ কার্য্যে রুষগণ নিজেরাই মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইয়া ছিলেন!

রুষের এইরূপ সমুদ্র পরিভ্রমণে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত রুষের কেবল যে নানা গোলযোগ ঘটিল তাহা নহে,—জাপানিগণ পোর্টআর্থার অনতিবিলম্বে অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। একবার পোর্ট আর্থার জয় হইলে, তখন ভ্লাডিভস্‌টক দখল করিয়া এই কয়খানা রুষ যুদ্ধপোতের ইহলীলা শেষ করিবার পক্ষে তাঁহাদের আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

রুষগণও তাহা বুঝিলেন। পোর্টআর্থার লাভ হইবার পর তাঁহাদের আর ভ্লাডিভস্‌টকের উপর তত যত্ন ছিল না;—কিন্তু এক্ষণে সহসা তাঁহাদের ইহার উপর যত্ন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। ৩০ শে জুলাই স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ ভ্লাডিভস্‌টকে আগমন করিলেন। বন্দর সুদৃঢ় করিবার নানা চেষ্টা হইতে লাগিল। সেনাপতি লিনিভিচ ভ্লাডিভস্‌টক রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও সৈন্য প্রেরণ করা স্থির হইল,—কিন্তু কুরোপাট্‌কিন তাঁহার সেনা হইতে কত সৈন্য পাঠাইতে পারিবেন,—তাহা বলা যায় না। আলেক্‌জিফ ও কুরোপাট্‌কিনে এখনও ঘোর মতভেদ চলিতেছে; এই বিবাদ বিসম্বাদই রুষের এত লাঞ্ছনার একটী মূলীভূত কারণ। আলেক্‌জিফই প্রকৃতপক্ষে রুষের সর্ব্বনাশ করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানী বন্দোবস্ত।

যখন জাপানিগণ প্রথমে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তথায় দারুণ শীত। এক্ষণে জুলাই মাসে ভয়াবহ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কোরিয়ার ও মাঞ্চুরিয়ার কোন রাস্তাই পাকা নহে; তাহার উপর এই সকল রাস্তায় গোযান গমনাগমন করায়, এই বর্ষায় সকল রাস্তাতেই হাঁটু সমান কাদা হইয়াছে। জাপানিগণ যে কি কষ্টে এই সকল পথে তাঁহাদের সেনা, কামান, রসদ লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন,—অথচ তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,—তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনায় বেশ উপলব্ধি হইবে।

কোরিয়ায় মালপত্র লইয়া যাইবার পক্ষে এই দেশীয় বড় বড় গরু ব্যবহৃত হইত,—কিন্তু জাপানিগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব বৎসর মড়কে কোরিয়ার প্রায় গরু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এদেশের ঘোড়াগুলিও ছোট ছোট,—কিন্তু দেড় মণ মাল তাহারা অনায়াসে বহন করিতে পারিত; সুতরাং বলা বাহুল্য জাপানিগণ এ দেশে আসিয়া প্রথমেই যেখানে যত ঘোড়া ও গরু পাইলেন, সমস্তই কিনিয়া ফেলিলেন। কুরোকির সহিত যত সেনা ছিল, তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন, এই সামান্য সংখ্যক ঘোড়া ও গরুর কার্য্য নহে,—সুতরাং এই সকল বহন সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত জাপানিগণকে জাপান হইতে স্থির করিয়া আনিতে হইল। জাপান এ সম্বন্ধে যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তাঁহারা দুই চাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী সঙ্গে করিয়া আনিয়া-

ছিলেন। প্রত্যেক গাড়ীতে প্রায় দুই মণ মাল ধরিত। এই সকল গাড়ী একটী ছোট ঘোড়ায় টানিত। সেই ঘোড়াব ভার একজন লোকের উপব থাকিত। ইহাবা সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে মাল বাঁধা ও বোঝাই করা কার্য্য নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ গাড়ীর একটী দলের উপর এক এক জন সেনাধ্যক্ষ আছেন। এই সকল সেনাধ্যক্ষও তিন বৎসব এই মালবহন বিদ্যা অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র গাড়ী পার্ব্বত্য পথে অথবা কোরিয়ানদিগের সহবের অপরিসর গলির ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে জাপানিগণের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না। জাপান-সেনাদলের পশ্চাতে এই সকল রসদ-বাহক সেনাদিগের ও অশ্ব গরুর তিন দিনের আহারীয় লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদেব নিকট সৈন্যদিগেবও এক দিনের অতিরিক্ত রসদ ছিল। সেনাগণও প্রত্যেকে তাহাব গলায় বিলম্বিত থলিতে এক দিনের বাঁধা খাদ্য ও দুই দিনেব অতিবিক্ত খাদ্য সঙ্গে লইয়াছিল। আরও এক দিনেব আহাবীয় প্রত্যেক দলেব মালামালেব সহিত আসিতেছিল। প্রত্যেক ঘোড়া বা গরু তাহাদেব এক দিনেব ঘাস লইযাছে,—আরও দুই দিনের ঘাস দলের মালামালেব সঙ্গে আসিতেছে।

এই সকল ঘোড়া গরু ছাড়াও জাপানিগণ সহস্র সহস্র সৈনিক-কুলি সঙ্গে আনিয়াছেন। ইহাবা ছোট ছোট গাড়ীতে দেড় মণ দ্রব্য ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ ও সুস্থকায়,—কেবল উচ্চতা বা বুকের বিস্তারে কম বলিয়াই সেনাদলভুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা দেশে পড়িয়া নাই,—যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের রসদবাহী হইয়া আসিয়াছে। ইহাবাই অতি সুবন্দোবস্তের সহিত জাপানের কোটী কোটী মণ রসদ ও যুদ্ধোপকরণ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে।

একজন সেনাধ্যক্ষ একটী মন্দির বা বাড়ী অধিকার করিয়া বসিলেন;

—অমনই তথায় স্তূপাকার খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি যেন পাতাল হইতে নিমিষে আবির্ভূত হইল। এখানে পর্ব্বত প্রমাণ লাল কম্বল,—ওখানে আকাশ সমান চালের বস্তা। এখানে ৫০ মাইল দূর হইতে জাপগণ দলে দলে গরু আনিতেছে। ওখানে তাহারা সহস্র সহস্র মুর্গী হত্যা করিতেছে,—অন্যত্র তাহারা শূকর সংগ্রহ করিতেছে,—কিন্তু জাপানী সেনাগণ তাহাদের হইতে অগ্রে প্রায় ৮০ মাইল দূরে রহিয়াছে। কেহ একটী গ্রামে প্রবেশ করিল,—তিনি জানেন যে এখানে দুই দিনের মধ্যে কোন জাপানী সেনার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবু তিনি প্রথমেই দেখিবেন যে গ্রামের বাহিরে এক বড় মানচিত্র জাপানিরা লট্‌কাইয়া দিয়াছে। এ মানচিত্রে গ্রামের সমস্ত পথ ও সমস্ত বাড়ী দেখান হইয়াছে। কাহারও কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে কতকগুলি জাপানী অশ্বারোহী পাহারায় আছে ;—আর জন কয়েক জাপকর্ম্মচারী কোরিয়ানদিগের নিকট তাহাদের শূকর ও চাউল ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দলে দলে কুলি রসদ লইয়া চলিয়াছে। সকলই অতি সুবন্দোবস্ত,—যেন কলে কাজ হইতেছে!

জাপান বহু বৎসর হইতে দেশে গোপনে গোপনে মহা আয়োজন করিতেছিলেন। কিউর নামক স্থানে তাঁহারা এক বৃহৎ অস্ত্র শস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এরূপ বৃহৎ সর্ব্বতোপ্রকারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ম্মিত কারখানা পৃথিবীর আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ।

একজন সংবাদদাতা এই জাপানী কারখানা দেখিয়া লিখিয়াছেন :— "এই কয় বৎসরের মধ্যে জাপান যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিউরই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহা সম্পূর্ণ জাপানী ব্যাপার। ইহার ভিতর একজনও ইয়োরোপীয় বা আমেরিকান নাই। সকল প্রকার যুদ্ধোপকরণই জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহারা

বিদেশী কাহারও কোনও সাহায্য লইতেছেন না। যাঁহারা মনে করেন যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এখনও জাপানের অনেক শিক্ষা করিতে আছে, এই কিউরের কারখানা দেখিলেই তাঁহাদের সে বিষম ভ্রম দূর হইবে। জাপানিগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়া সকল বিষয় এমনই সুদক্ষতার সহিত শিখিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহারা বোধ হয় শীঘ্রই তাঁহাদের শিক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন। সেফিল্ড ও আর্ম্মষ্ট্রংয়ের কারখানা দেখিয়া আমরা মনে করি যে পৃথিবীর আর কোথাও এত বড় ব্যাপার নাই, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে ১৫ হাজার মাইল দূরস্থিত ক্ষুদ্র জাপানে কিউর কারখানায় জাপানিগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বাহাদুরি দেখাইতেছে;—আর এই জাপান কেবল ৩০ বৎসব মাত্র সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে!”

“এই কারখানায় যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত,—তাহাদের মধ্যে সভা সমিতি নাই। তাহারা ধর্ম্মঘট কি তাহা জানে না। অল্প মাহিনায় সন্তুষ্ট,—ইহাতেই তাহারা প্রাণ দিয়া দেশের জন্য খাটিতেছে! যে জাপ টরপেডো বোটের সামান্য একটী পেরেক প্রস্তুত করিতেছে, সে সেই পেরেকটী যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই তাহার কথা ভুলিয়া যাইতেছে না। সে সেই টরপেডো বোটের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছে। যখন সে শুনিতেছে যে সেই টবপেডো বোট শত্রুর এক বৃহৎ যুদ্ধপোত নষ্ট করিয়াছে, তখন সে ছুটিয়া তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট গিয়া গর্ব্বপূর্ণ স্বরে বলিতেছে, ‘ভাই সকল, আমি এই টরপেডো বোটের পেরেক প্রস্তুত করিয়াছিলাম!’ যে জাতির সামান্য শ্রমজীবীর এত স্বদেশ-প্রেম, সে জাতির কখনও পরাজয় হইবার সম্ভাবনা নাই! একজন জাপানী ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে তিনি ইংলণ্ডে দশ বৎসর ধরিয়া এ সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার সকলই শিখিয়া আসিয়াছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কাহাকেও দেখিতে

পান নাই। জাপান-রাজ তাঁহার শিক্ষার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াছিলেন,—এক্ষণে তিনি জাপানের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন!”

আড্‌মিরাল জামানৌচি এই কারখানার প্রধান অধ্যক্ষ। তিনি বহু বৎসর বিলাতে থাকিয়া যাহা শিখিবার সমস্তই শিখিয়া আসিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অধীনে ১৫ হাজার কারিকর ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যহ কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত দুই হাজার কুলি ও এ্যাপ্রেন্টিসও আছে। এক্ষণে এখানে কামান, গোলাগুলি, বন্দুক, মাইন, টরপেডো সমস্তই প্রস্তুত হইতেছে! এ সকলের জন্য জাপানকে আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না।

এইখানে বৃহৎ “ডকে” জাপানী টরপেডো বোট ও টরপেডো ডেসট্রয়র নির্ম্মিত হইতেছে। যুদ্ধের সময়েও এইখানে একখানা প্রথম শ্রেণীর টরপেডো বোট ও দুই খানা টরপেডো ডেস্‌ট্রয়র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আড্‌মিরাল জামানৌচি বলিলেন, “শীঘ্রই আমরা দুইখানি ব্যাটেল্‌সিপ নির্ম্মাণ করিব। ইহার জন্য কোন দ্রব্যই ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে আনিব না,—সকলই জাপানে প্রস্তুত করিব। আর জাপানের ইয়োরোপ বা আমেরিকার মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। জাপান অনেক বিষয়ে তাঁহাদের হইতে অনেক উন্নত হইয়াছে।

এইতো গেল জাপানের অস্ত্র শস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধপোত নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত। জাপান কিরূপে নৌ-সেনাধ্যক্ষগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও দেখুন। এডাজিমা নামক স্থানে জাপান জলযুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বৃহৎ কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। এই কলেজে জাপানী সমস্ত নৌ-সেনাধ্যক্ষগণকে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। কেবল ইঞ্জিনিয়ারগণ, অর্থাৎ যাঁহারা জাহাজের কল চালিত করেন, তাঁহারা আবার এখান হইতে ইয়োকুসুকার কলেজে এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে গমন করেন।

সর্ব্বদাই এখানে অন্ততঃ ৬০০ শত শিক্ষার্থী বাস করেন। গত বৎসর ২০০ শত বালক লইবার কথা ছিল, কিন্তু ৫ হাজার বালক এই কলেজে প্রবেশেব জন্য আবেদন করিয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে জাপানী বালকগণ জলযুদ্ধ শিক্ষা কবিবার জন্য কত ব্যস্ত!

ষোড়শ বৎসবে জাপানী বালককে এই কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে সামান্য সাধাবণ বিষয়ে একটা পরীক্ষা হয়; এই পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাদিগকেই কেবল কলেজে লওয়া হইয়া থাকে। তাহাব পব ডাক্তারি পরীক্ষা আছে,—খুব ভাল স্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠ দেহ না হইলে, কাহাকেও গ্রহণ করা হয় না!

তাহার পর এই সকল জাপানী বালক সম্পূর্ণরূপে জাপান-রাজের সন্তান হইয়া যায়। তাহাদেব সকল ব্যয় জাপান-গভর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। তাহাদেব পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের আব এক পয়সাও ব্যয় হয় না।

বালকগণ তিন বৎসর এ কলেজে শিক্ষা পায়;—তাহাব পর এক বৎসর জাহাজে সমুদ্র মধ্যে পর্য্যটন করে। এই সময়ে তাহারা প্রায়ই আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আগমন কবিয়া থাকে। কলেজে প্রায় চল্লিশজন শিক্ষাদাতা আছেন; তাহার মধ্যে একজন ইংরেজ প্রফেসব আছেন,—তিনি বালকদিগকে ইংবাজি ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এই কলেজে বালকগণ জলযুদ্ধ-বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা আবশ্যক, তাহার সমস্তই শিক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতে হয়। শিক্ষাদাতাগণ তাহাদিগকে পুত্রসম স্নেহ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে মহা জলযোদ্ধায় পরিণত করিয়া থাকেন।

কলেজের ছুটি হইলে বালকগণ খেলিতে যায়। সে এক অভূতপূর্ব্ব খেলা! ক্রীড়া স্থানের মধ্যে একটী দণ্ড মাটীতে প্রথিত আছে। বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল সেই দণ্ডের চতুর্দ্দিক

বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়,—আর অপর দল ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই দণ্ড অধিকার কবিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে। সে এক ভয়ানক ব্যাপার! বালকগণ দণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত বালকগণের উপর প্রবল প্রতাপে মহা চীৎকারে পতিত হয়;—মারামারি, হাতাহাতি, ঘুসি, লাথি,—যে যেরূপে পারে অপর দলকে প্রহার করে। অনেকে ভূতলশায়ী হয়,—অনেকে তাহাদের বুকের উপব দাঁড়াইয়াই লড়িতে থাকে! কেহ কেহ আবার অপরের স্কন্ধে উঠিয়া ঘুসি চালায়! যখন জয়ী দল দণ্ড ভূমে পাতিত করিতে পারে, তখনই এই ভয়াবহ যুদ্ধ স্থগিত হইয়া বালকগণ ঘাম মুছিতে মুছিতে ক্রীড়াক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। অনেকে আহত হইয়া সহজে উঠিতে পারে না; যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়িয়া থাকে। তবে ডাক্তাব ডাকিবার প্রয়োজন অতি অল্প সময়েই হয়! যাহাদের ক্রীড়া এইরূপ ভয়াবহ ব্যাপাব,—তাহারা যে ভবিষ্যতে মহাবীর হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যেমন জলযুদ্ধ-বিদ্যায় জাপানিগণ সুদক্ষ হইতেছে, ঠিক সেইরূপ স্থল-যুদ্ধেও তাহাবা আধুনিক যুদ্ধেব সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিক্ষা করিতেছে। ইহার জন্যও জাপান-রাজ এক বৃহৎ কলেজ স্থাপনা করিয়াছেন।

কেবল ইহাই নহে;—তাঁহাদের হাঁসপাতালেব বন্দোবস্তও চমৎকার। সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল হাঁসপাতাল ছিল, তাহার প্রশংসা রুষগণও মুক্তকণ্ঠে করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জাপানিগণ হিরোসিমা নামক স্থানে এক বৃহৎ হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। ছয়খানা জাহাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতগণকে ক্রমান্বয়ে দেশে লইয়া আসিতেছে। এইস্থানে চারিটী বড় বড় হাঁসপাতাল ও ছয়টী শাখা হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। যাহাদিগকে দূরে পাঠাইলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে দূরস্থ হাঁসপাতালে বা তাহাদের স্বগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল হাঁসপাতালে ২৮ জন সুদক্ষ ডাক্তার ও প্রায় সাড়ে তিন শত

কর্ম্মচারী দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পঞ্চাশ জন শুশ্রূষাকারিণীও ছিলেন।

জাপানের যুদ্ধ সম্বন্ধে সকল বন্দোবস্তই সুন্দর,—অথচ তাঁহারা ব্যয় বাহুল্য করিতেছেন না। এই মহাযুদ্ধেও তাঁহাদের কোন বিষয়ে অপব্যয় নাই ;—চুরিচামারি প্রভৃতিও একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত জাপান তাঁহাদের চারিদল সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। চারিদলের চারিজন সেনাপতি হইলেন,—কুরোকি, ওকু, নজু ও নগি—সকলের উপর সেনাপতি ওয়ামা। এইরূপ আরও সেনাদল জাপানে প্রস্তুত হইয়া আছে ;—প্রয়োজন মত তাহারাও ক্রমে ক্রমে সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। সমস্ত জাপান এ যুদ্ধে উৎসাহিত,—সুতরাং জাপানের কখনই সেনা সংগ্রহের জন্য বিন্দুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইবে না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের বন্দোবস্ত।

আমরা জাপানের যুদ্ধসজ্জা দেখিলাম,—এক্ষণে রুষগণের অবস্থা কি তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বেই রুষ-রাজ্যেব বিশৃঙ্খলতার কথা বলিয়াছি ; চারিদিকেই অগণিত চুরি হইতেছে! ইহার উপর একজন প্রধান রুষ-সেনাধ্যক্ষ অর্থ পাইয়া জাপানিগণকে রুষের সকল গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ধরা পড়িলে তাঁহাকে গুলি করিতে রুষগণের তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। কেবল ইহাই নহে,—রুষ সেনাগণ বড় ইচ্ছা করিয়া আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে স্বীকৃত হইতেছে না। অনেকে নানা ঔষধ সেবন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িতেছে! এই জন্যই একদিন স্বয়ং সম্রাট কয়েকদল সেনাকে উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। নানা কারণে অধিক পরিমাণ রুষসেনা

অল্প সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না; তবুও দেশ হইতে মাঞ্চুরিয়ায় ধারাবাহিক ভাবে সৈন্য, সরঞ্জাম, রসদ আসিতেছে,—কুরোপাট্‌কিন তজ্জন্য একেবারে হতাশ হন নাই!

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি আলেক্‌জিফের শত্রুতায় বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার সহিত কুরোপাট্‌কিনের মত মিলিতেছে না। আমরা দেখিয়াছি সম্রাটের দরবারে আলেক্‌জিফের প্রতিপত্তিই অধিক। সম্রাট কুরোপাট্‌কিনের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া আলেক্‌জিফের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই তেলিস্সুর যুদ্ধে রুষগণ এরূপ ভাবে জাপানের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এখনও সেইরূপ মতভেদ চলিতেছে; কুরোপাট্‌কিন স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেছেন না। এদিকে তাঁহার সেনাগণ বৃষ্টি, কাদা ও অনাহারে অসহনীয় কষ্ট পাইতেছে। আর আলেক্‌জিফ রাজার ন্যায় মহা সুখে ও সমারোহে হারবিনে বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে কেবল তিনিই যে নবাবী বাবুগিরি করিতেছিলেন, তাহা নহে। রুষের সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এইরূপ বাবুগিরি চালে চলিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যাম্পেনের ফুয়ারা ছুটিতেছিল। তাঁহারা গরিব সেনাগণের দুঃখ কেহই দেখিতেছিলেন না। একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, যে সেনাপতি ষ্টাকেলবার্গ এক সুন্দর রেল গাড়ীতে তেলিস্সুর যুদ্ধে বাস করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা! তিনি তাঁহার এই বিস্তৃত গাড়িতে তাঁহার নিজ দাস দাসী ব্যতীত আর কাহাকেও স্থান দেন নাই। এমন কি আহত সেনাধ্যক্ষগণকেও নয়। এখন এই সময়ে এ প্রদেশে যেমন বৃষ্টি হইতেছিল, তেমনই বৃষ্টি বন্ধ হইলে, ভয়ানক গরম হইতেছিল। ষ্টাকেলবার্গের এই রাজগাড়ীর উপর সেই সময় সৈন্যগণ অনবরত জল ঢালিয়া গাড়ী ঠাণ্ডা রাখিতেছিল,—যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ বিলাসিতা আর কেহ কখন দেখেন নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাজভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক বোরিস্ একজন সেনাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি শিবিরে এমনই উশৃঙ্খলতা আরম্ভ করিলেন যে সেনাপতি তাঁহাকে ডাকিয়া ভৎ র্সনা করিতে বাধ্য হইলেন ; কিন্তু ইহাতে বোরিস্ রাগত হইয়া এমন কি কুরোপাট্‌কিনের উপরও তরবারি চালাইলেন ! সেনাপতি সরিয়া না দাঁড়াইলে ভয়াবহ কাণ্ড হইত ! তবুও কুরোপাট্‌কিন তাঁহার নাসিকায় ঈষৎ আঘাত পাইলেন। তিনি এই সকল সংবাদ সম্রাটকে জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বোরিস্‌কে দেশে প্রত্যাগমনেব আজ্ঞা দিলেন। একদিকে যেমনই সুশৃঙ্খলা,—অপর দিকে তেমনই বিশৃঙ্খলা ! এরূপ অবস্থায় সেনাপতি যে জাপানের সম্মুখে পদে পদে পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। যে দিন জাপানিগণ পার্ব্বত্য-পথ সকল দখল করিলেন, সেই দিন লিওযাং হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন :—

"সেই দিন রাত্রে অবশেষে কুরোপাট্‌কিন বুঝিলেন যে তাঁহার পশ্চাৎ পদ হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই ! তখন তিনি সেনাগণকে পশ্চাৎপদ হইয়া হাইচাংয়ে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। এ আজ্ঞা আরও ৮।১০ দিন আগে দেওয়া উচিত ছিল। এক্ষণে জাপানিগণ পার্ব্বত্য-পথ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে ! রুষেব যে সকল সেনা হাইপিংয়ে ছিল, তাহারা প্রায ঘেরাও হইয়া পড়িল,—তাহাদের পশ্চাৎপদ হইবার উপায় রহিল না। ইহাই সব নহে। কুরোপাট্‌কিন স্বয়ং হাইচাংয়ে আসিলেন। তথা হইতে তিনি লিওযাংয়ে উপস্থিত হইয়া সমস্ত রুষ-সেনাকে পশ্চাৎপদ হইয়া তথায় আনিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন,—কিন্তু এখন আর তাহার সময় নাই ! সম্মুখস্থ সেনাগণ ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহারা সুবন্দোবস্তের সহিত পশ্চাৎপদ হইতে পারিল না।"

"২৮ শে তারিখে রুষের এই পশ্চাৎপদ আরম্ভ হইল, কিন্তু প্রবলবেগে বর্ষা নামিল। তিন দিন অবিশ্রান্ত ভীষণ বৃষ্টি হইতে লাগিল।

তাসিচাও এবং হাইচাংয়ের সৈন্যগণের শিবিরে জলপ্লাবন ঘটিল। গরু ঘোড়া সকল ভাসিয়া গেল,—সেনাগণকে সাঁতার দিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইল। তাহারা পশ্চাদ্দিকে আদৌ অগ্রসর হইতে পারিল না। কুরোপাট্‌কিন দেখিলেন যে তাঁহার সৈন্যগণ লিওযাংয়ে আসিতে পারিতেছে না,—কাজেই তিনি পশ্চাৎপদ হইবার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। নিজেও আবার তাঁহার রেল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে চলিলেন।”

এ সমস্তই গোলযোগ,—বেবন্দোবস্ত! এ সকল কুরোপাট্‌কিনের দোষ নহে। তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পাইলে, তাঁহার কোন সেনাই তিনি লিওযাং হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিতেন না; কিন্তু আলেক্‌-জিফের মত তাহা নহে। তাঁহারই জেদাজেদিতে রুষ-সেনা লিওযাংয়ের বাহিরে বহুদূরে প্রেরিত হইয়াছে! তাহার ফল যে কি ভয়াবহ ঘটিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কুরোপাট্‌কিন যে এ সময়ে কি বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনায় বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। একদিকে নবাবী গাড়ীতে গভর্ণর-জেনারেল, সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষগণ,— একদিকে সুরার লহরী বিলাসিতার চূড়ান্ত,—অপরদিকে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, বর্ণনাতীত ক্লেশ,—মড়ক মহামারি,—রুষ-সেনার মধ্যে নিয়ম কানুন কিছুই নাই! অনেকে জাপানিগণের হস্তে বন্দী পর্য্যন্ত হইতে প্রস্তুত! রুষ-সেনাপতিগণ মাঞ্চুরিয়ার কোন সংবাদই দেশে আসিতে দিতেছিলেন না, কিন্তু তবুও সকল কথা গোপন থাকে না। রুষ-রাজ্যের গৃহে গৃহে এই সকল কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। কাজেই অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে অসম্মত,—শেষে এমনই দাঁড়াইল যে সেনাগণকে জোর করিয়া পাঠান হইতে লাগিল। অস্বীকৃত হইলে প্রাণদণ্ড,—কাজেই রুষগণ অতি অনিচ্ছা সহকারে মাঞ্চুরিয়ায় চলিল।

ইহার উপর ক্রমে টাকারও অভাব হইতে আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রুষের প্রত্যহ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছিল। রুষ-সম্রাটের যত টাকাই থাকুক না কেন,—এই ভয়াবহ ব্যয়ে যে শীঘ্রই রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ফরাসিগণ অনেক টাকা ঋণ দিলেন ;—তবুও অর্থ সঙ্কুলান হয় না। রুষ-রাজ যুদ্ধের ব্যয়ের সাহায্য জন্য চাঁদার খাতা খুলিলেন,—কিন্তু লোকের আর যুদ্ধে তত উৎসাহ নাই! মাস্কো নগরের লক্ষপতি সওদাগরগণ এত সামান্য চাঁদা দিলেন যে সহরের শাসন-কর্ত্তা গ্রাণ্ড ডিউক সার্জ তাঁহাদের ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদের এত সামান্য চাঁদা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তরে তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "এ অনর্থক যুদ্ধে রুষের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে ; জয় হইলেও কোন লাভ নাই। অথচ ইহারই মধ্যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! যুদ্ধে টাকা দেওয়া অপেক্ষা শ্রমজীবীগণকে অনাহার হইতে রক্ষা করা আমরা অধিক কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।"

দেশের সর্ব্বত্রই রাজকর্ম্মচারিগণ জোর করিয়া টাকা তুলিতেছেন। চাকরি বাকরির দরখাস্ত বা যে কোন বিষয়ের আবেদন হউক না কেন, তাহার সহিত টাকা না দিলে কাহারই কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই! এ অবস্থায় দেশের লোক যে এই যুদ্ধে বিরক্ত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! তাহার উপর তাহারা প্রতিপদেই রুষের পরাজয় সংবাদ পাইতেছে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। তাহারা এখন মনে মনে বুঝিয়াছে যে রুষ এ যুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়া ভাল কাজ করেন নাই!

একদিকে রসদের ও হাঁসপাতালের সুন্দর বন্দোবস্ত,—অপর দিকে তাহার কিছুই নাই। জাপানিগণ অতি যত্নে আহত রুষের পরিচর্য্যা করিতেছেন, কিন্তু রুষগণ তাহার কিছুই করিতেছেন না। যাহারা নিজেদের আহতেরই যত্ন করিতে পারে না,—তাহারা আবার শত্রুর যত্ন করিবে কিরূপে! রুষ-বন্দীদিগকে জাপান অতি যত্নে রাখিতেছেন,—

তাহাদের নাম ধাম পদবী তখনই রুষ-সম্রাটকে নিয়মিত টেলিগ্রাফে জানাইতেছেন,—তাহাই রুষের গৃহে গৃহে লোকের আর সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইতে হইতেছে না। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিতেছে —তাহাদের কে মরিল, কে আহত, কে শত্রু হস্তে বন্দী হইল। কিন্তু রুষ সুসভ্য হইয়াও ইহার কিছুই করিলেন না। ইহাতে জাপানের গৃহে গৃহে কত যে ভাবনা, কত যে সন্দেহ, কত যে কষ্ট হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। রুষ জাপানিদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলা বাহুল্য সকলেই এজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিল।

জাপানিরা বলেন যে সময় সময় রুষগণ সভ্যতা বিগর্হিত যুদ্ধও করিয়াছেন,—সময় সময় রুষগণ পশুরও অধম হইয়াছে! এ কথা কতদূর সত্য,—কত দূর মিথ্যা, বলা যায় না। কিন্তু জাপানের পরম শত্রু রুষও এক দিনের জন্য জাপানের কোন ত্রুটী দেখিতে পান নাই! অসভ্য জাপান সুসভ্য রুষের মুখে প্রতি বিষয়েই কালি দিয়াছে।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দুটী চিত্র।

জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে কি করিতেছেন, আর সেই সময়ে জাপানের গৃহে গৃহে কি ঘটনা ঘটিতেছে, এক্ষণে আমরা তাহারই চিত্র চিত্রিত করিব। এক দিকে অলৌকিক বীরত্ব,—অপর দিকে অনির্ব্বচনীয় পাতিব্রত্য! ইহা দেখিয়া কাহার না প্রাণ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইবে!

নান্‌সানের মহাযুদ্ধে যে সকল সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এ যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"২৭ শে জুন ওকুর সেনাদলের দক্ষিণ শাখা কিন্‌চো অধিকার করিল,

সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ক্ষুদ্র যুদ্ধ-পোত সকল অতি সন্তর্পণে কিন্‌চো উপসাগরে প্রবেশ করিয়া তীরের নিকট আসিতে লাগিল। নান্‌সান পর্ব্বতের নিম্নস্তরে ওকু তাঁহার কামান সকল স্থাপন করিলেন,—জাহাজগুলি ঘুরিয়া রুষ-দুর্গের পশ্চাৎদিকে নিঃশব্দে গমন করিল। তখন সম্মুখে ও পশ্চাতে রুষগণ আক্রান্ত হইল। পাহাড় ও জাহাজের উপরস্থিত কামান অনর্গল অগ্নি উদ্গীবণ কবিতে লাগিল; সে ভয়াবহ শব্দের বর্ণনা হয় না,—অনেকে সেই ভয়ঙ্কর শব্দে বধির হইয়া গেল! রুষগণও প্রাণপণ শক্তিতে দুর্গ রক্ষা কবিতে লাগিলেন। সম্মুখে ৩০।৪০ হাজার জাপানী সেনা ছয় মাইল মাত্র স্থান ব্যাপিয়া অগ্রসর হইতেছে,—এখানে তাহাদের আর বিস্তৃত হইবাব স্থান নাই! এমন কি স্থানাভাবে কতকগুলি সেনাকে সমুদ্রের জলে পড়িয়া জল ঠেলিবা অগ্রসব হইতে হইল। সম্মুখে ছোট ছোট পাহাড় ছিল। জাপসেনা তাহার পশ্চাতে আসিয়া সমবেত হইল। দুই প্রহর সময়ে জাপানিগণ নিজ নিজ বন্দুকে বেয়নেট লাগাইয়া দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া অগ্রসব হইল। ৪৫ হাজার ফুট দূবে রুষ-দুর্গ,—মধ্যে একটী জনশূন্য গ্রাম,—তাহাব পব আবাব ২১ শত হস্ত খোলা স্থান! যেমন জাপ-বীরগণ পাহাড়ের পার্শ্ব হইতে সম্মুখে আসিল, অমনই হাজার রুষ-বন্দুক গর্জ্জিল। হত আহত, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জাপগণ পথিমধ্যস্থ গ্রামে আশ্রয়ে আসিয়া একটু দম লইল। তৎপবে উচ্চ খোলা স্থান,—তাহার পর রুষ-দুর্গ,—সম্মুখে "মাইন", তাবেব বেড়া প্রভৃতি আছে,—কিন্তু কিছুতেই দৃকৃপাত না করিয়া জাপানিগণ ঘোব রোলে "বান্‌জাই" শব্দ করিয়া রুষ-দুর্গ আক্রমণে ছুটিল; কিন্তু রুষের গোলাগুলিতে সেই যুদ্ধস্থল জাপানী হত আহতে পূর্ণ হইয়া গেল। এই সকল দুর্দ্দমনীয় জাপানী বীরের একজনও বাঁচিল না,—কিন্তু পশ্চাৎ হইতে জাপানিগণ শত্রু-দুর্গের উপর ভয়াবহ গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন,—দুর্গের পশ্চাৎ হইতেও জাপানী যুদ্ধপোত গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

যুদ্ধ চলিল,—জাপ-পদাতিগণ পুনঃ পুনঃ দুর্গ আক্রমণে ছুটিল,—এবং পুনঃ পুনঃ তাহারা দলে দলে নির্ম্মূল হইল,—কিন্তু রুষ-দুর্গ অধিকারে সক্ষম হইল না।

সন্ধ্যার সময় সহস্র সহস্র জাপ দুই হস্তে সবলে বন্দুক ধরিয়া অগ্রসর হওয়ায় হাজার হাজার বেয়নেট ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। দলের পর দল শত সহস্র মৃতদেহের উপর দিয়া ছুটিল,—তাহারা দুর্দ্দমনীয়ভাবে তারের বেড়া উত্তীর্ণ হইয়া রুষ-দুর্গে পড়িল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে "বান্‌জাই" শব্দ ধ্বনিত হইল;—সহস্র সহস্র জাপানী বেয়নেট রুষ-দুর্গের ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল,—এক নিমিষে সকলই মিটিয়া গেল; রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল,—জাপানের জয়পতাকা রুষ-দুর্গের উপর উড়িল।"

এই যুদ্ধে জাপানের গৃহে গৃহে কি দৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহা এক জন সুশিক্ষিতা জাপানী মহিলা, মুবাসাকি আয়ামী, লিখিয়াছেন :—

"এই যুদ্ধে কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা জাপানী গৃহে গৃহে প্রত্যহ গমন না করিলে কাহারই অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ্যে জাপানী মাত্রেই এ যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত। সম্রাট হইতে সামান্য কুলি পর্য্যন্ত সকলেই যথাশক্তি জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন,—কিন্তু ভিতরে কত ক্লেশ, কত শোক, কত নীরব ক্রন্দনের তরঙ্গ বহিতেছে তাহা কে বলিবে? আমি ইনোসিমা নামক স্থানের গোর স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় শত শত সমাধি অবস্থিত,—প্রত্যেক সমাধির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত। একটী গোর সম্প্রতি খোদিত হইয়াছিল,—এখনও তাহার উপরস্থ ফুল ও আহারাদি দ্রব্য শুষ্ক হয় নাই। কাহার গোর জিজ্ঞাসা করিলে, তথাকার প্রহরী বলিল, ওহারু নাসিসায়া নাম্নী একটী জাপানী বালিকার স্বামী যুদ্ধে গিয়া জুন্ যুদ্ধে বীরশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। এ সংবাদ পাইয়া

সতী স্বামীর অনুগমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সে আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল;—উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় ভূষিতা হইল,—তাহার স্বামীর ছবি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল,—তৎপরে সে আনন্দিত চিত্তে নিজের গলা নিজে কাটিয়া হেরিকেরি করিয়া স্বামীর অনুগমন করিল!' যে দেশে এরূপ পাতিব্রত্য—সে দেশে বীরের অভাব হইবে কেন? এ কাজ কেবল সতী ওহারু করিয়াছিল,—এরূপ নহে! নানা স্থানেই এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছিল।

প্রত্যহ জাপানের বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল জাপানী স্ত্রীলোকগণ যুদ্ধে স্বামী হারাইয়াছে, তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইতেছেন,—তাঁহারা মন্ত্র পাঠ কবিয়া নিজ নিজ কেশ কাটিয়া বৈধব্যের চিহ্ন ধারণ কবিতেছেন এবং শপথ লইতেছেন যে তাঁহারা আব পুনরায় কথনও বিবাহ করিবেন না!

কেবল ইহাই নহে! তাঁহারা এই পাতিব্রত্যের সহিত অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেমও প্রদর্শন করিতেছেন! তাঁহাদের এই পরিত্যক্ত কেশ তাঁহারা ফেলিয়া দিতেছেন না;—ইহা মন্দিরে অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে। যখন যথেষ্ঠ পরিমাণ কেশ সংগৃহীত হইতেছে, তথন তাহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত হইতেছে;—কেশে নির্ম্মিত দড়ির ন্যায় শক্ত, কঠিন ও সুদৃঢ় কোন দড়িই হয় না। সেই সকল দড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে কামান প্রভৃতি টানিবার জন্য প্রেরিত হইতেছে।

পুরুষগণ চাস বাস, ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্ত্রীলোকগণই গৃহে আছে; সুতরাং সকল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহেই অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে! অনেক গৃহে এমন কি অর্দ্ধাহার আরম্ভ হইয়াছে,—কিন্তু এই সকল অসহনীয় শোক দুঃখের কথা জাপানী স্ত্রীলোকের কণ্ঠ হইতে এক দিনের জন্যও বহির্গত হইতেছে না;—সকলেই দেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তাহাদের কষ্ট হয়

হউক,—জাপানের জয় হইলে তাহাদের এই অগণিত শোক ও কষ্ট তাহাদিগের নিকট কষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না!

দলে দলে আহতগণ দেশে ফিরিতেছে;—জাপানিগণ অতি যত্নে দোলায় করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে;—জননী, ভগিনী, স্ত্রী ব্যাকুল ভাবে এই সকল দোলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ধারাবাহিকরূপে আহতগণ দেশে ফিরিতেছে,—কাহারও মুখে কষ্টের চিহ্ন নাই। সকলেই গৌরবে স্ফীত,—দেশের জন্য,—জননী জন্মভূমির জন্য,—তাহারা আহত হইয়াছে,—ইহাপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? সম্রাট হইতে সামান্য কৃষক,—সম্রাজ্ঞী হইতে সামান্যা কৃষক-কন্যা পর্য্যন্ত,—সকলেরই এই এক ভাব;—এ অবস্থায় জাপানের জয় হইবে না কেন? যে দেশের এত স্বদেশভক্তি—স্বদেশ-প্রেম,—সে দেশ কখনই পরাজিত হয় না!

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

লিওযাংয়ে জাপ-অভিযান।

৩১শে জুলাই তারিখে রুষ-সেনাগণ চারিদিক হইতে হটিয়া লিওযাংয়ে আশ্রয় লইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে কুরোকির সৈন্য তিনদলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে;—একদল উত্তরে গিয়া লিওযাং ও মুক্‌ডেনের পথ অধিকারের চেষ্টায় যাইতেছে;—অপর দল পার্ব্বত্য-পথ দিয়া লিওযাংয়ের দিকে আসিতেছে;—অপর দল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া সেনাপতি নজুর সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

নজুর সৈন্যও তিন দলে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার দক্ষিণ দল কুরোকির বাম দলের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যদল দক্ষিণ

পূর্ব্ব কোণ হইতে লিওযাং আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে ;—তাঁহার বাম দল ওকুর দক্ষিণ দলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ওকুব মধ্যদল লিওযাংয়ের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত রহিয়াছে। তাঁহার বামদল লিওযাংয়ের পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এখন জাপান কি ভাবে লিওযাং আক্রমণ করিবেন,—তাহা বুঝিতে আর কাহারই বিলম্ব নাই। জাপান-সেনা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হইতেছে। রুষদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলাই জাপানী সেনাপতিদিগের উদ্দেশ্য,—তবে এই মহাকার্য্যে তাঁহাবা কতদূর সক্ষম হইবেন, তাহা বলা যায় না। এখনও লিওযাং হইতে মুকৃডেন এবং তথা হইতে হারবিন,—তথা হইতে রুষের মাস্কো সহব পর্য্যন্ত রেলপথ ঠিক চলিতেছে,—প্রত্যহ বহু সৈন্য ধাবাবাহিকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে।

একজন সংবাদদাতা এ সময়ে লিওয়াং রেল-ষ্টেসনের নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"শত শত কামান বোঝাই খোলা মাল গাড়ী,—বড় বড় ঘোড়া বোঝাই গাড়ী,—গুলি গোলা বহন উপযোগী গাড়ী,—সহস্র সহস্র পনটুন প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ,—রসদ বোঝাই গাড়ী,—এতদ্ব্যতীত রুষ-সেনা-পূর্ণ মালগাড়ী সকল ষ্টেসনে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান। চারিদিকেই মহা কোলাহল,—সহস্র সহস্র চীনে কুলিগণ মাল বহন করিতেছে। রুষিয়া হইতে সেনা বোঝাই গাড়ী দিনের মধ্যে অনেকবার লিওযাংয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

রেল-লাইনের অপরদিকে একটা মেলা বসিয়াছে। চীনেদিগের সহস্র প্রকার দোকান সারি সারি বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। জঘন্য খাদ্য-দ্রব্য প্রভৃতি রুষ-সেনাগণের নিকট বিক্রয় করিয়া, তাহারা দুই দিনেই বড় লোক হইয়া উঠিতেছে।

রেলওয়ে ষ্টেসনের বাহিরে দক্ষিণে পাহাড়শ্রেণী বিস্তৃত। এই

পাহাড় শ্রেণীর পরেই ওকু সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন। পশ্চিমদিকে পাহাড় নাই,—কেবল বিস্তৃত প্রান্তর,—এক্ষণে নানা শস্যে পূর্ণ হইয়া হাসিতেছে। এই বিস্তৃত প্রান্তরের পরেই বিস্তৃত লিও নদী,—সহজে কাহারই পার হইবার উপায় নাই। উত্তরদিকেও কোন পাহাড় নাই;—বিস্তৃত নিম্ন সমতল ভূমি। ইহার মধ্য দিয়া উচ্চ পথে রেল চলিয়া গিয়াছে,—বর্ষায় কর্দ্দমে ও জলে এই বিস্তৃত ভূমি এক জলায় পরিণত হইয়াছে। বর্ষায় পাহাড়ের সমস্ত জল এই বিলের ভিতর দিয়া প্রবল বেগে লিও নদীর দিকে ছুটিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বর্ষায় লিওযাং এক কর্দ্দমাক্ত ভয়াবহ স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহাতে কুরোপাট্‌কিন যে অতিশয় অসুবিধা বোধ করিতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!

যতক্ষণ না অন্ততঃ চারি লক্ষ সেনা সংগ্রহ হয়, ততক্ষণ কুরোপাট্‌কিন অগ্রসর হইয়া জাপানিদিগকে আক্রমণ কবিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে পদে পদে পশ্চাৎপদ হইতে হইতেছে। এবারও লিওযাংয়ে তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে,—তিনি জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

এদিকে একটি মাত্র রেল-লাইনে বহু সৈন্য আনয়ন করিতে পারা যায় না,—তাহার উপব রুষগণও যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে অনিচ্ছুক। তিনজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে গমনেব আজ্ঞা পাইয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিল,—একজন সৈনিক মাঞ্চুরিয়ায় যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিবাব সময় ইঞ্জিনের নীচে পতিত হইয়া মরিল। দেশের মধ্যে এতই অসন্তোষ বিস্তৃত হইয়াছিল যে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে রুষের প্রধান মন্ত্রী প্লেভকে কে তাঁহার গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিল। এ অবস্থায় কুরোপাট্‌কিন যত সেনা যত শীঘ্র মাঞ্চুরিয়ায় আনিতে ইচ্ছুক, তত সেনা তত শীঘ্র আসিল না।

কিন্তু তখনও রুষের গর্ব্ব ষোল আনা। এই সময়ে রুষ-সংবাদপত্র "মাস্কো গেজেট" লিখিয়াছিলেন:—"আমাদের জগৎ বিখ্যাত সেনাপতি সুভারফ সুসভ্য ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ কালেও সেনাদিগের উপর আজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'বন্দী করিয়া লইও না; একেবারে হত্যা কর।' ইহা অসভ্যতা বা নিষ্ঠুরতা নহে;—ইহা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন! এই অর্দ্ধসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত শত্রুর সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সুভারফের পদানুসরণ করিতে হইতেছে। আমরা জাপানিদিগকে বন্দী করিতেছি না, একেবারে নির্ম্মূল করিতেছি! জাপানের সহিত যুদ্ধে আমাদের দুষ্ট সাপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। কেবল ইহাদের তাড়াইয়া গর্ত্তে পলাইতে দিলে চলিবে না,—ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিতে হইবে। ইহাতে ইংলণ্ড বা অন্য কোন জাতি আপত্তি করেন করুন, আমরা তাহা গ্রাহ্য করিব না। হাজার হাজার জাপানী বন্দী রুষিয়ায় আসিয়া এ দেশের মধ্যে আমাশয়, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ বিস্তার করিয়া দিবে; ইহা দয়ার কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কার্য্য নহে। আমরা জাপানিদিগকে বন্দী করিব না,—তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব।"

যুদ্ধক্ষেত্রে রুষগণ এইরূপ নরহত্যা করিয়া সুসভ্য জগতের সম্মুখে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছিলেন,—তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহারা জাপানিগণকে পাইলেই বধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জাপানিগণ শত্রুগণকে বন্দী করিতে পারিলে, কখনই তাহাদের উপর অস্ত্র চালাইতেন না। কে অর্দ্ধসভ্য ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত, তাহা এই যুদ্ধে বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ-মন্ত্রীগণ কেবলই বলিতেছেন, "কোন ভয় নাই,—আমরা অগণিত সেনা মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করিয়া ক্ষুদ্র জাপানকে পদদলিত করিব। কোন ভয় নাই,—আমাদের বল্‌টিক সমুদ্রস্থিত অসংখ্য যুদ্ধপোত পোর্টআর্থারে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে;—

তাহারা উপস্থিত হইলে জাপানের ক্ষুদ্র নৌ-সেনা নিমিষে ধ্বংসিভূত হইয়া যাইবে! তখন আমরা হাসিতে হাসিতে জাপান অধিকার করিয়া উদ্ধতগণকে চির-দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব।”

তাহাদের এই লম্বা লম্বা স্তোক বাক্যে দেশের লোক কতদুর উৎসাহিত হইল, তাহা বলা যায় না। তবে এটা স্থির যে রুষ মহাদম্ভে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে দম্ভ বাহিরে থাকিলেও ভিতরে আর নাই। তাঁহারা যে বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই! তাঁহাদের অনেকগুলি যুদ্ধপোত কৃষ্ণ সাগরে ছিল, কিন্তু সুসভ্য জাতির যুদ্ধের নিয়মানুসারে তুরস্ক সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা এই সকল জাহাজ যুদ্ধস্থলে প্রেরণ-করিতে পারেন না; কারণ, এই যুদ্ধে তুরস্ক নির্লিপ্ত। এই সময়ে তাঁহারা নানা উপায়ে এই অনুমতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তুরস্ক-সম্রাট কিছুতেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তখন রুষিয়ার স্থায় প্রবল পরাক্রান্ত দেশ জুয়াচুরি করিতেও দ্বিধা করিলেন না। তাঁহারা দুইখানা জাহাজ “রেডক্রসে” অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণ সাগর হইতে বাহিরে আনিলেন। এই “রেডক্রস” সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। সমস্ত সভ্যজগত ব্যাপিয়া এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্য যেখানে যখন যুদ্ধ হইবে, তখন ইহারা পক্ষাপক্ষ বিবেচনা না করিয়া উভয় পক্ষের আহতগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিবেন। ইহাদের লোহিত রংয়ের ক্রুসই চিহ্ন বলিয়া ইহাদের “রেডক্রস সোসাইটী” নাম হইয়াছে। এই রুষ-জাপান যুদ্ধেও দুই পক্ষেই রেডক্রসের বহু চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী ও হাঁসপাতাল ছিল। রেড-ক্রসের উপর গুলিগোলা চালাইবার কাহারও অধিকার নাই,—ইহারা অবাধে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। ইঁহাদের সকলেরই হস্তে লাল ক্রুস চিহ্ন অঙ্কিত,—ইহাদের জাহাজের গায়, হাঁসপাতালের তাম্বুর ও পতাকার উপর লাল ক্রুস চিহ্ন। রুষ-জাহাজের গায় লাল ক্রুস চিহ্ন

থাকায় তুর্কিগণ জাহাজ আটক করিল না,—জাহাজ দুইখানি ক্রমে লোহিত সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহাদের অঙ্গের লাল ক্রুসের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া, রুষ-যুদ্ধপোতে পরিণত হইল! এরূপ নীচ কাজ বোধ হয় কোন সুসভ্য জাতিই কখনও করেন নাই।

কেবল ইহাই নহে;—ইহারা ইংরাজী "মালাকা" নামক জাহাজ আটক কবিল। রুষগণ উক্ত জাহাজে আসিয়া জাহাজের কাপ্তেন ও কর্ম্মচারিগণকে ঘুস দিয়া হাত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন;—তাঁহারা যদি স্বীকার করেন যে উক্ত জাহাজে জাপানের যুদ্ধোপকরণ আছে, তাহা হইলে রুষগণ কাপ্তেনকে ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন;—বলা বাহুল্য কাপ্তেন ও তাঁহার সমস্ত কর্ম্মচারিগণ অতি ঘৃণার সহিত এ কথাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন রুষগণ জাহাজ দখল কবিয়া ইংবেজের পতাকা নামাইয়া রুষের পতাকা উড়াইয়া দিল।

রুষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্যায় কার্য্যে ইংলণ্ড অতিশয় বিবক্ত হইয়াছিলেন,—এবাব তাঁহাবা একেবারে ঘোর রাগত হইয়া উঠিলেন! ইংলণ্ডেব যুদ্ধপোত সকল মুহূর্ত্তে সজ্জিত হইল। ইংলণ্ডেব এ বিরাট যুদ্ধ আয়োজন দেখিয়া রুষ ভয়ে তৎক্ষণাৎ "মালাকা" জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। জগত ব্যাপী যুদ্ধ উপস্থিত হয় দেখিয়াই ইংলণ্ড নিরস্ত হইলেন,—নতুবা জগতে যে কি ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা বলা যায় না।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারের চারিদিকে।

সমস্ত জুলাই মাস ধরিয়াই পোর্টআর্থারের চরিদিকে জল ও স্থল উভয় স্থানেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতেছিল,—কিন্তু জাপানিগণ কি করিতেছিলেন,

—এই সকল যুদ্ধে কে হারিতেছে কে জিতিতেছে,—তাহা জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা কিছুতেই কোন সংবাদ প্রচারিত হইতে দিতেছিলেন না। অপর পক্ষে রুষ-দুর্গ বেষ্টিত,—সুতরাং রুষ-সেনাপতি ষ্টেসেলও কোন সংবাদ বাহিরে পাঠাইতে পারিতেছিলেন না। তবুও যে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশ হইতেছিল না, তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে চীনেগণ দুর্গ হইতে পলাইয়া আসিয়া নানা সংবাদ দিতেছিল। এতদ্ব্যতীত রুষগণ চীন বন্দর চিফুতে এক তারশূন্য টেলিগ্রাফের যন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বাহিরে সংবাদ পাঠাইতেছিলেন,—বাহিরের সংবাদও সময় সময় পাইতেছিলেন। যাহা হউক জুলাই মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রুষ-দুর্গেব চারিদিকে কি ঘটনা ঘটিল, এক্ষণে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিব।

এই দুর্গজয়ের জন্য স্বয়ং প্রধান সেনাপতি ওয়ামা এক্ষণে ডাল্‌নি সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। জাপানিগণ তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছে! তাঁহার ডাল্‌নিতে আগমন এই প্রথম নহে,—চীন-জাপান যুদ্ধে তিনিই চীনের হস্ত হইতে এই পোর্টআর্থার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং এই দুর্গের চাবিদিকের প্রতি ইঞ্চি স্থান তাঁহার নখ-দর্পণ ছিল। তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না। এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া প্রথমেই তিনি পোর্ট আর্থার অধিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ২৬শে জুন ও ৪টা জুলাই তারিখে জাপানিগণ পোর্টআর্থার দুর্গ সকলের পশ্চাতস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী অধিকার করিয়া সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সেনা স্থাপন করিয়া পোর্টআর্থারকে ঘেরাও করিয়াছিলেন। তাঁহারা মিয়াটৃসুই নামে রুষের একটা দুর্গও দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৪ঠা জুলাই হইতে কয়েকদিন কোন পক্ষই আক্রমণ করিলেন না।

তিন চারি দিন পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুষেরা বলেন যে তাঁহারা এই সময়ে জাপদিগকে একটা পাহাড় হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ৯ই জুলাই জাপানিগণ যে সকল স্থান দখল করিয়াছিল, তাহাই সুদৃঢ় করিতে লাগিল। রুষগণ গুলি চালাইয়া তাহাদিগের কার্য্যে ক্রমান্বয় ব্যাঘাত দিতে লাগিল,—তাহার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি,—সুতরাং জাপগণ প্রতিপদেই বাধা পাইতে লাগিল।

১০ই জুলাই রুষের চারিখানি ক্রুজার জাহাজ, দুইখানি গানবোট, ও সাতখানি ডেসট্রয়র বন্দর হইতে বাহির হইল,—সম্মুখে অনেক গুলি জাহাজ "মাইন" পরিষ্কার করিতে করিতে চলিল। বৈকালে তাহারা লাংওয়াং নদীর মুখে আসিল,—এই সময়ে কতকগুলি জাপানী যুদ্ধ-পোত তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ উভয় দলে যুদ্ধ হইল, কিন্তু রুষগণ পরাজিত হইয়া সত্বর বন্দরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল।

সেই দিন রাত্রে বহু যুদ্ধ-পোত পোর্টআর্থার বন্দর আক্রমণ করিল, কিন্তু রুষগণ সতর্ক ছিল,—জাপানী জাহাজ নিকটস্থ হইবামাত্র তাহারা গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল,—কাজেই জাপানী জাহাজ দূর সমুদ্রে গমন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু গভীর রাত্রে একখানি জাপানী টরপেডো বোট প্রবল বেগে বন্দরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহার উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি হওয়ায় সেও বাধ্য হইয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল।

এই সময়ে জাপানের হায়াতারি নামক জাহাজ রুষের অনেক চিটিপত্র ধরিয়া ফেলিল। চীনের জাঙ্ক নামক এক খানা নৌকায় রুষগণ পোর্ট-আর্থার হইতে চিঠিপত্র চীনের চিফু বন্দরে পাঠাইতেছিল;—তথা হইতে সে সকল রুষদেশে প্রেরিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হায়াতারি এই জাঙ্ক ধরিয়া ফেলিল। জাপানিগণ রুষের সমস্ত চিঠিপত্র হস্তগত করিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র মাত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্য সকল

পত্রই অতি যত্নে রুষ-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রেরণ করিলেন। জাপানিগণ রুষের প্রতি যেরূপ ভদ্রতা দেখাইয়াছেন, রুষগণ তাহার কিছুই দেখাইতে পারেন নাই!

১০ই জুলাই জাপ-সম্রাট বিভিন্ন দেশীয় প্রতিনিধি ও সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদিগকে টোগোর জাহাজশ্রেণী দেখাইতে মাঞ্চু মারু নামক জাহাজ প্রেরণ করিলেন। টোগো নিজ জাহাজে তাঁহাদের বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই দেখিলেন জাপানী যুদ্ধপোত অতি সুন্দররূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। টোগোর অধীনস্থ যোদ্ধাগণ সকলেই বীর,—আর প্রতি কাজ যেন কলে হইতেছে,—কোন স্থানে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। তাঁহারা সকলেই জাপানের অতুলনীয় নৌবল দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া প্রত্যাগত হইলেন।

১২ই তারিখে জাপগণ পোর্টআর্থার হইতে ৪।৫ মাইল দূরস্থিত একটা রুষ-দুর্গ অধিকার করিল, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল, তাহাদের সাহায্যে অন্য জাপসেনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রুষগণ তাহাদের সকলকে বধ করিল। ভূমি নিম্নস্থ "মাইন" ফাটিয়াই তাহাদের অনেকের প্রাণ গেল।

১৬ই তারিখে হাইপিটাং নামক একখানি সওদাগরী জাহাজকে জাপানী যুদ্ধপোত ভাবিয়া রুষগণ তাহার প্রতি টরপেডো নিক্ষেপ করিয়া জলমগ্ন করিয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রমের জন্য পরে অনেক টাকা ড্যামেজ দিতে হইয়াছিল।

১৭ই ও ১৮ই জুলাই তারিখে লাংওয়াংটাংয়ের দিকে রুষ ও জাপানে ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই দিনের যুদ্ধে কাহার হার ও কাহার জিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। উভয় পক্ষের কেহই এই সকল যুদ্ধের কোন কথা প্রকাশ করেন নাই! তবে চীনেরা বলিয়াছিল যে রুষগণ গরুর গাড়ীতে ও রিক্স নামক এক প্রকার দ্বিচক্রবিশিষ্ট গাড়ীতে ৯ শত হত আহত রুষ-সহরে আনয়ন করিয়াছিল।

রুষের যে জাহাজখানি কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানী যুদ্ধপোতেব হাত এড়াইয়া নিউচাংয়ে গমনে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাহাজ ২৪শে জুলাই তাবিখে আব দুইখানি জাহাজের সহিত জাপানী গানবোট ও টরপেডোব সম্মুখে পতিত হইল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধেব পবেই রুষেব এই তিনখানি যুদ্ধপোতই জলমগ্ন হইল।

২৫শে পর্য্যন্ত পোর্টআর্থারেব পশ্চাতে ডাল্নিব জাপানী সৈন্যদলই যুদ্ধ করিয়া ধীবে ধীবে পোর্টআর্থাবেব দিকে অগ্রসব হইতেছিল, কিন্তু আজ কিন্চোব দিকে জাপানেব যে সেনাদল ছিল, তাহারা অগ্রসব হইল। প্রায় ১৫ মাইল বিস্তৃত হইয়া রুষগণ মৃত্তিকা-প্রাচীরেব পার্শ্বে বন্দুক লইয়া প্রস্তুত ছিল,—তাহাদের পশ্চাতে সাবি সারি তাহাদের বড় বড় ১২ ইঞ্চি গোলার কামান। বৈকালে জাপগণ গোলা চালাইতে লাগিল, কিন্তু রুষগণকে স্থানচ্যুত করিতে পাবিল না। রুষগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহাবায় ছিল,—পবদিন ছয়টা বাজিতে না বাজিতে জাপানী কামান গর্জ্জিতে লাগিল। ভয়াবহ গোলা সকল রুষ-গোলন্দাজদিগেব মধ্যে পতিত হইয়া শত শতকে হত আহত করিল। এই সময়ে জাপানী পদাতিকগণ উল্‌ফহিল নামক পাহাড় অধিকার করিবাব জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু সর্ব্বত্রই নান্‌সানের ব্যাপার! প্রতি স্থানে দুর্ভেদ্য দুর্গ,—সহজে কাহারই এই সকল স্থান দখল কবিবার ক্ষমতা নাই। জাপানিগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায়ও উল্‌ফহিল পাহাড় দখল কবিতে পাবিল না। এই পাহাড় দখল হইলে জাপানিগণ তখন অনায়াসে এখান হইতে বন্দরস্থ রুষ-জাহাজেব উপর গোলা চালাইতে পারিবেন, তাহাই এই পাহাড় অধিকারের জন্য তাঁহাদের এত চেষ্টা,—এত প্রাণপণ যত্ন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উলফহিল যুদ্ধ।

২৭শে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি ওয়ামা ডাল্‌নি পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে স্বয়ং আগমন করিলেন। ভোর হইতে না হইতেই জাপানিগণ ভয়াবহ রূপে গোলা চালাইতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের গোলন্দাজ সেনার উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রুষের গোলন্দাজের পশ্চাতে রুষ-সৈন্য সম্মুখস্থ যুদ্ধক্ষেত্রেব সেনাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ভাবিয়া জাপানিগণ রুষের গোলন্দাজ-দিগের পশ্চাতেও কতকগুলি গোলা নিক্ষেপ করিলেন। জাপানী অব্যর্থ গোলায় রুষ-গোলন্দাজগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল,—তাহারা আর গোলা চালাইতে পারিল না;—কিন্তু রুষেব বহু পদাতিক সৈন্য মৃত্তিকা-প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিল,—তাহারা বড় হতাহত হইল না।

নয়টার সময় জাপানী পদাতিকগণ উল্‌ফহিল পাহাড় অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বোধ হয় এ যুদ্ধে পোর্টআর্থারের নিকট যত সেনা ছিল, সেনাপতি ওয়ামা তাহা সকলই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জাপানিগণ যে কেবল উল্‌ফহিল আক্রমণ করিতেছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা ডাল্‌নির দিক হইতেও রুষদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভয়ানক রৌদ্র;—এই অসহ্য রৌদ্রে জাপানী ও রুষগণকে গোলাবৃষ্টির ভিতর যুদ্ধ করিতে হইতেছে। কামানের বিকট শব্দে কাণ বিদীর্ণ হইয়া



জাপানী পদাতিকগণের শত্রু আক্রমণ।

[২১৬ পৃষ্ঠা।]

Bendon Art Press, Calcutta

যাইতেছে;—প্রতি মুহূর্ত্তে মাথার উপর গোলা সকল ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে মৃত্যু বিকির্ণ করিতেছে! আশে পাশে চারিদিকে গোলা পতিত হইতেছে! এই নরকাগ্নির মধ্যে জাপগণ বীরপদভরে পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে। তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না,—রুষের গোলাগুলিতে পর্ব্বতাঙ্গ তাহাদের মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে! রুষগণ সহস্র সহস্র গোলাগুলি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতেছে এবং তাহাদের অসংখ্য সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু তবুও জাপানিগণ দমিল না,—তাহারা দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাহাড় দখলও করিল,—কিন্তু রাখিতে পারিল না। পশ্চাৎ হইতে বহু নূতন রুষ-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, জাপগণ বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। ৭০ হাজার জাপ সেনা এই যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তাহারা সেদিন রুষের হস্ত হইতে দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না।

২৮শে ও ২৯শে তারিখে কেবল গোলা-যুদ্ধই হইল। এই দুই দিন জাপানী পদাতিকগণ আর উল্‌ফহিল আক্রমণ করিল না।—বোধ হয় তাহাদিগকে দুই দিন বিশ্রাম দিবার জন্যই জাপান-সেনাপতি যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। ৩০শে জুলাই ভোর রাত্রে জাপানী পদাতিকগণ আবার এই পাহাড় অধিকার করিতে চলিল। তখনও চারিদিক অন্ধকারে পূর্ণ,—তখনও রাত্রি আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজিকার এই যুদ্ধ একরূপ রাত্রি-যুদ্ধ বলিলেই হয়; তবে রুষগণ সতর্ক ছিল,—তাহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত ছিল,—কাজেই তাহারা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইল না। উভয় পক্ষেই মহাযুদ্ধ বাধিল। শত সহস্র হত আহত হইল, তবুও প্রোবিটের জলস্রোতের ন্যায় বেগে জাপানিগণ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। একদল মরিতেছে, অপর দল তাহাদের মৃতদেহের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে জাপানিগণ প্রায়

পাহাড়ের উপর আসিয়া রুষগণের উপর পতিত হইল। তখন আর গোলাগুলি চালাইবার অবস্থা নাই,—উভয় দল বেয়নেট চালাইতে আরম্ভ করিল। রক্তে সমস্ত পাহাড় প্লাবিত হইয়া গেল। ভয়াবহ হাতা হাতি যুদ্ধ হইতে লাগিল! অর্দ্ধ-অন্ধকারে কে কাহার বুকে বেয়নেট চালাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। রুষগণ পুনঃ পুনঃ জাপগণকে পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে দূরীকৃত করিল, কিন্তু পরে পরে অগণিত জাপানী উঠিতেছে, তাহারা কিছুতেই এই জাপানী স্রোত প্রতিরোধ করিতে পারিল না,—পশ্চাতে হটিল। জাপগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিল,—এই সময়ে আর একদল রুষ-সেনা আসিয়া জাপানিগণের উপর পতিত হইল।

উষার আলোকে বেয়নেট ঝক্ ঝক্ করিতেছে! চারিদিকে রক্তের প্রবাহ ছুটিতেছে! রাক্ষসী চিৎকারে চারিদিক পূর্ণ! মানুষ পশু হইয়া পরস্পর পরস্পরের রক্তপানে উন্মত্ত—এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার বর্ণনার অতীত! উভয় পক্ষেই দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লড়িতেছে,—কাহার জয় হইবে,—তাহা কেহই বলিতে পারে না। পাহাড় নরদেহস্তূপে পূর্ণ হইয়া গেল! কেবল ইহাই নহে,—এই পাহাড়ের নানা স্থানে রুষগণ মাইন স্থাপন করিয়াছিল,—সহসা একটা মাইন ফাটিল,—সেই সঙ্গে সঙ্গে ৫ শত জাপানী দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মৃত্তিকা, পাথর ও বালি সহিত আকাশে উঠিল!

এইরূপ বিভীষিকাময় "মাইনে" মৃত্যুর পদে পদে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জাপানিগণ দমিল না,—নিমিষে তাহাদের ৫ শত সঙ্গী ছিন্ন ভিন্ন শত খণ্ডিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; ইহা দেখিয়াও তাহারা দমিল না;—তাহারা একদল মৃতদেহের উপর আর এক দল উঠিয়া রুষগণের উপর বেয়নেট চালাইতে লাগিল! এ দুর্দ্দমনীয় বীরত্বের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া রুষগণ অবশেষে রণে ভঙ্গ দিল,—তাহারা

হটিয়া পোর্টআর্থারের দিকে যাইতে লাগিল। তখন "বান্‌জাই" শব্দে জগৎ কাঁপাইয়া জাপগণ উল্‌ফহিল পাহাড় অধিকার করিল। এখন এই পাহাড় হইতে গোলা চালাইয়া তাহারা বন্দরস্থ রুষ-জাহাজ অনায়াসে ধ্বংস করিতে পারিবেন।

এই যুদ্ধে যে বহু সহস্র জাপানী প্রাণ দিয়াছিল,—তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অধিক হওযার জন্যই জাপানিগণ তাহাদের এ যুদ্ধের হত আহতের সংখ্যা প্রচার করেন নাই। জেনাবেল ষ্টসেল বলেন, এই তিন দিনেব যুদ্ধে তাঁহাব ১৫০০ দেড় হাজার সেনা ও ৪০ জন সেনাধ্যক্ষ হত আহত হইয়াছেন! জাপানিগণ নিশ্চয়ই বহু সহস্র সেনা হারাইয়াছিলেন;—এ যুদ্ধে তাঁহাদের যত সেনা হত ও আহত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত আব কোন যুদ্ধে তাহা হয় নাই।

জাপানিগণ এত প্রাণ দিয়া এই পাহাড়টী দখল কবিলেন কেন তাহাব বিশেষ কারণ ছিল। এই পাহাড় হইতে বন্দবে গোলা পতিত হইতে আরম্ভ হইলে, রুষ-জাহাজ সকল বাহির সমুদ্রে যাইতে বাধ্য হইবে,—তখন টোগো তাহাদিগকে অবাধে গভীব সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করিবেন। এই পাহাড় হারাইয়া রুষগণ প্রায় অর্দ্ধেক পোর্টআর্থার হারাইলেন। তাঁহারা আর যে অধিক দিন এ দুর্গ বক্ষা কবিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না! তবে দুর্গ রক্ষাব জন্য রুষগণ যে বীবত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সমুচিত প্রশংসা না কবিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেনাপতি ষ্টসেলেবও বিশেষ প্রশংসা কবিতে হয়। এক্ষণে আড্‌মিরাল ভিটোভ রুষ-নৌসেনাপতি হইয়াছিলেন,—তিনিও বিশেষ বিচক্ষণতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছেন! ভগ্নপ্রায় যুদ্ধপোতগুলিকে আবার এত শীঘ্র কার্য্যক্ষম করাই একটা মহাকার্য্য!

২৬শে জুলাই রুষের চারিখানি ক্রুজার জাহাজ ও কতকগুলি গানবোট বন্দর হইতে বাহির হইয়া স্থলস্থিত জাপানিগণের উপর গোলা চালাইতে

অগ্রসর হইল, কিন্তু জাপানের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ, প্রথম শ্রেণীর তিন থানি ক্রুজাব ও দুইখানা দ্বিতীয় শ্রেণীব ক্রুজার এবং ৩০ খানা টবপেডো বোট রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল। উভয় দলে মহা যুদ্ধ হইল,—রুষগণ বলেন, তাঁহাবা জাপানের দুইখানা ক্রুজাব জাহাজ ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড কবিয়া দিয়াছেন। পর দিন আবার রুষ-যুদ্ধপোত সকল জাপানিগণেব উপর গোলা চালাইতে চলিল, কিন্তু ইহারা কতদুব কি কবিতে পাবিয়াছিল. তাহাব সংবাদ আমরা পাই নাই।

এই সময়ে একদিন দুইখানি জাপানী ডেস্‌ট্রয়র পোর্টআর্থাবেব নিকট পাহাবায় আসিযাছিল। ইহা দেখিয়া রুষেব ১৪ খানি ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ তিন দলে বিভক্ত হইয়া এই দুইখানি জাপানী জাহাজ আক্রমণ কবিতে ছুটিল। এক দলে ৩ খানা, এক দলে ৪ খানা ও আব এক দলে ৭ খানা এইরূপ তিন দলে রুষ-জাহাজ চলিল,—কিন্তু জাপানিগণ ভীত হইল না। তাহাবা যে দলে শত্রুব কেবল তিনখানা জাহাজ ছিল, সেই দলকে মহা পবাক্রমে আক্রমণ কবিল। রুষ-জাহাজ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বন্দবে পলাইল। এই সময়ে আব একখানি জাপানী ডেস্‌ট্রয়ব অপব দুইখানি জাহাজেব সাহায্যে ছুটিয়া আসিল :—একদিকে তিনখানি জাহাজ—অপব দিকে এগাবখানি! এ অবস্থায় জাপানিগণের যুদ্ধ না করিয়া পলায়নে কোনই দোষ ছিল না, কিন্তু জাপানিগণ ভয় পাইবাব পাত্র নহে,—তাহাবা এই ১১ খানি রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিতে ছুটিল! রুষগণ এই অসম সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এরূপ শত্রুব সহিত যুদ্ধে অগ্রসব হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে বন্দরেব দিকে ছুটিল,—এগাবখানি রুষ-জাহাজ তিনখানি জাপানী জাহাজ দেখিয়া পলাইল!

এইরূপে ৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত জল ও স্থলে ক্রমান্বয় যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—তবে এই ছয় মাসে কাহারই হার জিত

হইল না। কবে যে এই কালযুদ্ধ স্থগিত হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাসের কথা।

৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত আমরা এই যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছি। স্থলযুদ্ধে জাপান সৈন্য কুরোকির অধীনে জুলু নদীর যুদ্ধ জিতিয়া পার্ব্বত্য-পথ সকল দখল করিয়া হাসিয়ানের মহাদুর্গ অধিকার করিয়া লিওয়াংয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। অপরদিকে ওকুর সৈন্য নান্‌সানের মহাযুদ্ধ জয় করিয়া পোর্টআর্থার স্থলদিকে বেষ্টন করিয়াছে। এক্ষণে সেনাপতি নগি নূতন সেনা লইয়া জাপান হইতে আগমন করিয়া পোর্টআর্থার অধিকারের কার্য্য ভার লইয়াছেন। বহু সৈন্য লইয়া ওকু উত্তরে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে তেলিস্যু, কাইচো ও তাসিচাও যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রুষগণকে লিওয়াংয়ের দিকে বিতাড়িত করিয়াছেন। সেনাপতি নজুও টাকুসান হইতে রুষগণকে সম্মুখে তাড়াইয়া লইয়া লিওয়াংয়ের নিকটস্থ হইয়াছেন।

এইতো গেল স্থলযুদ্ধের ব্যাপার। জলযুদ্ধেও টোগো পুনঃ পুনঃ রুষ-যুদ্ধপোত ও বন্দর আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই ছয় মাসে বন্দর বা যুদ্ধপোতের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি যে রুষগণ তাহাদের সমস্ত জাহাজ মেরামত ও কার্য্যক্ষম করিয়াছে। টোগো যে বন্দরের মুখ বন্ধ করিবার এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হয় নাই;—রুষ-যুদ্ধপোত সকল অনায়াসে বাহিরে আসিতে পারিতেছে। ওদিকে ভ্লাডিভস্টকের যুদ্ধপোতও ধৃত হয় নাই,—তাহারা সেইরূপেই জাপানের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে।

তাহারা যদি কোন সময়ে পোর্টআর্থারেব যুদ্ধপোতের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে রুষ-যুদ্ধপোত মহা প্রবল হইয়া উঠিবে। এদিকে যত দিন যাইতেছে, ততই রুষের বল্‌টিক সমুদ্রেব জাহাজ সকলের আসিবার সম্ভাবনা হইতেছে! সুতরাং এই ছয় মাসে জাপান জলযুদ্ধে যে রুষেব বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। টোগোকে সেইরূপই পোর্টআর্থার পাহাবা দিতে হইতেছে! তবে তিনি যে নান্‌সানের যুদ্ধে জাপান-সেনার সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার আনন্দ। এখন শীঘ্র পোটআর্থাব দখল কবিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে জাপানের জযাশা নাই। একবার পোর্টআর্থাব দখল হইলে, সমস্ত যুদ্ধপোতই তাঁহাদেব হস্তে পতিত হইবে; তখন তাঁহাবা অনায়াসে ভ্লাডিভস্টকের জাহাজ কযখানির ইহলীলা শেষ কবিতে পাবিবেন।

স্থলেও ঠিক এই অবস্থা ঘটিযাছে। জাপানিগণ বড় বড় যুদ্ধ জয করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শত্রুগণেব যুদ্ধ-ক্ষমতা হ্রাস পায় নাই। তাহারা একস্থান হইতে হটিয়া গিয়া আবাব অন্য স্থানে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছে! জাপানিগণকে প্রতি পদেই মহাবেগ পাইতে হইতেছে। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ জয় বলা যাইতে পারা যায় না। লিওযাংয়ে ধাবাবাহিক রূপে রুষ-সেনা আসিতেছে। যতই সময় উত্তীর্ণ হইবে ততই তথায় রুষ-সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তখন তাহাদের পরাজিত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

রুষ ও জাপান এই ছয় মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া উভয়ে উভয়কে চিনিয়াছেন! উভয়ে উভয়ের প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা অবগত হইয়াছেন।

জাপানিগণ পোর্টআর্থার অধিকার ও লিওযাং যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন; রুষগণ এই দুইস্থান রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন,—ভবিষ্যতের গর্ভে কি লিখিত আছে, কে বলিতে পারে?

এই·ছয় মাস ব্যাপী যুদ্ধে দুই পক্ষের কত লোক হত আহত হইল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। রুষগণ প্রায়ই তাঁহাদের হত আহতের সংখ্যা কম করিয়া জানাইতেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথায় সত্যতার উপর নির্ভর করা যায় না। জাপানিগণ বলেন, এই ছয় মাসে তাঁহাদের ১১ হাজার সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ হত ও আহত হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহার তিনগুণ অধিক, অর্থাৎ প্রায় ৩৩ হাজার রুষ হত ও আহত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক সহস্র রুষ জাপানী হস্তে বন্দী হইয়া জাপানে প্রেরিত হইয়াছিল। রুষেব হস্তে জাপানী বন্দী অতি অল্প। জাপানিগণ ১৩১টা রুষের কামান কাড়িয়া লইয়াছেন।

জুলাই মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আগষ্ট মাসে উভয় পক্ষই আবাব ভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত!

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপ-বাহিনী।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি ছয় মাসের যুদ্ধে জাপান-সেনা কুবোকির অধীনে মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য-পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ওকু তাসিচাও অধিকার করিয়াছেন,—নজু তামুচান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।—উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কুরোকিকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য রুষ-সেনাপতি জেনারেল কেলার প্রায় ৬০ সহস্র রুষসেনা লইয়া যাংজুলিং ও জুসুলিংজু নামক দুই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন। যাংজুলিং মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য-পথ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। জুসুলিংজু হাসিয়ানের কেবল ৪ মাইল পশ্চাতে অবস্থিত। কিরূপ মহা বীরত্বে জাপগণ রুষের হাসিয়ান দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু রুষগণ মন্‌টিন্‌লিংয়ের পশ্চাতস্থিত যাংজুলিং ও হাসিয়ানের পশ্চাতস্থ

জুমুলিংজু হাসিয়ান অপেক্ষাও ভয়াবহ দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। এই দুই স্থানে ৬০ হাজার রুষসেনা যুদ্ধের জন্য সজ্জিত। সুতরাং কুরোকি কিরূপে এই অগণিত রুষ-সেনা পরাজিত করিয়া শত্রুর এই দুই দুর্গ অধিকার করিবেন, তাহাই সমস্যা। তাঁহার এই দুই দুর্গ জয় না হইলে, লিওযাংয়ে কুরোপাটকিন্‌কে আক্রমণের আশা নাই। কুরোকির অধীনে ৫০।৬০ হাজার সেনার অধিক ছিল না। তাঁহাকে দুর্গম পার্ব্বত্য-দেশে কামান টানিয়া লইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহাকে বরাবর উইজু ও তথা হইতে পিংযাং পর্য্যন্ত সেনা রাখিতে হইবে,—কার্য্য অতি দুরূহ; তবুও বীর সেনাপতি কুরোকি বিন্দু মাত্র ভীত না হইয়া, জুলাই মাসের শেষ দিবসে তাঁহার সেনাদলকে তিন দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারাও মহোৎসাহে বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া অগ্রসর হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেনাপতি নজু সদলে তামুচানের নিকটস্থ হইয়াছেন—ওকু তাসিচাও অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে রুষের হাইচেং দুর্গ। যে দিন কুরোকি তাঁহার বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন, ঠিক সেই দিন সেই সময়ে নজু ও ওকুও রুষ আক্রমণে চলিলেন। এক্ষণে জাপানের এক, দুই, [illegible] পরিণত হইয়াছে,—এই মহাবাহিনী তিন দিক হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হইল। উত্তরে জুমুলিংজু,—তৎপরে যাংজুলিং, পরে তামুচান সর্ব্বশেষে হাইচেং।—এই চারি স্থানেই রুষের বহু সেনা ছিল,—এক্ষণে জাপানিগণ এক দিনে এক সময়ে রুষের এই চারি ভয়াবহ দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

আমরা প্রথমে জুমুলিংজুর কথা বলিব। বেলা ৮টা হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—হাসিয়ান অপেক্ষা রুষগণ এই স্থান অধিক দুর্ভেদ্য

করিয়াছিলেন,—সুতরাং জাপানিগণকে আবাব ঘোরতব যুদ্ধ করিতে হইল। বৈকালে রুষগণ তাহাদের হত আহতগণকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইবার জন্য রেডক্রস পতাকা উত্তোলিত করিলেন। অমনই তৎক্ষণাৎ জাপানিগণ যুদ্ধ স্থগিত কবিলেন। রুষগণ ভাবিয়াছিলেন যে জাপগণ যুদ্ধ কবিতে করিতে কখনই যুদ্ধ বন্দ করিবে না। তাহা হইলেই তাঁহাবা সমস্ত পৃথিবীতে প্রচাব করিবেন যে জাপানিগণ এখনও অসভ্য আছে,—তাহাবা সভ্য দেশেব নিয়মানুসাবে যুদ্ধ কবিতে অক্ষম। কিন্তু মুহূর্ত্তে লাল ক্রুস যুক্ত নিসান দেখিবাই জাপানিগণ যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। দেখিযা রুষগণ বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন!

সে দিন কাহারও জয় পবাজয় হইল না। পব দিন উষাকালেই জাপানিগণ রুষদিগকে আক্রমণ কবিলেন। বেলা দুই প্রহবেই রুষগণ বণে ভঙ্গ দিযা পলাইল। তাহারা আনপিং নামক স্থানের দিকে ছুটিল। জাপানিগণ চারি মাইল পর্য্যন্ত তাহাদেব তাড়াইয়া লইযা চলিলেন।

যাংজুলিং উপবোল্লিখিত দুর্গ হইতেও দুর্ভেদ্য ছিল। তাহাব উপব এখানে রুষগণ নূতন উৎকৃষ্ট কামান সকল স্থাপিত কবিযাছেন। তাহা হইতে সাড়ে সাত সেব ওজনেব গোলা নিক্ষিপ্ত হইল। জাপানিদিগেব সঙ্গে যে সকল কামান ছিল, তাহা হইতে সাড়ে চাব সেবেব অধিক ওজনের গোলা নিক্ষিপ্ত হইত না, সুতবাং [illegible] [illegible] জাপানিগণেব অধিকাব কবা বড়ই কঠিন হইল।

সকালে ৭টাব সময় যুদ্ধ আবম্ভ হইল। প্রথমে উভয় পক্ষই গোলা চালাইতে লাগিলেন। এক পক্ষ অপর পক্ষের গোলন্দাজগণকে হত আহত করিয়া কামান বন্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভয়াবহ শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত ও ধূমে পূর্ণ হইতে লাগিল। অনেক সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, —তাঁহাদের একজন এই যুদ্ধ বর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

"জাপানিদিগেব বাম দিকের কতক সেনা শক্রব দক্ষিণেব পশ্চাৎদিক আক্রমণ করিবার জন্য দূর দিয়া প্রেবিত হইয়াছিল। রুষগণ তাহাদের প্রতিবন্ধক দিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু অনেক হত আহতকে যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া তাহাদেব হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইল। বৈকালে আজ্ঞা প্রচারিত হইল "অগ্রসব হও।" জাপ-সেনাগণ অতি সত্বব মহোৎসাহে অগ্রসর হইল। সকলেই জানিত যে রুষেব এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় সহজ কার্য্য নহে,—প্রায় একরূপ অসম্ভব! শত্রুগণ একটা বৃক্ষপূর্ণ পাহাড়ে অবস্থান করিতেছে,—তাহাবা জঙ্গলেব পশ্চাতে তাহাদেব কামান রাখিয়াছে;—তাহার পবে তিন স্থানে মৃত্তিকা প্রাচীব নির্ম্মাণ কবিযা তাহাব পশ্চাতে অসংখ্য. রুষ বন্দুক লইয়া নীববে বসিয়া আছে। সুতরাং তাহাবা ও তাহাদেয কামান কোথায় আছে, তাহা জানিবাব উপায় নাই।

মস্তকেব উপর সূর্য্য,—চাবিদিকে আগুন ছুটিতেছে,—এমন গরম দেখা যায় না। এ প্রদেশে শীতও যেমন ভয়াবহ,—গবমও ঠিক সেইরূপ ভীষণ। এই প্রচণ্ড বৌদ্রে জাপগণকে যুদ্ধ কবিতে হইতেছে। যখন তাহাবা পাহাড়েব নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল,—তখন তাহাদেব অনেকের সর্দ্দি গরমি হইয়াছে!

এখানে বৃক্ষাদি বড় ছিল না। রুষগণ এই বীরদিগের উপব অজস্র গোলা গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে জাপগণের মধ্যে কি হইতে ছিল,—তাহা বর্ণনার নিষ্প্রয়োজন! কিন্তু তবুও তাহারা এ স্থান হইতে হঠিল না,—সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদী,—এই নদীর তীরে যাইতে হইলে গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রাণের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়,—কিন্তু জাপসেনাগণ তৃষ্ণায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটু জল পানের জন্য তাহারা নদীর দিকে ছুটিল;—অনেককে আর ইহজীবনে জল পান করিতে হইল না;—রুষের গুলিতে তাহাদের তৃষ্ণা চিরকালের জন্য নিবারিত হইল।

এ অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব দেখিয়া সেনাপতি সেনাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন,—তখন তাহারা ছুটিয়া আসিয়া পর্ব্বত পার্শ্বে আশ্রয় লইল। তিন শত জাপ এই স্থানে হত আহত হইয়া পড়িয়া রহিল। লেফ্‌টেনাণ্ট কিওক্কা মৃত্যুকালে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমাদেব সম্রাট চিরজীবী হউন।"

জাপানেব বাম ও দক্ষিণ দল লড়িতেছিল—মধ্যদল তখন অপেক্ষা কবিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে রুষগণ কতকগুলা জাল কামান স্থাপিত করিয়াছিল,—তাহাদেব আসল কামান অন্যত্র ছিল,—জাপানিগণের চক্ষে ধূলি দেওয়াই উদ্দেশ্য।

রুষগণ তাঁহাদের গোলা নিক্ষেপে অতিশয় দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেব গোলা জাপানিদিগের গোলন্দাজ দিগের মধ্যে ঠিক লক্ষ্য কবিয়া নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে অনেক জাপ-সেনা হত আহত হইল,—তাহারা কামান বন্দ কবিযা তথা হইতে সবিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাপানের একটা কামান কোথায় আছে,—তাহা রুষেবা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। সেই কামানেব গর্জ্জন থামিল না।

সমস্ত দিন অবিরত ধারে উভয় দিকে গোলাবৃষ্টি হইল। পাহাড় সকল্ মহাশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশে সাদা সাদা মেঘের ভিতব হইতে চারিদিকে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভয়াবহ গোলা ফাটিয়া এই সকল মৃত্যুযন্ত্র সৃষ্টি হইতেছে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল,—গোলাযুদ্ধের বিরাম নাই! বৈকালে ৫টার সময় জাপ-পদাতিকগণ একটী ত্রিভুজের দুইদিকের বাহুর ন্যায় ব্যূহসজ্জায় পর্ব্বতের নিম্নস্থ উপত্যকায় উপস্থিত হইল। দক্ষিণ দিকস্থ পাহাড় হইতেও আরও পদাতিক উত্থিত হইল। ইহারা লাঙ্গল দেওয়া স্থানে প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া শায়িত ছিল,—এক্ষণে

তাহাবাও উপত্যকায় আসিল। এই সময়ে জাপানী মধ্যদল জাপানেব জয়-পতাকা উড়াইয়া অগ্রসর হইল। তখন সমস্ত সেনাগণকে রুষদিগকে আক্রমণ করিবাব জন্য আজ্ঞা প্রচারিত হইল। জয় জয় ধ্বনিতে চাবিদিক কাঁপাইয়া জাপানিগণ ছুটিল। এ ভয়াবহ আক্রমণের সম্মুখে রুষগণ দণ্ডায়মান হইতে পাবিল না,—তাহাবা তখন তাড়াতাড়ি তাহাদেব কামান পশ্চাতে লইবাব চেষ্টা পাইতে লাগিল। একটা কামানে জাপানী গোলা পতিত হওয়ায় কামানটী গড়াইয়া নিম্নে মাটিতে বসিয়া গেল,—তখনও তাহাব মুখে একটা গোলা বহিল। আব একটা কামান পর্ব্বত হইতে গড়াইয়া নিম্নে আসিয়া উল্টাইয়া পড়িল। রুষগণ তাড়াতাড়ি বণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছে, কিন্তু তখনও যুদ্ধে জাপানী সেনাব সম্পূর্ণ জয় হয় নাই। জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়েব উপর তিন স্তবে রুষ-পদাতিক বসিযা ভযাবহ ভাবে গুলি চালাইতেছে। তাহাদেব সম্মুখীন হওয়া সহজ কার্য্য নহে। জাপানী গোলাও তাহাদেব উপব পতিত হইতেছে না,—তাহাবা কোথায যে লুকাইয়া আছে, তাহা জাপানিগণ বুঝিতে পাবিতেছে না। কিন্তু জাপ-পদাতিকগণ দলে দলে সমুদ্রেব উত্তাল তবঙ্গেব ন্যায অগ্রসব হইতেছে আব বন্ধ কবা বৃথা, তাহাই রুষগণ পশ্চাৎপদ হইল,—কিন্তু তাহাবা বহুদূব গমন কবিল না। জাপানিগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই বাত্রি কাটাইলেন। পবদিন [illegible] রুষগণ ভাংহোজেনেব দিকে পলাইল।

এই দুই যুদ্ধে ৯০০ শত জাপানী সেনা ও ৪০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হত আহত হইলেন। রুষের হত আহতেব সংখ্যা ইহাব দ্বিগুণ। স্বয়ং রুষ-সেনাপতি কেলাব এই ভীষণ যুদ্ধে হত হইলেন। জুলু যুদ্ধে সেনাপতি সাস্লিচ পরাজিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারই স্থলে জেনারেল কেলাব নিযুক্ত হন। তিনি রুষেব একজন প্রধান যোদ্ধা। তাঁহার মৃত্যুতে রুষের বিশেষ অনিষ্ট হইল।

রুষ-সেনাপতি কেল্লার একদল গোলন্দাজ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন,—কিন্তু সেনানীগণ তাঁহাকে বলিলেন, "এখান হইতে শত্রুগণ আপনাকে দেখিতে পাইয়া গোলা চালাইতে পারে।" তাহাদেব পরামর্শে তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু পব মুহূর্ত্তেই তাঁহাব তিন হাত দূবে একটা জাপানী সার্পনেল গোলা আসিয়া ফাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুষ-সেনাপতি ভূপতিত হইলেন। একজন রুষ-সৈনাধ্যক্ষ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তুলিতে গেলে, তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "আমাব জন্য ভাবিও না।" তৎপর মুহূর্ত্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল। গোলার দুইটী ভগ্নাংশ তাঁহার মস্তকে লাগিয়াছিল,—তিনটী তাঁহাব বুক আহত কবিয়াছিল,—এতদ্ব্যতীত ৩১টী গোলাব ভিতরস্থ গুলি তাঁহাব দেহের নানা স্থানে বিদ্ধ হইয়াছিল। সার্পনেল কি ভয়ানক গোলা দেখুন।

যে দিন কুবোকি এই মহাযুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিন সেই সময়ে নজু তামুচানে রুষদিগকে আক্রমণ কবিতে অগ্রসব হইলেন। রুষ-সেনাপতি আলেকজিফ বহু সেনা লইয়া তামুচান বক্ষা কবিতেছিলেন; তাম্নচানেব সম্মুখে বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী, এই পাহাড়ে রুষগণ দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ কবিয়াছেন। রুষ-সেনাগণ তামুচানেব উত্তব পশ্চিমে ৪।৫ মাইল ও দক্ষিণ পূর্ব্বেও প্রায় ১০।১১ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বৃহৎ রুষ পরিখায় আক্রমণ করিতে নজু অগ্রসর হইলেন। তিন দলে তাঁহাব সেনা বিভক্ত হইয়া অগ্রসব হইল। সকাল হইতেই গোলাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুষগণ পশ্চাৎ হইতে ক্রমান্বয় সেনা ও কামান আনিয়া তাঁহাদের বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। জাপানিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা কবিয়াও তাঁহাদেব হটাইতে পাবিল না। বৈকালে ৫টাব সময় রুষগণ একদিকে প্রবল বেগে জাপদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপানিগণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না,—তাহাদিগকেই হটিয়া যাইতে হইল।

রাত্রে দুই সেনাদলই যুদ্ধসজ্জায় যুদ্ধক্ষেত্রে রহিল;—বাত্রে রুষগণ

ভাবিলেন যে জাপানিগণ যেরূপ প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে তাহারা কাল প্রাতে তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে ঘেরিতে পারে। তখন আত্মসমর্পণ ভিন্ন উপায় থাকিবে না,—তাহাই রুষ-সেনাপতি যুদ্ধ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রের অন্ধকারে তিনি তাঁহার সমস্ত সেনা হাইচেংয়ে প্রেরণ কবিলেন, কিন্তু রুষ-সেনা এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল যে তাহাদের অনেক জিনিষই ফেলিয়া তাহাদিগকে পলাইতে হইল। জাপানিগণ রুষের ছয়টা কামান, বহু গোলা গুলি, বন্দুক, অনেক আটা ও যব লাভ করিলেন। তাঁহারা ৭০০ শত রুষ-মৃতদেহ গোর দিলেন। তাঁহাদের ১৯৪ জন হত ও ৬৬৬ জন আহত হইয়াছিল।

এই সময়ে ওকুও হাইচেং অধিকারে অগ্রসব হইয়াছিলেন। তাঁহার এই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে বড় লড়িতে হয় নাই,—রুষগণ আপনারাই বিনাযুদ্ধে হাইচেং পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল! তাহাবা এই সকল স্থান এত সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিল যে তাহাদের এই সকল স্থান হইতে এরূপ পলায়নে জাপানিগণ বিস্মিত হইল। রুষগণ পদে পদে জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ করিবে তাহারই আয়োজন করিয়াছিল,—তাহাব জন্য জলের ন্যা[illegible] অর্থব্যয় করিয়াছিল,—এক্ষণে তাহারা সে সকলই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে! তবে কুরোকি ও নজুকে অবশ্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল,—অনেক কষ্টে তাঁহারা উভয়ে রুষদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ওকু ৩রা আগষ্ট তারিখে সসৈন্যে হাইচেংয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষ-যুদ্ধপোত ধ্বংস।

পোর্টআর্থার বন্দরে রুষ-যুদ্ধপোতের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। জাপানিগণ উল্‌ফহিল পাহাড়ের উপর বড় বড় কামান স্থাপিত করিয়াছে; সেই কামান হইতে বৃহৎ গোলা সকল বন্দরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আর জাহাজের বন্দরে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! বেড্‌ভিসান জাহাজের কাপ্তেন আহত হইয়াছেন। আড্‌মিরাল ভিটোভ গভর্ণর-জেনারেলকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে আব বন্দবে থাকা সম্ভব নহে। জাপানিগণ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত জাহাজ চূর্ণ করিয়া দিতেছে,—তাঁহারা তাহাদেব কিছুই করিতে পাবিতেছেন না। আড্‌মিরাল আলেক্‌জিফ তারে এ সংবাদ সম্রাটকে দিলেন; তিনি মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, "বন্দর ত্যাগ কর। যেমন কবিয়া হয়, কোন গতিকে ভ্লাডিভস্‌টক বন্দরে গিয়া তথাকার জাহাজের সহিত মিলিত হও।"

এই রাজাজ্ঞানুসারে ১০ই আগষ্ট সাড়ে আটটার সময় আড্‌মিরাল ভিটোভ তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত লইয়া বন্দর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি জারউইচ জাহাজে ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি আড্‌মিরাল উথটমস্কি. পেরিসভিট্রু নামক জাহাজে চলিলেন,—সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র জাহাজ "মাইন" নষ্ট করিতে করিতে চলিল। সর্ব্বশুদ্ধ ছয় খানা ব্যাটেল্‌সিপ,—চারি খানা ক্রুজাব জাহাজ, আট খানা টরপেডো বোট, দুখানা গানবোট, কতকগুলি ডেসট্রয়র বন্দর হইতে বাহির হইল। হাসপাতাল জাহাজ মোঙ্গলিয়া রেডক্রস পতাকা উড়াইয়া এই নৌ-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল!

যাঁহাবা এই সকল জাহাজে ছিলেন, তাঁহাদের তখনকার মনের ভাব বর্ণনা কবা দুঃসাধ্য। জাপানী গোলাবৃষ্টিব মধ্যে হস্ত পদ বদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকা, তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। জাপানী গোলায় বন্দর অগ্নিময় হইয়াছিল,—সুতবাং আজ যে তাঁহাবা সে বন্দর ত্যাগ করিতে পারিলেন, ইহাতে তাঁহাদেব প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইল,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্লেশও যথেষ্ট! তাঁহাবা হয়তো সকলে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে যাইতেছেন! হয়তো তাঁহারা বা তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ জাপানী জাহাজেব হস্ত হইতে বক্ষা পাইয়া ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইতে পারিবেন! সকলেই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত! তবে যে সকল বীবকে তাঁহাবা দুর্গ মধ্যে ত্যাগ কবিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদেব জন্যও তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তাহাদেব অদৃষ্টেই বা কি আছে,—তাহা কে বলিতে পারে! সমস্ত দুর্গের অধিবাসিগণ বন্দবে আসিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে জাহাজগুলিকে বিদায় দিলেন। বাদ্য-করগণ শোক-বাদ্য বাজাইতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে জাহাজে বাদ্যকরগণ রুষের জয়-বাদ্য বাজাইয়া চারিদিক আলোড়িত করিযা তুলিল। এইরূপে রুষ-জাহাজ গভীব সমুদ্রবক্ষে আসিল।

আড্মিবাল টোগো তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ তাবশূন্য টেলিগ্রামে পাইলেন। চাবিদিকেই তাঁহাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ পাহাবায় ঘুবিতেছিল! এ সংবাদ পাইয়া প্রত্যেক জাপানী যুদ্ধপোতে মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল। এতদিন যাহার জন্য তাঁহাবা কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, —এত দিনে উল্‌ফহিলের গোলায় তাহা সাধিত হইল। রুষ জাহাজ বাহির সমুদ্রে আসিল!

৯টার সময় আড্মিরাল ভিটোভ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "ভ্লাডি-ভস্টকেব দিকে যাও।" এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে কোন আজ্ঞা বা সংবাদ পাঠাইতে হইলে, তাহা বিভিন্ন রংয়ের নিশান জাহাজের

মাস্তুলে তুলিয়া দিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। মনে করুন, লাল নিশান "এ", সাদা নিশান "বি"; এইরূপ "এ" হইতে "জেড" পর্য্যন্ত ২৬টী অক্ষরের জন্য ২৬টী বিভিন্ন নিশান। এই নিশান একের পার্শ্বে আর একটী বসাইয়া এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে বেশ সহজে কথোপকথন চলিতে পারে। ভ্লাডিভস্টকে যাইবার আজ্ঞা পাইয়া রুষগণ মহানন্দে সকলে সেই দি:ক চলিল।

দুই প্রহরের সময় জাপানী যুদ্ধপোত সকল দৃষ্টিগোচব হইল! তিনদলে জাপানী জাহাজ রুষ-জাহাজেব দিকে আসিতেছে। প্রথম দলে পাঁচ খানা ব্যাটেল্‌সিপ ও দুই খানা ক্রুজার জাহাজ আছে,—এই দলের মিকাসা জাহাজে আড্‌মিবাল টোগোর নিশান উড়িতেছে।

দ্বিতীয় দলে ৪ খানি ক্রুজাব জাহাজ;—তৃতীয় দলে পাঁচ খানি ক্রুজার জাহাজ, এক খানা ব্যাটেল্‌সিপ ও ৩০ খানি টবপেডো জাহাজ ছিল। ক্রমে উভয পক্ষেব জাহাজ নিকটস্থ হইয়া আসিল। তখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন। পূর্ব্বে দুইবার টোগো যুদ্ধ-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন,—কিন্তু দুই বাবই রুষগণ পলাইযাছিল,—কিন্তু এবাব তিনি তাহাদেব কিছুতেই পলাইতে দিবেন না। সাড়ে বারটাব সময় তিনি যুদ্ধেব আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ১টাব সময় উভয পক্ষে যুদ্ধ আবম্ভ হইল।

এ মহা-জলযুদ্ধেব আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব! উভয় পক্ষের ব্যাটেল্‌সিপ একের পশ্চাতে আব এক খানি, এইরূপ লাইনবন্দি হইয়া চলিয়াছে,—উভয় পক্ষ হইতেই ঘোব বেগে বৃহৎ গোলা সকল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। রুষের লক্ষ্য ঠিক নাই,—তাহাদের গোলা চলনশীল জাপানী জাহাজে আঘাত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু জাপানী লক্ষ্য অব্যর্থ,—গোলার উপর গোলা আসিয়া রুষ-জাহাজে পড়িতেছে,—সে এক ভীষণ ব্যাপার!

একটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত এইরূপ গোলাবৃষ্টি হইল,—সাড়ে তিনটার সময় উভয় দলই সরিয়া গেলেন। জাপানী জাহাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই,—রুষ-জাহাজের অনেকগুলি চূর্ণিত হইল!

সাড়ে পাঁচটার সময় জাপানী জাহাজ আবার রুষ-যুদ্ধপোতের নিকটস্থ হইল,—অমনই রুষগণ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। এবার তাহারা প্রধানতঃ টোগো যে মিকাসা জাহাজে ছিলেন, তাহার উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল,—কিন্তু বীর টোগো তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না;—তিনি ধীরভাবে আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞা তাঁহার জাহাজের মাস্তুলে নিশানে নিশানে প্রচারিত হইতেছিল। সমস্ত জাহাজ তাঁহার আজ্ঞানুসারে কলের ন্যায় ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে,—গোলা চালাইতেছে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত এই ভয়াবহ জলযুদ্ধ চলিল। জারউইচ জাহাজের সেনাপতি ভিটোভ তখনও সর্ব্বাগ্রে থাকিয়া জাপানী জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছেন,—এই সময়ে সহসা এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। একটা জাপানী গোলা রুষ-জাহাজে পতিত হইয়া, সেনাপতির দুই পদই চূর্ণ বিচূর্ণ করিল, নিমেষে ভিটোভ প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার শেষ আজ্ঞা ছিল, "সম্রাটের আজ্ঞা ভ্লাডিভসট্কে যাও—দেখিও, সে আজ্ঞা ভুলিও না।" কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী নিশান সঙ্কেতে জানাইলেন, "আড্‌মিরাল সহকারী সেনাপতির উপর সেনাপতিত্ব ন্যস্ত করিলেন।" এই সময় আর একটা জাপানী গোলা রুষ-জাহাজে পড়িয়া তাহার ইঞ্জিন্ ও হাল চূর্ণ বিচূর্ণ করিল,—তাহাই জাহাজখানি রুষগণ তাহাদের জাহাজের লাইনের বাহিরে চালনা করিলেন। পশ্চাতস্থ জাহাজ সকল এই ব্যাপারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, জাপানিগণ এ সুবিধা পাইবামাত্র রুষ-জাহাজের নিকটস্থ হইয়া অজস্র গোলা চালাইতে লাগিল। এই গোলাবৃষ্টিতে রুষ-জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের কামান সকল বন্ধ হইয়া আসিল।

এখন আড্‌মিরাল রেট্‌জেনষ্টিন সেনাপতি হইয়াছেন,—তিনি দেখিলেন আর এ অবস্থায় যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে,—তাহাই তিনি রুষের অন্যান্য জাহাজের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "আমার অনুসরণ কর।" এই আজ্ঞা প্রচার কবিয়া তিনি সমস্ত রুষ-জাহাজ আবার পোর্টআর্থার বন্দবে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। প্রকৃত পক্ষে রুষ এই জলযুদ্ধে ভয়াবহ রূপে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কোন জাহাজই আর যুদ্ধক্ষম ছিল না! রুষেব জলযুদ্ধে জয়াশা আজ একেবারে শেষ হইল!

একোনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ছত্রভঙ্গ রুষ-পোত।

ব্যাটেল্‌সিপে ব্যাটেল্‌সিপে যখন যুদ্ধ হইতে থাকে, তখন ক্রুজার জাহাজগুলি একরূপ নীরব থাকিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে আর যুদ্ধ কবা বৃথা দেখিয়া রুষ নৌ-সেনাপতি বণে ভঙ্গ দিলেন। তিনি নিজেই লিখিতেছেনঃ—"আমার অন্যান্য জাহাজগণকে সঙ্গে আসিবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া আমি আস্‌কল্‌ড জাহাজে শত্রু-যুদ্ধপোতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবাব চেষ্টা পাইলাম। আমার জাহাজে পুনঃ পুনঃ গোলা পড়িতে লাগিল। আমার পশ্চাতে নভিক জাহাজ আসিল। একটু দূরে পালাডা ও ডায়না আমার অনুসরণ করিল। ক্রুজাব জাহাজ গুলিও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহারা শত্রুর ক্রুজার জাহাজ ও টরপেডো বোট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সাতখানি জাপানী যুদ্ধপোত আমাদের উপর গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের গোলায় তাহারা আঘাতিত হইয়া হটিয়া গেল। তখন আস্‌কল্‌ড জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে চলিয়া যাইবার পথ পাইল। শত্রুদিগের চারিখানি ব্যাটেল্‌সিপ আস্‌কল্‌ডের নিকটস্থ হইয়া

টরপেডো নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহাদের কোন টরপেডোই আমাদের জাহাজ স্পর্শ করিতে পারিল না। আস্‌কল্‌ডের গোলায় একখানি জাপানী ডেসট্রয়র জলমগ্ন হইল।”

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এইরূপ চলিল ;—তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে ; কিছুই আর ভাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। রুষ-সেনাপতি তাঁহার ছিন্ন ভিন্ন জাহাজ সকল ভ্লাডিভস্‌টকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব দেখিয়া, পোর্টআর্থারের দিকে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল জাহাজ তাঁহার অনুসরণ করিল কিনা তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ এই সময়ে জাপানী ডেসট্রয়র জাহাজ সকল তাঁহার যুদ্ধপোত সকল চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। ইহাতে রুষ-জাহাজ আরও ছড়াইয়া পড়িল,—কে কোন দিকে গেল তাহার কিছুই স্থির রহিল না। আড্‌মিরাল টোগো অতি সাবধানে নিজ জাহাজ সকল রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার একখানি জাহাজ ডুবিলে, তাঁহার স্থলে আর নূতন জাহাজ আনিবার উপায় নাই। কারণ, দুই একদিনে যুদ্ধপোত প্রস্তুত করা যায় না ও এখন যুদ্ধপোত ক্রয় করিবার উপায়ও নাই। তাহাই তাঁহার এত সাবধানতা, নতুবা তিনি যদি আরও একটু প্রবলভাবে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে হয়তো রুষদিগের অধিকাংশই জলমগ্ন হইত!

যাহা হউক সমস্ত রাত্রি জাপানী ডেসট্রয়র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণ ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় রুষের পাঁচখানি ব্যাটেল্‌সিপ, একখানি ক্রুজার ও কেবল তিনখানি ডেসট্রয়র অতি কষ্টে পোর্টআর্থার বন্দরে উপস্থিত হইল।

রুষের জারউইচ জাহাজ অন্যান্যের সঙ্গ রাখিতে না পারিয়া ভ্লাডিভস্‌টকের দিকে চলিল,—কিন্তু জাপানের ডেসট্রয়র জাহাজ তাহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া দিল, তখন আর এ অবস্থায় ভ্লাডিভস্‌টক্ গমন অসম্ভব দেখিয়া, জার্ম্মান বন্দর কাইচোতে

উপস্থিত হইল। তাহার মাস্তুল হইতে তলা পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

জারউইচ এই বন্দবে আসিয়া দেখিল, তাহাব পূর্ব্বেই তাহাদের একখান ক্রুজার জাহাজ ও একখানা ডেসটয়র এখানে উপস্থিত হইয়াছে। পরে আরও দুইখানি রুষ-ডেসট্রয়রও এইখানে আশ্রয় লইল। রুষের একখানি ক্রুজার জাহাজ দূর ফবাসী বন্দর সাইগনে পলাইল। এক থানি ক্রুজাব ও একখানি ডেসট্রয়র চীনের সাংহাই বন্দবে আশ্রয় লইল। একখানি চিফু বন্দরে পলাইল। এক রাত্রের মধ্যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জলমগ্ন হয় নাই, এই মাত্র,—তাহাদের আর কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সকল যুদ্ধপোতই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এক রাত্রে রুষের গৌরবান্বিত নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংসিভূত হইয়া গেল! যে কয়খানি ভগ্নদেহে পোর্টআর্থার ফিরিল, তাহারাও তথায় আর রক্ষা পাইবে না। জাপানিগণ উল্‌ফহিল পাহাড় হইতে ভয়াবহ গোলা নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়া দিবে! এই গোলাব ভয়েই তাহারা বাধ্য হইয়া পোর্টআর্থার ত্যাগ করিয়া ভ্লাডিভস্‌টক্ যাইতেছিল,—কিন্তু তাহা তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না; আবার তাহাদিগকে বাধ্য হইযা সেই শত্রুর গোলার ভিতরে আসিতে হইল। তাহাদের জীবন আর কয় দিন!

যে যুদ্ধপোত সকল অন্যান্য বন্দরে আশ্রয় লইয়াছে, যুদ্ধ-আইনানুসারে তাহারা এ যুদ্ধে আর কখনও যোগদান করিতে পারিবে না। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র অনতিবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। সুতরাং ভ্লাডিভস্টকের ৩ থানি জাহাজ ব্যতিত রুষের আর নৌ-বাহিনী জাপান সাগরে নাই।

ভ্লাডিভস্টকের জাহাজও শীঘ্রই আড্‌মিরাল কামিমুরায় সম্মুখে পড়িল। তিনি চারিখানি যুদ্ধপোত লইয়া কোরিয়া সাগরে ঘুরিতেছিলেন। ১৪ই আগষ্ট তারিখে তিনি প্রাতে রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইবা মাত্র

তাহাদিগকে আক্রমণ কবিতে ছুটিলেন। রুষগণ জাপানি যুদ্ধপোতগুলিকে দেখিতে পায় নাই,—এক্ষণে তাহাদের দেখিবা মাত্র তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলাইবাব চেষ্টা পাইল। প্রথমে বোসিয়া,—পরে গ্রমবই,—সর্ব্বশেষে রুরিক উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে,—কামিমুরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন! অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য! রুষেব সাহসেব পরাকাষ্ঠা! তাহাবা কেবল নিরস্ত্র সওদাগরী জাহাজ ডুবাইতে পারে,—জাপানের যুদ্ধপোত দেখিলেই পলায়ন করে! কি অদ্ভুত সাহস!

কিন্তু এবার তাহাবা কামিমুবার হস্ত হইতে পলাইতে সক্ষম হইল না! এত দিন তাহারা অনেক অত্যাচার করিয়াছে,—জাপানের যুদ্ধসজ্জায় অনেক ব্যাঘাত দিয়াছে,—কামিমুবা ইহাদেব জন্য তাঁহার যশ মান হারাইয়াছেন,—তাঁহার স্বদেশীগণ তাঁহাকে ইহাদেব জন্যই হেরিকেরি করিতে অনুরোধ করিয়াছে,—সুতরাং এখন সেই পবম শত্রুগণকে পাইয়া তিনি যে যুদ্ধের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! তিনি প্রবলবেগে শত্রুর যুদ্ধপোতের উপর পতিত হইলেন। প্রায় সাড়ে ৫টার সময় তাঁহার কামান গর্জ্জিল।

তাঁহার জাহাজ সংখ্যায় শত্রু-জাহাজ হইতে একখানা অধিক ছিল সত্য, কিন্তু রুষের তিনখানি জাহাজই তাঁহাব চারিখানা জাহাজ হইতে বড় ও ক্ষমতাপন্ন, সুতরাং উভয়পক্ষই বুঝিলেন যে যুদ্ধ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিবে। পুনঃ পুনঃ জাপানী গোলা আসিয়া রুষ-জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত ও চূর্ণিত করিতে লাগিল। এখানেও রুষ-গোলন্দাজের লক্ষ্য ঠিক হইতেছিল না,—জাপানের লক্ষ্য অব্যর্থ। রুষের গোলা জলে পড়িতেছে—জাপানী গোলায় রুষ-জাহাজ চূর্ণিত হইতেছে! রুষ-সেনাপতি আড্‌মিরাল জেসেন বুঝিলেন যে এত দিন যে তাঁহারা অনেক জাহাজ অনর্থক ডুবাইয়াছেন, আজ তাহারই দণ্ডের দিন আসিয়াছে! তিনি তখনও পলাইবার চেষ্টা পাইতেছিলেন,—কিন্তু এই সময়ে আড্‌মিরাল উরিউ

তাঁহার দুইখানা যুদ্ধপোত লইয়া রুষের পলায়ন পথ রোধ করিলেন! ইহা দেখিয়া রুষ-জাহাজ অন্যদিকে ফিরিয়া প্রবল বেগে ছুটিল। যুদ্ধ করিতে করিতে ছুটিতেছে,—জাপানিগণও তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া তাহাদের উপর গোলার উপর গোলা দাগিতেছেন! সহসা রুষের রুরিক জাহাজ লাইন ছাড়িয়া নিশান তুলিয়া জানাইলেন, "হাল চলিতেছে না।" রুষ-সেনাপতি নিশান সঙ্কেতে বলিলেন, "যেমন করিয়া পার সঙ্গে এস।" কিন্তু হায়! পলাতক রুষ-জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ক্ষমতা রুরিকের আর ছিল না,—সে ক্রমেই পশ্চাতে পড়িতে লাগিল। তখন জাপানী জাহাজ চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল!

এত দিনে জেসেন একটু বীরত্ব দেখাইলেন। তিনি হতভাগ্য রুরিককে পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন না,—ফিরিলেন। যাহাতে রুরিক তাহার হাল মেরামত করিয়া লইতে পারে, এই জন্য তিনি তাঁহার দুই জাহাজ লইয়া জাপানী জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—রুরিককে তাঁহার পশ্চাতে রাখিলেন। উভয় পক্ষেই ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল,—কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে রুরিক ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! সে সমুদ্রের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে,—তাহার হাল মেরামত করিবার আর কোন আশা নাই! সেনাপতির নিশান পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, "সরিয়া যাও—সরিয়া যাও।" সে উত্তর দিতেছে, "হাল চলিতেছে না!" এই সময় রুষ-জাহাজ ভ্লাডিভস্টকের দিকে পলাইতেছিল, কিন্তু রুরিক তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিল না,—অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গেল। এই সময়ে আড্মিরাল উরিউর দুইখানি জাহাজ তাহার উপর অজস্র গোলা চালাইতে লাগিল। তাহাকে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, সেনাপতি জেসেন দুঃখিতান্তঃকরণে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু আড্মিরাল কামিমুরা তাঁহাকে সহজে ছাড়িলেন না,—তিনি তাঁহার চারিখানি যুদ্ধপোত সঙ্গে লইয়া রুষ-জাহাজগুলির অনুসরণ করিলেন।

১০টার সময় জাপানিগণ আবার দুই রুষ-জাহাজকে ভীষণ রূপে আক্রমণ করিল,—উভয় পক্ষে আবার গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন রুষ বেগে,—আরও বেগে ছুটিল! তাহারা ভাবিয়াছিল যে তাহাদেরও রুরিকের অবস্থা হইবে,—কিন্তু সহসা কামিমুরা তাহাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ জাহাজ সকল ঘুরাইয়া রুরিকের দিকে চলিলেন। রুষগণ হাপ ছাড়িয়া ভ্লাডিভস্টকের দিকে চলিয়া গেল!

কামিমুরা এইরূপে রুষ-জাহাজদ্বয়কে পলায়ন করিতে দেওয়ায়, লোকের নিকট তাঁহাকে অনেক গালি গালাজ খাইতে হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কারণ না থাকিলে, তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ নৌ-সেনাপতি কখনই এরূপ করিতেন না। এক দিকে তাঁহার ক্রুজার জাহাজ রুষের দুইখানা বৃহৎ ব্যাটেল্‌সিপকে যে জলমগ্ন করিতে পারিত,—তাহা বলিয়া বোধ হয় না। অপর দিকে রুরিক পলাইলেও পলাইতে পারে,—এ অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য; হয়তো তিনি আড্‌মিরাল উরিউর তারশূন্য টেলিগ্রাফ পাইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহাই হউক ভগ্নদেহে রোসিয়া ও গ্রম্‌বই কোন গতিকে ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

রুরিক জাহাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু তাহার আর ইহলীলা শেষ হইবার বিলম্ব ছিল না। একেতো তাহার চারিদিকে ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর সে ধীরে ধীরে ডুবিতেছিল। রুষ-সেনাগণ তাহাদের আহতগণকে কাটের তক্তায় শোয়াইয়া যত্নে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছিল,—হয়তো তাহারা ভাসিতে ভাসিতে তীরে উপস্থিত হইতে পারিবে! শেষ পর্য্যন্ত রুরিকের কামান গর্জ্জিল,—পরে সে জলমগ্ন হইয়া গেল!

তাহার পর এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল! যে জাপানী একটু পূর্ব্বে অজস্র গোলা চালাইয়া রুষগণকে হত্যা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে সমুদ্রে ভাসমান হতভাগ্য

রুষগণের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইল। তাহাদের দুই জাহাজ হইতেই নৌকা লইয়া তাহারা সমুদ্রস্থিত রুষগণকে নৌকায় তুলিতে লাগিল। এই সময়ে কামিমুরার জাহাজ চারিখানি আসিয়াও উপস্থিত হইল। সেই সকল জাহাজ হইতেও কয়েকখানি নৌকা তৎক্ষণাৎ এই মহৎ কার্য্যে ছুটিল। তাহারা সর্ব্বসমেত ১৬ জন সেনাধ্যক্ষ, একজন পুরোহিত, চারিজন রাজকর্ম্মচারী ও ৫৯২ জন নাবিকের প্রাণরক্ষা করিল।

এ অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই সকল রুষগণই একদিন হিতাচু মারুকে জলমগ্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল,—সেই জাহাজেব এক জনেরও প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা রুষগণ করে নাই,—আব আজ জাপানী বীরগণ তাহাদেরই প্রাণরক্ষা করিলেন! একজন জাপানী সেই সময়ে বলিয়াছিলেন, "জাপান হিতাচু মারুব জলমগ্ন করিবার প্রতিহিংসা এতদিনে গ্রহণ করিলেন। আমাদের মৃতের পবিবর্ত্তে আমবা তাহাদের জীবিতগণকে রুষকে উপহার দিতেছি।" এ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ লজ্জায় মরমে মবিয়া গিয়াছিলেন। একদিকে রাক্ষসী নিষ্ঠুবতা,—অপবদিকে স্বর্গীয় মহানুভবতা! কে অধিক সভ্য! রুষ না ক্ষুদ্র জাপান!

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিদেশী বন্দরে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কয়েকখানি রুষ-রণপোত বিভিন্ন বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহার মধ্যে একখানি চীনের চিফু বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল! জাপানিগণ বলেন যে এই জাহাজে রুষের যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে জাহাজে ছিলেন,—তাহাই জাপানী দুইখানি ডেস্‌ট্রয়র তাহাকে ধরিবার জন্য চিফু বন্দরের মুখে আসিয়া নজর করিল।

রুষগণ বলেন যে তাঁহারা, বন্দরে আসিয়াই জাহাজের অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানিগণ ১১ই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে রুষগণ তাঁহাদের জাহাজের অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট করিল না। তজ্জন্য জাপানী লেফ্‌টেনাণ্ট ডেবাসিমা একজন দোভাষী ও কতকগুলি সেনা লইয়া রুষ-জাহাজে চলিলেন। জাহাজের সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, "হয় আত্ম সমর্পণ করুন, নতুবা বন্দরের বাহিরে আসুন।" রুষ-সেনাপতি উত্তরে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারি না সত্য,—কিন্তু আমি এক্ষণে চীনে বন্দরে রহিয়াছি, আপনার এখানে আসিবার অধিকার নাই।"

এদিকে ভিতরে ভিতরে তিনি জাহাজ ডুবাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ইহারই জন্য সময় পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি জাপানী সেনাধ্যক্ষের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। শেষে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে সহসা তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া জাপানী সেনাধ্যক্ষের উপর ঘুসি চালাইলেন। ইহাতে জাপানী বীর জাহাজ হইতে নিম্নে তাঁহাদের নৌকায় পতিত হইলেন,—কিন্তু তিনি রুষ-যোদ্ধাকে ছাড়েন নাই, টানিয়া সঙ্গে আনিয়া ফেলিলেন ; রুষ-সেনাপতি জলে পতিত হইলেন। জাপানিগণ তখন তাঁহার উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলে, তিনি পায় আহত হইলেন। তৎপরে সন্তরণ করিয়া তিনি একখানি চীনে নৌকার দিকে চলিলেন, কিন্তু সেই নৌকার চীনেগণ তাঁহাকে বাঁশ মারিয়া দূর করিল। প্রায় এক ঘণ্টা জলে থাকার পর চীনে যুদ্ধপোতের একখানা নৌকা আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইল।

এদিকে জাহাজে দুই দলে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছিল। মধ্যে জাহাজের বারুদ ঘর ফাটিয়া অগ্নি কাণ্ড ঘটিল, অনেক হত আহত হইল,—কিন্তু অবশেষে জাপানীগণেরই জয় হইল ; তাহারা রুষের পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, জাপানের জয়-পতাকা জাহাজের মাস্তুলে উত্তোলিত করিল ;

তৎপরে তাহাদের একখানা জাহাজ আসিয়া রুষ-জাহাজ খানিকে টানিয়া বন্দরের বাহিরে লইয়া গেল। এই জাহাজে রুষেব অনেক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ছিল। কেহ বলেন যে জাপানিগণকে আসিতে দেখিয়াই রুষগণ তাহা জ্বালাইয়া দিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই সকল কাগজ পত্র জাপানের হস্তে পতিত হইয়াছিল। যাহা হউক এই জাহাজ জাপানের হস্তে পতিত হওয়ায়, রুষেব যে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহাব কোন সন্দেহ নাই।

চীনগণ এই ব্যাপাবে কি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহাবা নির্লিপ্ত ছিলেন,—কিছুই করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা জাপানেব সাহায্য কবিয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার বলেন যে চীনে আড্‌মিবাল জাপানকে এই জাহাজ ধৃত করিতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু জাপানিগণ তাহাতে কর্ণপাত না কবায় চীনে আড্‌মিরাল তাঁহাব কার্য্যভাব একজন কাপ্তেনেব উপব দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে চারিদিকে এক মহা গোল উঠিল। এ যুদ্ধে চীন নির্লিপ্ত,—তাহাদের বন্দব হইতে রুষ-জাহাজ ধবিবার অধিকার জাপানের নাই। রুষ-সম্রাট ফবাসী দূত দ্বাবা জাপান-সম্রাটের নিকট ঘোরতর আপত্তি করিলেন। তাঁহাবা চীন সম্রাজ্ঞীকেও এ কথা জানাইলেন। বলিলেন, চীনে আড্‌মিরালের সমুচিত দণ্ড হওয়া উচিত। চীনেরই তাঁহাদেব জাহাজ তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন কবিতে হইবে। জার্ম্মানি ও ফ্রান্স এ সম্বন্ধে রুষের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহার উত্তরে জাপান এক বিশেষ বিবরণী প্রচার করিলেন ;—তাঁহারা বলিলেন, "এই যুদ্ধে চীন রাজ্যের এক বিশিষ্ট অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা নির্লিপ্ত, কোন দলেই নাই,—অথচ অধিকাংশ যুদ্ধ তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যেই হইতেছে ;—সে সকল স্থানকে যুদ্ধস্থল ব্যতিত আর কিছুই বলা যায় না।

সুতরাং চীন রাজ্যের কতকাংশে যুদ্ধ হইতেছে, কতকাংশ নির্লিপ্ত আছে, ইহাই বলিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে চীন রাজ্যের যে যে স্থল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কোন স্থান উভয় পক্ষ স্পর্শ করিবেন না। এই বন্দোবস্তই পাকা ছিল। কিন্তু রুষ-জাহাজ চীনের চিফু বন্দরে আশ্রয় লইল। এ কথা বন্দোবস্তের মধ্যে ছিল না। যেখানে যুদ্ধ হইতেছে, কেবল সেইখানেই তাহারা থাকিবে,—অন্যত্র যাইবে না; সুতরাং চিফুতে তাহাদের জাহাজ প্রেরণ সম্পূর্ণই অন্যায় কার্য্য,—ইহাতে চিফু যুদ্ধস্থল হইয়া পড়িল, এ অবস্থায় জাপান তথায় গিয়া যে রুষ-জাহাজ ধৃত করিবে, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কুরোপাট্‌কিন লিওয়াংয়ে পরাজিত হইয়া যদি চীন রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে জাপান কি তাঁহাকে তথায় আক্রমণ করিতে পারিবে না? রুষ প্রথম সর্ত্তভঙ্গ করিয়াছেন,—তাঁহারাই চিফুকে যুদ্ধস্থলে পরিণত করিয়াছেন; জাপান ইহা করেন নাই। এখন আপত্তি করা বৃথা! রুষই চীনের নানা নূতন স্থান যুদ্ধস্থলে পরিণত করিতেছেন,—তাঁহারা পোর্টআর্থারের সহিত চিফু পর্য্যন্ত তারশূন্য টেলিগ্রাফ বসাইয়াছেন,—ইহা কি সর্ত্তভঙ্গ নয়? ইহা কি চিফুকে যুদ্ধস্থলে পরিণত করা হইয়াছে না? এইরূপ আরও বহু স্থান আছে। এই সকল কারণে জাপান যাহা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত করিয়াছেন। রুষ-যুদ্ধপোত সকল যে চীন বন্দরে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, তাহা তাঁহারা কখনই করিতে দিবেন না। এখনও রুষ-জাহাজ সকল বিভিন্ন বন্দরে সশস্ত্র রহিয়াছে,—ইহাও কি ঘোর বেয়াইন নহে?"

এই বিবরণী প্রকাশের পর এ ব্যাপার চাপা পড়িয়া গেল;—আর কেহই জাপানের দোষ ধরিতে পারিলেন না। তখন অন্যান্য রুষ জাহাজও অস্ত্রত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রুষের জারউইচ ব্যাটেল্‌সিপ ও তিনখানি ডেসট্রয়র জার্ম্মানির কাইচো বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল ;—জার্ম্মাণ-সম্রাট এ সংবাদ পাইবা মাত্র জাহাজগুলিকে নিরস্ত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। জার্ম্মাণ শাসনকর্ত্তা জাহাজ নিরস্ত্র করিলেন—রুষসেনা ও নাবিকগণ যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আটক রহিল। ১৫ই আগষ্ট একজন জাপানী আড্‌মিরাল কাইচোয় আগমন করিয়া সকল দেখিয়া গেলেন। জার্ম্মানগণ তাঁহার যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রুষের যে তুইখানা জাহাজ সাংহাই বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা কিছুতেই নিরস্ত্র হইতে চাহে না। এই তুই জাহাজ লইয়া রুষ, জাপান ও চীন, তিন রাজ্যে মহা তর্ক বিতর্ক চলিল। এমন কি চীনের সহিত যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল। এরূপ হইলে ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিব এই মহাযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এইরূপ তর্ক বিতর্কে দশদিন কাটিয়া গেল। তখন সকলেই বুঝিলেন যে রুষ ন্যায় বাক্য না শুনিলে জাপানিগণ বল প্রয়োগে জাহাজ অধিকার করিয়া লইবে। ইহা বুঝিয়া রুষ-সম্রাট অনতিবিলম্বে জাহাজ তুই খানিকে নিরস্ত্র করিবাব আজ্ঞা দিলেন। রুষের ভাবিয়াগ ও কোরিজ জাহাজের সেনাগণ রুষিয়ায় গিয়া আবাব যুদ্ধপোতে যোগ দিয়াছে,—এই জন্য জাপান এই তুই জাহাজের সেনা ও নাবিকগণ যাহাতে রুষিয়ায় যাইতে না পারে, সে বিষয়ে জেদাজিদি আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদেরই জেদ বজায় রহিল ;—রুষগণ চীনের বিভিন্ন বন্দরে আটক রহিল।

রুষের একখানা জাহাজ ফরাসী বন্দর সাইগণে আশ্রয় লইয়াছিল। এ জাহাজও নানা ছলে নিরস্ত্র হইতে বিলম্ব করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে ফরাসি গভর্ণমেণ্ট ইহাকেও নিরস্ত্র হইতে বাধ্য করিলেন। এইরূপে এক দিনের যুদ্ধে রুষগণকে বহু জাহাজ হারাইতে হইল। যে কয়খানি পোর্টআর্থারে ফিরিয়াছে, তাহাদের আর কিছু নাই বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর ইহাদের উপর অবিশ্রান্ত জাপানী গোলা পতিত হইবে,—রুষগণকেই হয়তো ইহাদের ডুবাইয়া দিতে হইবে!

রুষের একখানি জাহাজ উত্তর দিকে গিয়াছিল,—ভ্লাডিভস্‌টকের জাহাজের সহিত মিলিত হওয়াই ইহার অভিপ্রায়। সৌভাগ্য ক্রমে এই নভিক জাহাজ জাপানি যুদ্ধপোতের সম্মুখে পতিত হইল না। সে ২০শে আগষ্ট সাখালিন দ্বীপের করসাকভস্‌ক নামক বন্দরে উপস্থিত হইল। এই দ্বীপ রুষের অধীন; এইখানে প্রায় ৫০০০ হাজার রুষ-কয়েদী কয়লার খনিতে কাজ করিতেছে। রুষের অনেক কর্ম্মচারীও এখানে ছিলেন। নভিকের কাপ্তেন জানিতেন যে জাপানী জাহাজ তাঁহার অনুসন্ধানে ঘুরিতেছে,—তাহাই সত্বর কয়লা লইয়া তিনি চারটার সময় বন্দর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে একখানা জাপানী যুদ্ধপোত আসিয়া পড়িয়াছে,—তখন তিনি পলায়ন না করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জাহাজের গতি অতিশয় অধিক ছিল,—তিনি ভাবিলেন খুব সম্ভব তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে ভ্লাডিভস্‌টক্ বন্দরের আশ্রয়ে গিয়া পড়িতে পারিবেন।

জাপানিগণ নভিককে ধৃত করিবার জন্য দুইখানা ক্রুজার জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদেরই একখানা নভিককে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই জাহাজের সেনাপতি অপর জাপানী জাহাজের সেনাপতিকে শীঘ্র তথায় আসিবার জন্য তারশূন্য টেলিগ্রাফে অনুরোধ করিলেন। বেলা সাড়ে চারিটার সময় দুই জাহাজ নিকটস্থ হইবা মাত্র কাপ্তেন একটী কল টিপিলেন, অমনই শত শত গোলা নভিকের উপর গিয়া পতিত হইল,—নভিকও প্রাণপণ শক্তিতে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহা শব্দে সমুদ্র আলোড়িত হইল। কামানের মুখে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝকিতে লাগিল,—ধূমে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। নভিকের সেনাধ্যক্ষগণ এত ভয়ানক চিৎকার করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন

যে তাঁহাদের সকলের গলার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা জাহাজের গায় খড়িতে লিখিয়া আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন। পাঁচটাব মধ্যেই নভিকের তলায় জলের নিম্নে তিনটী ছিদ্র হইল,—জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তজ্জন্য কাপ্তেন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া বন্দরেব দিকে ছুটিলেন। জাপানী জাহাজও জখম হইযাছিল। তাহার আর রুষ-জাহাজ তাড়া করিয়া যাইবার উপায় ছিল না,—এজন্য সেনাপতি অপর জাপানী জাহাজকে পুনঃ পুনঃ আসিবাব জন্য তারশূন্য টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও রুষগণ এই সকল জাপানী সংবাদ ধবিয়া লইতে লাগিল,—তজ্জন্য বহুক্ষণ জাপানী জাহাজ কোন সংবাদ পাইল না; অবশেষে সে সংবাদ পাইবা মাত্র বন্দবেব দিকে ছুটিল।

এ অবস্থায় আর যুদ্ধ চলে না, সুতরাং রুষ-কাপ্তেন নভিককে পরিত্যাগ কবিতে বাধ্য হইলেন। তিনি তাহাকে অল্প জলে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া দিলেন,—তৎপবে সকলে তীরে নামিলেন।

পবদিন প্রাতে জাপানী যুদ্ধপোত বন্দরে প্রবেশ করিল। জাপানিগণ দেখিলেন,—বন্দবে জনমানব নাই,—সকলেই জাপানী গোলার ভয়ে সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নভিক জাহাজ অর্দ্ধ-জলমগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। জাপানী জাহাজ এই জনশূন্য জাহাজে এক ঘণ্টা ধরিয়া গোলা চালাইলেন। ইহা মৃতের উপব খড়্গাঘাত; কিন্তু পাছে ভবিষ্যতে রুষ এই জাহাজ কার্য্যক্ষম করিতে পারেন, এই ভয়ে জাপানিগণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে রুষের সমস্ত যুদ্ধপোতই এতদিনে নষ্ট হইয়া গেল। রুষ জাপান-সমুদ্রে একাধিপতি ছিলেন, এখন জাপান তাঁহাকে নগণ্য করিল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

লিওযাং যুদ্ধ।

রুষের জলযুদ্ধের আশা আব নাই। তাহাদের যে সকল জাহাজ লোহিত সমুদ্রে অন্যান্য জাহাজ আটক করিতেছিল, তাহাও তাহাদের বন্ধ করিতে হইল। ইংলণ্ড অতিশয় আপত্তি করায় রুষ-সম্রাট তাঁহার জাহাজ গুলিকে দেশে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা দিলেন। এখন জাপান একরূপ সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলযুদ্ধে মনোযোগী হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেনাপতি কুরোকি জুসুলিংজু ও যাংজুলিং অধিকার করিয়াছেন ;—সেনাপতি নজু তামুচানে আসিয়াছেন। সেনাপতি ওকু হাইচেং দখল কবিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনেই এই সকল স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। জাপান হইতে বহু নূতন সেনা আসিয়া তিন দলে যোগদান কবিতেছে। আহত ও বন্দীদিগকে জাপানে প্রেরিত হইতেছে। পশ্চাতে সকল স্থানই তাঁহারা সুদৃঢ় করিতেছেন। তাঁহারা তিনজনে লিওযাংয়ের মহাযুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। লিওযাংয়ের চারি পার্শ্বে কি ব্যাপার হইবে,—তাহা তাঁহারা বিশেষ অবগত ছিলেন। সুতরাং এ যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুত না হইয়া, তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন না। তাহার উপর এই তিন সপ্তাহ দিবারাত্রি অজস্র বৃষ্টি হইতেছে ;—চারিদিকে কর্দ্দম পূর্ণ ;—অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে! লিওযাংয়ের চারিদিকে চীনেদিগের ভুট্টাক্ষেত্র। সেই সকল ক্ষেত্রে ভুট্টা গাছ মাথা ছাড়াইয়া রহিয়াছে ;—তাহার উপর পাহাড় পর্ব্বত খাদ,—উচ্চ নিম্ন স্থান,—রুষের দুর্ভেদ্য দুর্গের কথাইতো নাই! কুরোপাট্‌কিনের অধীনে অন্ততঃ দুই লক্ষ সেনা ও পাঁচ শত

কামান আছে! রুষগণ প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে তিনটী নদী,—মধ্যে তিনটী সুদৃঢ় দুর্গ। একটী দুর্গে ১২০টা কামান ও ৬০ হাজার সেনা আছে—ইহা টাংহো দুর্গ নামে খ্যাত। দ্বিতীয় দুর্গেব নাম কাওফেংসু,—এখানেও এইরূপ কামান ও সেনা আছে। তৃতীয় দুর্গেব নাম আন্‌সান্‌চান,—ইহাব চাবিদিকে পাহাড় থাকায় ইহা আরও দুর্ভেদ্য হইয়াছে। এখানেও পূর্ব্বরূপ সেনা ও কামান আছে। তিন জাপানী সেনাপতির অধীনে প্রায় দুই লক্ষ সেনা ছিল। জাপানিগণ বলেন যে তাঁহাদেব সঙ্গে ছয় শত কামান ছিল, কিন্তু রুষদিগের ৫৭০টা কামান ছিল। ২৩শে আগষ্ট তারিখে জাপানেব এই বৃহৎ বাহিনী লিওযাংয়ের দিকে অভিযান করিল।

সম্মুখে রুষগণ ৪০ মাইল বিস্তৃত হইয়া আছে। এই ৪০ মাইল স্থান বেড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ কবিতে হইবে। তিন সেনাপতি তাঁহাদের অগণিত সেনা নয় দলে বিভক্ত কবিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা তিন দিক হইতে লিওযাং অধিকার করিতে চলিলেন। অন্যদিকে লিওযাংয়ের পশ্চাতেও তাঁহাবা সেনা পাঠাইলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়,—সেই দিক হইতে রুষগণকে ঘেরাও করিতে পারিলে, তাহাবা আর মুক্‌ডেনে পশ্চাৎ-পদ হইতে পাবিবে না। যুদ্ধে পবাজিত হইলে কুরোপাট্‌কিনকে বাধ্য হইয়া তখন আত্মসমর্পণ কবিতে হইবে। তাহা হইলেই এ যুদ্ধের শেষ হইয়া যাইবে! তাঁহারা এ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

কুরোকি তাঁহার সেনাদলকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া, ২৩ শে আগষ্ট কাওফেংসু ও টাংহো দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। বামদল টাংজুলিং হইতে বহির্গত হইয়া রুষের সম্মুখস্থ সেনা তাড়াইয়া লইয়া অগ্রসর হইল! জাপগণ সেই দিন কয় মাইল মাত্র গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

দক্ষিণ দল ২৫শে অগ্রসব হইয়া ২৬শে প্রাতে হান্‌সালিং নামক স্থানে উপস্থিত হইল! মধ্য দল ২৫শে বহির্গত হইয়া চারি মাইল অগ্রসর হইযা এক ভুট্টা ক্ষেত্রে রাত্রি যাপন কবিল। এক্ষণে কুরোকির সেনাদল রুষেব কাওফেংসু ও টাংহো দুর্গ—আক্রমণ করিবাব জন্য প্রস্তুত হইল। ১০ মাইল বিস্তৃত হইয়া রুষগণ এই দুই স্থান রক্ষা কবিতেছিল।

বাত্রি ৩টার সময় মধ্যদলের পদাতিকগণ রুষগণকে আক্রমণ কবিল,—রুষগণ দুর্দ্দমনীয় জাপগণকে কিছুতেই প্রতিবন্ধক দিতে পাবিল না,—তাহাবা হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। রুষগণ পাহাড়েব উপব তিন স্তবে ছিল,—প্রথম স্তব হটিলেও পবেব দুই স্তব ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তববাবি ও বেয়নেটের দ্বারা হাতাহাতি যুদ্ধ হইতে লাগিল, উভয় পক্ষেই বহু হত আহত হইল,—তাহাব উপর রুষগণ পাহাড় হইতে গোলা চালাইতেছিল, সুতবাং জাপগণকে প্রায় হটিতে হয়, এরূপ অবস্থা হইযা আসিল। জাপানিগণ তাহাদেব কামানের গোলা উপরে চালাইতে পারিতেছিল না,—ইহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল, যাহাই হউক অবশেষে জাপগণেরই জয় হইল। রুষগণ পাহাড় ও দুর্গ ত্যাগ কবিয়া হটিয়া গেল। একজন দর্শক এই যুদ্ধের নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"জাপানী পদাতিকগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রুষদিগের দিকে অগ্রসব হইল। যেখানে একটু আশ্রয স্থান পাইতেছে, সেইখানে সকলে জমিতেছে, আবার সুবিধা পাইলেই পাহাড়ের দিকে ছুটিতেছে,—এইরূপে তাহারা পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় রুষের গোলা গুলি আসিবার সুবিধা ছিল না। আর একটী পর্ব্বত হইতে দুই তিন জনে, সারি সারি জাপগণ ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে রুষগণ অজস্র বন্দুক চালাইতে লাগিল,—জাপগণও নীরব রহিল না। তাহারা তাহাদের

হাত অবাধে চালিত করিতে পারিবে বলিয়া, কোট সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। প্রথমে জাপানিগণ রুষের কামান কোথায় স্থাপিত আছে, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; এক্ষণে উভয় দলের গোলা উভয় দলের গোলন্দাজদিগের উপর পড়িতে লাগিল। চারিদিকে মহাশব্দ,—মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ ঝকিতেছে,—ভয়াবহ গোলা যেখানে পড়িতেছে, সেখানে আর কিছুই থাকিতেছে না! এইরূপে গোলাগুলির ভিতর দিয়া জাপগণ অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে জাপানিগণ লুকাইয়া ভু ট্টাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া দুইটা কামান আনিয়া রুষ-পদাতিকদিগের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। আর রুষগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। শত শত রুষদিগের শ্বেতনিশান পর্ব্বতের উপর উত্থিত হইল। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর একজন জাপানী জাপানের জয়-পতাকা প্রথিত করিল। চারিদিক "বানজাই" ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল! রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পাহাড়ের অপরদিকে প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। জাপানিগণ তাহাদের গোলা এই পলাতকদিগের উপর নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। রুষগণও দূর হইতে পাহাড়ের উপর ভয়াবহ গোলা নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল।"

অনেক রুষই আত্মসমর্পণ করিল না। যাহারা পলাইতে পারিল, তাহারা পলাইল;—যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা লড়িতে লড়িতে প্রাণ দিল। জাপানী মধ্যদল কেবল তিন জন রুষকে বন্দী করিতে সক্ষম হইলেন। জাপগণ তাঁহাদের মধ্যদলের প্রায় ৬০০ শত সেনা এই যুদ্ধে হারাইলেন। একদল সেনার ১৬জন সেনাধ্যক্ষ হত হইলেন।

যখন মধ্যদল এই যুদ্ধ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কুরোকির অপর দুই দলও রুষকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু এই দুই দল রুষকে সেদিন স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইল না। বৈকালে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। ইহাতে চারিদিকে

এমনই অন্ধকার হইয়া গেল যে উভয় পক্ষেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। কুরোকি নিজ রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—"আমাদের মধ্যদল শত্রুকে বিতাড়িত করিয়াছে,—কিন্তু অপর দুইদল তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই।"

রাত্রে আবার জাপগণ রুষদিগকে আক্রমণ করিল। কুরোকি লিখিয়াছেন, "জ্যোৎস্না থাকায় শত্রুগণ আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভয়াবহ গোলাগুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা পর্ব্বত হইতে অনেক বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিল। ইহাতে আমাদের অনেক সেনা হত আহত হইয়াছে,—কিন্তু আমার সেনাগণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হয় নাই,—তাহারা পাহাড়ের উপর উঠিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছিল। রুষগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারে নাই।"

এই রাত্রে রুষগণও দুই তিনবার জাপানিগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জাপগণ অনায়াসে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ২৭শে প্রাতে জাপানিগণ সমস্ত পাহাড় দখল করিয়া, তাহার উপর তাহাদের কামান টানিয়া তুলিলেন। এখন রুষগণ পাহাড়ের নিম্নে নদীর তীরে আসিয়া সমবেত হইয়াছে,—তাহাদের উপর এক্ষণে অগণিত জাপানী গোলা পড়িতে লাগিল। আর তাহাদের এখানে তিষ্ঠিবার উপায় নাই। কিন্তু চারিদিক কুয়াসায় পূর্ণ,—কিছুই ভাল দেখা যায় না,—পথ চলাচলের উপায় নাই,—তবু কুয়াসার সুবিধা পাইয়া রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। জাপানিগণও এই কুয়াসার অন্ধকারে রুষদিগের পলায়নের পথের পশ্চাতে কতকগুলা কামান স্থাপিত করিলেন।

যতই বৈকাল হইতে লাগিল, ততই কুয়াসা সরিয়া যাইতে লাগিল। তখন দেখা গেল যে সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া দূরে শত্রুগণ চলিয়া যাইতেছে। জাপানিগণের গোলা তাহাদের মধ্যে গিয়া পতিত হইতেছে,—এই সকল ভীষণ গোলা তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে! কোন

সময় সহসা চারিদিক একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন সম্মুখে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল।

সম্মুখে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ। সেই পথের পরেই বিস্তৃত উপত্যকা। উপত্যকা ভেদ করিয়া টাংহো নদী প্রবাহিত,—দূরে হাজার হাজার তাম্বু;—পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের পথে অতি বিস্তৃত মালপত্র সাজ সরঞ্জামাদির গাড়ী সকল লাইনবন্দি হইয়া চলিয়াছে। রুষগণ তাম্বু সকল তাড়াতাড়ি নামাইয়া বড় বড় গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে! সম্মুখে নদীর উপরস্থ পোলের দিকে অসংখ্য রুষ-পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী সাজ সরঞ্জামের গাড়ী লইয়া চলিয়াছে;—রুষগণ স্বদলে পশ্চাৎপদ হইতেছে! তাড়াতাড়ি নদীর পর পারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে!

এই সকল সৈন্যের উপর জাপানের কামান সকল অবিরত ধারে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের বামে ও দক্ষিণে যে দুইদল সেনা ছিল, তাহারাও পলাতক রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। তাহাদের কামানের ভীষণ শব্দ ও গোলার ধূম চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। এই সময় শত-সহস্র রুষ-বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। জাপ-পদাতিকগণও পলাতক রুষের পশ্চাতে গিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। এই সময়ে রুষের কয়েকটা কামান গর্জ্জিল। তখনও রুষের অনেক সেনা ও মালপত্র পোল পার হইতে পারে নাই। জাপগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া রুষগণ কয়েকটা কামান তাহাদের আক্রমণে নিযুক্ত করিল।

কিন্তু সম্মুখে পাহাড় থাকায় উভয় পক্ষের গোলায় কত হত আহত হইতেছিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যার সময় রুষ অশ্বারোহীগণ ঘোড়া সাঁতারাইয়া পরপারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিল। পাহাড়ের নদীর ভয়ানক তোড়,—অনেকে পার হইতে পারিল না;—অনেকে ঘোড়া সহ ভাসিয়া গেল! অনেকে ডুবিয়া মরিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক পূর্ণ হইলে, সেই অন্ধকারে অন্ধকারে রুষগণ

পর পারে চলিয়া গেল। তাহাদের এই পলায়নে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। তাহাতেই বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে তাহাদের এই পশ্চাৎপদ হইবার বন্দোবস্ত ছিল। যাহাই হউক, ২৮ শে আগষ্ট কুরোকির সেনার অধিকাংশ টাংহো নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

টাংহো তীরে।

সম্মুখে ছয়শত হস্ত বিস্তৃত টাংহো নদী,—অতি প্রবল বেগে ছুটিতেছে। বলা বাহুল্য রুষগণ তাহাদের পন্‌টুন-পোল পর পারে তুলিয়াছে। নদীর পর পারে বড় বড় উচ্চ পাহাড়;—সেই পাহাড়ের গায় সারি সারি চারিদিকে রুষ-সেনার গর্ত্তের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে হাজার হাজার রুষ নীরবে বসিয়া আছে। জাপগণ নদী পার হইবার চেষ্টা পাইলেই তাহারা গুলি চালাইতে আরম্ভ করিবে! এ পারে জাপানিগণ তাহাদের কামান স্থাপিত করিবার জন্য উচ্চ স্থান পাইল না;—কাজেই তাহাদিগকে কয়েকটা কামান টানিয়া নদীর দিকে আনিতে হইল। বেলা আটটার সময় এই সকল কামানের গোলা রুষের বিস্তৃত গর্ত্তের উপর পড়িতে লাগিল। তখন রুষগণ এই সকল গর্ত্ত ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পশ্চাতস্থ ভুট্টা ক্ষেতে নামিয়া পড়িল;—তৎপরে তাহারা আবার সম্মুখস্থ পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। একজন সংবাদদাতা এই লজ্জাকর দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন, "রুষের এইরূপ পলায়নে সমস্ত শ্বেত জাতির মুখে কালি পড়িল।"

চারিদিক হইতে এই সকল পাহাড়ের উপর জাপানী গোলা পড়িতে লাগিল, তাহাতে অনেক রুষ পলাইতে পলাইতে প্রাণ দিল। জাপগণ

অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ গোলা চালাইয়া, পরে নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গলা পর্য্যন্ত জল উঠিল,—তাহারা মস্তকের উপর স্ব স্ব বন্দুক তুলিয়া পর পারে যাইতে লাগিল। কয়েকজন প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল,—অনেকে আহতও হইল, কারণ দূর হইতে রুষগণ তাহাদের উপর গুলি চালাইতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাহারা এই স্থানে গোলা চালাইতে পারিল না,—নতুবা জাপানিগণের আরও অনেক হত আহত হইত!

এইরূপে তিন দল নদী পার হইয়া পাহাড়ের পথে শত্রুদিগের দিকে চলিয়া গেল। ২৮ শে আগষ্ট রাত্রে কুরোকির তিনদল সেনাই টাংহো নদীর বাম তীবে আসিল। তাঁহার দক্ষিণ দলও অন্যদিকে টাংহোর তীরে উপস্থিত হইয়াছে। রুষগণ লিওযাংয়ের পথ ধরিয়াছে,—সুতরাং কুরোকি এই সহরের দিকে আবও অগ্রসর হইয়াছেন,—তাঁহার দক্ষিণ দলও আরও অগ্রসর হইয়াছে;—তাহারা লিওযাংয়ের পশ্চাতে গিয়া রুষগণেব মুক্‌ডেনে পলায়নপথ রোধ করিবে, ইহাই উদ্দেশ্য,—কুরোকির সে উদ্দেশ্য সফল হইবার উপক্রম হইল।

ওকু ও নজু এ সময়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখে বহু রুষ-সেনা অবস্থিত আছে;—তাঁহাদের পশ্চাতে রুষের দুর্ভেদ্য আন্‌সান্‌সান্‌ দুর্গ। ২৫শে তারিখে ওকু তাঁহার সেনা বহু দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে হাইচেং-লিওযাংয়ের রাস্তার পশ্চিম দিক দিয়া লইয়া চলিলেন। নজুও সঙ্গে এই রাস্তার পূর্ব্বদিক দিয়া অগ্রসর হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে নজু একদিকে কুরোকি ও অপরদিকে ওকুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ওকু ও কুরোকি ধীরে ধীরে রুষগণকে লিওযাংয়ে বেষ্টন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন,—তাহাই তাঁহারা বড় বড় যুদ্ধ জিতিয়া রুষগণকে ক্রমে পশ্চাৎপদ করিয়া লইয়া যাইতেছেন,—নজু সেরূপ কিছুই করিতেছিলেন না। তিনি প্রয়োজন মত একবার ওকুর

সাহায্যে যাইতেছিলেন,—একবার কুরোকির সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে টাকুসান্ বন্দর আছে,—তথায় ধারাবাহিকরূপে জাপান হইতে জাহাজপূর্ণ সেনা, রসদ ও সরঞ্জমাদি আসিতেছে,—নজু তাহা আবার ওকু ও কুবোকির সেনায় চালান দিতেছেন। দুইজন দুই পার্শ্বে লড়িতেছেন,—নজু মধ্যে থাকিয়া দক্ষিণ বাম হস্তে দুই জনকে সাহায্য করিতেছেন,—দুই সেনাদলে গুলি, গোলা ও রসদ যোগাইতেছেন। ওকুর কোন দিকের সেনা দুর্ব্বল হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বল দিতেছেন। আবার কুবোকির প্রয়োজন হইলে, তিনি তাঁহার দিকে ছুটিতেছেন! এরূপ সুবন্দোবস্ত আর কোন যুদ্ধে হয় নাই!

ওকু তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণকে আক্রমণ কবিলেন। ২৬ শে তারিখে একঘণ্টা ধরিয়া ভয়াবহ যুদ্ধ চলিল,—তৎপরে রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া আন্সান্সান দুর্গে প্রবেশ করিল। এই সকল দুর্গ সাধারণ দুর্গেব ন্যায় নহে। একটা বিস্তৃত পাহাড় বা অন্য কোন স্থান সুদৃঢ় ভাবে বক্ষা কবা হইয়াছে। উপরে সারি সারি কামান আছে,—পাহাড়ের গায় স্তরে স্তরে দীর্ঘ ও বিস্তৃত গর্ত্ত, তাহার ভিতব পদাতিকগণ বসিয়া আছে,—দুই পার্শ্বে বৃক্ষের অন্তরালে অশ্বারোহিগণ দণ্ডায়মান,—নিম্নে "মাইন" ও তারেব বেড়া। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল,—কিন্তু তবুও রুষগণ এক পদও নড়িল না,—পরদিন জাপগণকে প্রাণপণে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পর দিন সহসা সেনাপতি কুবোপাট্‌কিন আজ্ঞা দিলেন, "আনসান্-সান্ পরিত্যাগ করিয়া সুসান পাহাড়ে চলিয়া আইস।" সুসান পর্ব্বত আন্সান্সান্ অপেক্ষাও ভীষণভাবে সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। তাহাই কুরোপাট্‌কিন আন্সান্সান্স্থ রুষগণকে এইস্থানে চলিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি সম্প্রতি পশ্চিমে টাংহোতীরে কুরোকির হস্তে পরাজিত হইয়াছেন,—এত শীঘ্র আবার ওকুর নিকট পরাজিত হইতে ইচ্ছুক নহেন!

কিন্তু এ আজ্ঞায় তাঁহার সেনাগণ সন্তুষ্ট হইল না! তাহারা যুদ্ধের প্রথম হইতেই কেবল পশ্চাৎপদ হইতেছে। তাহাদের সেনাপতির কি উদ্দেশ্য, তাহা তাহারা অবগত নহে। তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না,—তাহারা সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে;—সহসা এই আজ্ঞা! ইহাতে যে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উপায় নাই। ২৭শে দুই প্রহরের সময় তাহারা আন্‌সান্‌সান্‌ ত্যাগ করিয়া চলিল। যাইবার সময় ষ্টেসনে আগুন জ্বালাইয়া দিল! রেলের পোলও ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কিন্তু জাপানিগণ তাহাদিগকে সহজে ছাড়িল না। তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। নজুও এই সময়ে অপর দিক হইতে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন।

কেবল ইহাই নহে,—এই সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথে হাঁটু সমান কর্দ্দম। এই ভীষণ কাদায় অতি গুরুভার কামানের গাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য! এক দল রুষের কামানের গাড়ী গভীর কাদায় বসিয়া গেল;—তাহাদের চাকা একেবারে ডুবিয়া গেল। তখন সেনাপতি রুস্কভস্কি সসৈন্যে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আটক রাখিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রুষগণ কামান টানিয়া অগ্রবর্ত্তী হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। এমন কি এক একটা কামান ২৪টী অশ্ব ও অসংখ্য সৈন্য টানিতে লাগিল,—কিন্তু কিছুতেই তাহারা কাদা হইতে কামান তুলিতে পারিল না। এদিকে জাপানিগণ দলে দলে আসিয়া আক্রমণ করিতেছে,—অনেক রুষ আহত হইতেছে,—এমন কি তাহাদের সেনাপতিও আহত হইলেন,—তখন রুষগণ কামান পরিত্যাগ করিয়া রণে ভঙ্গ দিল। জাপানিগণ রুষের এই সমস্ত কামান লাভ করিলেন।

২৮শে তারিখে সেনাপতি ওকুর সেনাদল লিওযাং হইতে দক্ষিণে ও

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১২ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ওদিকে কুরোকি ও নজু আরও অগ্রসর হইয়াছেন। রুষগণ লিওযাংয়ের বাহিরে যেখানে যেখানে ছিলেন, তথা হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া লিওযাংয়ের চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন!

প্রতি পক্ষেই তুই সহস্রের অধিক সেনা হত আহত হইয়াছে! টাংহো যুদ্ধে পলায়ন ও আন্সান্সান্ পরিত্যাগ করা রুষের প্রশংসার কথা নহে। একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "টাংহো যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাগণ পশ্চাৎপদ হইয়া লিওযাংয়ে আসিলে, রুষ-সৈন্তাধ্যক্ষগণ ক্রমান্বয় সুরা গলায় ঢালিতে আরম্ভ করিলেন।" রুষের সেনা-নায়কগণ যে নিতান্ত বাবু ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিলেন,—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রুষের প্রতিপদে পরাজয়েব ইহাই একটী মুখ্য কারণ।

এইরূপ তিন দিন ক্রমান্বয় যুদ্ধের পর জাপানিগণ এতদিনে রুষের প্রধান শিবির লিওযাংয়ে উপস্থিত হইলেন। এতদিনে তাঁহারা রুষকে মহাসমরে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিলেন। এই যুদ্ধেই উভয় পক্ষের জয় পরাজয় স্থির হইয়া যাইবে! সমস্ত পৃথিবী উৎসুক,—সমস্ত এসিয়াখণ্ড উদ্গ্রীব,—জগৎ স্তম্ভিত! এই মহাসমরে কে হারিবে—কে জিতিবে,—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লক্ষ কণ্ঠে এই প্রশ্ন হইতে লাগিল!

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রথম দিনের যুদ্ধ।

লিওযাং বৃহৎ সহর,—এখানে বহু বড় বড় অট্টালিকা,—অনেক ধনী চীনে ভদ্রলোকের এখানে বাস। এতদ্ব্যতীত প্রায় ষাট হাজার অন্যান্য লোক এখানে বাস করিত। এখান হইতে কোরিয়া দেশ পর্য্যন্ত এক পথ,—অপরদিকে পোর্টআর্থার পর্য্যন্ত পথ থাকায় এখানে বহু বাণিজ্য কার্য্য

চলিত! কিন্তু দাল্‌নিয়াতে লিওযাং রুষ-সেনার প্রধান শিবির হওয়ায়, ইহা এক্ষণে সহস্র সহস্র রুষ-সেনায় পূর্ণ হইয়াছে। রেল-ষ্টেসনের চারিদিকে এক্ষণে হাঁসপাতাল, গুদাম, বারুদঘর, অস্ত্রাগার, সেনা-নিবাস প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সর্ব্বদাই এক মহা গোল উঠিতেছে,—লোকের কোলাহলে কাণ পাতা যায় না। হাজার হাজার কুলি কাজ করিতেছে।

সহরে রুষগণ এক সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ ইংরাজি বাদ্য বাজে। রুষ-পল্লিতে সুন্দর সুন্দর বাড়ী,—বহু হোটেল, থিয়াটার,—শ্যাম্পেন ও ভডকা নামীয় সুরায় লিওযাং প্লাবিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাবুগিরি ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ হইতেছে।

কুরোপাট্‌কিন আসিয়া ইহার কতকটা প্রতিরোধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অভ্যাস একদিনে নষ্ট হয় না। আর সেনাপতি স্বচক্ষে সকলের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারেন না,—এখনও উচ্ছৃঙ্খলতা অতি প্রবল বেগে চলিতেছে!

সেনাপতি এই কয়মাসে সহরের চারিদিকে ভীষণ দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন;—এই সহর এক্ষণে একরূপ সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! সহর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছয় মাইল দূরে ৯০০ শত ফিট উচ্চ একটী পাহাড় আছে,—এই পাহাড়ের নাম সুশান। সুশান হইতে পর্ব্বত শ্রেণী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে তাইসি নদীর সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত পাহাড় শ্রেণীর উপর শত শত কামান স্থাপিত হইয়াছে,—"মাইন," গর্ত্ত, তারের বেড়ারতো কথাই নাই। সুসান পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর দেখা যায়। তথা হইতে শত্রুর আগমন অতি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে, সুতরাং এখান হইতে সেনাপতি যাহাতে কামানে কামানে সংবাদ পাঠাইতে পারেন,—সেই জন্য চারিদিকে টেলিফোঁ স্থাপিত করিয়াছেন।

পাহাড় শ্রেণীর সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। এই সকল মাঠ এখন শস্তে পূর্ণ,—মধ্যে মধ্যে চীনেদিগের দুই চারিখানি ক্ষুদ্র গ্রামও আছে। সুসান পর্ব্বতের সম্মুখে একটী প্রাচীর বেষ্টিত অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম। রুষগণ এই গ্রামের প্রাচীরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়াছে,—তাহারা ছিদ্রের ভিতর দিয়া শত্রুর প্রতি গুলি চালাইবে।

সহরের চারিদিকেই এইরূপ দুর্গশ্রেণী। পাহাড়ের গায় স্তরে স্তরে দীর্ঘ গর্ত্ত,—সহস্র সহস্র সেনা এই সকল গর্ত্তের ভিতর হইতে শত্রুর প্রতি গুলি বৃষ্টি করিতে পারিবে। কোনদিক হইতেই কাহারও সহরে প্রবেশের সাধ্য নাই!

২৯শে আগষ্ট ওকু লিওযাং আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখস্থ রুষের সহিত মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে নজুও অগ্রসর হইয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন,—কিন্তু উভয়েই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত নহেন,—কারণ কুরোকি এখনও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার যে সেনাদল রুষের পলায়ন-পথ রোধ করিতে গিয়াছে, তাহারা এখনও যথাস্থানে উপস্থিত হয় নাই! নজু তাঁহার কতক সৈন্য কুরোকির সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তাহারা উত্তরদিকে যাত্রা করিয়াছে!

যে দিনের জন্য জাপানিগণ এই ছয়মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, অবশেষে সেই দিন আসিল। ৩০শে আগষ্ট সেনাপতি ওকু ভোর পাঁচটার সময় তিন দলে সেনা বিভাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে বড় বড় ভুট্টার গাছ,—তাহার অন্তরালে থাকিয়া জাপানিগণ নীরবে নিঃশব্দে চলিল। দুই ঘণ্টা পরে রুষগণ জাপানী সেনা দেখিতে পাইয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ দিক হইতে নজুর সেনাদলও গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল,—কিন্তু জাপানিগণের উপর অবিরত রুষ-গোলা পতিত হওয়ায়, তাহাদের বহু সেনা হত আহত হইয়া ভুট্টাক্ষেত্রে রহিল তবুও ওকু দমিলেন না,—অগ্রসর হইলেন।

ক্রমে তিনি .সুসান পাহাড়ের নিকটস্থ হইলেন,—তখন উভয় দলে ভীষণ গোলা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাপানিগণ রুষের কামান কোথায় স্থাপিত আছে, তাহা ধরিতে পারিতেছিলেন না ;—কিন্তু তাঁহাদের কামানের ধূম ভুট্টাক্ষেতের উপর দেখিয়া রুষগণ অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাদের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। ১৬০টা জাপানী কামান হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া সুসান পর্ব্বত চষিয়া ফেলিতেছিল। সেনাপতি ষ্টাকেলবর্গের নিকটে একটা গোলা পড়িয়া তাঁহাকে আহত কবিল। কিন্তু তিনি আহত অবস্থাতেও সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

যখন দুই পক্ষে এইরূপ গোলা-যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে জাপানের পদাতিক সেনা দলে দলে পাহাড়েব দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহা-দেব উপব আজ্ঞা যে তাহাবা সন্ধ্যা হইলে তবে পাহাড় আক্রমণ করিবে! এদিকে তাহাদেব প্রতিরোধ করিবার জন্য রুষগণ তাহাদের পদাতিক সেনাগণকে অগ্রবর্ত্তী করিলেন। সেনাপতি মিসিচেনকো কসাক-সেনা লইয়া সজ্জিত হইলেন,—জাপগণ অগ্রসব হইয়া নিকটস্থ হইলেই তিনি তাঁহাব কসাক-সৈন্য লইযা ভীম পবাক্রমে তাহাদেব উপব পতিত হইবেন!

এক এক দলে বাব জন,—এইরূপ সজ্জায়,—জাপগণ অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে পাহাড়ের নিকটস্থ হওয়া অসম্ভব। গ্রামের প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে ও পাহাড়ের উপরস্থ গর্ত্ত হইতে সহস্র সহস্র রুষ-বন্দুক গর্জ্জিল—শত শত জাপ ধবাশায়ী হইল,—তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া ভুট্টাক্ষেত্রে আশ্রয় লইল। এইরূপ সমস্ত দিন ধবিয়া যুদ্ধেও জাপানিগণ অগ্রসর হইতে পারিল না,—তাহাদের ১৬০টী কামানও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না,—এতদিনে এই প্রথম জাপানিগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎপদ হইল।

সে দিন রুষগণ একটি বেলুন আকাশে তুলিল। বেলুনস্থ লোক ভুট্টাক্ষেত্রের ভিতর জাপানিগণ কোথায় কামান রাখিয়াছে,—কোথায়

কি যুদ্ধসজ্জা করিয়াছে,—তাহা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল,—সে তাহা আবার টেলিফোঁতে সেনাপতিকে সংবাদ দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বেলুনটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল,—সেই দড়িব ভিতরে টেলিফোঁর তার ছিল। ওকু এই বেলুনের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "এই বেলুনের জন্ম আমাদের যুদ্ধ-সজ্জা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।"

রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জাপানিগণ আপাদ মস্তক ভিজিয়া ক্লান্ত পবিশ্রান্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। তাহাদেব শত শত সেনা যুদ্ধে হত আহত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা লিওযাং দুর্গেব নিকট অগ্রসব হইতে পারে নাই। ওকু বিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে ভাল বাস্তা না থাকায়, তিনি তাঁহার কামান ইচ্ছামত স্থাপিত করিতে পাবেন নাই;—তাহাই তাঁহার এই পরাজয়! ইহাকে ঠিক পরাজয় বলা যায় না,—তবে দুর্দ্দমনীয় জাপান প্রথম আজ রুষ কর্ত্তৃক প্রতিবোধ পাইলেন। আজ রুষেরা তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিল না!

কিন্তু ওকু হতাশ হন নাই;—তিনি ভীম পরাক্রমে রাত্রে আবাব রুষদিগকে আক্রমণ করিবেন! রাত্রে সেই আক্রমণ কি ভাবে হইবে,—তাহারই আলোচনা হইতে লাগিল। ওকু রাত্রে সমস্ত ঠিক করিয়া পর দিন রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আবার রুষের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা নিম্নে তাঁহারই স্বলিখিত রিপোর্টের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।



চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দিন।

"৩১শে আগষ্ট রাত্রি ৩ টার সময় আমাদের পদাতিকগণ শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। প্রায় ভোর রাত্রে তাহারা একটা পাহাড় অধিকার করিল,—কিন্তু শত্রুগণ তাহাদিগকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করায়, তাহারা বাধ্য হইয়া পাহাড় ত্যাগ করিল। তাহাদের অনেকেই হত আহত হইল! আমাদের দক্ষিণ দলও দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু সম্মুখ হইতে শত্রুগণ এমনই গোলাগুলি চালাইতে আরম্ভ করিল যে তাহারা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না ;—পাহাড়ের নিম্নে তাহারা শুইয়া পড়িতে বাধ্য হইল,—আর উঠিতে সুযোগ পাইল না। আমাদের দ্বিতীয় দল রাত্রি একটা পর্য্যন্ত শত্রুগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে প্রায় রুষগণের নিকটস্থ হইল। উপর হইতে শত্রুগণ তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত গোলা চালাইতেছিল,—তাহাদের অনেকেই হত আহত হইল,—কিন্তু তবুও তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে আমাদের পদাতিকগণ দলে দলে আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামানও শত্রুর উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল,—কিন্তু তবুও তাহারা কিছুতেই শত্রুদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না।"

নজুর সেনাও রুষগণকে অপর দিকে আক্রমণ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে একজন সংবাদদাতা বলেন :—"এই স্থানটা একটা গড়ানে পাহাড় ; —এই পাহাড়ের গায় রুষ উপরে উপরে তিন স্থানে দীর্ঘ গর্ত্ত খোদিত করিয়া হাজারে হাজার বন্দুক লইয়া বসিয়া ছিল। তাহার পর পাহাড়ের নিম্নে দশ ফুট দীর্ঘ তারের বেড়া,—এই সকল বেড়ার ভিতর অসংখ্য

গভীর গর্ত্ত,—প্রত্যেক গর্ত্তের ভিতর শাণিত বল্লম মুখোত্তোলিত করিয়া আছে। এই সকল গর্ত্তে পড়িলে কাহারই আর রক্ষা নাই! পাহাড়ের উপর সারি সারি কামান স্থাপিত—তাহাদের পার্শ্বেও দীর্ঘ গর্ত্ত ও গর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য বন্দুকধারি সেনা! নজুর দুর্দ্দমনীয় বীবগণ বড় বড় খড়্গে তারেব বেড়া কাটিয়া এই পাহাড় অধিকার কবিল,—রুষগণ হঠিয়া গেল। কিন্তু পশ্চাতস্থ জাপানিগণ ইহা জানিতে পারিল না;—এই সকল গর্ত্তে এখনও রুষগণ আছে ভাবিয়া, তাহারা ইহাব উপব গোলা চালাইতে লাগিল। জাপানী গোলায় জাপানী মৃতদেহে গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল।

সকালে চাবিদিক বেশ পবিষ্কার হইল। উভয় পক্ষেই গোলা গুলি চলিতেছে,—ইহার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী পদাতিকগণ কামান লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহারা এক একটী খাদে আশ্রয় লইয়া রুষেব গোলা হইতে প্রাণ বক্ষা করিতেছে! কখনও তাহাবা শুইয়া পড়িয়া অতি সাবধানে অগ্রসব হইতেছে,—আবাব সুবিধা পাইলেই এক এক দলে বাব জন হইয়া ছুটিতেছে। কিয়দ্দূব গিয়া আবাব শুইয়া পড়িতেছে। তাহারা একবারও গুলি ছুড়িতেছে না,—তাহাদের পশ্চাতে এক দল সেনা শত্রুব প্রতি গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে!

সম্মুখস্থ পাহাড়েব উপর মুহুর্মুহুঃ জাপানী গোলা পতিত হইয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। রুষেব অসংখ্য বন্দুক হইতেও অনবরত সমভাবে অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। জাপগণ দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে তাহাদেব উপর আসিয়া পড়িতেছে। তাহাদেব তিন চাবিটা ভীষণ-"মাইন" ফাটিয়া চারিদিক ধূমে আচ্ছন্ন করিয়াছে,—অনেক জাপানী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবুও জাপানিগণ আসিয়া রুষের উপর পড়িতেছে,—রুষগণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না,—পাহাড়ের অপরদিক দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল,—তখন জাপগণ পাহাড়ে উঠিয়া তাহাদের উপর গুলি বৃষ্টি আরম্ভ করিল!

ইহাতেও জাপানের এই মহাযুদ্ধে জয় হইল না;—এরূপ একটী পাহাড় নহে,—পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণী ;—এরূপ অগণিত পাহাড় দখল না হইলে, জাপানের লিওয়াংয়ে উপস্থিত হইবার উপায় নাই। অদ্যকার যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জাপানিগণ আর কোন পাহাড় হইতেই রুষগণকে দূর করিতে পারিল না। তাহারা সহস্র সহস্র আগুয়ান হইল,—কিন্তু রুষের গোলা গুলিবৃষ্টির সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। পশ্চাৎপদ হইয়া ভুট্টাক্ষেতে আশ্রয় লইল,—এই চেষ্টায় শত শত যোদ্ধা প্রাণ দিল। উভয় পক্ষেই অবিশ্রান্ত ভাবে কামান চলিতেছে, রুষের গোলাতেও বহু জাপানী বীরশয্যায় শায়িত হইতেছে! কেবল যে জাপানিগণ রুষকে নানা স্থানে আক্রমণ করিতেছে, তাহা নহে,—সময় সময় রুষও জাপানিগণকে আক্রমণ করিতেছে। প্রায় দশ ক্রোশ পথ হত আহতে পূর্ণ হইয়া গেল। তবুও সেনাপতি ওকু রুষগণকে হটাইতে পারিলেন না।

তিনি প্রায় হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন,—কিন্তু তবু চেষ্টা ছাড়িলেন না। তাঁহার সেনাগণ দুই দিন দিনরাত্রি যুদ্ধ করিতেছে,—তাহাদের আহারের পর্য্যন্ত সময় নাই। সঙ্গে যে চাউল ছিল,—মধ্যে মধ্যে কেবল তাহাই তাহারা আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া লড়িতেছে! এরূপ দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব আর কোন জাতি কখনও দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ! ওকু সন্ধ্যার সময় আবার সসৈন্যে রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। চারিদিকে মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গেল। কত জাপানী রুষের তারের বেড়ার ভিতর প্রাণ হারাইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। তবুও একদল রুষের উপর গিয়া পতিত হইল। সেখানে যে কি হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। পরদিন দেখা গেল যে গর্ত্তে কোমর সমান রুষ ও জাপানী মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। আর যত দূর দৃষ্টি যায়,—কেবলই জাপানী মৃতদেহ পতিত ;—সে দৃশ্য বর্ণনাতীত।

সন্ধ্যার সময় রুষগণ দুইদল জাপকে ঘেরিয়া ফেলিল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। জাপগণ কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিল না, তাহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে করিতে বীর শয়ানে শায়িত হইল।

আর একস্থানে রুষগণ তাহাদের গর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, সেই সকল গর্ত্ত তৎক্ষণাৎ জাপগণ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতস্থ সেনাগণ মনে করিল যে রুষগণ তখনও তথায় রহিয়াছে,—তাহাই তাহারা এই সকল গর্ত্তের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে অন্ধকারে একদল জাপ-পদাতিক সঙ্গিন লইয়া গর্ত্তস্থিত জাপদিগকে আক্রমণ করিল; পরে তাহারা দেখিল যে তাহারা তাহাদের সঙ্গীগণকেই হত্যা করিয়াছে! সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না,— তাহারা সেই সকল মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল!

একস্থানে একদল রুষ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইল না,—তাহারা লড়িতে লড়িতে প্রাণ দিল,—উভয় পক্ষেরই বীরত্ব অনির্ব্বচনীয়!

যে সময়ে ওকু দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে নজুর একদল সেনার সাহায্য লইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন,—ঠিক সেই সময়ে কুরোকিও রুষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। নজু যেমন তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য ওকুর সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন,— তেমনই তাঁহার আর অর্দ্ধেক সৈন্য কুরোকির সাহায্যে পাঠাইয়াছিলেন। যাহাতে নজুর এই সেনাদল কুরোকির সহিত মিলিত হইতে না পারে, সেই জন্য রুষ-সেনাপতি বহু সৈন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন;—সঙ্গে ৫০।৬০টা কামানও চলিল। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ করিয়া নজু কুরোকির দলে মিলিলেন। এক্ষণে জাপানের দুই সেনা মিলিত হওয়ায়, রুষগণ আর তাহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—তাহারা লিও-য়াংয়ের দিকে পশ্চাৎপদ হইল! কুরোকি একদল সেনা রুষ-সহরের



[illegible]

[[illegible] পৃষ্ঠা]

[illegible] Calcutta

পশ্চাৎদিক বেষ্টন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া, লিওয়াং অভিমুখে চলিলেন।

তিনি ৩১শে তারিখে তাইসি নদী পার হইয়া সসৈন্যে অপর পারে আসিলেন। এখান হইতে লিওয়াং সহর বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁহার সেনাদলস্থিত একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "আমরা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলাম যে এক বিস্তৃত উপত্যকা দূর বালুকাময় গোবি মরুভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের পদনিম্নে তাইসি নদী খরবেগে ছুটিতেছে। সম্মুখে কেবলই শ্যামল শস্যক্ষেত্র,—তাহারই তীরে লিওয়াং সহর অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র নদী প্রায় এই সহর বেষ্টন করিয়া ছুটিতেছে। সহরে অসংখ্য গৃহ,—ছোট বড় অট্টালিকা। ইহাদের সকলকে ছাড়াইয়া এক প্যাগডা-মন্দির মস্তক উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের অষ্ট অবতারের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সহরে অনেক বৃক্ষ দেখা যাইতেছে,—তৎপরে হারের ন্যায় রেললাইন বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সহরের পশ্চিমে মরুভূমির ন্যায় বিস্তৃত প্রান্তর। পূর্ব্বদিকে ক্রমান্বয় পাহাড়শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে,—দক্ষিণেও তাহাই। জাপগণ ভীম পরাক্রমে এই সকল পাহাড় অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু এক পদও রুষগণকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই!

"সমস্ত পাহাড়শ্রেণী সহস্র সহস্র রুষ-সেনায় পূর্ণ,—সহর যেন ঘোর নীরব, নিস্তব্ধ। উপত্যকা ও পাহাড়ের পশ্চাতে অসংখ্য রুষের কামান দৃষ্টি গোচর হইতেছে! সহরের পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে অগণিত জাপান সেনা! তাহারা বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে! তাহারা এই সহরের তিন দিক বেষ্টন করিয়াছে! উত্তর দিক কুরোকি নিশ্চয়ই বেষ্টন করিয়া রুষের পলায়নের উপায় রাখিবেন না।"

"আজ জাপগণ একরূপ পরাভূত হইয়াছে সত্য,—কিন্তু তাহারা

একেবারেই হতাশ্বাস হয় নাই! তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহারা রুষগণকে এই সহরেই সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিবে। যথার্থই জাপান অতি সুন্দর সুশৃঙ্খলার সহিত এই মহাযুদ্ধসজ্জা করিয়া লিওয়াং বেষ্টন করিতেছেন। এখান হইতে কুরোপাট্‌কিন যদি রুষ বাহিনী রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতি বিচক্ষণ যোদ্ধা না বলিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না।”

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় দিন।

এক্ষণে কুরোপাট্‌কিন বেশ বুঝিয়াছেন যে তাঁহার বিপদ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে নহে; তাঁহার প্রধান বিপদ উত্তরে ও উত্তর পূর্ব্ব কোণে। সেইদিকে কুরোকি সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিতে না পারিলে, তাঁহার আর লিওয়াং হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া মুকডেনে যাইবার উপায় থাকিবে না। কুরোকি তাঁহার অধিকাংশ সেনা লইয়া উত্তরদিকে রেল-লাইনের দিকে অতি প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছেন,—তাঁহাকে কোনরূপে প্রতিবন্ধক দিতেই হইবে! এইজন্য কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য সেনাপতি অবলফের অধীনে প্রেরণ করিলেন;—কেবল ৩০।৪০ হাজার সৈন্য সুসান পর্ব্বতশ্রেণীতে জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল!

বহু আয়াসে ওকু রুষদিগকে সুসান পর্ব্বত হইতে পশ্চাৎপদ করিলেন; কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। এ অবস্থায় অগ্রসর হওয়াই নিয়মসঙ্গত কার্য্য, কিন্তু কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার লিওয়াং অধিকারের ইচ্ছা থাকিলেও, প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে সম্ভবমত অগ্রসর হইতে দিলেন না।

তাঁহারা এই ছয় মাস রুষকে লিওয়াংয়ে ঘেরিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন,—এখনও সে কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। এখনও কুরোকি রুষের পশ্চাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই,—সুতরাং এ সময়ে ওকু ও নজু লিওয়াং আক্রমণ করিলে, রুষগণ মুক্‌ডেনের দিকে যাত্রা করিবে,— আর তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া নির্ম্মূল করা যাইবে না। তাঁহাদের এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড হইবে! তজ্জন্য ওকু ও নজু সুসান পর্ব্বত অধিকার করিয়াও আর অগ্রসর হইলেন না।

এদিকে রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনও বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিলেন। তিনি বহু সেনা সমভিব্যাহারে জেনারেল অবলফকে জেনতাই কয়লার খনির দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দিকে মহাবেগে কুরোকি আসিতেছিলেন,—অবলফ তাঁহাকে কেবল প্রতিবন্ধক দিবেন তাহা নহে,— তিনি তাঁহাকে পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার সেনার সহিত নজু ও ওকুর সেনার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন! অবলফ এই মহাকার্য্যে চলিলেন। কুরোপাট্‌কিন যদি আর একদিন এই সেনা প্রেরণে বিলম্ব করিতেন, তাহা হইলে কুরোকি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া পড়িতেন,—তখন তাঁহাকে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে হইত! তাঁহার এই বিচক্ষণতার জন্যই রুষের মান সম্ভ্রম এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

রুষ সেনাপতি ইহাও বুঝিলেন যে আর জাপানের সহিত লিওয়াংয়ে যুদ্ধ চলে না! তাহারা তাঁহার দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল ভেদ করিয়া লিও-যাংয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। সুতরাং রুষ-সেনাপতি লিওয়াং পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে মুক্‌ডেনে গমনই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ৩১শে হইতে এই অভিযান আরম্ভ হইল। দলে দলে সেনাগণ মুক্‌ডেনের পথে পদব্রজে চলিল। রেলে সাজ সরঞ্জাম মালপত্র ও আহতগণ রওনা হইল। নদীর উপর কয়েকটা পন্‌টুন পোল নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহার উপর দিয়া সেনাগণ নির্ব্বিঘ্নে পার হইতে লাগিল। এতদিনে রুষগণ

প্রকৃতই সুদক্ষতা দেখাইলেন। এ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ সেনা, লক্ষ লক্ষ মণ রসদ, লক্ষ লক্ষ গোলাগুলি ও কামান সুশৃঙ্খলার সহিত লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে! সে দৃশ্যও বর্ণনাতীত। পশ্চাতে পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ হইতেছে,—আর অপর একদিক দিয়া রুষগণ তাহাদের মালপত্র সমস্ত লইয়া দলে দলে চলিয়া যাইতেছে! আর একদিন রুষ-সেনাপতি বিলম্ব করিলে, কোটী কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি জাপানী হস্তে পতিত হইত।

১লা সেপ্টেম্বর সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন যে যাহারা সেনা নহে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে সহর ত্যাগ করিতে হইবে। চীনেদিগকে সহর পরিত্যাগের জন্য দুইদিন সময় দেওয়া হইল। ১লা তারিখে জাপগণ সুসান পাহাড় অধিকার করিয়া তাহার উপর কামান স্থাপিত করিল। রেল-ষ্টেসনের নিকট হোটেলে হোটেলে রুষগণ আমোদ করিতেছিলেন,—এই সময়ে সহসা একটা জাপানী গোলা তথায় আসিয়া পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও গোলা আসিল। তখন সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। কয়েকজন প্রাণ হারাইল,—সুবিধা পাইয়া জনশূন্য হোটেল ও দোকান চীনে কুলিরা লুঠিতে আরম্ভ করিল,—কসাকগণ মালিক শূন্য শ্যাম্পেনের উপর পতিত হইল। ষ্টেসনে সারি সারি আহত সেনাপূর্ণ গাড়ী দণ্ডায়মান ছিল,—রেল কর্ম্মচারিগণ বিচলিত না হইয়া গাড়ীগুলি একে একে মুকডেনের দিকে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে সহরের চারিদিকে গোলা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। রুষগণ সহর পরিত্যাগ করিয়া সহরের উত্তর প্রাচীরের বাহিরে পলাইল। তখন যে ব্যাপার ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। চীনেগণ সহর লুঠিতে লাগিল! কাল যে লিওয়াং সুন্দর সুশৃঙ্খলাময় সহর ছিল, তাহাই আজ অরাজকতা পূর্ণ নরকে পরিণত হইল। কসাকগণ সুরা লুঠিতেছে,—চীনেগণ রুষের দোকান লুটিয়া লইতেছে! সে নারকীয় দৃশ্যের বর্ণনা হয় না। একদিনে রুষের সাধের নগর ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

সুসানঁ পর্ব্বতস্থিত একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—"আমাদের সম্মুখে প্রাচীরে বেষ্টিত বৃহৎ নগর,—সকল অট্টালিকার উপর প্যাগডা-মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে! সকলেরই মনে হইতেছে যে সেনাপতি ওকু ও নজু কেন লিওযাং অধিকারে বিলম্ব করিতেছেন! তিনিতো এক্ষণে অতি সহজে নগর অধিকার করিতে পারেন! কিন্তু তাঁহাদের সৈন্যগণ ক্রমান্বয় যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে,—অন্ততঃ তাহাদের একদিন বিশ্রাম আবশ্যক! পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের সেনাগণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পুনঃ পুনঃ রুষগণকে আক্রমণ করিয়াছে! ইহার মধ্যে সেনাগণ আহারের জন্য এক মিনিটও সময় পায় নাই! তাহাদের সঙ্গের গোলাগুলিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—পশ্চাৎ হইতে যুদ্ধ সরঞ্জাম আনয়ন আবশ্যক; এই জন্য দুই সেনাপতি একদিন বিশ্রাম করিলেন।

রুষগণও তাহাদের হত আহত লইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে,—কেবল তাহাদের দুই শত মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত রহিল। একস্থানে এক গর্ত্তের মধ্যে কয়েকজন রুষ আবদ্ধ ছিল,—তাহারা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিল না,—প্রাণ হারাইল।

যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা হয় না। সমস্ত স্থান জাপ-মৃতদেহে পূর্ণ! স্থানে স্থানে জাপানী ও রুষ-মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। চারিদিকে ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে জাপানী মৃতদেহ,—ইহারই মধ্যে জাপানিগণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড করিয়া জাপানী মৃতদেহ দাহ করিতেছে। পশ্চাতস্থ হাঁস-পাতালে অতি সুবন্দোবস্ত থাকিলেও এত আহত আসিয়াছে যে ডাক্তারগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সকলকে যথা সময়ে দেখিতে পারিতেছেন না! এই যুদ্ধে কম পক্ষে দশ হাজার জাপ-সেনা প্রাণ দিয়াছে! অনেক মৃতদেহ উচ্চ ভুট্টা গাছের ভিতর থাকায় দেখিতেও পাওয়া গেল না! কত আহত যে এইরূপে প্রাণ হারাইল, তাহার নির্ণয় নাই।

রুষ যে কত হত আহত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না! যত জাপ এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, অবশ্যই তত রুষ হত আহত হয নাই,—কারণ তাহাবা দুর্গ মধ্যে ছিল,—আর জাপগণ নিম্নে খোলা স্থানে অগ্রসব হইতে বাধ্য হইয়াছিল ; কাজেই তাহাদেব হতাহতেব সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল!

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের শেষ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখেই জাপানী গোলা লিওযাং সহরের উপর পতিত হইতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে রুষের প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য কোটী কোটী টাকার দ্রব্যাদি লইযা মুক্‌ডেনের দিকে যাত্রা করিল। কেবল জাপগণকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য ২০।৩০ হাজার সৈন্য তখনও লিওযাং সহরের চারিদিকস্থ দুর্গে রহিল। কুরো-পাট্‌কিন স্বয়ং তাঁহার বিখ্যাত রেল গাড়ীতে ২রা তারিখে তাঁহাদের সখের সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল কিছু সেনা পশ্চাৎ রক্ষা করিবার জন্য রহিল।

২রা তারিখে ওকু ও নজু সসৈন্যে লিওযাংযের দিকে অগ্রসর হইলেন। রুষগণ সহরের বাহিরের সমস্ত দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,—জাপগণ অগ্রসর হইয়াই বুঝিলেন, যে তাঁহা-দিগকে এখনও সহরের পার্শ্বে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে! সকাল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—এই যুদ্ধের সহিত স্থসান যুদ্ধের বিশেষ পার্থক্য নাই! সমস্ত দিন প্রাণপণ লড়িয়াও জাপানিগণ রুষকে দুর্গচ্যুত করিতে পারিল না। রাত্রেও তাহারা কয়েকটা রুষ-দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহাও তাহারা দখল করিতে পারিল না।

ওকু রিপোর্টে লিখিতেছেন:—"ভরা প্রাতে আমাদের কামান আবার গর্জ্জিল,—কিন্তু শত্রুগণও মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল,—আমরা অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমরা আমাদের কামান নিকটে আনিয়া দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। কিন্তু সমস্ত দিনেও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারিলাম না। রাত্রি সাতটার সময় আমাদের সমস্ত কামান একত্রে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই গোলার আশ্রয়ে আমাদের পদাতিকগণ ভীম পরাক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। এক্ষণে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। এইরূপ যুদ্ধ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত চলিল। সাড়ে বারটা রাত্রে আমরা শত্রুদের সকল দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইলাম। তখন জাপানের জয়ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।"

এই যুদ্ধে কি লোমহর্ষণ নরহত্যা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। জাপানের একদল সেনায় প্রায় দেড় সহস্র সৈন্য ছিল, কিন্তু এই দেড় সহস্রের মধ্যে কেবল ১৫।১৬ জন মাত্র জীবিত ছিল। এই দলের সেনাপতি, সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনানীগণ সম্মুখ রণে প্রাণ দিয়া স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছিলেন! এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার আরও শত শত দলে হইয়াছিল। প্রায় ৫।৬ ক্রোশ পথ জাপানী মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রুষ-দুর্গের স্থানে স্থানে রুষ-সেনার স্তূপাকার মৃতদেহ। কত হতভাগ্য অশ্বও এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না!

যখন জাপানিগণ এইরূপ দুর্গ অধিকারের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রুষগণ সহর ত্যাগ করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে সকল বন্দোবস্ত স্থির করিতেছিলেন। কুরোপাট্‌কিন্ যে মহা বিচক্ষণতা ও সুশৃঙ্খলতার সহিত এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! এক্ষণে রণে ভঙ্গ দিয়া রুষগণও অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত নগর পরিত্যাগ করিল। কেবল একদল সৈন্য যাইবার সময় সমস্ত দোকান ও ধনী চীনেদিগের বাড়ী লুট করিয়া গেল।

৪টা প্রাতে একজন রুষও আর লিওয়াংয়ে নাই। তাহারা সকলেই তাইসি নদীর পর পারে গিয়াছে, রুষ-পল্লী একেবারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রুষগণ রেল-ষ্টেসন প্রভৃতি জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে! তাহারা নদীর উপরিস্থিত পোলও ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সহরে আর লোক নাই বলিলেই হয়,—চারিদিক ঘোর নীরব নিস্তব্ধ। জাপানী গোলায় অনেক চীনে প্রাণ হারাইয়াছে; তাহার উপর রুষদিগের লুণ্ঠনে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে,—তাহারা সহরের বাহিরে পলায়ন করিযাছে। কিন্তু রুষগণকে সুসান দুর্গ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অনেক চীনে জাপ-সেনাপতিকে অভ্যর্থনার জন্য পত্র লিখিয়াছিল ও তাহাদিগকে সমাদর করিবার জন্য হাজার হাজার জাপানী-পতাকা নির্ম্মিত করিতেছিল। কিন্তু জাপানিগণ সহরে আসিলেও তাহাদের দুঃখের অবসান হইল না! জাপসৈন্য এ পর্য্যন্ত যাহা কখনও করে নাই, লিওয়াংয়ে আসিয়া তাহাই করিল। তাহারা এই পাঁচদিন কেবল চাউল চিবাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছে,—তাহারা ক্ষুধায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে,—তাহাই তাহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র লুট আরম্ভ করিল। রুষগণ ও চীনেগণ কোন দোকানে আর কিছু রাখে নাই। তাহাই তাহারা নগর বাসিদিগের গৃহে পতিত হইল। তবে তাহারা প্রধানতঃ আহার দ্রব্যই খুঁজিতেছিল,—অনেকে যাহা সম্মুখে দেখিল, তাহাই লুঠিতে লাগিল। সেনাধ্যক্ষগণ এই ব্যাপারে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অনেক কষ্টে সেনাগণকে নগরের বাহিরে লইয়া গেলেন। সেনাপতি আজ্ঞা করিলেন, "পাস ভিন্ন কোন জাপসেনা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

কুরোপাট্‌কিন লিওয়াং হইতে কোটী কোটী টাকার দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; তবুও জাপানিগণ ৩ হাজার বন্দুক, দশলক্ষ গুলি, ৭ হাজার গোলা ও বহু মণ খাদ্যাদি ও অন্য যুদ্ধোপকরণ পাইলেন।

জাপানিগণ ছয়মাস হইতে রুষকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিতে বহু ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিলেন ; কিন্তু আজ তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইল না !

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত হত আহত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। জাপানিগণ বলেন যে ওকুর দলের ৭৬৮১ জন ও নজুর দলের ৪৯৯২ জন হত আহত হইয়াছিল। রুষগণ বলেন তাঁহাদের ১৮১০ জন হত, ১০৪১১ জন আহত, ১২১২ জন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহাদের ৫৮জন সেনাধ্যক্ষ হত হন, তিনজন প্রধান সেনাপতি আহত ও পাঁচজন সৈনাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। রুষগণ সর্ব্বদাই কমাইয়া হত আহতের সংখ্যা বলিতেন। উভয় পক্ষের ৪০ হাজার হত আহত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না !

ওকু ও নজু কিরূপে লিওযাং অধিকার করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই পাঁচ দিন ব্যাপী যুদ্ধকালে কুরোকি নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না,—তিনিও মুকডেনের পথ রোধের জন্য মহা পরাক্রমে অভিযান করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সেনাপতি কুরোকি ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তাইসি ও টাংহো নদীর সঙ্গম স্থলে নদী পার হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি আর বড় অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার সম্মুখে অরলফ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে লিওযাং হইতে অসংখ্য সেনা তাঁহার সাহায্যে ক্রমাগত আসিতেছে, তাহাই সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও জাপগণ রুষকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না,—কেবল জেনতাই কয়লার খনির পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়গুলি অধিকার করিলেন।

১লা রাত্রে কুরোকি তাঁহার সেনাগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি কয়লার খনিগুলি অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এরূপ ভীষণ রক্তা- রক্তি আর কোন যুদ্ধে হয় নাই। রুষগণ তাহাদের তারের বেড়ায়

সহিত বৈদ্যুতিক তার যুক্ত করিয়া দিয়াছিল,—এই সকল তাব অন্ধকাবে স্পর্শ করিয়া অনেক জাপানী প্রাণ হাবাইল। রুষগণ জাপ-সেনাব মধ্যে একরূপ অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে অনেক জাপ প্রাণ হাবাইল!

২বা তাবিখেও এইরূপ যুদ্ধ চলিল। কুবোকি রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "কাল বাত্রি হইতে আমার সেনাগণ কিছু আহাব কবিবাব সময় পায় নাই; এমন কি, তাহারা একবিন্দু জল খাইতেও পায় নাই। কেবল তাহাদের থলিতে দুটী দুটী চাউল ছিল,—যুদ্ধ কবিতে কবিতে তাহাই চিবাইষাছে!" সুতবাং কিরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইতেছিল, তাহা সকলেই উপলব্ধি কবিতে পারেন।

২বা সন্ধ্যার সময় কুবোপাট্‌কিনেব পবামর্শ মত রুষ-সেনাপতি অবলফ কুবোকিব বামদিক আক্রমণ কবিলেন। যদি এ কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কুরোকিব সেনা নজু ও ওকুব সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা পড়িবে। তখন কুবোকিকে ধ্বংস কবা রুষেব পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু সহস্র চেষ্টা কবিযাও রুষগণ কুবোকিব সেনা পশ্চাৎপদ কবিতে পাবিল না! একজন দর্শক এই যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"এই পাহাড় এই যুদ্ধে যে দৃশ্য ধাবণ কবিল, তাহা বোধ হয আব কোন যুদ্ধে কেহ দেখেন নাই। পাহাড়েব উপবটা সিকি মাইলেব অধিক প্রশস্ত নহে। পাহাড়েব উপর, পার্শ্ব, খাদ, সমস্তই মৌচাকের ন্যায় গর্ত্তে পূর্ণ। কত খাদ, কত লম্বা গর্ত্ত, কত মৃত্তিকাব প্রাচীর, এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাব সংখ্যা হয় না! এই রুষেব গর্ত্ত,—এই আবাব তাহাব সম্মুখে জাপানিদিগেব গর্ত্ত! এই রুষেব পাথব ও মৃত্তিকা প্রাচীব,—এই আবাব জাপানিদিগের পাথর ও মৃত্তিকা প্রাচীব! উভয় পক্ষ যুদ্ধকালে এই স্থান যেন চষিয়া ফেলিয়াছে। পাহাড়ের উপরে প্রায় দুইশত রুষ বন্দুক হস্তে পতিত। তাহারা জাপগণকে আক্রমণ কবিতে

আসিয়াছিল; কিন্তু সম্মুখস্থ জাপানী গুলিতে একজনও রক্ষা পায় নাই। মৃতদেহ সকল সমস্ত দিন রৌদ্রে পড়িয়া থাকায়, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে! জাপানিগণ যুদ্ধ করিতেছিল,—এই সকল দেহ কবরস্থ করিবার তাহাদের অবসর ছিল না! পাহাড়ের নিম্নস্থ ক্ষেত্রে অগণিত মৃতদেহ,—শত শত গোলা পাহাড়ের উপর পতিত হইয়া সমস্ত পাহাড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত খণ্ড প্রতি পদে পায় স্পর্শিত হইতেছে। কতকগুলি রুষের জয়ঢাক, রন্ধন পাত্র, অসংখ্য রুষ-বন্দুক জাপানী গোলায় চূর্ণিত হইয়াছে! বেয়নেট সকল বাঁকিয়া ভগ্ন অবস্থায় পতিত। বস্ত্রাদি ছিন্ন ও রক্তে মণ্ডিত,—চারিদিকে রক্ত;—গুলি গোলার উপর পা না দিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই!"

কুরোকি জেনতাই কয়লার খনি দখল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিলেন। এখানে স্বয়ং রুষ-সেনাপতি অবলফ সসৈন্যে তাঁহাকে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভুট্টাক্ষেত্রের ভিতর দিয়া রুষগণ অগ্রসর হইয়া জাপানিদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপগণ চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা হটিতে বাধ্য হইল; কিন্তু ভুট্টা-ক্ষেত্রের মধ্যে কোথায় কে যাইতেছে—কি করিতেছে, জানিতে না পারিয়া অনেকে জাপানের গুলিতে প্রাণ দিল! এই সময়ে অবলফের সমস্ত সৈন্যই পশ্চাৎপদ হইল। তখন সম্মুখস্থ পাহাড়শ্রেণী ও জেনতাই কয়লার খনি সকল জাপানিগণ দখল করিলেন। যুদ্ধে সেনাপতি অবলফ ও সেনাপতি ফমিন উভয়ে আহত হইয়াছিলেন। অবলফ প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন,—ফমিন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন!

কুরোপাট্‌কিন যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার কিছুই হইল না,—অবলফ কয়লার খনি সকল রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি কুরোকির সেনার সহিত নজু ও ওকুর সেনাও বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলেন না,—তাঁহাকেই পশ্চাৎপদ হইতে হইল! তাঁহার অবিবেচনার

জন্যই যে এরূপ হইল, কুরোপাট্‌কিন তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "যখন এই যুদ্ধ হইতেছিল, তখন লিওযাংয়ের সমস্ত সৈন্য অরলফের নিকট হইতে কেবল দেড় মাইল দূরে ছিল; সুতরাং সংবাদ পাইলে তাহারা অনায়াসে অগ্রসর হইয়া কুরোকিকে দূর করিয়া দিতে পারিত!" কিন্তু তাহা হইল না। রুষের সমস্ত রেলই এই সকল কয়লার খনির উপর নির্ভর করিত, সুতরাং সেগুলি জাপানী হস্তে পতিত হওয়ায় রুষের মহা অনিষ্ট ঘটিল! অরলফ পদচ্যুত হইয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন।

ইচ্ছা করিলে কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে কুরোকিকে আক্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন তিনি সহজে আর কুরোকিকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে এক্ষণে মুকডেনে যাওয়াই কর্ত্তব্য,—এখানে যুদ্ধ করা বিচক্ষণতা হইবে না। কুরোকিও বুঝিলেন যে লিওযাংয়ের সমস্ত রুষ-সেনা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাঁহার সঙ্গে যে সৈন্য আছে, তাহার দ্বারা এই অগণিত রুষগণকে কখনই পরাজিত করিতে পারা যাইবে না! তিনি যে কার্য্যে এত দূর আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই,—রুষগণ মুকডেনের পথ ধরিয়াছে,—আর তাহাদিগের গতিরোধ করিবার উপায় নাই।

৪ঠা সেপ্টেম্বর কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে মুকডেনের দিকে অগ্রসর হইলেন,—কুরোকিও কয়লার খনি ও পর্ব্বতশ্রেণী সুদৃঢ় করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কেবল একদল সেনা তিনি উত্তরে মুকডেনের পথে রুষ-সেনার অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তিন সেনাপতিই আবার যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে বসিয়া রহিলেন।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

আবার পোর্টআর্থারে।

এক্ষণে পোর্টআর্থারের কি অবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখিব। ১১ই আগষ্ট রুষ-যুদ্ধপোতগুলির জাপানের হস্তে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কতকগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়া নানা স্থানে নানা বন্দরে বাধ্য হইয়া নিরস্ত্র হইয়াছে;—কয়েকখানি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হইযাছে! আমরা ইহাও বলিয়াছি যে জাপগণের উল্ফ্হিল অধিকার হওয়ায়, তাহাদের গোলার জন্য বন্দরে আর কোন জাহাজের তিষ্ঠিবার উপায় নাই!

এই ১১ই আগষ্ট যখন রুষ-যুদ্ধপোত সকল এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ অবস্থায় বন্দরে ফিরিল, তখন দুর্গবাসিদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। দুর্গাধিপতি ষ্টসেল এই ঘোর দুর্দ্দশাতেও বিচলিত হইলেন না,—তিনি প্রাণপণ বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীর পত্নী অনায়াসে বহু পূর্ব্বে দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেন,

কিন্তু তিনি কাহারও অনুনয় বিনয় শুনিলেন না, তিনি স্বামীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। দুর্গ মধ্যে সর্ব্বদা আহতগণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রুষ-সেনাগণ তাঁহাকে জননীসম ভালবাসিতে লাগিল।

পোর্টআর্থারের চারিদিকে ১৪টা দুর্গ ছিল। এক্ষণে জাপানিগণ দিনের পর দিন এই সকল দুর্গ আক্রমণ করিতেছে! ৮ই আগষ্ট ভয়াবহ যুদ্ধ হইল,—কিন্তু জাপগণ কোন দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। রুষের গোলায় তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল,—কিন্তু পর দিন ৯ই আগষ্ট তাহারা ৮ নং এবং ৯ নং দুর্গ অধিকার করিল। ৯ই রাত্রে রুষগণ দুর্গ পুনরায় অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু কিছুতেই জাপানিগণকে দূর করিতে পারিলেন না। পর দিন জাপগণ উল্‌ফহিল পাহাড় হইতে পোর্টআর্থারের সমস্ত পশ্চাৎভাগ এক কালে একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন,—কিন্তু সে দিনও তাঁহারা দুর্ভেদ্য রুষ-দুর্গের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সকল যুদ্ধ কি ভীষণভাবে হইতেছিল,—তাহা রুষগণের হত আহতগণের সংখ্যা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ৮ই, ৯ই ও ১০ই তারিখের তিন দিনের যুদ্ধে ৭ জন সেনাধ্যক্ষ ও ২৪৮ জন সেনা হত এবং ৩৫ জন সেনাধ্যক্ষ ও ১৫৫৩ জন সৈনা আহত হইলেন। একজন সেনাধ্যক্ষ ও ৮৩ জন সেনার সন্ধান হইল না। দুর্গ মধ্যে থাকিয়া যখন এই ব্যাপার,—দুর্গের বাহিরে জাপানিগণের মধ্যে কি হইতে ছিল তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তবে এক্ষণে দুইটী দুর্গ অধিকার করিয়া জাপগণ সেই দুই দুর্গের উপর হইতে অজস্র গোলা চালাইতেছে,—তাহাতে পোর্টআর্থার চূর্ণ হইয়া যাইতেছে!

১০ই তারিখে জাপান হইতে অনেক নূতন সৈন্য আসিয়া পড়িল,—তাহাই ১৩ই তারিখে জাপগণ প্রবল পরাক্রমে আবার রুষদিগকে আক্রমণ করিল। পোর্টআর্থারের পশ্চাতস্থ সমস্ত দুর্গে দুর্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—

তিন দিন অনবরত যুদ্ধ চলিল। জাপানিদিগের বহু শত সেনা প্রত্যহ হত আহত হইতে লাগিল,—রুষের মাইনে অনেক জাপানী চূর্ণ হইয়া গেল ;—তবুও জাপগণ রুষদিগকে দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল না। তবে তাহারা কয়েকটা পাহাড় দখল করিতে সক্ষম হইল এই মাত্র ;—এই সকল পাহাড়ের উপর এক্ষণে তাঁহারা বড় বড় কামান স্থাপন করিয়া সহরেব উপর গোলা চালাইতে সক্ষম হইবে।

১৫ই তাবিখে জাপানেব গোলা বন্ধ হইল। শ্বেত পতাকা তুলিয়া তুরিধ্বনি করিতে কবিতে কয়েকজন জাপানী যোদ্ধা দুর্গের দিকে আসিয়া সংবাদ দিল যে একজন জাপানী বাজদূত দুর্গাধ্যক্ষেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। জেনারেল ষ্টসেল এ সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাকে সমাদরে আনয়নেব জন্য লোক প্রেবণ করিলেন। তখন মেজর যামাওকা দুর্গমধ্যে আসিলেন। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় দুর্গস্থ সকলেই তাহাকে দেখাইতে চাহে যে তাহাবা বেশ আছে,—তাহারা কখনও পরাভূত হইবে না,—বহু বৎসরেও তাহাদের কোনরূপ আহারের অভাব হইবে না,—তাহারা প্রাণ থাকিতে কখনও দুর্গ পরিত্যাগ কবিবে না। জাপানিগণ দুর্গেব ভাব দেখিবার জন্য যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিও নিশ্চয়ই বিচক্ষণ লোক ; নতুবা তাঁহারা তাঁহাকে এই কঠিন কার্য্যে প্রেবণ করিতেন না। জেনারেল ষ্টসেল যথোপযুক্ত সমাদবে জাপান-দূতকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সেনাপতি নগি ও আড্‌মিরাল টোগো এই উভয় বীর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন,—ইহাই জ্ঞাপন কবিলেন। তৎপরে দুইখানি পত্র সেনাপতি ষ্টসেলকে প্রদান করিলেন। একখানা টোগো ও নগির উপর অনুজ্ঞা পত্র। ইহাতে সম্রাট লিখিয়াছেন, "দুর্গে যে সকল স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক, সওদাগর প্রভৃতি আছেন,—তাহারা দুর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, আপনারা তাহাদের কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিবেন না ;—বরং যাহাতে তাহারা সকলে নিরাপদ স্থানে

উপস্থিত হইতে পারেন,—সে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিবেন। আমাব ইচ্ছা নহে,—যাঁহারা যুদ্ধে লিপ্ত নহে,—তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হয়। যদি কেহ ডাল্‌নিতে বাস করিতে ইচ্ছা কবেন,—তাহা হইলে আপনাবা তাঁহাদেরও যত্নে অভ্যর্থনা করিবেন। যাঁহাবা যুদ্ধে লিপ্ত নহে, তাঁহারা আব এই দুর্গে থাকিলে গোলা গুলি তববারিব মুখে পতিত হইবেন,—ইহা অতি নিষ্ঠুব সভ্যতা-বিগর্হিত কার্য্য,—তাহাই আমাব এই অনুরোধ।”

দ্বিতীয় পত্রে রুষদিগকে দুর্গ পরিত্যাগ করিবাব জন্য অনুবোধ। তাঁহাবা যদি এক্ষণে দুর্গ পবিত্যাগ কবেন, তাহা হইলে জাপগণ তাঁহাদিগকে কোন প্রতিবন্ধক দিবেন না;—তাঁহারা সশস্ত্র অবস্থায় কুরোপাট্‌কিনেব সেনাদলেব সহিত মিলিত হইতে পাবেন,—ইহাতে জাপানিগণ কোন আপত্তি করিবেন না,—তবে রুষের যে কয়খানি যুদ্ধপোত বন্দরে আছে, তাহা জাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

অন্য কেহ হইলে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতেন কি না বলা যায় না,—কিন্তু জেনাবেল ষ্টসেল বাগে কিয়ৎক্ষণ গৃহমধ্যে পদচাবণ করিলেন,—তৎপবে সেনাপতি যামাওকাব দিকে ফিবিয়া বলিলেন, “ইহা আপনাদেব উপহাস মাত্র,—তবে কতদূব সভ্যতাসূচক উপহাস তাহা বলা যায় না। আপনাদের জানা উচিত যে আমবা আপনাদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইব না। এমন কি যুদ্ধে যাঁহাবা নির্লিপ্ত,—তাঁহাদেব সম্বন্ধেও নহে।”

তখন যামাওকা মৃতদিগের সমাধিব জন্য তিন দিবস যুদ্ধ স্থগিত বাখিতে অনুবোধ করিলেন,—কিন্তু রুষ-সেনাপতি ইহাতেও সম্মত হইলেন না,—তিনি বলিলেন যে একদিনের জন্যও যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে না। তখন জাপান-দূত দুর্গ হইতে সদলে গিয়া মিলিত হইলেন।

এই ব্যাপারে অনেকে বলিলেন যে যাহারা নির্লিপ্ত তাহাদিগকে রুষ-সেনাপতির অন্যত্র চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ

মৃতদিগের সমাধির জন্য তিন দিন যুদ্ধ স্থগিত রাখা উচিত ছিল,—আবার কেহ কেহ তাঁহার বীরত্বের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সম্রাট বলিয়াছেন, "শেষ পর্য্যন্ত এই দুর্গ রক্ষা কর।" সেনাপতি ষ্টসেল তাহাই শেষ পর্য্যন্ত লড়িতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

জাপ-দূত প্রত্যাগত হইবার পর হইতেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮ই হইতে ২২শে পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ হইল,—কিন্তু একটা ছোট দুর্গ জয় ব্যতিত জাপানিগণ আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দলে দলে অগ্রসর হইয়া শত শত হত আহতদিগের উপর দিয়া কোন কোন স্থান দখল করিতেছেন,—রুষেরা হটিয়া যাইতেছে,—কিন্তু যেমনই তাঁহারা হটিয়া দুর্গের ধারে আসিতেছেন,—অমনই দুর্গ হইতে রুষের গোলা জাপগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পদে পদে এইরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার,—ইহাতে কত যোদ্ধা যে প্রাণ দিতেছে তাহার সীমা পরিসীমা থাকিতেছে না!

কেবল যে পোর্টআর্থারের পশ্চাতে এইরূপ ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছিল তাহা নহে;—এই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে পোর্টআর্থারের তিনদিক হইতে টোগো গোলা চালাইতেছিলেন। অভূতপূর্ব্ব বোমবার্টমেণ্ট চলিতেছিল! এই কয়দিনে সহরে ৫০০০ হাজারের অধিক গোলা পড়িয়াছে। জাপ-গোলন্দাজগণ সহরের বড় বড় অট্টালিকার উপর গোলা নিক্ষিপ্ত করিতেছিল। জেনারেল ষ্টসেলের বাস-গৃহও এই সকল গোলার হাত হইতে রক্ষা পাইল না। ১৯ শে তারিখে এক চীনে নাট্যশালায় অনেক চীনে সমবেত হইয়া অভিনয় দেখিতেছিল,—সহসা তাহাদের মধ্যে এক গোলা পতিত হইয়া ১৮ জন হতভাগ্যের প্রাণ লইল।

এই অবিরত দিনের পর দিনের যুদ্ধে যে কত লোকের প্রাণনাশ হইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। জাপগণ তাহাদের মৃতদেহের সমাধি সৎকারের সময় পর্য্যন্ত পাইতেছিল না,—রুষের মৃতগণের গোর দিবার

স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। তাহাই তাহারা একস্থানে গভীর গর্ত্ত করিয়া মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত কবিয়া তাহাব উপর চুণ ঢালিয়া দিতে লাগিল! যথার্থ ই লোমহর্ষণ ব্যাপার!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারের অবস্থা।

২২শে আগষ্ট জাপানী আক্রমণ ক্রমেই কম হইয়া আসিল। তখন সকলেই বুঝিলেন যে শত চেষ্টা কবিয়াও জাপানিগণ দুর্ভেদ্য পোর্ট-আর্থাব জয় কবিতে পাবিল না। সকলেই পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন যে জাপানিগণ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহাতে তাহাবা অনায়াসে পোর্টআর্থাব দখল কবিতে পারিবে,—কিন্তু এত চেষ্টাতেও জাপানিগণ কিছুতেই দুর্গ অধিকাব কবিতে পাবিল না দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন।

রুষগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলেই ষ্টসেলেব নামে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। চাবিদিকে প্রচার হইল, রুষেব নৌ-বাহিনী শীঘ্রই যুদ্ধস্থলে যাত্রা কবিবে,—তখন আব কেহই পোর্টআর্থাবেব নিকট থাকিতে সাহস কবিবে না।

জাপানে এ সংবাদ উপস্থিত হইলে, সকলেই নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। একদিন আড্‌মিরাল কামিমুবাব যে অবস্থা হইয়াছিল,—আজ মার্সাল ওয়ামার সেই অবস্থা ঘটিল,—সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত সকল যুদ্ধেই তাহারা জয়ী হইয়াছে,—সুতরাং পোর্টআর্থার দখল না হওয়ায় তাহারা যে একটু সেনাপতির উপর বিরক্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! এখন সকলে ভাবিলেন যে জাপগণ যুদ্ধ

করিয়া কিছুতেই পোর্টআর্থার অধিকার করিতে পারিবে না ;—তাহারা এখন এই .দুর্গ কেবল বেষ্টন কবিয়া বসিয়া থাকিবে ;—কোন দিন না কোন দিন দুর্গে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইবে,—তখন রুষগণ বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

কিন্তু জাপানিদিগেব এ ইচ্ছা ছিল না। তাহাবা আদৌ হতাশ হয় নাই। ২৩ শে তারিখে তাহাবা রুষেব একটা দুর্গ আবার আক্রমণ করিল,—কিন্তু কিছুতেই দুর্গ দখল করিতে পাবিল না। দলে দলে জাপানিগণ ভূমিশায়ী হইল। এই সকল ভীষণ দুর্গেব প্রাচীবের উপর বড় বড় কামান,—পার্শ্বে গভীব পবিখা,—তাহাব পবেই তারের বেড়া,—মাইন,—দুর্গের উপর সাবি সারি থাদে সহস্র সহস্র রুষ-সেনা,—সুতবাং এই সকল ভীষণ দুর্গেব নিকটস্থ হওয়া কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। বাত্রে এই সকল দুর্গেব উপব সর্ব্বদা সার্চ্চ লাইট জ্বলিয়া চাবিদিক দিনেব ন্যায় আলোকিত কবিয়া বাথিতেছে,—কাহারই লুকাইয়া দুর্গের নিকটস্থ হইবার উপায ছিল না। তবুও জাপগণ পুনঃ পুনঃ এই সকল ভীষণ দুর্গ আক্রমণ কবিতে লাগিল। রুষেব গোলাগুলিতে শত শত প্রাণ দিতেছে,—তাহাদেব মৃতদেহের উপব দিয়া আবও জাপানী ধাবিত হইতেছে,—তবু চেষ্টা ছাড়িতেছে না। সময় সময় রুষের মাইনে শত শত জাপ উড়িয়া যাইতেছে,—তবুও তাহাবা আবার আক্রমণ করিতেছে,—এমন বীবত্ব দেখা যায় না!

এইরূপ দুর্গ আক্রমণ করিয়া পথেই শত শত জাপানী প্রাণ দিয়া, রুষেব পরিথাব মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে ;—তথায় পার্শ্ব হইতে গোলা ও উপব হইতে গুলিতে জাপানী মৃতদেহে পরিখা পূর্ণ হইয়া যাইতেছে,—তবুও তাহারা যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইতেছে না! কতকগুলি কোন রকমে উপরে গিয়া রুষেব সহিত হাতাহাতি বেয়নেট যুদ্ধ কবিয়া দুর্গ দখল করিতেছে। কিন্তু অপর দুর্গের গোলা আবার তখন তাহাদের উপর অজস্র বর্ষিত হইতেছে ;—

তাহারা এত কষ্টে অধিকৃত দুর্গে আব তিষ্ঠিতে পারিতেছে না,—পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইতেছে। একজন দর্শক লিখিয়াছেন ;—"জাপানিরা উন্মাদের ন্যায় সহস্র সহস্র একত্রে রুষগণকে আক্রমণ করিল,—কিন্তু রুষেব গোলাগুলিতে সহস্র সহস্র প্রাণ দিল। যখন তাহাবা রুষের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন ভীষণ ব্যাপাব ঘটিতে লাগিল। জাপানী রুষেব গলা কামড়াইয়া ধবিয়াছে,—রুষ তাহাব চক্ষে আঙ্গুল বসাইয়া দিয়াছে,—উভয়ে মহা সমবে প্রাণ দিতেছে! জাপানের ৯ নং সেনাদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসব হইতেছিল,—কিন্তু সম্মুখেব দল রুষেব গোলাগুলিতে আব অগ্রসব হইতে পাবিল না,—পশ্চাৎপদ হইল। তখন দ্বিতীয় দলের সেনাপতি তাঁহাব সেনাগণকে প্রথম দলেব উপব গুলি চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। জাপানী গুলিতে জাপানী সেনাব একজনও রক্ষা পাইল না! কি ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপাব!

এই লোমহর্ষণেব মধ্যে হাস্য পবিহাসও ছিল। একদিন বৃষ্টির সময় একদল জাপ রুষের দুর্গেব নিম্নে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল,—সেখানে রুষের গোলাগুলি পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে তাহাবা উপবস্থ রুষগণকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে ওপরেব ভায়াবা,—এখন নেবে এস,—এখন তোমাদেব ভিজিবাব পালা!"

উভয় পক্ষই দুর্দ্দমনীয় বীবত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। একদল রুষ-সেনা একদিন সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন, "আমরা এই দুর্গ আর কিছুতেই বক্ষা করিতে পাবিতেছি না।" ষ্টসেল উত্তব পাঠাইলেন, "দুর্গ রক্ষা কবিতে না পার,—মবিতে পাব তো?" তাহাদেব একজনও আব সে যুদ্ধ হইতে ফিরিল না।

রুষগণ প্রাণপণে লড়িয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছে সত্য,—কিন্তু জাপানী গোলায় পোর্টআর্থার একরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর রুষগণ সকল মৃতদেহের গোব দিতে পারিতেছে না; সেই সকল দেহ

হইতে এমনই পুতিগন্ধ বাহির হইতেছে যে সকলকে সর্ব্বদা নাসিকায় কর্পূর দিয়া থাকিতে হইতেছে!

তাহার পর সহরে দিবারাত্রিই গোলা পড়িতেছে। নগরবাসিগণ গর্ত্তের ভিতর বাস করিতেছে;—অনেক অট্টালিকা চূর্ণ হইয়াছে—অনেক স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আহারাদির যে টান পড়ে নাই তাহা নহে! বারুদ গোলাগুলিরও অভাব হইয়া আসিতেছে! চীনেদিগের সময়কার অনেক গোলা, গুলি ও বারুদ এক স্থানে লুক্কায়িত ছিল,—তাহা রুষগণ পাইয়া এক্ষণে ব্যবহার করিতেছে!

জাপানিগণের হস্তে ডাল্‌নি সহর পতিত হওয়ায়, তাঁহারা এই বন্দরে ক্রমান্বয় রসদ,যুদ্ধোপকরণ,সেনা সকলই আনিতেছেন;—এ বিষয়ে তাঁহাদের কোনই অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের পানীয় জলের জন্য কষ্ট পাইতে হইতেছে! তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বৃষ্টিতে ভিজিতে হইতেছে। অষ্ট প্রহর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকায় আহার করিবারও সময় হইতেছে না। তবে সেনাপতিগণ তিন দিনের অধিক কোন সেনাকেই যুদ্ধস্থলে রাখিতেছেন না। যাহারা এই তিন দিনের যুদ্ধে বাঁচিতেছে, তাহারা তিন দিন পূর্ণ হইবা মাত্র পশ্চাতে বিশ্রামের জন্য আসিতেছে;—তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছে। নগির অধীনে পোর্টআর্থারের চারিদিকে প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য আছে।

২৩ শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত বিশেষ কোন যুদ্ধ হইল না। ২৮শে হইতে ৩১শে পর্য্যন্ত আবার ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। জাপগণ একেবারে একসঙ্গে রুষের সমস্ত দুর্গ আক্রমণ করিল। অবশেষে অনেক কষ্টে তাহারা রুষের একটা দুর্গ অধিকার করিয়া, তাহার উপর বড় বড় কামান বসাইল। এবার আর রুষগণ তাহাদের দূর করিতে পারিল না।

৩০শে তিনটার সময় জাপগণ তাহাদের অধিকৃত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রুষের ৪ ও ৫নং দুর্গদ্বয় আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারা এই

দুর্গকে দুর্ভেদ্য দেখিয়া ৪টার সময় তাহারা আর একটা দুর্গ আক্রমণ কবিল,—হাতাহাতি যুদ্ধেব পব তাহারা এই দুর্গ দখল করিলেন,—ইহাতে কয়েকটা কামানও স্থাপিত করিল,—কিন্তু রুষগণ এই দুর্গেব উপর এমনই গোলাবর্ষণ আবম্ভ কবিল যে জাপানিগণকে ইহা ত্যাগ কবিতে হইল। তবে যাইবাব সময় তাহারা এই দুর্গের এমনই অবস্থা কবিয়া গেল যে তাহা আব রুষের কোন কাজে আসিল না।

২রা ও ৩বা সেপ্টেম্বব বহু জাপানী গোলা সহরে পড়িল। ৮ই তাবিখে জাপানিগণ আব একটা রুষ-দুর্গ অধিকার কবিল। রুষগণ তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিল না—এইরূপে ১৫ই সেপ্টেম্বব গত হইল! পোর্টআর্থাব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে,—কিন্তু এখনও জাপানেব অধিকৃত হয় নাই ;—কতকালে অধিকৃত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পাবে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লিওযাংয়ে জাপ।

লিওযাংয়েব যুদ্ধেব সংবাদ জাপানে উপস্থিত হইলে, নগরে নগবে জাপানিগণ আনন্দে মহোৎসব কবিতে লাগিল। সহস্র সহস্র নব নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দব সুন্দর লণ্ঠন, পতাকা প্রভৃতি লইয়া বাদ্যোদম কবিতে কবিতে সহরেব পথে পথে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু জাপান-সম্রাট অবগত ছিলেন যে এ যুদ্ধে এই ভীষণ যুদ্ধের নিবৃত্তি হইবে না,—তাঁহাকে আবও বহুদিন জাপানেব সহিত লড়িতে হইবে। তিনি এই মর্ম্মে তাঁহাব যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সেনাগণেব প্রতি এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে প্রাতপদেই বণ জয় করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলেন। তখন জাপানের সকলেই বুঝিল যে তাঁহাদের এত আনন্দ করিবার এখনও সময় হয় নাই!

যুদ্ধক্ষেত্রস্থ জাপগণ বুঝিলেন যে তাঁহারা রুষের প্রবল প্রতাপান্বিত লিওযাং দুর্গ অধিকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে চেষ্টায় এত দিন এত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধ হয় নাই! এবার রুষ-সেনাপতি তাঁহাদের পরাজয় করিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে রুষের পশ্চাতে সামান্য সেনা মাত্র আছে;—তাঁহাদের সমস্ত সেনাই তাঁহারা লিওযাংয়ে রাখিয়াছেন। কুরোকি অনায়াসেই তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া তাঁহাদের পলায়ন পথ রোধ করিতে পারিবেন; কিন্তু কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সেনাপতি অবলফকে সেইদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৫০।৬০ হাজার রুষ-সেনা কুরোকিকে আক্রমণ করিল। এক সময়ে তাহারা তাঁহাকেই প্রায় ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল,—তিনি অতি কষ্টে সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন; কিছুতেই তিনি রুষের পশ্চাৎ রোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং লিওযাং অধিকার হইলেও ইহাকে জাপানের জয় বলা যায় না! এই যুদ্ধে সুসান পাহাড়ে তাহাদের বহুসেনা প্রাণ দিযাছে! যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বিশ পঁচিশ হাজার রুষ-সেনামাত্র যোগ দিয়াছিল,—৫০।৬০ হাজার সেনা অবলফের সঙ্গে গিয়াছিল;—বাকি সমস্ত সেনা তখন মুকৃডেনের দিকে সরিয়া যাইতেছিল,—এ অবস্থায় জাপগণ এখন বেশ বুঝিলেন যে সমস্ত রুষ-সেনা যখন তাঁহাদের সহিত এখনও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে তখন তাহাদিগকে আরও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল কারণে জাপগণ লিওযাং অধিকারে তত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

কিন্তু তাঁহারা বিন্দুমাত্র হতাশ্বাস নহেন,—স্বয়ং মার্সাল ওয়ামা লিওযাংয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তখন তাঁহারা এক দিনও বিলম্ব না করিয়া, এই রুষ-দুর্গ ও নগরকে জাপানী দুর্গে ও নগরে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে এ প্রদেশের প্রধান বন্দর নিউচেং

তাঁহাদেব অধিকৃত হইয়াছে;—নিউচেং হইতে লিওযাং পর্য্যন্ত সুন্দব রাস্তা ছিল,—এক্ষণে তাঁহাদেব রসদ ও সেনাপূর্ণ জাহাজ সকল নিউচেংএ আসিতে লাগিল। সেই সকল রসদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র কুলিতে লিও-যাংয়ে লইয়া জমা করিতে লাগিল। রুষ-সেনাপতিগণ স্ব স্ব সুখ সচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; রুষগণ সাধাবণ সেনাব সুখ সচ্ছন্দতাব দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেন না। কিন্তু জাপান এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনই গৃহেব ন্যায় সুখ সচ্ছন্দতা হইতে পারে না,—কিন্তু যতদূব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে জাপান বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিলেন। জাপ-সেনাব আহাবেব কষ্ট ছিল না। তাহাদেব পশ্চাতে শত শত লোক রন্ধনে নিযুক্ত,—সেনাগণ সুবিধা পাইলেই পেট ভবিয়া ভাল ভাল খাদ্যাদি আহাব কবিতেছে। যাহারা পীড়িত ও আহত হইতেছে, হাঁসপাতালে তাহাদের অতিশয় যত্ন হইতেছে! আহতেব মধ্যে অধিকাংশই পুনবায় সবল ও সুস্থ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনবায় যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছে। জাপানী আহতেব অধিকাংশই বাঁচিয়া গিয়াছে,—কিন্তু রুষেব ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তাহাদেব মৃত্যু সংখ্যা অতিশয় অধিক! তবে উভয় পক্ষেব সেনাগণই যুদ্ধে পবমোৎসাহিত,—উভয় পক্ষই কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেছিলেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমবা নিম্নে দুই পক্ষেব সাধাবণ সেনার দুই খানি পত্র অনুবাদ কবিয়া দিতেছি। ইহাতেই সকলে দেখিবেন যে কি রুষ, কি জাপান—উভয় সেনাই বীরত্বে পূর্ণ!

হাকাইডোট, ৫ই আগষ্ট, ১৯০৪।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দিন হইতে আমরা যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কিন্তু এতদিন আমরা আজ্ঞা পাই নাই,—আজ ৫ই তারিখে আমাদের যুদ্ধ-যাত্রার আজ্ঞা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি এক পদাতিক দলে পড়িয়াছি। ১২ দিনের মধ্যেই আমবা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাত্রা

করিব। এইবার আমরা স্বদেশের জন্য শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধন্য হইব। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে কি জলে কি স্থলে ভগবানের অনুগ্রহে এবং আমাদের মাননীয় সম্রাটেব অতুলনীয় ধর্ম্ম গুণে, আমবা সকল যুদ্ধে জয়লাভ কবিয়াছি। আমি গ্রাম্য সামান্য লোক,—কিন্তু এত দিনে আমিও রুষকে প্রহাব করিতে পাবিব!. রুষ-জাপান যুদ্ধ চীন-জাপান যুদ্ধেব ন্যায় নহে। আমবা ভগবানেব কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা কবিতেছি যে আমবা এবার আমাদেব সাম্রাজ্যেব,—আমাদেব জননী জন্মভূমির গৌরব পৃথিবীময় ব্যাপ্ত কবিতে পাবিব। আমরা যুদ্ধে যাইতেছি,—আর ফিরিব কি না জানি না। তবে সম্রাটের জন্য ও আমাদের প্রিয় জন্মভূমির জন্য প্রাণদান অপেক্ষা গৌরবের ও আনন্দের বিষয় কি আছে? যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইবাব জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে,—বেশি লিখিবাব সময় নাই। তুমি ও তোমার পরিবাববর্গ আমার বিদায় গ্রহণ কর। যত দিন জীবিত আছি,—তত দিন জানিও জন্মভূমির জন্য লড়িব,—ইহাপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

যাসুমিতসু মুকাই

২৬ নং পদাতিকদল, অসাইগাওয়া হাকাইডোট।

এই জাপানী সামান্য সাধাবণ সেনার কি অভূতপূর্ব্ব অতুলনীয় দেশ-ভক্তি! যে দেশেব অতি নিম্নস্তরের লোকও এরূপ স্বর্গীয় স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত,—সে দেশেব জয় কোথায় নাই?

একজন সাধাবণ রুষ-সেনা নিম্নলিখিত পত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে লিখিয়াছিল:—

"২৯ শে মার্চ্চ আমরা ৩০ জন ও তিন সেনাধ্যক্ষ জুলু নদী পার হইয়া শত্রুদিগের সন্ধান লইতে চলিলাম। জাপানিগণের সঙ্গে আমাদের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইল। আমাদের ৫ জন হত ও ২৩ জন আহত হইল,—এ যুদ্ধে এই আমাদের প্রথম অগ্নি দর্শন। এই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই

জাপানিদিগের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই এপ্রেল অপেক্ষাকৃত এক বড় যুদ্ধ হইল। সকাল ৫টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গোলাগুলি চলিল,—কিন্তু এই সময় আমাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইল;—আমরা দুঃখিতান্তঃ-করণে ফিরিলাম। আরও দুঃখের কারণ আমরা আমাদের হত আহত সকলকে সঙ্গে লইতে পারিলাম না! তবে যতগুলিকে পারিলাম, আমরা তাহাদের পৃষ্ঠে লইয়া ১০ মাইল হটিয়া আসিলাম। এখানে আমাদের সেনাপতি বদল হইল! সাসুলিচ চলিয়া গেলেন,—তাঁহার স্থানে কেলার আসিলেন। তখন আমরা আবার অগ্রসর হইলাম! আবার জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ হইল;—আমরা হঠিয়া আসিয়া আমাদের সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু এখানে জাপানিগণ আবার আমা-দের আক্রমণ করায়, আমরা রাত্রে আবার প্রায় ২৫ ক্রোশ হঠিয়া গেলাম!

"২০ শে রাত্রে আমরা দুই দল জাপ-সেনা ধ্বংস করিলাম;—কিন্তু জাপানিগণ অসংখ্য সেনা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পাঠাইল। কাজেই আমরা আবার পশ্চাৎপদ হইলাম। এ যুদ্ধে আমাদের ২৫০ জন হত ও আহত হইয়াছিল। ৪ঠা জুলাই সকাল হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ হইল,—সে এক ভয়ানক ব্যাপার! এই যুদ্ধে আমাদের হাজার জন হত ও আহত হইল। আমাদের হঠিয়া যাইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; সেনাপতি হঠিতে আজ্ঞা দিলেন,—অগত্যা বাধ্য হইয়া আমরা পশ্চাৎপদ হইলাম।

"২৮শে তারিখে আরও এক ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শত্রুগণের গোলায় আমাদের প্রিয় বীর সেনাপতি কেলার প্রাণ হারাইলেন। আমরা সকলেই তাঁহার ন্যায় সাহসী ও দুর্দ্দমনীয় বীরকে হারাইয়া অন্তরের সহিত দুঃখিত হইলাম। ভগবান তাঁহাকে বীরের মৃত্যু দিয়াছেন! তিনি

মস্তকে আঘাতিত হইয়াছিলেন,—বোধ হয় আঘাতিত হইয়া বিশ মিনিটও জীবিত ছিলেন না।

"ইহার পর আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া লিওযাং আসিলাম। এখন আমবা এই সহর হইতে দশ মাইল দূরে আছি। এখানে জেনাবেল ইভানফ আমাদের সেনাপতি হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছে যে শীঘ্রই এক বড় যুদ্ধ হইবে। তবে আবার কি আমাদের হঠিতে হইবে! ইহা কি সম্ভব! আমাদের রেজিমেণ্টের প্রায় সকলেই হত ও আহত হইয়াছে,—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি কোন যুদ্ধেই আহত হই নাই আমাব এক টুপি আছে,—সেই টুপি যতক্ষণ আমার মাথায় থাকিবে,—ততক্ষণ আমায় কোন গোলাগুলিই স্পর্শ করিতে পাবিবে না। আমি এই টুপি পোর্টআর্থারেব এক চীনের কাছে পাইয়াছিলাম। সে লোক ভাল ছিল,—এখন সে কোথায়—কে বলিতে পারে! আমাদেব দলের নায়ক বলিতেছেন যে আমি শীঘ্রই আমার সাহসিক কার্য্যেব জন্য সেণ্টজর্জ্জেব ক্রুস পাইব। ভগবান করুন তাহাই হউক! তাহা হইলে, প্রিয় ভ্রাতঃ! আমি প্রকৃত বীর নামে অভিহিত হইয়া তোমাদেব নিকট উপস্থিত হইতে পারিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পরে রুষ।

লিওযাং যুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ রুষগণ বহুদিন জানিতে পারিল না। তাহারা প্রথম শুনিল যে জাপানিগণ রুষের হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়াছে,—এই সংবাদে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল,—কিন্তু সত্য কথনও গোপন থাকে না। ক্রমে

লিওযাং পবিত্যাগেব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল ;—তখন সকলে হতভাগ্য জেনাবেল অবলফকে গালি দিতে লাগিল। সেনাপতি কুবোপাট্‌কিন যে লিওযাং হইতে সমস্ত সেনা ও দ্রব্যাদি লইয়া নিবাপদে মুক্‌ডেনে উপস্থিত হইতে পাবিয়াছেন,—ইহাতে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট স্বহস্তে সেনাপতিকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন :—

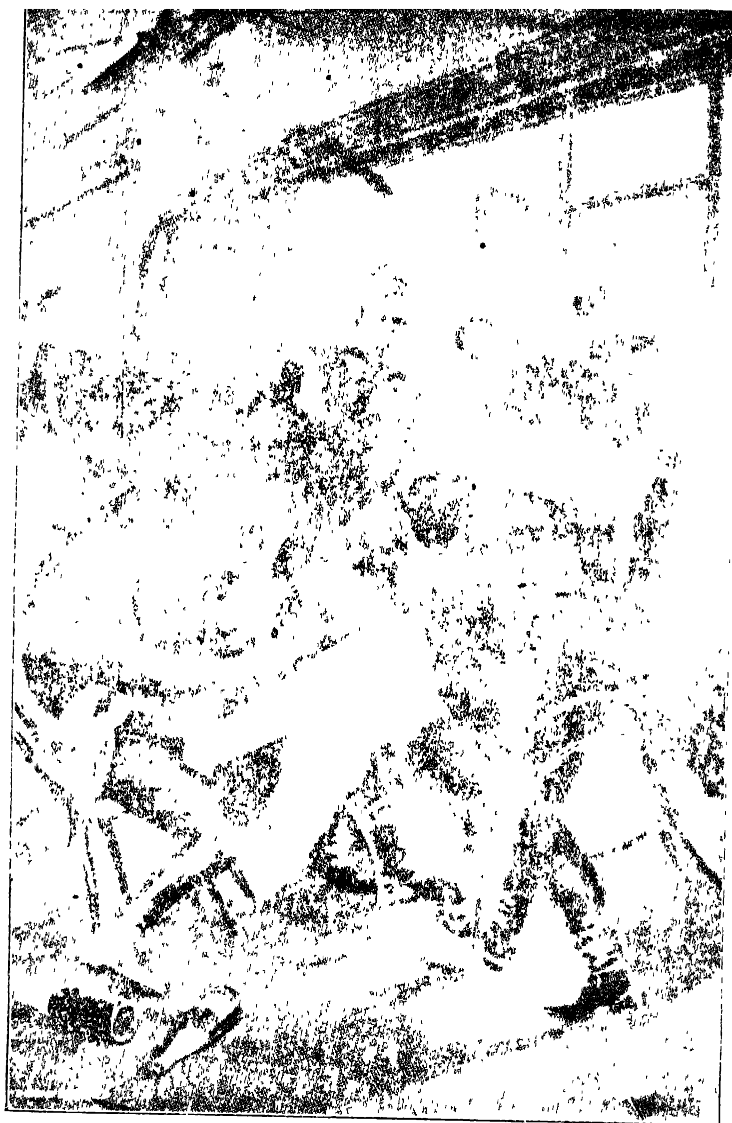
"আপনাব বিপোর্টে অবগত হইলাম যে আপনি লিওযাং দুর্গ বক্ষা কবিতে পারেন নাই। শত্রুগণ আপনার পশ্চাৎ ঘেরাও কবিবাব চেষ্টা করায়, আপনি এই দুর্গ পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"এরূপ কর্দ্দমময় পথে, এরূপ শত্রুর সম্মুখে, এরূপ ভীষণ যুদ্ধেব মধ্যে আপনি অতি সুদক্ষতার সহিত আমাব সমস্ত সেনা ও দ্রব্যাদি মুক্‌ডেনে লইয়া গিযাছেন!

"এজন্য,—এই বীরোচিত কার্য্যেব জন্য,—আমি আপনাকে ও আপনার সাহসী সেনাগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি! ভগবান আপনাদিগকে বক্ষা করুন।"—নিকোলাস্‌।

কুরোপাট্‌কিন সম্রাটেব এই পত্র সমস্ত সেনাব সম্মুখে পাঠ করিয়া বলিলেন, "আমাদেব মধ্যে এমন কেহই নাই যে দেশেব জন্য বা সম্রাটের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নহে। আমি জানি শত্রুগণকে পবাজিত কবিতে আমাদেব প্রত্যেক সেনা প্রাণপণ চেষ্টা পাইবে!" তিনি সম্রাটকে লিখিলেন, "আপনাব অনুগ্রহ পত্রে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছি। রুষ-সেনার মধ্যে এমন কেহ নাই যে সে সম্রাটের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না পাইবে,—প্রাণ না দিবে! আমবা শীঘ্রই শত্রুগণকে পবাজিত কবিতে পাবিব,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!"

রুষ-সেনাপতি যতই বলুন, এখন সকলেই বুঝিয়াছে যে জাপ-সেনা রুষ-সেনা হইতে শ্রেষ্ঠ। জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহিত রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণের আদৌ তুলনা করা যায় না! তাঁহাদেব যে দেহের বল, ও মনেব



ডাপ গোলাদ পোর্টআর্থারে কর্মেন্যানগণের মদ্যপানে ব্যাপৃত। ১৫ পৃষ্ঠা।

সাহসের কিছু অভাব ছিল, তাহা নহে। প্রভেদ শিক্ষায়;—এই শিক্ষাব গুণে জাপ-সেনা ও জাপ-সেনানায়কগণ রুষ-সেনা ও রুষ-সেনানায়কগণ হইতে শ্রেষ্ঠ! রুষগণ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের সেনাগণকে কখনও বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা দিতেন না;—তাহারা কলের মত জড়পদার্থ হইয়া গিয়াছিল;—স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারে ছিল না! জাপানী সেনাদলের সমস্ত নায়কগণ অনেক যুদ্ধেই প্রাণ হারাইয়াছেন,—কিন্তু তাহাতে কোন গোল হয় নাই। সাধারণ সেনা-গণ তাঁহাদের স্থলাধিকার করিয়া ঠিক তাঁহাদের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে। সকলই সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিত ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম;—কিন্তু রুষ-সেনার সে ক্ষমতা ছিল না। যখন তাহাদের সেনানায়কগণ প্রাণ হারাইয়াছেন, তখন তাহারা মেষপালের মত ছুটিয়াছে,—স্বাধীন ভাবে কোন কিছু কবিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। একদিন এক যুদ্ধে এক দলের সব সেনানায়ক হত হইলে, তাহারা হাঁসপাতালের রুষ-কর্ম্মচাবী দিগকে বলিল, "আসুন, আপনারা আমাদের সেনানায়ক হউন!" তাহা-দের মধ্যে কাহারই সেনা চালাইবার ক্ষমতা ছিল না।

সেনাধ্যক্ষদিগের মধ্যেও শিক্ষার অভাব। তাঁহাদেব দুর্দ্দমনীয় সাহস ও দেশভক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা জাপানিদিগেব ন্যায় শিক্ষা নাই। তাঁহারা বাবুগিরির যত চর্চ্চা রাখিতেন, যুদ্ধবিদ্যাব তত চর্চ্চা রাখিতেন না। এইরূপ সেনানায়কগণের হস্তে পড়িয়া রুষগণ পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় কুরোপাট্‌কিনের ন্যায় বিচক্ষণ সেনাপতি আরও দুই দশ জন ছিলেন; নতুবা তাহাদের যে আরও কত দুর্দ্দশা হইত, তাহা বলা যায় না!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপগণ সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণকে এই যুদ্ধের বিশেষ কোন সংবাদই প্রচার করিতে দিতেছিলেন না। ইহাতে সকল দেশের সকল সংবাদপত্রই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা

সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া যুদ্ধস্থলে সংবাদদাতা পাঠাইয়াছেন,—অথচ কোন সংবাদ আসিতেছে না,—ইহাতে বিরক্ত হইবারই কথা! গত কয়েক সপ্তাহ হইতে প্রায় সকল সংবাদপত্রেই জাপানের নিন্দা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। লিওযাংয়ের যুদ্ধ সম্বন্ধেও আর কাহারও পূর্ব্বভাব নাই ;—এরূপ জয়েও তাঁহারা জাপানের তেমন কোন প্রশংসা করিলেন না। যুদ্ধে কোটী কোটী টাকা প্রয়োজন হইতেছে ;—শীঘ্রই জাপানকে ইয়োরোপে টাকা ধার করিতে হইবে,—সুতরাং সুবুদ্ধিমান জাপ-রাজপুরুষগণ বুঝিলেন যে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রগণকে হাতে রাখা কর্ত্তব্য ; তাহাই লিওযাং যুদ্ধের পর প্রধান সেনাপতি ওয়ামা রাজধানী হইতে এই পত্র পাইলেন :—

"জাপান যে এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রজামণ্ডলীকে অবগত করা হইয়াছে। জাপান ধর্ম্ম, জাতি, রীতিনীতির কোন পার্থক্য না দেখিয়া, সকলের প্রতি সমব্যবহার করিতেছেন। এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্য রক্ষা, প্রাচ্যে চির শান্তি স্থাপন, দেশে দেশে সভ্যতা ও সুখ সচ্ছন্দতা বিস্তার এবং সমস্ত জাতির হিত সাধন,—এতদ্ব্যতীত জাপানের আর কোন অভিসন্ধি বা ইচ্ছা নাই! আশা করা যায় যে ঠিক এই নিয়মে বিদেশী সংবাদদাতাগণের সহিত কার্য্য করা হইবে। যতক্ষণ না তাহারা সমর বিষয়ক গুপ্ত সংবাদ প্রচার করিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে দেওয়া আবশ্যক ;—ইহাতে জগৎ অবগত হইবে যে জগতের হিতের জন্যই জাপান এ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন।"

এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সংবাদদাতাগণ অনেক স্বাধীনতা পাইলেন। তখন যুদ্ধের নানা বিস্তৃত সংবাদ নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল! তবে ইয়োরোপের সকল সংবাদপত্রই রুষের পরাজয়ে দুঃখিত ;—তাঁহারা জাপানের জয়ে সুখী নহেন। ইচ্ছা

থাকুক আর নাই থাকুক,—সকলেই জাপানের বীরত্বের ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইলেন। ফ্রান্সের সহিত রুষের বন্ধুত্ব সন্ধি ছিল,—কাজেই ফরাসী দেশে রুষের জন্য সকলেই অধিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন!

প্রবল পরাক্রান্ত রুষ ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পদে পদে পরাজিত হইল,—ইহাতে সমস্ত জগতের চক্ষু খুলিয়া গেল। কোন কোন স্থানে "হরিদ্রা জাতির ভয়ের" কথাও ইয়োরোপে উঠিল। অর্থাৎ জাপান চীন প্রভৃতি হরিদ্রাবংশের জাতি হয়তো একদিন সমস্ত ইয়োরোপকে গ্রাস করিলেও করিতে পারে, এই ভয় উঠিল! সে অনেক দূরের কথা, তাহাই এ বিভীষিকা শীঘ্রই চাপা পড়িয়া গেল।

এখন সকলেই আলোচনা করিতে লাগিলেন যে এখন রুষের আর যুদ্ধজয়ের আশা আছে কিনা,—কিন্তু রুষগণের আশা যায় নাই। তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছে মাত্র,—ইহাকে পরাজয় বলা যায় না। এখনও পোর্টআর্থার জাপানিগণ জয় করিতে পারে নাই;—তথাকার যুদ্ধপোত সকল মেরামত হইতেছে। এখনও জাপগণ ভ্লাডিভস্টক লইতে পারে নাই;—সেখানেও দুইখানা যুদ্ধপোত আছে। এতদ্ব্যতীত রুষের অগণিত রণতরী জাপানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে,—তাহারা শীঘ্রই যাত্রা করিবে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে রুষের অধিক সেনা হানি হয় নাই,—এখনও হারবিনে ও মুক্‌ডেনে কুরোপাট্‌কিনের নিকট দুই লক্ষের অধিক সেনা আছে,—এখনও রুষ হইতে ক্রমান্বয় সেনা আসিতেছে। ইচ্ছা করিলে রুষ অনায়াসে মাঞ্চুরিয়ায় আরও ৩।৪ লক্ষ সেনা শীঘ্রই প্রেরণ করিতে পারেন। এখনও তাঁহাদের টাকার অভাব হয় নাই। ৪।৫ লক্ষ সেনা হারবিনে কিম্বা মুক্‌ডেনে সমবেত হইলে, কুরোপাট্‌কিনের বিশ্বাস যে তিনি অনায়াসে জাপানিগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দিতে পারিবেন। জাপানিগণও জানিতেন যে রুষ এখনও পরাজিত হয় নাই,—

তাঁহাদিগকে আরও ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। সম্রাট এ কথা স্পষ্ট সকলকে জানাইয়াছিলেন। এই জন্যই জাপগণ তাঁহাদের পশ্চাতে চারিদিকে সারি সারি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। রুষের রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তাহার স্থলে তাঁহাদের দেশের মত ছোট লাইন বসাইতেছিলেন। সেই সকল লাইনে এখন জাপান হইতে আনীত ইঞ্জিন গাড়ী প্রভৃতি নিয়মিত পোর্টআর্থারের দিকে চলাচল করিতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের পশ্চাৎদিকে পাকা গাঁথুনি গাঁথিতেছিলেন। রুষ অগণিত সৈন্য আনিলেও তাঁহারা সহজে তাঁহাদের দূর করিতে পারিবেন না,—তাঁহাদিগকে পদে পদে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। জয় হইলেও আবার সমস্ত নূতন করিয়া করিতে হইবে,—সে কার্য্য সহজ নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুষের নূতন সজ্জা।

যদিও কুরোপাট্‌কিন অতি বিচক্ষণতার সহিত সসৈন্যে লিওযাং ত্যাগ করিয়া মুকডেনে আগমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন;—যদিও জাপানিগণ তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া সদলে ধ্বংস করিতে পারেন নাই;—তবুও পৃথিবীসুদ্ধ সকলে বুঝিলেন যে রুষেরই হার হইয়াছে;—নূতন কিছু বন্দোবস্ত না করিলে, রুষকে মুকডেনেও হারিতে হইবে। রাজধানীতে রুষ-অমাত্যবর্গও তাহা বুঝিলেন। কুরোপাট্‌কিনের অধীনে দুই লক্ষের অধিক সেনা;—এই অগণিত সেনা কখনই অতি অল্প স্থানে থাকিতে পারে না; সুতরাং এই বিস্তৃত সেনামণ্ডলীর উপর সমভাবে দৃষ্টি রাখা এক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বোধ হয় নেপোলিয়ান ব্যতীত আর কাহারও এ ক্ষমতা ছিল না,—এ ক্ষমতা হইবেও না। সেনাপতি

ওয়ামার অধীনে আড়াই লক্ষের অধিক সেনা আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার এই সৈন্যের উপর আদৌ দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে না। তাঁহার অধীনস্থ চারি সেনাপতি,—ওকু, নজু, নগি ও কুরোকি,—সকলেই অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁহারা এতদিন স্বাধীনভাবে সকলে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন,—একদিনের জন্যও কাহারও ভুলচুক হয় নাই। ওয়ামা কেবল চারিজনকে সমতন্ত্রীতে রাখিবার জন্য তাঁহাদের সকলকে পরামর্শ দিতেছেন;—বিভিন্ন দলের সেনাগণেব সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্প; তাঁহার চারি বিভিন্ন সেনাপতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য কবিতেছেন।

কুবোপাট্কিন অথবা রুষ-অমাত্যবর্গ তাঁহাদের সেনা সম্বন্ধে এরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। রুষ-সেনাপতির অধীনে কুরোকি, ওকু, নজু বা নগিব সমতুল্য সেনাধ্যক্ষ একজনও ছিল না। তিনি বিভিন্ন-দিকেব সেনাব উপব বিভিন্ন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই সুদক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। জেনারেল সাসুলিচ জুলু যুদ্ধে হারিয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। ষ্টাকেলবর্গও তেলিসুব যুদ্ধে হারিয়া ওকুব সম্মুখে পদে পদে পরাজিত হইয়াছেন। জেনারেল কেলার প্রাণ দিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কুরোকিকে কোন স্থলে প্রতিবন্ধক দিতে পারিলেন না। তাহার পর সেনাপতি অরলফ,—তিনিও পরাজিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে লিওযাংয়ের প্রায় অধিকাংশ সেনা,—বাকি সমস্ত সৈন্যও তাঁহার দেড় মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি প্রায় দুই লক্ষ সেনা সাহায্য পাইতেন। কুরোকির সহিত বিশ ত্রিশ হাজার সেনার অধিক ছিল না,—তবুও তিনি কুরোকিকে ঘেরাও করিতে পারিলেন না;—অপর পক্ষে যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন;—সুতরাং এখন সকলেই বুঝিয়াছেন যে জাপানী সেনাপতিগণের সমকক্ষ যোদ্ধা কুরো-পাট্কিন ব্যতিত রুষ-সেনার মধ্যে আর কেহ নাই। সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গও এতদিনে তাহা বেশ বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এই আটমাস

জাপানিদিগের যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়া অনেক শিক্ষা করিয়াছেন ;—অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। ক্ষুদ্র জাপান দেখাইয়াছে যে তাহার সন্তানগণ আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে উত্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যতদূর উৎকর্ষতা লাভ আবশ্যক, তাহা তাহারা করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া রুষও জাপানের অনুকরণে সেনা বিভাগে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা কথনই জাপানের হস্তে পরাজিত হইবেন না ;— জাপানকে পদদলিত করিতেই হইবে। তবে এখন তাঁহাবা বেশ বুঝিয়াছেন যে এ কাজ সহজ নহে। অগণিত লক্ষ লক্ষ সেনা মাঞ্চুরিয়াতে লইয়া গেলে তবে এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। রুষের সেনার অভাব নাই ;—ইচ্ছা করিলে রুষ বিশ লক্ষ সৈন্য মাঞ্চুরিয়াতে চালান দিতে পারেন। এখন রুষ-ইঞ্জিনিয়ারগণ বৈকাল হ্রদ বেষ্টন করিয়া দুর্গম স্থান দিয়া রেল লইয়া গিয়া দুই দিককাব দুই লাইন মিলিত করিয়া দিয়াছেন। এখন আর মাঞ্চুবিয়ায় যাইতে হইলে কাহাকে আর বৈকাল হ্রদ পার হইতে হয় না। সকলেই বরাবর বেলে যাইতে পারেন। কাজেই রুষের আর সেনা পাঠাইতে ক্লেশ নাই! জাপান ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪।৫ লক্ষ সেনা প্রেরণ করিতে পারেন,—রুষ বিশ লক্ষ সেনা লইয়া গিয়া তাহাদের সমূলে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম। তবে এই বৃহৎ সেনামণ্ডলীব রসদ প্রভৃতি দুর মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ সহজ নহে। ইহাতে যে কত কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না,—কিন্তু রুষ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ইহা কবিবে,—তাহাদেব পৃথিবী ব্যাপ্ত মান, প্রতিপত্তি, প্রবল প্রতাপ, কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না। এই জন্য সম্রাট অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আব এক বৃহৎ সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণে মনস্থ করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন। ইহাতেও প্রায় দুই লক্ষ সেনা থাকিবে। সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ এই দলের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে লিখিলেন :—

"জাপানিগণ যেরূপ বীরত্ব ও সাহস, যেরূপ বিচক্ষণতা ও যুদ্ধবিদ্যা, প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনা সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে হইল, নতুবা অনতিবিলম্বে তাহাদের আমরা কখনই সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে সক্ষম হইব না। মাঞ্চুরিয়ায় আমার যে অগণিত সেনা সমবেত হইতেছে, একজন সেনাপতির পক্ষে তাহাদিগকে পরিচালিত করা সাধ্য নহে। তাহাই আমি যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাকে দুই প্রধান দলে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। একদলের সেনাপতি জেনারেল কুরোপাট্‌কিন রহিবেন;—আমি দ্বিতীয় নম্বর সেনাদলের সেনাপতি আপনাকে নিযুক্ত করিলাম। আপনার বহুদিনের বিশ্বস্তভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন,—আপনার বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব,—আপনার সেনাদিগকে শিক্ষা দিবার অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা,—এই সকল কারণে আমার বিশ্বাস আপনি প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়া, আমাদের ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবেন। আপনি রুষিয়া ও আমার যে সকল গৌরবান্বিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।—আপনার স্নেহের—নিকোলাস।"

ইহা জাপানী অনুকরণ;—কিন্তু রুষ ইহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া, জাপানিদিগের অনুকরণে এই দুই সেনাপতির উপর মার্সাল ওয়ামার মত একজন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ-ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস নিকোলোভিচ এই প্রধান সেনাপতি হইবেন কথা হইল,—এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল। শেষ স্থির হইল যে, জেনারেল কুরোপাট্‌কিনই প্রধান সেনাপতি রহিবেন। রুষের ১ ও ২ নম্বর সেনাদলের উপর দুই জন সেনাপতি হইবেন। তিনি সকলের উপর থাকিবেন।

এই বন্দোবস্ত স্থির হইলে, রুষের দুই নম্বর সেনাদল ক্রমে মাঞ্চুরিয়ায় রওনা হইতে আরম্ভ করিল। প্রত্যহ দলে দলে তাহারা

মাল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দূর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়াণ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই উৎসাহে যাইতেছে না। নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবল গুরু দণ্ডের ভয়ে চলিতেছে! রুষিয়াতেও সৈন্য সংগ্রহ অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! অনেক লোক যুদ্ধে গমন অপেক্ষা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ কবিয়াছে। পুলিশ চোর ডাকাত ধরা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল পলাতক গণকে ধৃত করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল! একরূপ বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া রাজপুরুষগণ সেনাগণকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। রুষের গৃহে গৃহে স্ত্রী, জননী ও ভগিনীর ক্রন্দনেব রোল উঠিল। ইহাদের সবকার হইতে যাহা মিলিবে, তাহা অতি সামান্য,—তাহাতে তাহাদের পেট চলিবে না। আর রুষের রাজকার্য্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে অনেক সময়েই রাজকোষের এই মুষ্টিভিক্ষাও মিলিবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সেনাগণও তাহাদের মাহিনা কবে পাঠাইতে পারিবে, তাহা কেহই জানে না;—কাজেই সেনাগণের পবিবার মধ্যে যে শোকের রোল উঠিবে, আর সেনাগণ যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে নিতান্ত অস্বীকৃত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? একদিকে জাপানী সেনা মাত্রেই যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত ও ব্যগ্র,—অন্য দিকে রুষ-সেনার মনের অবস্থা এইরূপ। ইহাতে রুষেব পরাজয় বিস্ময়কর নহে। জাপান-সেনা প্রত্যেকেই স্বাধীন,—আর রুষ-সেনা ক্রীত দাস ভিন্ন আর কিছুই নহে! উভয় সেনায় বহু পার্থক্য।

যাহাই হউক কোন গতিকে রুষ-রাজপুরুষগণ সেনা সংগ্রহ করিয়া, ক্রমে রুষের ২ নং সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি গ্রিপেনবর্গও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। আর গভর্ণর জেনারেল সম্রাট-প্রতিনিধি আড্মিরাল আলেক্‌জিফ্ কোথায়! এখন সকলেই বুঝিলেন যে আলেক্‌জিফের আর সে একাধিপত্য নাই। এই সকল বন্দোবস্ত যাহা সম্রাট করিলেন, তাহাতে তাঁহার পরামর্শ

আদৌ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি নাম মাত্র হারবিনে সম্রাট-প্রতিনিধি হইয়া রহিলেন। একেবারে পদচ্যুত হইলেন না, এই মাত্র। তবে সম্রাট কুরোপাট্‌কিনের উপর যুদ্ধভার সম্পূর্ণ অর্পণ করিলেন,—এ বিষয়ে তাঁহার উপর আর কথা কহিবার কেহ রহিল না।

রুষ-রাজ্যের লোকের আলেক্‌জিফের উপর যে টুকু ভক্তি ছিল, তাহাও শীঘ্র লোপ পাইল। সকলেই শুনিল যে তিনি যেমনই লিওযাংয়ের যুদ্ধের কথা শুনিলেন,—যখনই শুনিলেন যে কুরোপাট্‌কিন পশ্চাৎপদ হইয়াছেন,—মুক্‌ডেনের দিকে আসিতেছেন,—তখনই তিনি তথা হইতে পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিলাসিতা পূর্ণ রেল গাড়ীতে উঠিলেন। যে সকল গাড়ী মুক্‌ডেনের দিকে আসিতেছিল, তাহারা তাঁহার হুকুমে কয়েক ঘণ্টা হারবিনের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল। এই অবসরে তাঁহার গাড়ী হারবিনে চলিল। তাঁহার গাড়ীর জন্য রেল লাইনে এতই গোলযোগ ঘটিল যে দুই খানা গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইয়া ৪০ জন আহত যোদ্ধা প্রাণ হারাইল! যে নিজের প্রাণের জন্য, নিজের সুখ সচ্ছন্দতা বিলাসিতার জন্য, এত উন্মত্ত হইতে পাবে, তাহার উপর লোকের আর কিরূপে ভক্তি থাকিবে?

এই আলেক্‌জিফই এই মহা সমর সমুত্থিত করিয়া ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত করিতেছেন। এই আলেক্‌জিফের উচ্চাশায় রুষ এ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া চারিদিক হইতে লাঞ্ছিত হইতেছেন। এই আলেক্‌জিফ হইতেই রুষ ও জাপানের গৃহে গৃহে জননী, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী হারাইয়া শোকের রোল উঠিয়াছে;—সে পাপের ফল আলেক্‌জিফের এত দিনে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহার নামে এক দিন লোকে ধন্য ধন্য করিত, তাহারই নামে আজ সকলে ছি ছি করিতেছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কোরিয়ায় যুদ্ধ।

কোরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ভ্লাডিভস্টক বন্দর। সেই বন্দরের জাহাজ কয়খানি সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকল কথাই বলিয়াছি,—কিন্তু ভ্লডিভস্টকে সেনাপতি লিনিভিচের অধীনে প্রায় দশ হাজার রুষ-সেনাও ছিল,—তাহারাও এই কয় মাস নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল না। তাহারা কোরিয়ার এই অংশে নানা স্থানে অগ্রসর হইয়া প্রায় জেন্‌সেন পর্য্যন্ত আসিল। জ্বাপানের কিছু সেনা জেন্‌সেন্ বন্দরে ছিল; তবে সে নাম মাত্র; তাহা দ্বারা এদিককার রুষবাহিনী প্রতিরোধ করিবার সাধ্য জাপানের ছিল না। তাঁহারা লিওযাং অধিকারে ব্যস্ত,—এ দিকে তত দৃষ্টিপাত করিবাব সময় পান নাই। সুতরাং রুষ বিনা প্রতিবন্দকে জেন্‌সেনেব দিকে অগ্রসর হইলেন। উদ্দেশ্য এ দিকে আক্রান্ত হইলে, জাপগণ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। আর যদি লিওযাং যুদ্ধে জাপগণ পরাজিত হয়,—আর তথায় কুরোকি বেষ্টিত হন,—তাহা হইলে রুষগণ কোরিয়াব পূর্ব্বদিক হইতে অভিযান করিয়া পিংযাং, উইজু প্রভৃতি অধিকার করিতে পারিবেন। এ চাল অতি বিচক্ষণ চাল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের এ চেষ্টা সফল হইল না। এই কয় মাসে তাঁহারা কোরিয়াব উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, আমবা এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

কোরিয়ার পশ্চিমে যেমন ইয়ালু নদী, পূর্ব্বে ভ্লাডিভস্টকের দক্ষিণে তেমনই তুমেন নদী। রুষগণ এই নদীর উপর একটা পোল ও এই নদীর তীরে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে রুষগণ ক্রমে অগ্রবর্ত্তী

হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা তুমেন হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণে আসিলেন। এ প্রদেশ সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকার ভুক্ত হইল। ক্রমে তাঁহারা জেন্‌সেনেরও নিকটস্থ হইলেন, কিন্তু জাপগণ শীঘ্রই তথা হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন।

৯ই আগষ্ট দুই শত কসাক কয়েকটা কামান সহ জেন্‌সেন আক্রমণ করিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। আগষ্ট মাসের শেষে রুষগণ এ প্রদেশে যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইঞ্জিনিয়ারগণ রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন,—অসংখ্য চীনে জাঙ্ক নৌকায় যুদ্ধোপকরণ আসিতেছে! সকলেই বুঝিলেন রুষ এদিকে বহু সৈন্য প্রেরণ করিবেন। কয়েকদিন পরে দুই হাজার রুষ ছয়টা কামান লইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু এই সময়ে লিওযাংয়ের যুদ্ধ ঘটিল;—রুষগণ তথায় পরাজিত হইলেন,—কাজেই ইহাতে রুষের এদিককার চাল বন্ধ হইয়া গেল। জাপগণ সত্বর এদিকে সেনা প্রেরণ আরম্ভ করিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বরে প্রায় ২৫০০ জাপ-সেনা চিমলপো বন্দরে নামিল,—পশ্চাতে আরও আসিতেছে। জেন্‌সেন্ বন্দরে জাপগণ ৪ হাজার মালটানা ঘোড়া সমবেত করিলেন,—সকলেই বুঝিলেন যে এক্ষণে জাপানিগণ সসৈন্যে ভ্লাডিভসটকের দিকে অভিযান করিবেন!

২৫শে তারিখে এই অভিযান আরম্ভ হইল। ১৬ শত জাপ-সেনা ৫টী ছোট কামান, ৫০০ মাল বাহক ঘোড়া ও ৪০০ কুলি সহ হাম্‌জেং নামক স্থানে উপস্থিত হইল;—কিন্তু তথায় যথেষ্ট রুষ-সেনা ছিল, তাহাই জাপগণ রুষ-সেনা অগ্রসর হইলে পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের পশ্চাতস্থ সেনাদলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে পিংযাং ও সিওল এই দুই স্থান হইতেই জেন্‌সেনে জাপান-সেনা আসিতেছিল। জাপানের সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে, জাপগণ পোর্টআর্থারের ন্যায় ভ্লাডিভস্‌টক্ পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের আয়োজন

সম্পূর্ণ হইবে,—তখন একদিকে জাপানী যুদ্ধপোত ও অপর দিক হইতে জাপানী-সেনা রুষের এই দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ করিয়া ইহা অধিকার করিবেন। যেমন পোর্টআর্থারের অবস্থা হইয়াছে,—শীঘ্রই ভ্লাডি-ভস্টকেরও সেই দুরবস্থা ঘটিবে! রুষ এদিকেও জাপানী বুদ্ধির নিকট পবাজিত হইলেন।

যে কোরিয়া লইয়া এই মহাযুদ্ধ চলিতেছে, সেই কোরিয়াবাসিগণ এ সময়ে কি করিতেছে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহারা অলস প্রকৃতি,—দেশ অতিশয় উর্ব্বব ও তথায় নানা মূল্যবান দ্রব্যের খনি থাকা সত্বেও দেশবাসিগণ অতি দরিদ্র;—ইহাদেব নিকট জাপানিগণ অতি সভ্য! কিন্তু ইহারা কি জাপান, কি রুষ, কাহাকেও দেখিতে পাবে না। উভয়ের উপরই সমভাবে বিরক্ত ও রাগত,—কিন্তু উপায় নাই। তাহারা দুর্ব্বল,—জাপান প্রবল,—তাহাই তাহাবা নীববে জাপানের পদানত হইল। একদিকে যুদ্ধ চলিতেছে,—অপর দিকে ইহারই মধ্যে দলে দলে জাপানিগণ আসিয়া কোরিয়ার নানা স্থানে বসতি করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে! এই সকল জাপানীর সহিত হতভাগ্য কোরিয়াবাসিগণ কোন বিষয়েই সমকক্ষ নহে,—কাজেই কাল যেখানে কোরিয়াবাসীর দোকান ছিল, আজ সেখানে জাপানী দোকান হইতেছে। ইহাতে কোরিয়াবাসিগণ জাপদিগের উপর আবও হাড়ে চটিয়া উঠিতেছে! ইহাদেব মধ্যে যাহারা কথঞ্চিত শিক্ষিত, তাহারা বুঝিল যে জাপগণ তাহাদের অধিপতি হইতেছে; তজ্জন্য তাহারা মহা গোলযোগ তুলিয়া, স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিতে লাগিল,—স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইল। একদিন রাজ-ধানীতেই প্রায় দুই হাজার দাঙ্গাকারী রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করিয়া মহা হল্লা করিতে লাগিল। সম্রাট স্বয়ং তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন, —তাহারা তাঁহার অনুরোধও রক্ষা করিল না! তখন জাপ-সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল।

এই গোলযোগের সুবিধা পাইয়া, জাপানিগণ এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সকলকে জানাইলেন, যে তাঁহাদের স্বার্থ বজায় করিবার জন্য আজ হইতে তাঁহারা সহরের সমস্ত পুলিশ কার্য্য নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আর জাপানের বিরুদ্ধে কোন সভা সমিতি করিতে দিবেন না।

জাপানিগণ কোরিয়ার রাজ-কার্য্যের সমুচিত উন্নতিকল্পে এই সময়ে কোরিয়া-সম্রাটের নিকট ৩০টী প্রস্তাব করিলেন। কয়েকটীর উল্লেখ আমরা সংক্ষেপে নিম্নে করিতেছি।

প্রথম :—আয় ব্যয় বিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগে সম্রাট জাপানী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিবেন। দ্বিতীয় :—জাপানী রাজদূত ইচ্ছামত সম্রাটের সহিত দেখা করিতে পারিবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে আর কোবিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না। তৃতীয় :—কোরিয়ান সেনা সংখ্যা কেবল ১০০০ হইবে,—ইহারা সম্রাটের শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবে। চতুর্থ :—জাপানে যে টাকা পয়সা চলিত আছে, কোরিয়াতেও তাহাই চলিত হইবে। পঞ্চম :—বিদেশে যে সকল কোরিয়ান রাজদূত আছেন, তাঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা করিতে হইবে। তাঁহারা যে কাজ করিতেন, এখন হইতে জাপানী রাজ-দূতগণ তাহা করিবেন। ষষ্ঠ :—রাজপুরুষদিগের মধ্যে রাজকার্য্যে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে।

২২শে আগষ্ট তারিখে কোরিয়া-সম্রাট জাপানের এই সকল প্রস্তাবের প্রায় সকলগুলিতেই সম্মত হইলেন। মেগাটা কোরিয়ারাজের আয় ব্যয়ের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত জাপানিগণ কোরিয়া সাগরের তীরে সমস্ত মাছ ধরিবার অধিকার লাভ করিলেন। কোরিয়ার উত্তরাংশে জুলু ও তুমেন নদীদ্বয়ের তীরে বড় বড় বৃক্ষপূর্ণ বহু বিস্তৃত জঙ্গল ছিল। রুষগণ ইহা প্রায় কোরিয়াব সম্রাটের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন,—যুদ্ধের ইহাই একটী মূলীভূত কারণ। এই অতি ঘোর অন্যায় কার্য্যের জন্য জাপান

রুষের নিকট বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহারা জাপানের কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। বহুমূল্যের গাছ সকল কাটিয়া অন্যত্র চালান দিতে লাগিলেন। শেষ গুলিগোলায় এই বিবাদ এখন মিটিতেছে!

এদিকে যুদ্ধ চলিতেছে,—অন্যদিকে জাপান কোরিয়ার চারিদিকে রেল নির্ম্মাণ করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এ রাজ্যে কেবল চিমাল্‌পো হইতে সিওল পর্য্যন্ত একটী রেল ছিল মাত্র,—কিন্তু ইহারই মধ্যে জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ সিওল হইতে রেল জুলুতীরস্থ উইজু পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানিগণ ফুসান বন্দর হইতে এক রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন,—এক্ষণে ইহাও প্রায় সিওলে আসিয়া পড়িয়াছে।

সিওল হইতে একটী লাইন জেন্‌সেন্‌ বন্দর পর্য্যন্ত যাইবে,—তাহারও বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। একবার এই সমস্ত রেল নির্ম্মাণ হইলে, তখন জাপানের কিরূপ আধিপত্য কোরিয়াতে জন্মিবে,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু অনেক কোরিয়াবাসীই জাপানের রেল স্থাপনের বিরোধী,—তাহারা নানা প্রকারে রেলের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন কোরিয়াবাসী রেল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করায় ধৃত হইল,—বলা বাহুল্য জাপানিগণ শীঘ্রই তাহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন।

এই সময়ে জাপানের প্রধান ব্যাঙ্ক সিওলে ও কোরিয়ার নানা সহরে বহু শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। এইরূপে জাপান সকল প্রকারে কোরিয়ায় সুবন্দোবস্ত করিয়া তুলিলেন। একদিকে মহাযুদ্ধ হইতেছে,—অপরদিকে বিদেশে এইরূপ সুবন্দোবস্ত করা জাপানের কম বাহাদুরী নহে!

ইহাতে ভবিষ্যতে কোরিয়াবাসিগণ মানুষ হইবে,—সভ্য হইবে,—ধনৈশ্বর্য্যে সুখী হইবে,—সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে,—জগতে একটা গণ্যমান্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে,—কিন্তু তাহারা এখন তাহা বুঝিতেছে না,—প্রতি পদে তাহারা জাপানের শত্রুতা করি-

তেছে! প্রত্যহ শত শত কোরিয়াবাসী সম্রাটের প্রাসাদের দ্বারে জানু পাতিয়া জাপানিগণকে তাড়াইয়া দিবার আবেদন করিতেছে,—কিন্তু সম্রাট তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। জাপানী পুলিশ অজ্ঞ হতভাগ্যদিগকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিতেছে! ভবিষ্যতে জাপানের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে,—কোরিয়াবাসীও মানুষ হইয়া জগতে ধন্য হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইয়োরোপ ও জাপান।

রুষের পরাজয়ে ও জাপানের জয়ে ইয়োরোপ বিশেষ যে সন্তুষ্ট নহেন তাহা নানা কারণে বুঝিতে পারা যায়। ফরাসীর সহিত রুষের বন্ধুতাসূত্রে সন্ধি ছিল,—ফরাসীগণ অনেক টাকা রুষকে ঋণ দিয়াছিলেন,—সুতরাং ফরাসী যে রুষের দিকে টানিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। রুষকে এসিয়া খণ্ডে প্রবল প্রতাপ হইতে দেওয়া ইংলণ্ডের স্বার্থ নহে। যাহাতে রুষ ভারতে আসিতে না পারে, সে জন্য ইংলণ্ড ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। জাপান পরাজিত হইলে, রুষ চীনও গ্রাস করিবেন; তখন রুষের হস্তে ভারত রক্ষা করা অতি কঠিন হইয়া উঠিবে,—তাহাই ইংলণ্ড জাপানের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নতুবা এই মহাযুদ্ধ বোধ হয় পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। ইংলণ্ডের জন্য অন্য সমস্ত রাজ্য এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন!

কিন্তু জার্ম্মানি নির্লিপ্ত থাকিয়াও প্রায় প্রকাশ্যে রুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যুদ্ধকালেই জার্ম্মানি রুষকে দুই খানি জাহাজ বিক্রয় করিয়াছিলেন,—তাঁহারা রুষকে অনেক যুদ্ধোপকরণ,

আহারীয় দ্রব্য, কয়লা প্রভৃতিও বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহার উপর জার্ম্মাণ-সম্রাট প্রকাশ্যভাবে রুষের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে জাপান যে বিরক্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! নানা ভাবে এই বিরক্তি প্রকাশ হইতে লাগিল,—এমন কি উভয় পক্ষেই যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। তবে জার্ম্মানি জানিতেন যে বহুদূরে গিয়া তাঁহাদের জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার সুবিধা নাই! তাঁহাদের যুদ্ধপোত সকল অত দূরে লইয়া যাইবারও সুবিধা ছিল না, কাজেই জার্ম্মাণি সাবধান হইয়া গেলেন। তাঁহারা যে এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তখন তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ বিপদের ও এ ভীষণ যুদ্ধের সম্ভাবনা একরূপ মিটিয়া গেল। জাপান ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে লিওযাংয়ের যুদ্ধে পরাজয় সংবাদ পাইয়া রুষ-সম্রাট যথা সম্ভব শীঘ্র তাঁহার বল্‌টিক সমুদ্রের যুদ্ধপোত সকল পোর্টআর্থারে প্রেরণের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এতদিনে সহস্র সহস্র লোক দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধপোতগুলি কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিয়াছে! রুষের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে তাহারা যে স্বদেশের নৌ-বাহিনী দূর পোর্টআর্থারে প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহা কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তবে মানের দায়, বড় দায়,—তাহাই রুষগণ কোনগতিকে অজস্র অর্থ ব্যয়ে তাঁহাদের যুদ্ধপোতগুলি দূর প্রাচ্যে প্রেরণে প্রস্তুত করিলেন।

২০শে জুন সম্রাট তাঁহার সমস্ত অমাত্যবর্গের সহিত বহুক্ষণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হইল যে সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই জাহাজ সকল উত্তর সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া জাপানের দিকে যাইবে। এতদূর হইতে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, বহু যুদ্ধপোত প্রেরণ করা সহজ কার্য্য নহে। পথে কয়লা সংগ্রহ এক গুরুতর কথা! কোথায় এই সকল জাহাজ কয়লা পাইবে, তাহাই সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে

সকলে শুনিলেন যে এক জার্ম্মাণ কোম্পানি তাহাদের অগণিত জাহাজ কয়লা বোঝাই করিয়া এই সকল জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে!

৭খানা বড় বড় ব্যাটেল্‌সিপ ও বহু ক্রুজার প্রভৃতি যুদ্ধ-পোতকে জাপানের নিকট উপস্থিত হইতে প্রায় ছয়মাস লাগিবে। এই ছয়মাসে এই সকল জাহাজের কত সহস্র মণ কয়লা প্রয়োজন হইবে, তাহার অনুমান করাই অসম্ভব! পূর্ব্বে যে সকল জাপানী যুদ্ধপোত বিলাতে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকখানির প্রায় ৫০০০ টন কয়লা প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে রুষের কোটী কোটী মণ কয়লার প্রয়োজন হইবে। ইহা আদৌ সহজ কার্য্য নহে। ইহা সত্বেও রুষ-জাহাজ দূর জাপানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আড্‌-মিরাল বোজডেষ্টভেনস্কি এই বৃহৎ নৌবাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য বহু সেনাধ্যক্ষও নিযুক্ত হইলেন,—তাঁহাদের নাম উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আড্‌মিরাল বোজডেষ্টভেনস্কি আড্‌মিরাল মাকারফের ন্যায় একজন মহাযোদ্ধা। চীন-জাপানেব যুদ্ধেব সময় পোর্টআর্থাবে তিনিই রুষ-যুদ্ধপোতের সেনাপতি ছিলেন; সুতরাং প্রাচ্য সমুদ্র সকল তাঁহার নিকট অপরিচিত নহে। বিশেষতঃ তিনি নানা যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন,—রুষের সকলেরই তাঁহার উপর বিশেষ ভক্তি আছে!

২৫শে আগষ্ট সকলে শুনিলেন যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল বন্দব পরিত্যাগ করিয়া দশ দিনের জন্য সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে। ইহার অর্থ যে এই সকল যুদ্ধপোত এই বহু দূরে যুদ্ধে যাত্রা করিবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা! এই পরীক্ষায় কতদূর কি জানা গিয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই;—তবে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

রুষ-যুদ্ধপোত সকল এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয় নাই! যাহাই হউক, ৩০শে আগষ্ট ইহারা আবার ফিরিয়া বন্দরে প্রবেশ করিল!

রুষের এই নৌ-বাহিনীর সংখ্যা সাতখানি ব্যাটেল্‌সিপ, দুইখানি বড় ক্রুজার, ৫।৬ খানি ছোট ক্রুজার এবং কতকগুলি ডেস্‌ট্রয়র। ইহার সহিত কতকগুলি সওদাগরী জাহাজও যুদ্ধপোতে পরিণত করিয়া রওনা করা হইতেছিল! সুতরাং সংখ্যায় অনেক হইলেও, এই সকল যুদ্ধপোত জাপানী যুদ্ধপোতের কতদুর সমকক্ষ হইতে পারিবে, তাহা বলা যায় না।

এখন কবে এই সকল যুদ্ধপোত রওনা হইবে, তাহাই অবগত হইবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল,—রুষ-যুদ্ধপোত সকল বন্দরেই রহিল!

এই সময়ে আবার এক জনরব প্রচার হইল। রুষগণ শুনিলেন যে জাপানী শত্রুগণ এই দূর দেশে আসিয়াও তাঁহাদের বন্দরের মুখে ও জাহাজ গমনের পথে অতি গোপনে মাইন স্থাপন করিতেছে! এ জনরবে সমস্ত ইয়োরোপে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! যে সকল জাপানী ইয়োরোপে ছিলেন, রুষের গুপ্ত-পুলিশ তাঁহাদের সঙ্গ লইল ;—রুষ ভয়ে অধীর হইয়া উঠিলেন। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহাদের যুদ্ধপোত সকল বন্দরের বাহির হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে রুষ জাপানকে ঘৃণা করেন না,—ভয় করেন।

ইয়োরোপেও সর্ব্বদা জাপানের আতঙ্ক! রুষ সকলকেই এ বিষয় অবগত করিলেন। সকল রাজ্যেই জাপানিগণের উপর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। বিশেষ কারণ না থাকিলে জাপানকে হয়তো সমস্ত ইয়োরোপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। চীন আক্রমণে সমস্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকা ধাবিত হইয়াছিলেন। জাপানের পরম সৌভাগ্য ও তাঁহাদের ধন্য বুদ্ধির বল, সহিষ্ণুতা ও বিক্রম যে আর কাহারও সহিত তাঁহাদের ইহাতেও বিবাদ বাধিল না!

তাঁহারা রুষের সমস্ত সংবাদ রাখিতেছিলেন সত্য,—কিন্তু তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া রুষিয়ায় আসিয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কখনও করেন নাই ;—করিলে তাঁহাদের বুদ্ধিব হীনতা প্রকাশ পাইত। আমবা এতদিন যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে জাপানী সম্রাট, জাপানী অমাত্যবর্গ ও সেনাপতিগণেব অসীম বুদ্ধিরই পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। রুষগণের বুদ্ধি তাঁহাদের অতুলনীয় বুদ্ধিব নিকট দাঁড়াইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না !

সেপ্টেম্বব উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—তবুও রুষ-নৌবাহিনী দেশেই রহিল ; যুদ্ধে গমনে সক্ষম হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেনের দিকে।

এদিকে মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধসজ্জা সমভাবেই চলিতেছে ! কুরোপাট্‌কিন লিওযাং পবিত্যাগ করিয়া মুক্‌ডেনে আসিয়াছেন। তিনি তাহারও পশ্চাতে তাইলিং নামক স্থানে তাঁহাব সেনানিবেশ করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাতে হাববিন ! এই রুষের শেষ আশ্রয় স্থান। যদি লিওযাং যুদ্ধের পবেই জাপানিগণ রুষকে অনুসরণ করিতেন ও যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদিগকে হাববিনে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধ সেই খানেই শেষ হইয়া যাইত ; কিন্তু জাপানিগণ পূর্ব্বেব ন্যায় এবারও রুষের অনুসরণ করিলেন না। লিওযাংয়ে তাঁহারা অবস্থান করিয়া, রসদাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহারই মধ্যে লিওযাং হইতে আংটাং পর্য্যন্ত এক ছোট রেল-লাইন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহারা ফুসান হইতে সিওল ও সিওল

হইতে পিংযাং হইয়া জুলু নদীর তীরস্থ উইজু পর্য্যন্ত রেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লিওযাং হইতে ডাল্‌নি ও পোর্টআর্থার পর্য্যন্ত বড় রেল ছিল,—তাঁহারা এক্ষণে সেই রেল পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের দেশের ন্যায় ছোট রেল স্থাপন করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে প্রথম জাপানী গাড়ী ডাল্‌নি হইতে লিওযাং উপস্থিত হইল! যতদুব জাপানিগণ অগ্রসর হইয়াছেন, ততদুর তাঁহারা ভাল ভাল রাস্তা, রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ বসাইয়াছেন। এখন চারিদিক হইতেই তাঁহাদের রসদাদি সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছে! মাঞ্চুরিয়া ও চীনদেশে যাহা কিছু পাইতেছেন, তাঁহারা তাহা ক্রয় কবিতেছেন। আব দেশ হইতেও নানা বন্দরে জাহাজ আসিতেছে,—তথা হইতে সকলই বেলে এক্ষণে তাঁহাদের বিভিন্ন শিবিরে নীত হইতেছে! তাঁহাবা যেখানে যাইতেছেন, সেইখানেই সুশাসন প্রবর্ত্তিত কবিতেছেন। দেশের লোকেব উপর কোন অত্যাচাব নাই। তাঁহাদের শাসন প্রথাও সুন্দর,—সেই জন্য মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার অধিবাসিগণ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইতেছে!

এদিকে রুষ-সেনার মধ্যে কি কাণ্ড হইতেছিল, তাহাও দেখা উচিত। কুরোপাট্‌কিনের কতকগুলি কাগজ পত্র জাপানিগণের হস্তে লিওযাংয়ে পতিত হয়! এই কাগজ পত্রে জানা যায় যে রুষ-সেনাগণের অতিশয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। একজন সেনাপতি শত্রু আসিতেছে,—এই মিথ্যা সংবাদ পাইয়াই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। এমন কি সম্মুখস্থ রুষ-সেনাগণকে সে সংবাদ পর্য্যন্ত দেন নাই,—তজ্জন্য কুরোপাট্‌কিন তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন।

কেবল একজন নহে,—প্রত্যহই প্রধান সেনাপতিকে অনেকের চাকুরি লইতে হইয়াছে। অনেক রুষ-সেনাধ্যক্ষ তাঁহাদের সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া লিওযাংয়ে সুরাপানে মত্ত ছিলেন। কুরোপাট্‌কিন এই সকল মহাত্মার অনেককেই দুর করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল ইহাই

নহে,—চীনেদের উপর ভীষণ অত্যাচারের কথাও ইহাতে ছিল। এই কাগজ পত্রে রুষের ঘোর কলঙ্কের কথা জগতে প্রচার হইল। তাহাদের অধঃপতনের কথা পৃথিবীময় রটিল। আরও ইহাতে জানা যায় যে স্বয়ং সেনাপতিও অতি ব্যস্ততাব সহিত লিওযাং পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন,—নতুবা এরূপ কাপজ পত্র কখনই জাপানী হস্তে পতিত হইত না।

যাহা হউক কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে জাপানিগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সেনাপতিগণ তজ্জন্য তাহাদের বিশ্রামের সময় দিলেন,—রুষের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন না। বিশেষতঃ লিওযাং ও মুকৃডেনের মধ্যস্থলে কুবোপাট্‌কিন বহু সেনা স্থাপিত করিয়াছিলেন,—মার্সাল ওয়ামা তাঁহার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সেনা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না।

কুরোকি মুকৃডেনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কয়লার খনি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাই এক্ষণে জাপানেব দক্ষিণ সেনাবাহিনী। বামদিকে ওকু ও মধ্যে নজু আছেন। তাঁহাবা পূর্ব্বে যেরূপে লিওযাং বেষ্টন কবিবার আয়োজন করিয়াছিলেন,—এবাবও ঠিক সেই সজ্জায় প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সমস্ত সেপ্টেম্বর মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—তাঁহাবা অগ্রসব হইলেন না। কেহ বলেন যে সম্মুখে অগণিত রুষ-সেনা সমবেত হইয়াছে শুনিয়া জাপানিগণ দেশ হইতে নূতন সেনার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কেহ বলেন, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে এবার রুষগণই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যদি তাহাই হয়, তবে ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পাবে! জাপগণ অনায়াসে তাহাদের ঘেরাও করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিবে। যাহাই হউক জাপানী সেনাপতি গণ প্রায় একমাস এক পদও অগ্রসর হইলেন না।

রুষ-সেনাপতি মুকৃডেনে আসিয়াছিলেন,—কিন্তু লিওযাংয়ের ন্যায়

মুক্‌ডেন দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয় নাই, তাহাই তিনি মুক্‌ডেন পরিত্যাগ করিয়া তাইলিং যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহাও আবার পলায়ন ব্যতীত আর কিছুই হইত না ; ইহাতে রুষের প্রতিপত্তি এখনও যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইত। কিন্তু কুরোপাট্‌কিন যখন দেখিলেন যে জাপানিগণ তাঁহার অনুসরণ করিল না, তখন তিনি মুক্‌ডেন হইতে নড়িলেন না। শোনা যায় যে এই সময় রুষ-সম্রাট কুরোপাট্‌কিনকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "যেরূপে পার লিওযাং পুনরায় অধিকার কর।" যাহাই হউক, কুরোপাট্‌কিন যে মুক্‌ডেন হইতে জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে আয়োজন করিতেছেন, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না।

মুক্‌ডেন্‌কে দুর্গে পরিণত করা একরূপ অসম্ভব। ইহার পশ্চাতে হুন নদী,—চারিদিকেই খোলা প্রান্তর,—বালুকা ভূমি। বিশেষতঃ এই সহরকে চীন-রাজধানী পিকিনের সহিত তুলনায় ছোট পিকিন বলা যাইতে পারে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা তিন লক্ষেরও উপর,—সুতরাং ইহা এ দেশের একটী অতি বড় সহর! দেশী সহর রেল-ষ্টেসনের পূর্ব্বে অবস্থিত। চারিদিক সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত,—দুইটী বড় বড় সিংহ দ্বার আছে। সহরের বহিরে ষ্টেসনের পূর্ব্বদিকে রুষের সেনানিবাস বা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট।

মুক্‌ডেন এক সময়ে মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী ছিল। চীন-সম্রাট ও তাঁহার বংশাবলী জাতিতে মাঞ্চু;—এই সহরেই চীন-সম্রাটের সমস্ত সমাধি মন্দির অবস্থিত,—সুতরাং সমস্ত চীন জাতি এই সহরকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করে। সহর হইতে ৫ মাইল দূরে এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে,—তাহার পশ্চাতে এক হ্রদ। এই পর্ব্বত ও এই হ্রদ চীনদিগের অতি পবিত্র তীর্থ স্থান! তাহারা বলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মের ড্রাগন দেবতা এই হ্রদে মস্তক দিয়া পাহাড়ে শয়ন করিয়া আছে!

সম্রাটদিগের সমাধি সকলও অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে মহা বিস্তৃত সুন্দর উদ্যান! তাহার ভিতর একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা,—কতই কারুকার্য্যে ভূষিত! ইহার ভিতর প্রস্তর নির্ম্মিত কত যে অশ্ব, হস্তী, গাভী প্রভৃতি সজ্জিত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

অট্টালিকা স্তবে স্তরে সুন্দর ভাবে আকাশে উঠিয়া গিয়াছে! সম্মুখে এক বৃহৎ মর্ম্মব প্রস্তরে নির্ম্মিত কচ্ছপ,—সেই কচ্ছপের উপর ত্রিশ ফুট উচ্চ এক শ্বেত প্রস্তর খণ্ড;—তাহাতে চীন বিজেতা সম্রাট তাইসাংয়েব কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে! তিনিই চীনেদিগকে লম্বা টিকি রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ কবিয়াছেন যে তিনি কোন প্রকাবেই চীনে স্ত্রীলোকদিগের পা ছোট করিবার কুপ্রথা লোপ করিতে পারেন নাই!

মুকৃডেনে এইরূপ নানা সুন্দর সুন্দব সমাধি মন্দির আছে; এখানে যুদ্ধ ঘটিলে এই সকল সমাধি মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। প্রাণ থাকিতে চীনেগণ এই পবিত্র স্থান রক্তে প্লাবিত কবিতে দিতে পাবিবে না। মুকৃডেনের চীন-শাসনকর্ত্তা রুষ-সেনাপতিকে এ কথা জানাইলেন,—তিনি রুষ-সেনা এস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবাব জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে রুষ-সেনাপতি বলিলেন, "এখানে যুদ্ধ করা না করার হাত আমাব নহে। চীনের এ দববার জাপানিদিগের নিকট করা উচিত!" চীন-বাজধানী হইতেও আপত্তি উঠিল। চীন-সম্রাট তাঁহার নূতন শিক্ষিত সেনা মুকৃডেনের নিকট প্রেরণ করিলেন, সুতরাং কুরোপাট্‌কিন জানিতেন যে চীনরাজের আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে,—তিনি অনেক কথা বুঝাইয়া চীন-রাজধানীতে পত্র লিখিলেন! এখন এই ব্যাপারের কোথায় মীমাংসা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ।

কুরোপাট্‌কিনের যুদ্ধসজ্জা।

এক্ষণে মাঞ্চুরিয়াতে অতিশয় শীত পড়িয়াছে;—সুতরাং রুষ-সেনার দুঃখের অবসান না হইয়া বরং শত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে! জাপানিগণ জানিতেন যে এ মহাযুদ্ধ একদিনে মিটিবে না। কত কালে মিটিবে তাহাও কেহ অবগত নহেন। সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সেনাদিগের জন্য কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত এই তিন ঋতুর উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ সকল পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সুতরাং জাপানী সেনার কখনই কোন কষ্ট নাই। কিন্তু হতভাগ্য রুষ-সেনার জন্য এত যত্ন কেহ কখনও লয় নাই;—তাহারা ক্রীতদাসের অধম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রীষ্মে তাহারা কষ্ট পাইয়াছে,—বর্ষায় তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে,—এখন মাঞ্চুরিয়ার এই দারুণ শীতে তাহারা অসহনীয় কষ্ট পাইতেছে;—কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস; তাহাদের সম্রাটের উপর তাহাদের অচলা পিতৃ ভক্তি,—তাহাদের স্বদেশপ্রেমও অতুলনীয়। তাহাদের সাহস ও দুর্দ্দমনীয় সহ্য ক্ষমতাও অতুলনীয়; তজ্জন্য তাহারা এত কষ্টেও এই দূর দেশে আসিয়া ভীষণ প্রতাপান্বিত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে,—মুখে একটী কথাও নাই!

মুক্‌ডেনের পশ্চাতে তাইলিং পার্ব্বত্য দেশ। কুরোপাট্‌কিন তাহার কতক সেনা তাইলিংয়ে স্থাপিত করিয়া দুর্গে পরিণত করিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ সেনা মুক্‌ডেন ও তাহার দুই পার্শ্বে ৩০।৪০ মাইল পথ লইয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে হুন নদী ও পশ্চিমে লিও নদী, এই

দুই নদীর মধ্যস্থ সমস্ত প্রদেশ জুড়িয়া রুষ-সেনার শিবির। প্রায় দুই লক্ষ সেনা ও ৬।৭ শত ভীষণ কামান লইয়া রুষ-সেনাপতি এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

সমস্ত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কখনও কখনও দুই একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিল; কারণ, উভয় পক্ষেরই অগ্রবর্ত্তী প্রহরীগণ প্রধান সেনা-নিবেশের বহু অগ্রে অগ্রে ঘুরিতেছিল,—সুতরাং এইরূপ উভয় পক্ষের প্রহরীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই যুদ্ধ ঘটিত;—কিন্তু সে সকল সামান্য মারামারি মাত্র; তাহাকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না! তবে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটা অপেক্ষাকৃত বড় যুদ্ধ হইল। ইহাতে জাপানিগণ ৭০০ ও রুষগণ ৩৫০ জন সেনা হারাইলেন। তাহাতেই রুষগণ ভাবিলেন যে জাপানিগণ লিওযাং হইতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল,—তবুও জাপানিগণ লিওযাং হইতে অগ্রসর হইলেন না।

জাপানিগণ তাহাদের পূর্ব্ব যুদ্ধসজ্জাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন। প্রধান সেনপতি ওয়ামা লিওযাংয়ে বাস করিতেছেন। জাপানের দক্ষিণ সেনাদল লইয়া কুরোকি জেনতাই কয়লার খনির নিকট অবস্থান করিতেছেন। মধ্য সেনাদল লইয়া নজু রেল-লাইনের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। তাঁহার এক দিকে কুরোকির সেনাদল অপর দিকে ওকুর সেনাদলের সহিত মিলিত। রেলের পশ্চিম দিকে ওকু সসৈন্যে অবস্থিত। এই সমস্ত জাপসেনার সংখ্যা ১৪০০০০ পদাতিক, ৬৩৮০ অশ্বারোহী ও ৬৩৮টী কামান। রুষগণ জাপসেনার সংখ্যা এই সময়ে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে বলেন যে জাপসেনা ও কামানের সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যাহাই হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে উভয় পক্ষে দুই লক্ষ করিয়া চারি লক্ষ সেনা ও প্রায় দেড় হাজার কামান ছিল। এরূপ এক

স্থানে এত সেনা সন্নিবেশ আর কোন আধুনিক যুদ্ধে হইয়াছে কিনা সন্দেহ!

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সহসা জাপানী সেনাপতিগণ তাঁহাদের যুদ্ধ সজ্জার পরিবর্ত্তন করিলেন। এত দিন তাঁহারা শত্রুগণকে সম্মুখে আক্রমণ করিবারই আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ তাঁহারা আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত কবিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার বেশ সংবাদ পাইয়াছেন যে কুবোপাট্‌কিন তাঁহাদিগকে সসৈন্যে আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে আর শত্রু আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত নহে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কবাই কর্ত্তব্য, তজ্জন্য বিচক্ষণ ওয়ামা সত্বর সেইরূপ যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাবা যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা ভুল সংবাদ নহে। স্বইচ্ছাই হউক আর সম্রাটেব আজ্ঞাতেই হউক, অথবা আলেক্‌জিফেব প্ররোচনাতেই হউক, ২রা অক্টোবব তাবিখে সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন তাঁহাব সেনা-গণের মধ্যে নিম্নলিখিত আজ্ঞা পত্র প্রচাব করিলেন। এই আজ্ঞা পত্র এতই বিস্ময়জনক যে ইহার আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ প্রদান করিতে আমরা বাধ্য।

কুরোপাট্‌কিন লিখিয়াছিলেন ঃ—"সাতমাস আগে যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই শত্রুগণ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পোর্টআর্থাব আক্রমণ করিয়া ছিল। সেই অবধি রুষ-যোদ্ধাগণ জলে ও স্থলে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আমাদের মাতৃভুমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু শত্রুগণ এখনও পদদলিত হয় নাই,—ববং নিজেদের উদ্ধতায় রুষের উপর জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় এত দিন যে অল্প সংখ্যক রুষ সেনা ছিল, তাহাদের দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না! যত সংখ্যক সেনা হইলে এই সকল উদ্ধত শত্রুকে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহা এই দূর দেশে আনিতে বহু ক্লেশ, পরিশ্রম, অর্থব্যয়,

ও সময় সাপেক্ষ। এই জন্য শত্রুগণকে তাসিচাও, লিওযাং প্রভৃতি স্থানে আমরা প্রতিবন্ধক দিতে পাবি নাই। আমি সেনাগণকে বরং পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তোমরা সকলে বীরের ন্যায় শত্রুমৃতদেহে যুদ্ধস্থল আবরিত করিয়া, আমরা পূর্ব্বে যে সকল স্থান স্থিব করিয়া বাখিয়াছিলাম, তথায় অতি সুশৃঙ্খলার সহিত উপস্থিত হইয়া আবার যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলে। এইরূপে তোমরা সকল স্থানে শত্রুগণকে প্রতিবন্ধক দিয়া অতুলনীয় বীবত্ব প্রদর্শন করিয়া অতি কষ্টে ও বিপদাপদেব মধ্যে এক্ষণে মুকৃডেনে আসিয়া শিবিব সংস্থাপন কবিয়াছ। কুরোকির সেনার সহিত লড়িতে লড়িতে বুক সমান কাদা ঠেলিয়া তোমরা দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে বসদের ও কামানের গাড়ী নিজ হস্তে ঠেলিয়া মুকৃডেনে আনিয়াছ। একজন আহত সেনা, একজনও বন্দী, একটা কামানও শত্রু হস্তে পতিত হয় নাই। আমি আন্তবিক দুঃখেব সহিত তোমাদের পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহাই সে সময়ে বিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেই শত্রুগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত কবিতে পারিব। এত দিনে আমাদেব মাননীয় সম্রাট শত্রু দমনের উপযুক্ত বল ও সেনা আমাদের হস্তে সংস্থাপিত কবিয়াছেন। এই অগণিত সেনা রুষিয়া হইতে ৬৬৬৬ মাইল দূবে আনয়ন যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা তোমরা সকলেই বেশ উপলব্ধি কবিতে পার। কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসীব বড় ও ছোট সকলের ঐকান্তিক পরিশ্রমে ও যত্নে এই বিস্ময়কর কার্য্য সমাধা হইয়াছে। আব কোন যুদ্ধে এইরূপ অসম্ভব কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই! সহস্র সহস্র সেনা, শত শত অশ্ব, কোটী কোটী মণ রসদ ও যুদ্ধোপকরণ আমাদের অত্যাশ্চর্য্য রেলপথে এই দূর মাঞ্চুরিয়ায় নীত হইয়াছে। যে সেনা সমবেত হইয়াছে, শত্রুগণ চির বিজিত করিবার পক্ষে তাহাও যদি যথেষ্ট না হয়, আরও

সেনা আসিবে,—কারণ শত্রুকে সমূলে বিনাশ করাই আমাদের সম্রাটের সুদৃঢ় ইচ্ছা। এতদিন শত্রুগণ আমাদের বেষ্টন করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছে। সে জন্য তাহাদের সুবিধা মত তাহারা আমাদের আক্রমণ করিয়াছে,—কিন্তু এত দিনে আমাদের শত্রুগণকে আক্রমণ কবিবার সময় আসিয়াছে। এত দিনে আমরা জাপানিগণকে যাহা হুকুম করিব, তাহাই তাহারা করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের বল এত দিনে পূর্ণ হইয়াছে। এত দিনে আমবা শত্রু আক্রমণে অগ্রসব হইব। আমবা সেনা সংখ্যায় পূর্ণবলে বলীয়ান, কিন্তু তথাচ সেনাপতিগণ হইতে সামান্য সেনা পর্য্যন্ত সকলে শত্রুগণকে দলিত কবিবাব জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। প্রাণ যায় যাইবে, দেশের মান রক্ষা কবিতে হইবে,—জাপানিগণকে পরাজিত করা চাই। এই জয় রুষের পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদেব বীব ভ্রাতাগণ পোর্টআর্থার দুর্গে এই সাত মাস অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে মুক্ত করা আমাদের প্রধান কার্য্য। আমাদেব বীব সেনাগণ আমাদের সম্রাটের ও স্বদেশের জন্য বহু যুদ্ধ কবিয়া বীবাগ্রণী বলিয়া পৃথিবী মধ্যে মাননীয় ও যশস্বী হইয়াছে। প্রাচ্যে রুষ-রাজ্যেব মান ও প্রতিপত্তিব বিষয় সকলে প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা কব,—সম্রাট তোমাদেব হস্তেই রুষিয়াব মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে স্মবণ বাখ যে সমস্ত রুষ-সেনা-মণ্ডলীর মান ও যশ রক্ষাব ভাব তোমাদের উপর এক্ষণে অর্পিত হইয়াছে! সমস্ত রুষ-দেশ ও সেই মহাসাম্রাজ্যের গৌরবান্বিত সম্রাট সর্ব্বদা তোমাদের জয় ও মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ও তোমাদেব উপর সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন! তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে বলীয়ান হও,—এস, সকলে অগ্রসর হও,—নির্ভয়ে শত্রুর উপর পতিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বদেশের কর্ত্তব্য সাধন কর,—ইহাতে আমরা প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। ভগবানের আশীষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে!"

এই অহঙ্কারপূর্ণ পত্রে, কুরোপাট্‌কিনেরই হউক, অথবা সম্রাটের আজ্ঞাতেই হউক, পরিণামে কি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিল এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাহো যুদ্ধ।

৫ই অক্টোবর কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে জাপানিদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্বে একবার তেলিস্থতেও রুষ জাপগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা কেবল ৩০ হাজার সেনা লইয়া,—এবার রুষ-সেনাপতি দুই লক্ষের অধিক সেনা ও প্রায় হাজার কামান লইয়া জাপগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে চলিলেন। তাঁহারা লিওয়াং পুনরাধিকার করিয়া উদ্ধত জাপগণকে তাড়াইয়া সমুদ্রতীরে লইয়া ফেলিয়া পোর্টআর্থার উদ্ধার করিবেন,—মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়া রুষ বীরদর্পে অগ্রসর হইল।

এই মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য। প্রায় ৩৬ মাইল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র। উভয়দিকে চারি লক্ষের অধিক সেনা ও প্রায় দেড় হাজারের উপর কামান। ইহা এক পক্ষের দুর্গে অবস্থান,—অপর পক্ষের দুঃসাধ্য আক্রমণ নহে। ইহা খোলা স্থানে,—পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গলে,—শস্যক্ষেত্রে,—নদীর জলে,—প্রায় একটা দেশ জুড়িয়া যুদ্ধ। বিশেষতঃ ইহা এক দিনের যুদ্ধ নহে,—এই ভীষণ যুদ্ধ ক্রমান্বয় এক সপ্তাহ চলিয়াছিল,—তজ্জন্য ইহার বিশেষ বিবরণ কেহই দিতে সক্ষম হন নাই।

কুরোপাট্‌কিন এবার জাপানিদিগের যুদ্ধসজ্জার অনুকরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। জাপানিগণ যেমন তিন দলে লিওয়াং বেষ্টিত করিতে

আসিয়াছিলেন, তিনিও ঠিক সেইরূপ তিন দলে অভিযান করিলেন। কিন্তু সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার ন্যায় আক্রমণের প্রত্যাশায় সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে বসিয়া রহিলেন না। তিনিও সদলে অগ্রসব হইলেন! তাঁহার সেই পূর্ব্বের দিকে বামে ওকু,—মধ্যে নজু,—দক্ষিণে কুবোকি!

লিওযাং ও মুক্‌ডেনের মধ্যস্থলে সাহো নদী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত,—ইহার সহিত আবও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী মিলিত হইয়াছে। সাহোব উপর একটী বেল-পোল আছে,—নিকটে একটী সামান্য গ্রাম। উভয়দলে এই নদীব তীবে তীবে ৩০।৩৫ মাইল স্থান জুড়িযা যুদ্ধ আবন্ত হইল।

৫ই হইতে ৮ই পর্য্যন্ত কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল,—প্রকৃতপক্ষে সাহো-যুদ্ধ ৯ই হইতে আবন্ত হইল। এইদিন রুষগণ জাপানিগণকে হটাইয়া একটা ক্ষুদ্র পাহাড় দখল কবিল। কেবল ইহাই নহে, রুষগণ প্রায় ৩০ হাজাব সেনা লইয়া কুবোকিকে বেষ্টনের জন্য জেনতাই কয়লার খনি আক্রমণ করিল। তাহারা ক্রমান্বয় এইদিকে সেনা পাঠাইতে লাগিল। এ অবস্থায় যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ একাধিপত্য না থাকিলে জয়ের আশা নাই,—কুরোকি সে বিষয়ে পবাকাষ্ঠা দেখাইলেন। রুষগণ কিছুতেই জাপানি-গণকে হটাইতে পাবিল না,—উভয় দলই অতি সতর্কভাবে যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রিযাপন কবিল।

৯ই তারিখে আর বড় যুদ্ধ হইল না,—কারণ, জাপানিগণের মধ্য ও বাম সেনাদল অনেক দুবে ছিল,—তাহাদের রুষের সহিত এখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। তবে যে সকল জাপ প্রহবীরূপে অগ্রে ছিল, তাহাদের সহিত সামান্য যুদ্ধ ঘটিল,—তাহারা রুষের অগ্রসরে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল।

১০ই তারিখে নিকটবর্ত্তী চারিদিকে যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখনও দুই দলে স্পষ্ট সংঘর্ষণ ঘটে নাই। ১১ই তারিখে সাহো তীরে উভয়পক্ষে ৩০।৩৫ মাইল স্থান লইয়া যুদ্ধ ঘটিল। উভয় পক্ষই ভীষণ বীরত্বে যুদ্ধ করিতেছেন,

এখনও কাহার জয় হয়, কাহারই বা পরাজয় হয়. তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

১২ই আবাব ঘোরযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রুষগণ কিছুতেই জাপানিগণকে পবাজিত করিতে পারিল না,—ববং স্থানে স্থানে তাহাবা পবাজিত হইয়া তাহাদেব কামান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ওকু তাহাদের ২৫টী কামান ও নজু ১৩টী কামান অধিকাব কবিলেন।

১২ই সন্ধ্যাব সময় সকলেই বুঝিলেন যে রুষেব আক্রমণ বৃথা হইয়াছে।—এতক্ষণ জাপানিগণ আত্মবক্ষাতেই নিযুক্ত ছিলেন,—কিন্তু এক্ষণে তাঁহাবা রুষগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ কবিলেন। ১৩ ই প্রাতঃকালেই রুষগণ পশ্চাৎপদ হইল। কিন্তু তখনও যুদ্ধ চলিতেছে। এক্ষণে ওয়ামা রুষগণকে ঘেবাও কবিবাব চেষ্টা পাইতেছেন ; কিন্তু ১৩ ই তাবিখে তিনি বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পাবিলেন না। এই দুইদিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত হইতেছিল। এই ভীষণ দুর্যোগে উভযপক্ষ যুদ্ধ করিতেছে ! আমরা পূর্ব্বে বহুবাব রুষ ও জাপের যুদ্ধেব বর্ণনা দিয়াছি,—এখানেও সেই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপাব সংঘটিত হইতেছিল। কখনও এক পক্ষ এক স্থান অধিকাব কবিতেছে,—অপর পক্ষ আবাব তাহা পুনবাধিকাব কবিতেছে। সেনাপতিগণের এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদেব সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি পবীক্ষিত হইতেছে। এ কেবল বুদ্ধি বলেব যুদ্ধ,—গোলাগুলি, কামান বন্দুকের যুদ্ধ নহে! কুবোপাট্‌কিন সমস্ত জাপান-সেনা বেষ্টিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—তাহা হইলে একদিনেই এ রক্তাবক্তি কাণ্ডেব অবসান হইয়া যায়। যাহাতে কুবোপাট্‌কিন এ কাজ করিতে না পারেন, ওয়ামা সেইরূপে তাঁহার সেনা চালনা করিতেছেন! অপূর্ব্ব ব্যাপার! অবশেষে কুরোপাট্‌কিনেরই পরাজয় ঘটিল ;—তখন ওয়ামা তাঁহাকে সদলে বেষ্টন করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবারও কি কুরোপাট্‌কিন তাঁহার হস্ত হইতে পলাইতে পারিবেন ? আজিকার মহাযুদ্ধ সম্পূর্ণ সতরঞ্চ ক্রীড়া !

১৪ই তারিখেও যুদ্ধ চলিল,—কিন্তু তখন পশ্চাৎ হইতে রুষ-সেনা মুকৃডেনের পথ ধরিয়াছে। ১৫ই ঐরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—জাপানিগণ অগ্রসর হইতেছে,—রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতেছে। ১৫ই সন্ধ্যাকালে সাহো যুদ্ধ শেষ হইল,—জাপানেরই আবার জয়-পতাকা উড়িল,—কিন্তু এবারও জাপানিগণ কুরোপাট্‌কিনকে ঘেরাও করিতে পারিল না;—পারিলে আর ভবিষ্যতে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইত না।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপারেব বিস্তৃত বিবরণ অসম্ভব! সমস্ত সাহো নদীর জল মনুষ্য রক্তে লাল হইয়া গিয়াছিল বলিলেই বোধ হয়, এ ভয়ঙ্কর ব্যাপাবেব কিয়ৎ ভাব উপলব্ধি হইবে।

একদিন একজন আহত রুষ-সেনাধ্যক্ষ কয়েকজন সেনা লইয়া সেনাপতিব সম্মুখে হাজির হইলেন। ইহা দেখিয়া সেনাপতি ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কোন সাহসে তুমি এ সময়ে তোমার রেজিমেণ্ট (এক হাজাব সেনাব একটী দল) ছাড়িয়া আসিয়াছ? এখনই ফিরিয়া যাও;—কোথায় তোমাব বেজিমেণ্ট?"

তিনি সেই কয়েকটী আহত সেনা দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! এই আমাব রেজিমেণ্ট,—আর সকলই গিয়াছে।"

একদল রুষ-সেনা বন্দুক ফেলিয়া দিয়া জাপানিদিগেব সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় দলই উন্মাদ,—উভয় দলের একজনেরও প্রাণ রক্ষা হইল না।

আর একস্থানে একজন রুষ-সেনাধ্যক্ষ তাঁহার রেজিমেণ্টের অবশিষ্ট কয়েকজন সহ কতকগুলি জাপানিদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। জাপগণের গুলি ফুরাইয়া গিয়াছিল,—তাহারা, পাথর, ঘুসি, বেয়নেট—যাহাতে সুবিধা পাইল তাহাই লইয়া লড়িতে লাগিল।

একদিন স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন অশ্বারোহণে একদল সেনা লইয়া জাপানিগণকে আক্রমণ করিলেন,—উভয় পক্ষেরই বীরত্ব অতুলনীয় ও বিস্ময়কর!



গোলা গুলি বৃষ্টির মধ্যে জাপগণ নদী পার হইতেছে।

[২য় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।]

একজন সংবাদদাতা এই যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"ক্রমান্বয়ে আহতগণ যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতস্থ হাঁসপাতালে নীত হইতেছে, কিন্তু ডাক্তারগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সকলকে যথাসময়ে দেখিতে পারিলেন না। জাপানের হাঁসপাতালের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর ছিল ;—হাজার হাজার আহত যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ঘণ্টা পতিত রহিল,—হাজার হাজার অসহনীয় কষ্টে ছটফট করিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। হয়তো ডাক্তারগণ যথা সময়ে ইহাদের দেখিতে পারিলে, তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত!"

শুক্রবারের ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এই হতভাগ্যগণের অসহনীয় যাতনা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল,—সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না। চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নরশোণিতে রক্ত স্রোতে ছুটিতেছে! মানুষ বোধ হয় এরূপ ভীষণ দৃশ্য আর কখনও দেখেন নাই! স্থানে স্থানে স্তূপাকারে জাপানী ও রুষ দেহ পতিত রহিয়াছে! আহতগণের আর্ত্তনাদ ধ্বনি গোলাগুলির শব্দ ভেদ করিয়াও শ্রুত হইতেছে। ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন পদ, কোথায় বা কেবল মাংস খণ্ড মাত্র,—ভাঙ্গা বন্দুক, ভাঙ্গা তরবার, বেয়নেট, কামান, কামানের গাড়ী, সেনাদের টুপি, ছিন্ন বস্ত্র, মৃত অশ্বদেহ প্রভৃতি ৩০ মাইল স্থান জুড়িয়া এই বিভীষিকাপূর্ণ ব্যাপার! কোন কোন স্থান গোলায় একেবারে চষিয়া গিয়াছে। না দেখিলে এ যে কি ব্যাপার তাহা বোঝা যায় না! দেখিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,—হৃদয় হৃদয়ের ভিতর বসিয়া যায়। নানা ভাবের নানা মৃতদেহ,—কেবলই মৃত দেহের স্তূপ! সত্যই এ দৃশ্য একবার দেখিলে জীবনে তাহা ভুলিবার উপায় নাই!"

কুরোপাট্‌কিনের অহঙ্কার বাক্য নরশোণিতে প্লাবিত হইল এই মাত্র,—তাঁহার জয় হইল না। তিনি আবার পরাজিত হইলেন ;—বোধ হয় এরূপ পরাজয় তাহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হন নাই। ১৫ই তারিখে সাহো তীরেই যুদ্ধ মিটিল না। ওকু,

নজু ও কুরোকি তাঁহাকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিলেন। ওয়ামার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই সত্য,—তিনি এবারও রুষ-সেনা বেষ্টন কবিতে পারিলেন না সত্য,—কিন্তু এখনও তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই,—তিনি সেই উদ্দেশ্যেই সেনা-চালনা করিতে লাগিলেন।

রুষগণ সাহো নদী পাব হইয়া মুকৃডেনের দিকে যাইতেছিল,—তিনিও ১৬ই তারিখে সসৈন্যে সাহো নদী পার হইলেন। তাঁহাব বহু উত্তরে কুরোকি রুষগণের পথরোধ করিবার জন্য অগ্রসব হইয়াছেন,—ওকু অপরদিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন,—নজু মধ্যে আসিয়া পলাতক-দিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় তত না হউক, এখনও রক্তারক্তি ঘটিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাহো যুদ্ধের পরে।

কুরোপাট্‌কিন এত দিন পবে সসৈন্যে জাপান ধ্বংসার্থ অভিযান করিয়াছিলেন,—কিন্তু এবারও তাঁহাকেই পবাজিত হইতে হইল। ১৫ই তাবিখে জাপানেব জয় হইল সত্য, কিন্তু এ ভীষণ যুদ্ধ মিটিল না। ১৬ই তারিখে রুষগণ আবার ফিবিয়া দাঁড়াইল;—আবার উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এখানেও তাহারা পবাজিত হইল। তাহাবা মুক্‌-ডেনের দিকে যাইতেছিল,—কিন্তু জাপগণ পশ্চাতে অনুসবণ করিয়া আসিতেছে,—কাজেই মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ফিরিয়া জাপগণেব সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। ১৭ই তাবিখেও এইরূপ চলিল;—এখন জাপানিগণ মুকৃডেন হইতে কেবল ১২ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন! ১৮ই তারিখেও উভয় দলে গোলা গুলি চলিল,—তাহার পর এই ভীষণ

যুদ্ধ কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রহিল। উভয় দলই এই ভয়ানক ব্যাপারের পর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এক সপ্তাহ ক্রমান্বয় যুদ্ধ,—রাত্রি ও দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নাই;—এরূপ যুদ্ধ আর হয় নাই। রুষদিগের দুই লক্ষ পদাতিক, ২৬ হাজার অশ্বারোহী ও ৯৫০ কামান এই মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল। জাপানিদিগের বলও ইহা হইতে কোন অংশে কম ছিল না! এরূপ গোলাযুদ্ধও পূর্ব্বে কোন যুদ্ধে হয় নাই। সমস্ত রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে রুষগণ যত গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক অধিক গোলা তাঁহারা এই এক সাহো যুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জাপানিগণ আবার তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক গোলা ছুড়িয়াছিলেন। ক্রমান্বয় আট দিন সাহো নদীর তীরে অগ্নি উদ্গীবিত হইয়াছে,—সাহোর দুই তীর নরদেহে আবরিত হইয়া গিযাছে। মোট কত লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায না। জাপান সেনাপতি বলেন যে তাঁহার ১৫৮৭৯ সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ হতাহত হইয়াছিলেন। রুষগণ বলেন, এই যুদ্ধে তাঁহাদের ৪৫ হাজার সেনা ও ৮০০ শত সৈন্যাধ্যক্ষ হত ও আহত হইয়াছিলেন। যে যুদ্ধে ৭০ হাজার লোক হতাহত হয, তাহা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

সে সময়ে মুক্‌ডেন হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিযাছিলেন ঃ—

"১১ই অক্টোবর হইতে আহতগণ মুক্‌ডেনে আসিতে আরম্ভ করিল কিন্তু ১৬ই তাহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে সহরের প্রধান রাজপথ আহতপূর্ণ ডুলি, গোযান, গাড়ি প্রভৃতিতে পূর্ণ হইযা গেল! পথে, লোক চলাচল বন্ধ হইয়া উঠিল। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন জাপ-আক্রমণে অগ্রসর হইলে, তাঁহার সঙ্গে রেড-ক্রসের সমস্ত ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী ও হাঁসপাতালের সরঞ্জাম অগ্রসর হইয়াছিল,—কিন্তু এত

সংখ্যক আহতের পরিচর্য্যা করা কোন হাঁসপাতালেরই সাধ্য ছিল না। যাহাদের দূরে প্রেরণ করা সম্ভব, তাহাদিগকে রেলে তাইলিংয়ে গাড়ী গাড়ী পাঠান হইল। বহু সংখ্যক হারবিনেও চালান্ হইল। যাহারা মৃতপ্রায়, তাহারাই কেবল মুক্‌ডেনে রহিল। ডাক্তারগণ ও শুশ্রূষা-কারিণীগণ ক্রমান্বয় এক সপ্তাহ নিদ্রিত হইবার সময় পান নাই;—কয়েক-জন শুশ্রূষাকারিণী যথার্থই এই অভাবনীয় পরিশ্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন!

কাহারও হাত নাই,—কাহারও পা নাই,—কেহ বাহু মূলে আহত,—সকলেরই দেহ রক্তে আপ্লুত! কেহ কাঁদিতেছে,—কেহ যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ কবিতেছে,—কেহ বিকট মুখ করিয়া গাড়ীব উপর গড়াগড়ি দিতেছে,—কে এই দৃশ্যের যথোপযুক্ত বর্ণনা কবিতে পারে?

ধারাবাহিকরূপে আহতগণ মুক্‌ডেনে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজাব হাজার গ্রাম্যলোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া সহবে আশ্রয় লইতে ছুটিয়াছে,—এই ভীষণ যুদ্ধে তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রাম সকল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,—তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবাব লইয়া কোনগতিকে সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। মা শিশু পুত্র হাবাইয়াছে,—স্ত্রী স্বামী হারাইয়াছে,—সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। চারিদিকের গ্রাম হইতে হাজার হাজাব হতভাগ্য পবিবার মুক্‌ডেনের রাজপথে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বাস কবিতেছে। লিওযাং হইতে মুক্‌ডেন পর্য্যন্ত কোনস্থানে আর হতভাগ্য চীনেগণ নাই,—বিনা কারণে তাহাদের অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে,—বিনা কারণে তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া আজ পথের কাঙ্গাল হইয়াছে! সভ্য জগতে যুদ্ধ নামক রাক্ষস যতদিন তাণ্ডব নৃত্য করিবে, ততদিন মানুষ কিরূপে সভ্য নামে গণ্য হইতে পারে তাহা বলা যায় না!

জাপান প্রাণের দায়ে এই রাক্ষসী রক্তে ধরা প্লাবিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—তাঁহারা আদৌ স্বইচ্ছায় এ যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই,—তাঁহাদের



পাপ নাই—পাপ রুষিয়ার। এই সহস্র সহস্র লোকের শোণিত,—আর এই সহস্র সহস্র লোকের চক্ষুজল সমস্তই তাহাদের উপর বর্ত্তিতেছে। যুদ্ধ বীরত্বের লীলা-ক্ষেত্র হইতে পারে,—কিন্তু দেবত্বের স্বর্গীয় আবাস নহে।

এই অষ্টাহব্যাপী রক্তস্রোতেও এই যুদ্ধরূপী রাক্ষসের রক্ত পিপাসা মিটিল না,—কুরোপাট্‌কিন আর একটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এই মাত্র। জাপানিগণের আরও বীরত্ব জগতে প্রচারিত হইল। রুষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন না,—কেবল আবার পশ্চাৎপদ হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে রুষিয়া পর্য্যন্ত রেল দিবারাত্রি চলিতেছে। এই যুদ্ধে রুষ যে ৪০।৫০ হাজার সেনা হারাইলেন, ১৫ দিনে রুষিয়া হইতে তাহার দ্বিগুণ সেনা আসিতে পারিবে। অন্য দিকে জাপান দেশ হইতে এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে দেশের নিকট থাকায় যত সুবিধা তাঁহাদের ছিল, এক্ষণে তাঁহাদের আর তত সুবিধা নাই। তবে তাঁহাদের পশ্চাতেও রেল আছে,—তাঁহারাও অতি শীঘ্র দেশ হইতে সেনা আনিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল। এক পক্ষ পরে রুষ ও জাপান আবার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সমবলে বলীয়ান হইলেন। কুরোপাট্‌কিনের অধীনে এখনও আড়াই লক্ষ সেনা ও প্রায় হাজার কামান! ইহার উপর প্রত্যহ রুসিয়া হইতে গাড়ী গাড়ী সেনা আসিতেছে,—সুতরাং রুষ এখনও যে প্রবল সেই প্রবল! জাপানিগণ রুষের এখনও বিষদাঁত ভাঙ্গিতে পারেন নাই!

এই সময়ে যে কারণেই হউক আলেক্‌জিফ দেশে চলিলেন! তিনি প্রকাশ করিয়া দিলেন যে সম্রাট তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন,—কিন্তু সকলে বুঝিল যে বোধ হয় তাঁহাকে আর কখনও মাঞ্চুরিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না! এখন কাহারই আর জানিবার বাকী নাই যে এই ভীষণ রক্তারক্তি ব্যাপারের মূলীভূত কারণই তিনি! দেশের লোক এই যুদ্ধের জন্য নানারূপে উৎপীড়িত

হইতেছিল,—তাহারা কাজেই আলেকৃজিফের উপর রাগত হইয়া উঠিয়াছিল;—আলেকৃজিফ দেশে ফিরিলে কেহই আর তাঁহার সমাদর করিল না। তবে কেবল তাঁহার মুখ রক্ষার জন্য সম্রাট তাঁহার পদোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত সম্রাটের কি পরামর্শ হইল, তাহা জগতে প্রকাশ নাই; তবে এখন যে রুষ কেবল মানের দায়ে অতি কষ্টে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই! এখনও রুষ সম্পূর্ণ পরাজিত হয় নাই সত্য,—কিন্তু জগতে জাপান ও জাপানিগণ প্রধান আসন অধিকারে সক্ষম হইয়াছেন। আর জাপান অসভ্য ও ক্ষুদ্র নহে! এখন জাপান অন্যান্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের ন্যায় মহাসাম্রাজ্য,—মহাশক্তি। জাপান এসিয়াখণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—জাপান এসিয়াখণ্ডের মান রাখিয়াছেন,—জাপান সমস্ত প্রাচ্য জাতির মধ্যে এক নূতন আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন;—কিন্তু প্রাচ্য চির ধীর, চিব শান্ত, চির ধর্ম্মপ্রবণ ও চির সাধুত্বপূর্ণ,—সুতরাং ইয়োরোপের অনেকের যে "ইওলো পেরিল" বা প্রাচ্য হরিদ্রাবর্ণ জাতির দ্বারা যে তাঁহাদের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা, হইয়াছে—ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল! জাপান-সম্রাট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের চির বিরোধী। রুষগণ তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বে এই যুদ্ধে বাধ্য করিয়াছে! নতুবা তিনি কখনই নরশোণিতে ধরা প্লাবিত করিয়া পাপসঞ্চয় করিতেন না!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বল্‌টিক-বাহিনী।

রুষের যুদ্ধ সাধ এখনও মিটে নাই। এখনও তাঁহারা জাপানকে পদদলিত করিবার দর্প অতি প্রগল্‌ভ স্বরে বলিতে ত্রুটী করিতেছেন না। আমরা রুষের দুই নম্বর সেনাদলের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে তাহারা

তিন নম্বর সেনাদল মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে এতদিনে তাহাদের বল্টিক-বাহিনী পোর্ট আর্থারে গমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

৯ই ও ১০ই অক্টোবর তারিখে রুষ-সম্রাট তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত নিজে পরিদর্শন করিলেন। তৎপরে মহা সমারোহে তাহাদিগকে জাপান ধ্বংসের আশীর্ব্বাদ দিয়া বিদায় করিলেন। ১৫ই অক্টোবর রুষের ৪২ খানি যুদ্ধপোত রণে যাত্রা করিল। তৎপরে ইহারা ধীরে ধীরে উত্তর সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রুষের সঙ্গে সঙ্গে যেন এক পাপ শনি ঘুরিতেছিল। ২১শে অক্টোবর রাত্রে এই সকল যুদ্ধপোত এক ভয়াবহ কাণ্ড করিল। ইহাতে সমস্ত জগত স্তম্ভিত, বিস্মিত ও ভীত। সমস্ত ইংরেজ রণতরি মুহূর্ত্তে ভীম যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল।

উত্তর সাগরে ইংরাজ ধীবরগণ মৎস্য ধরিতে যায়। ইহার জন্য তাহাদেব প্রতি দলের এক একখানি ছোট ষ্টিমাব আছে। তাহাতে তাহারা সমুদ্রে মাছ ধরিবার উপযোগী জাল লইয়া গমন করে। কতকগুলি এইরূপ জাহাজ একত্র হইলে তখন তাহারা দুব সমুদ্রে মাছ ধরিতে প্রস্থান করে।

২২শে নিশিথ রাত্রে ইংলণ্ডের হাল নামক সহরের জাহাজগুলি উত্তর সাগরের "ডগার বাঙ্ক" নামক স্থানে মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের জাহাজের নির্দ্দিষ্ট আলোক সকল নিয়মিত জ্বলিতেছিল। তাহারা ৫।৭ মাইল সমুদ্র জুড়িয়া সকলে জাল ফেলিয়াছিল, সুতরাং এই সকল জাহাজ কি করিতেছে, সে সম্বন্ধে কাহারই বিন্দু মাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময়ে সহসা সেই গভীর রাত্রে ৫ খানি বড় বড় জাহাজ তাহাদের নিকটস্থ হইল। যাহারা ডেকের উপর ছিল, তাহারা দেখিল যে

এই পাঁচখানি সওদাগরি জাহাজ নহে,—ইহারা যুদ্ধপোত ; কিন্তু কোন্ জাতির যুদ্ধপোত তাহা তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহারা রুষ-যুদ্ধপোতের জাপান যাত্রার কথা শুনিয়াছিল। তাহাই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, "হয়তো এ সকল রুষ-যুদ্ধপোত!" অপরে বলিল, "তাহারা এদিকে আসিবে কেন। তাহাদের গমনের পথ এ দিকে নয়। বোধ হয় ইহারা আমাদেরই যুদ্ধপোত!" যাহাই হউক তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই ছিল না। এই স্থানে যে তাহারা মাছ ধরে, তাহা সকলেই জানিত ; সুতরাং তাহাদের অনেকেই নিজ নিজ কার্য্যে মন দিল ;—কয়েকজন মাত্র জাহাজগুলি দেখিতে লাগিল। যাহাতে তাহাদের জাহাজের উপব এই সকল জাহাজ না আসিয়া পড়ে, এই জন্য তাহারা এই সকল যুদ্ধপোত হইতে দূরে জাহাজ লইয়া গেল।

ধীবে ধীবে পাঁচখানি জাহাজ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিল। তাহাদের মাস্তুলের "সার্চ্চ লাইটে" সমস্ত সমুদ্র দিনের মত আলোকিত হইয়া গেল। তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরেই আর একদল যুদ্ধপোত আসিল। তাহাবা পুনঃ পুনঃ এই সকল ধীবর জাহাজ গুলিব উপর সার্চ্চলাইট নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পাছে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে ধীবরগণ কেহ কেহ বড় বড় মাছ মাথায় তুলিয়া ধরিয়া যুদ্ধপোতকে দেখাইতে লাগিল। তাহারা যে মাছ ধরিতেছে,— তাহাদের অধিক সরিয়া যাইবার উপায় নাই,—তাহাই দেখান তাহাদের উদ্দেশ্য ;—কিন্তু এই সকল জাহাজ সরিয়া গেল না। তাহারা ঘুরিয়া পশ্চাৎদিকে গেল। সহসা সেই গভীর নির্জ্জন রাত্রি কামানের আওয়াজে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সরলচিত্ত ধীবরগণ ভাবিল যে এই সকল জাহাজ মিথ্যা যুদ্ধ করিতেছে,—তাহাই তাহারা সকলে ছুটিয়া মজা দেখিতে আসিল। মিথ্যা যুদ্ধে গোলা ব্যবহৃত হয় না! কেবল ফাঁকা আওয়াজ হয়। তাহারা দেখিল তাহাদের উপর সত্য সত্য গোলা পড়িতেছে! এই ভীষণ

ব্যাপারে তাহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—এ কি ব্যাপার! পুনঃ পুনঃ গোলা বৃষ্টি,—তাহাদের জাহাজের চারিদিকে গোলা পড়িয়া সমুদ্রের জল আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। কয়েকটা গোলা তাহাদের কোন কোন জাহাজেও পড়িতেছে,—এরূপ ভীষণ ব্যাপার তাহারা আর কখনও দেখে নাই। অনেক জাহাজ তাহাদের বহুমূল্য জাল কাটিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। অনেকেব পলাইবার বুদ্ধি হইল না,—তাহাবা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে একেবারে নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া গিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এই নিরপবাধ ধীবরগণের উপর গোলা চালাইয়া সম্মুখে একখানা জাহাজ ডুবিতেছে দেখিয়াও জলমগ্নোন্মুখ জাহাজের লোকদিগকে বক্ষা কবিবাব বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, রুষ-যুদ্ধপোত সকল অবাধে দূব সমুদ্রে চলিয়া গেল।

"ক্রেন" নামে জাহাজখানি ডুবিতেছিল। তাহার একজন ধীবর এই লোমহর্ষণ ব্যাপাবের নিম্নরূপ বোমাঞ্চকর বর্ণনা করিয়াছিল :—

"আমি কেবলমাত্র শয়ন করিয়াছি, এই সময়ে কামানেব শব্দ শুনিয়া ব্যাপাব কি জানিবাব জন্য উপরে গিয়া দেখিলাম কতকগুলি জাহাজের আলো আমাদের জাহাজের উপর পড়িয়াছে,—আর তাহারা আমাদের উপর গোলা চালাইতেছে। আমি নিচে যাইবার জন্য দৌড়াইলাম। আমার পশ্চাতে মাজি হগার্টও ছুটিল, কিন্তু সে সহসা পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার হাত উড়িয়া গিয়াছে।"

আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই সময়ে আর একটা গোলা আসিয়া নিকটে পড়িল;—তাহার এক খণ্ড আমার বাম হাতে বিঁধিল, কিন্তু আমি এতই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম যে দশ মিনিটের মধ্যে জানিতে পারিলাম না যে আমি আহত হইয়াছি।

আমরা দেখিলাম যে "ক্রেন" ডুবিতেছে, তাহাই আমরা নৌকা

নামাইবার চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু দেখিলাম গোলায় জাহাজের সে দিক একেবারে উড়িয়া গিয়াছে! ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার পড়িয়া আছেন,—তাঁহার মাথার উপর ভাগ উড়িয়া গিয়াছে! আমাদের কাপ্তেন দেখি ডেকের উপর পড়িয়া আছেন,—তাঁহার মাথা নাই! আমাদের আরও একজনের মুখের সম্মুখভাগ উড়িয়া গিয়াছে!

আর একখানা জাহাজ হইতে একখানা নৌকা সত্বর গিয়া "ক্রেনের" দুই মৃতদেহ ও আহতগণকে লইয়া আসিল। তৎপরেই "ক্রেন" অদৃশ্য হইয়া গেল! কি নির্দ্দয় লোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়াছে, রুষ-জাহাজ তাহা ফিরিয়াও দেখিল না।

২৩ শে অক্টোবর ধীবরগণ তাহাদের হত ও আহতগণ লইয়া হালে প্রত্যাগত হইল। তাহাদের জাহাজে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, তাহারা জাহাজের মাস্তুলের পতাকা নামাইয়া মধ্যে উড়াইয়া দিত। আজ তাহাদের মাস্তুলে এই শোক চিহ্ন দেখিয়া, হালবাসিগণ সকলে সমুদ্র তীরে ছুটিল। যখন তাহারা শুনিল যে রুষগণ তাহাদের নিরপরাধ ধীবরগণের উপর গোলা চালাইয়াছে, তখন তাহারা ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল। যখন তাহারা কাপ্তেনের মস্তক শূন্য দেহ দেখিল, তখন তাহারা সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পরদিন সমস্ত গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক সংবাদ পত্রে এই ভীষণ সংবাদ প্রচারিত হইল। সমস্ত ইংরাজ জাতি রুষের এই ঘোর অন্যায় কার্য্যের জন্য অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজ-রাজমন্ত্রীগণ তৎক্ষণাৎ প্রচার করিলেন, "আমরা রুষ-রাজকে এ সংবাদ পাঠাইয়াছি। ইহার শীঘ্র একটা মীমাংসা করিতে তাঁহারা তিল মাত্র বিলম্ব করিবেন না।" স্বয়ং সপ্তম এডওয়ার্ড ও মহারাণী দুঃখ প্রকাশ করিয়া ধীবরগণকে পত্র লিখিলেন এবং হত ও আহতগণের স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারের সাহায্যে ৪৫০০ টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

২৫ শে অক্টোবর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট রুষরাজকে এক পত্র লিখিলেন।

এই পত্রে লেখা হইল যে কাল বিলম্ব না করিয়া এই অন্যায় কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ঘটনার বিশেষ সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিতেও হইবে। যাহারা দোষী তাহাদের সমুচিত সাজা দিতে হইবে।

সেই দিনেই এই পত্র পাইবা মাত্র রুষের প্রধান মন্ত্রী রুষ-সম্রাটের নিকট হইতে ইংরাজ-দূতের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া বলিলেন, "এই অতি শোচনীয় ঘটনার জন্য সম্রাট অতিশয় অনুতপ্ত। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এই ঘটনার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। আব যাহাদের যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সমস্ত তিনি রাজকোষ হইতে দিবেন।"

রুষের প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা নহে যে কোন ক্রমে ইংরাজের সহিত রুষেব বিবাদ হয়, কিন্তু রাজ-সংসারে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহারা এমনই ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন তাঁহারা উভয় রাজ্যে বিবাদ উত্থাপিত হইলে সুখী ভিন্ন দুঃখিত নহেন। রুষ-নৌবাহিনীর সেনাপতির এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তাহাও শীঘ্র জানিবার উপায় নাই। কারণ রুষ-জাহাজ যে এখন কোথায় তাহা কেহ জানে না। তাহাবা কোন্ সমুদ্র দিয়া কোন দিকে গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নীরবে বসিয়া রহিলেন না। ২৫শে অক্টোবর মন্ত্রীগণ প্রকাশ করিলেন যে ভূমধ্য সাগর, চানেল সাগর ও দেশস্থ সাগরের সমস্ত ইংরাজ যুদ্ধপোতকে একত্রে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে!

ইহার অর্থ যুদ্ধ! না জানি এ সংবাদ পাইয়া জাপানের জনসাধারণ মনে মনে কত আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন! "যায় শত্রু পরে পরে" অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? কি জাপানে বা পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিচক্ষণ লোকই এরূপ মহা যুদ্ধের ইচ্ছা কবেন না!

রুষ-জাপানের যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজ-রুষে যুদ্ধ বাঁধিলে ফ্রান্স ও জার্ম্মানী নিশ্চয়ই রুষকে সাহায্য করিবার জন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেন। ইয়োরোপের সমস্ত রাজ্যই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া যুদ্ধে মাতিত। তাহা হইলে পৃথিবী নর-শোণিতে একেবারে প্লাবিত হইয়া যাইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যেরূপ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, এ মহাযুদ্ধ ঘটিলেও আধুনিক সভ্যতা, বিজ্ঞান, উন্নতি সকলই অকুল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইত!

সৌভাগ্যের বিষয় এই বিষম ব্যাপার ঘটিল না,—কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় নৌ-বাহিনী যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করিলেন। এখনও ইংরাজের সমতুল্য নৌ-বাহিনী আর কোন রাজ্যের নাই। দুই কি তিন রাজ্য একত্রে মিলিত হইয়া লড়িতে আসিলেও ইংরাজ-নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইতে পাবে না। সমুদ্রে ইংরেজ অজেয়,—একমাত্র অধিপতি।

কয়েক দিনের মধ্যেই ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা যে কেবল রুষের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাহা নহে। ইয়োরোপের দুই তিন রাজ্য যদি রুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়, তবে তাহার জন্যও ইংরাজ-নৌবাহিনী প্রস্তুত হইলেন। এমন কি ইংরাজ রণপোতের গোলন্দাজগণ তাহাদের কামানের পার্শ্বে রাত্রে নিদ্রা যাইতে লাগিল; কখন যুদ্ধের আজ্ঞা প্রচার হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তবে যাহাতে একটা মহা অনর্থ না ঘটে, যাহাতে বিবাদ আপোষে মিটিয়া যায়, রুষ ও ইংরাজের বিচক্ষণগণ তাহারই বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যতদিন রুষ-রণপোতেব সন্ধান না হইতেছে, ততদিন কোন বিষয়েরই কোন মীমাংসা হইতেছে না। সকলেই অতি উৎসুক ভাবে এই সকল রুষ-যুদ্ধপোতের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ-রুষ কলহ।

২৭শে অক্টোবর রুষের নৌবাহিনী স্পেন দেশের ভিগো নামক বন্দরে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, রুষ ইংরাজের সহিত এ অবস্থায় যুদ্ধ করিতে কিছুতেই সম্মত বা সক্ষম ছিলেন না। তাঁহারা আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কির নিকট কৈফিয়ত চাহিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ—

"উত্তর সমুদ্রে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ দুইখানা জাপানী টরপেডো বোট। ইহারা আলো নিবাইয়া অন্ধকারে আমাদের সম্মুখস্থ জাহাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যখন আমাদের জাহাজের সার্চ্চ লাইট দ্বারা সমুদ্র আলোকিত হইল, তখন দেখা গেল যে তথায় আরও কতকগুলি ধীবরের জাহাজের ন্যায় জাহাজ রহিয়াছে। যাহাতে এই সকল ক্ষুদ্র জাহাজ আঘাতিত না হয়, আমাদের যুদ্ধপোত তাহার বিশেষ চেষ্টায় ছিল এবং যেমনই টরপেডো বোট দুইখানি দূরে পলাইল, অমনই তাহারা গোলা বন্ধ করিয়াছিল। তবে আমরা স্পষ্ট দুই খানি টরপেডো বোট দেখিতে পাইয়াছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় আমরা যাহা করিয়াছি, সকল যুদ্ধপোতই তাহা করিতে বাধ্য হইত। এ অবস্থায় ধীবরগণ যদি টরপেডো বোটের সহিত থাকিয়া আহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সমস্ত রুষ-নৌবাহিনীর নামে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।"

বলা বাহুল্য, কেহই একথা গ্রাহ্য করিলেন না। লণ্ডনস্থ জাপান-

দূত বলিলেন, "রুষ-সেনাপতি যে কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ হাস্য-জনক! জাপানী টরপেডো বোট কখনই গোপনে এতদূরে আসিতে পারে না! জাপান হইতে উত্তর সমুদ্রে আসিতে কত কাল লাগে,—এতকাল যদি তাহারা পৃথিবীর কোন্ বন্দরে না যায়, তাহা হইলে তাহারা কয়লা ও খাদ্যাদি কোথায় পাইবে?"

এ ন্যায়সঙ্গত কথা বোধ হয় রুষ-বুদ্ধি স্পর্শ করিল না। সে যাহা হউক, এক্ষণে রুষগণ যে জাপানিদিগেব ভয়ে হাস্যজনক রূপে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ে এই রাত্রে রুষ-যুদ্ধপোতে কি হইয়াছিল, তাহার কতক বিবরণ একজন রুষ-জাহাজের ভৃত্য দিয়াছিল, তাহা এই :—

"উত্তর সমুদ্রে যে দিন শত্রু আক্রমণ করে সে দিন রাত্রে আমি জাহাজেব রন্ধনশালায় বাসন সকল ধুইতেছিলাম। আমার এখানকাব কাজ শেষ হইলে, আমি সেনাধ্যক্ষগণের ভোজন গৃহে গিয়া দেখিলাম যে ছয়জন সেনাধ্যক্ষ বসিয়া তাস খেলিতেছেন। এই সময়ে একজন ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "জাপানীরা আমাদেব উপর পড়িয়াছে!" অমনই সকলে ছুটিয়া জাহাজেব উপব চলিলেন ;—আমি নিম্নেই রহিলাম। একটু পবে একজন লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল যে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ দুই গেলাস মদ চাহিতেছেন। আমি মদ লইয়া ডেকে উঠিয়াছি, অমনই গোলাব আওয়াজ পাইলাম। ডেকের উপব সমস্ত লোক মুখ গুঁজড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষগণ সকলেই কিছু না কিছু আবরণের অন্তবালে লুক্কায়িত হইয়াছেন। আমার এই সকল দেখিয়া বড়ই ভয় হইল। কারণ সেনাধ্যক্ষগণ সকলেই অতিশয় বিচলিত হইয়া সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছিলেন। একজন সেনানী তাঁহার মস্তকের উপর তাঁহার তরবারি ঘুরাইতে ঘুবাইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "জাপানী—জাপানী!"

যাহাদের এরূপ জাপানী-ভয় ঘটিয়াছে, তাহাদের যুদ্ধে বহির্গত হওয়া একেবারেই বিহিত হয় নাই! যাহারা দিন রাত্রি জাপানী বিভীষিকা দেখিতেছে, তাহারা যুদ্ধ করিবে কিরূপে! যাহা হউক, ইংরাজ রুষ-নৌসেনাপতির কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার উভয় গভর্ণমেণ্টে কথা চলাচল হইতে লাগিল। রুষ-রাজ যাহারা গোলা চালাইয়াছিল, তাহাদেব আটক করিয়া দেশে আনিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য এক কমিসন নিয়োগেও সম্মত হইলেন। আরও সম্মত হইলেন যে যাহাবা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তাহাদের তিনি সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন। যাহাতে রুষের সহিত ইংরাজের এ বিবাদ আপোষে মিটিয়া যায়, সেই জন্য ফ্রান্সও বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন। জার্ম্মানীও রুষকে নরম করিয়া আনিলেন। যাহা হউক ২৫শে নভেম্বর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দুই গভর্ণমেণ্টে এক সর্ত্ত পত্র সাক্ষরিত হইল; তাহা এই :—

এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের জন্য এক কমিসন নিযুক্ত হইবে। এই কমিসনে পাঁচজন মেম্বব বসিবেন। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ইংরাজের, আব একজন রুষের উচ্চপদস্থ নৌ-সেনাপতি হইবেন। অপর তিনজনের মধ্যে একজন ফরাসীর ও একজন মার্কিনের ঐরূপ উচ্চপদস্থ নৌ-সেনাপতি হইবেন। এই চাবিজনে একজন পঞ্চম মেম্বর স্থিব করিয়া লইবেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া যাহাদিগকে দোষী বিবেচনা করিবেন, রুষ-গভর্ণমেণ্ট তাহাকেই দণ্ড দিতে বাধ্য হইবেন।

একটা পৃথিবী ব্যাপ্ত সর্ব্বনাশকারী যুদ্ধ হয়, ইহা কাহারই অভিপ্রেত নহে,—তাহাই আপোষে এই ব্যাপাব মিটিয়া গেল। ইংরাজ তাঁহাদের যুদ্ধসজ্জা প্রতিরোধ করিলেন,—উপস্থিত গোল মিটিল। কিন্তু রুষ-যুদ্ধপোতগুলির জাপানভীতি ছুটিল না। তাহারা দিন রাত্রি জাপানের ভয়ে সশঙ্কিত অবস্থায় ধীরে ধীরে জাপানের দিকে চলিল।

জিব্রাল্‌টর নামক স্থানে আসিয়া রুষ-নৌবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একদল আফ্রিকা ঘুরিয়া জাপানের দিকে গমন করিবে। অপর দল সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া সেই পথে দূর প্রাচ্য সমুদ্রে গমন করিবে; পরে ভারত সমুদ্রে পড়িয়া আবার দুই দল একত্রে মিলিত হইবে। তখন তাহারা জাপানের যুদ্ধপোত সকল ধ্বংস করিতে অভিযান করিবে। এই কার্য্যে তাহারা কতদুর সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা পরে বলিব। এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে কি হইতেছে, তাহাই দেখা আবশ্যক!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থারের অবস্থা।

আমরা বলিয়াছি যে জাপগণ এক্ষণে পোর্টআর্থারের অতি নিকটস্থ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যহই ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। কিন্তু রুষের ১৪টী দুর্ভেদ্য দুর্গ একদিনে জয় করা সম্ভব নহে। এ পর্য্যন্ত জাপানিগণ এই সকল দুর্গের দুই একটী মাত্র অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৯ শে সেপ্টেম্বর তাহারা রুষের ১, ২, ৫ ও ৬ নম্বর দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

অতি প্রাতঃকাল হইতে জাপানিগণ রুষের সমস্ত দুর্গে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহার পর দলে দলে জাপগণ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। সময় সময় হাতাহাতি যুদ্ধও ঘটিল, কিন্তু জাপগণ রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না।

২০ শে তারিখে আবার ভোর হইতে রুষ-দুর্গে ভীষণ "সার্পনেল" গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। আবার দলে দলে জাপানী পদাতিক সৈন্য রুষ-দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হইল। বেলা ৯টার সময় তাহারা মই লাগাইয়া দুর্গের উপর উঠিল,—তৎপরে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল! আর রুষগণ এ বীরত্বের

সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিল; জাপগণ রুষের আর একটা দুর্গ অধিকার করিল। এই সময়ে অন্যদিকেও যুদ্ধ চলিতেছিল। সর্ব্বত্রই সেই তারের বেড়া, মাইন, গভীর পরিখা, তাহার পর সুদৃঢ় প্রাচীর। এই সকল দুর্ভেদ্য ব্যাপার উত্তীর্ণ হইয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া রুষকে হটাইতে হইতেছে! যাহা হউক, এ দুর্গ হইতেও রুষগণকে পশ্চাৎপদ হইতে হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে জাপগণ এক হাজার সেনা হারাইলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর জাপানিগণ রুষের আর একটা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এ দুর্গ পূর্ব্বের দুর্গ হইতেও দুর্ভেদ্য। জাপগণ প্রায় এই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, এই সময়ে জাপানী গোলন্দাজগণ শুনিল যে দুর্গ জয় হইয়া গিয়াছে, তাহাই তাহারা তৎক্ষণাৎ কামান বন্ধ করিল। ইহাতে রুষগণ সুবিধা পাইয়া জাপগণকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিল,—তাহারা বহু হত ও আহত রাখিয়া হটিয়া আসিল।

পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও জাপগণ দুর্গ দখল করিতে পারিল না। তাহারা আবার এই দুর্গ ২৩শে ও ২৪শে তারিখে আক্রমণ করিল, কিন্তু এ দুই দিনের অসম সাহসিক যুদ্ধেও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না,—তবে তাহারা রুষের এক বিশেষ ক্ষতি করিতে সক্ষম হইল। এইস্থানে রুষদিগের পানীয় জলের বিস্তৃত চৌবাচ্চা ছিল; জাপানিগণ তাহা অধিকার করিয়া লইল। তাহারা ইহার নল কাটিয়া দিল। আর এখান হইতে জল সহরে যাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহাতে রুষগণের একেবারে পানীয় জলের অভাব হইল না; সহরের মধ্যেই কতকগুলি পানীয় জলের ঝরণা আছে,—এতদ্ব্যতীত সমুদ্রজল পানের উপযুক্ত করিবার যথেষ্ট যন্ত্রাদিও ছিল, কিন্তু এই চৌবাচ্চা হস্তচ্যুত হওয়ায় রুষের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জাপানিগণকে ইহার জন্য অনেক প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইল। এই এক দুর্গ জয় করিতে তাহাদের ২৪০০ সেনা মরিল। কেবল ইহাই নহে,—এ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন বড়

সেনাপতি মরেন নাই, কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল যামাতোতো প্রাণ হারাইলেন।

যাঁহারা স্বচক্ষে এই সকল ভয়াবহ যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন:—"জাপানিগণ অসমসাহসিক, অতুলনীয় বীরত্ব দেখাইয়াছে! প্রাণের মমতা না করিয়া তাহারা রুষের এই মৃত্যুযন্ত্র স্বরূপ দুর্গ সকল আক্রমণ করিয়াছে,—রুষগণ অসীম বলে প্রতিপদে তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতেছে! তাহাদের মাথার উপর শত্রুদিগের গোলা উদ্গীরিত হইতেছে,—তাহাতে তাহাদের গ্রাহ্য নাই,—তাহারা জাপানী বেয়নেটের প্রতীক্ষায় অচল অটল ভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের সাহস, সহ্য ক্ষমতা ও বীরত্বও ধন্য! উভয় পক্ষই উভয়ের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। এই বোমার পলিতায় অগ্নি লাগাইয়া ছুড়িলে ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ফাটিয়া গিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে! জাপানীরা ইহা ছুড়িবার জন্য এক বাঁশের ধনুকও ব্যবহার করিতেছে,—তাহাতে এই সকল "গ্রিনেড" বোমা ছয় শত হাত পর্য্যন্ত দূরে গিয়া পড়িতেছে। সময় সময় উভয় পক্ষে পাথর ছোড়াছুড়িও হইতেছে! রুষগণ তাহাদের তারের বেড়ার সমস্ত তারে কলে বিদ্যুৎ চালাইতেছে,—তাহাতে হাত দিলেই মৃত্যু! কখনও জাপগণ গুলির অভেদ্য ঢালে অঙ্গ ঢাকিয়া এই সকল বেড়া কাটিবার চেষ্টা পাইতেছে;—কখনও বা তাহারা খোঁটাগুলার গায় দড়ি লাগাইয়া তাহা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইতেছে! এ যে কিরূপ ভয়ানক কার্য্য, তাহা অনুভব করা সহজ নহে। জাপগণ সাধারণতঃ রাত্রে এই সকল বেড়া কাটিতেছে। তাহারা অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া বেড়ার নিকট শুইয়া পড়িতেছে। তাহার পর সেই অবস্থায় একে একে তার কাটিয়া ফেলিতেছে! যখন রুষগণের সার্চ্চ লাইটের আলো তাহাদের উপর পড়িতেছে, তখন তাহারা মড়ার মত পড়িয়া রহিতেছে। রুষগণ শীঘ্রই জাপের এ ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিল,—

তখন তাহারা আহত ও হত দেহের উপরও গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল।"

এরূপ যুদ্ধ ব্যাপার পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই! তিল পরিমাণ স্থান অধিকার করিতে জাপানিগণের বহুদিন লাগিতেছে। প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, এখনও তাঁহারা পোর্টআর্থার দখল করিতে পারিলেন না। তবে পোর্টআর্থারস্থ অধিবাসিগণও বড় সুখে নাই। ৩০ টা গাধা রোজ মাংসের জন্য বলি হইতেছে,—তাহাও অর্দ্ধসের ৩৸০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। একটী ডিমের দাম দশ আনা হইয়াছে।

এই সময়ে জাপানিদিগের একখানি যুদ্ধপোত ডুবিল। হাইজেন নামক একখানি রণপোত পিজন উপসাগরে পাহারায় ছিল, কিন্তু রাত্রে ঝড় উঠায় জাহাজ খানি অন্যান্য যুদ্ধপোতের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইল;—কিন্তু সহসা একটা মাইনে আঘাতিত হইয়া ডুবিয়া গেল। ইহাতে ১৯৭ জন জাপানী প্রাণ দিল।

২৮ শে তারিখে জাপানিগণ পোর্টআর্থার ও বন্দরস্থ জাহাজ উভয়ের উপরই গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই গোলাবর্ষণে রুষের চারিখানি যুদ্ধপোত আঘাতিত হইল,—কতকগুলি ক্ষুদ্র ষ্টিমার ও নৌকাও ডুবিয়া গেল। কয়েকখানা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে পোর্টআর্থার হইতে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"জেনারেল ষ্টসেল সম্রাটকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, 'আমি আপনাদের সকলের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। পোর্টআর্থারই আমার সমাধি স্থান হইবে!' সেনাপতি ষ্টসেল সকলের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের সঞ্চার করিয়াছেন,—তাহারা প্রাণ দিবে, তবু কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না!

"জাপানী গোলায় বন্দরের জাহাজ সকল খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া যাইতেছে।

বারুদঘর প্রভৃতি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে! জলের চৌ-বাচ্চার নল জাপানিগণ কাটিয়া দেওয়ায়, এখন কুয়া খোঁড়া হইতেছে। আহারীয় দ্রব্য প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ঘোড়া জাপানী গোলায় মরিতেছে, সেনাগণ তাহারই মাংস অপূর্ব্ব বলিয়া আহার করিতেছে। সেনাগণের অর্দ্ধেক হত, আহত বা পীড়িত হইয়াছে।

"জাপানিগণ প্রত্যহই নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। যখন শেষ দিন আসিবে, তখন সহস্র সহস্র জাপকে প্রাণ দিতে হইবে, কারণ সহস্র সহস্র মাইনে সহব বেষ্টিত।"

প্রতিদিন যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিনও তাহাব বিবাম নাই। সমস্ত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস এইরূপ যুদ্ধ চলিল,—রুষগণ প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা কাবতেছে,—জাপগণ প্রাণপণে তাহা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা পাইতেছে। তাহাবা অনেকটা পোর্টআর্থাবের নিকটস্থ হইয়াছে,—তাহারা এক্ষণে বড় বড় কামান সহবের নিকটেই স্থাপন কবিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল কামানের ভীষণ গোলা সহরে পড়িতে আবম্ভ করিলে, তথায় আব কিছুই থাকিবে না,—সকলই ভগ্নস্তূপে পবিণত হইয়া যাইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আলোচনা।

এখন উভয় পক্ষই বুঝিয়াছেন যে বীবত্বে কেহই কম নহেন;—তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছেন যে এ যুদ্ধ সহজে ও শীঘ্র মিটিবার নহে। এ অবস্থায় উভয় পক্ষ আর কত কাল যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আধুনিক যুদ্ধ প্রাচীন কালের

যুদ্ধের ন্যায় নহে! এখনকার যুদ্ধে বহু অর্থের প্রয়োজন,—লোকবলও যথেষ্ট আবশ্যক। জাপান ও রুষ আর কত দিন এই অগণিত অর্থব্যয়ে সক্ষম হইবেন, আর তাঁহারা কত সৈন্যই বা যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিতে পারিবেন,—ইহা এক্ষণে দেখা উচিত। প্রথমে দেখা যাউক জাপান এ যুদ্ধে আর কত সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা দুই লক্ষের অধিক সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না,—প্রত্যহই কমিতে থাকে। ইহারই মধ্যে জাপানী হাঁসপাতালে প্রায় ৪৫ হাজার আহতের চিকিৎসা হইতেছে। প্রায় ৫০ হাজার জাপ বীর-শয্যায় শায়িত হইয়াছে। এই কয়মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানকে ক্রমান্বয় অন্ততঃ এক লক্ষ সেনা প্রেরণ করিতে হইয়াছে! এইরূপ আরও এক বৎসর যুদ্ধ চলিলে আরও কত সহস্র সেনা পাঠাইতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই! জাপান আর কত দিন আর কত সেনা পাঠাইতে সক্ষম?

জাপানের সকল যুবককেই আইনানুসারে বাধ্য হইয়া দুই তিন বৎসর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর তাহারা গৃহে গিয়া নানা ব্যবসা কার্য্যে লিপ্ত হয়। প্রয়োজন হইলে আবার তাহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে বাধ্য, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে এ অবস্থায় তাহারা যুদ্ধ-বিদ্যার সকল বিষয়ে আর সুদক্ষ থাকে না। এক্ষণে জাপান-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই সকল সেনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে বাধ্য করিয়াছেন;—তাহারা এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এক্ষণে তাহারা জাপানে কিরূপে শিক্ষিত হইতেছে, তাহা একজন সংবাদদাতা স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি:—

"এই সকল সেনা সর্ব্ব শ্রেণীর লোক হইতে আগমন করিয়াছে। কৃষক, রিক্স গাড়ীর কুলি, কুম্ভকার, পাচক, ফটোগ্রাফার;—এইরূপ নানা শ্রেণীর লোক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে! তাহাদের দেহ তত কঠিন বা বলিষ্ঠ নহে,—কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না।

যাহার জন্য এই কয়মাসে জাপান বীরত্বে জগৎ খ্যাত হইয়াছে, সেই অতুলনীয় দেশভক্তি রাজা ও প্রজা সকলের হৃদয়ে সম.প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে! সুতরাং এই সকল সেনাকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিতে সেনাধ্যক্ষগণের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে না। যাহারা নিজেই যুদ্ধে যাইবার জন্য পাগল, তাহাদের যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। স্বদেশপ্রেম—স্বদেশভক্তি জাপানের প্রধান ধর্ম্ম।

যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র জাপ অবাধে প্রাণ দিতেছে কেন? কেবল স্বদেশভক্তির জন্য। তাহাদের এ যুদ্ধে অর্থলোভ নাই,—তাহাদের এ যুদ্ধে লাভের সম্ভাবনা কিছুই নাই;—কেবল স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। সমস্ত জাপানবাসী যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে! গ্রাম, সহর, নগর, সর্ব্বত্র হইতে তাহারা আনন্দে যুদ্ধে গমনের জন্য রাজধানীতে আসিতেছে। অতি আনন্দিত চিত্তে তাহারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

প্রথমে এই সকল সেনাকে দেহের বল বৃদ্ধির শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। প্রথম সপ্তাহে তাহাদের কেবল দলে দলে হাঁটিতে হইতেছে। প্রথম দিন দশ মাইল, পর দিন ১৫ মাইল, তার পর দিন বিশ মাইল, এইরূপ দিন দিন মাইল সংখ্যা বাড়াইয়া তাঁহাদিগের হাঁটিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইতেছে। প্রথম সপ্তাহে এইরূপ,—দ্বিতীয় সপ্তাহে দ্রুতবেগে হাঁটিতে হইতেছে! বলা বাহুল্য জাপসেনার যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে যে ভার বহন করিতে হইতেছে, ইহাদিগকেও তাহাই বহিতে হইতেছে!

দুই সপ্তাহের পর তাহাদিগকে আর এক কার্য্যে লাগিতে হইতেছে। রাজধানীর পার্শ্বে একটী ঘোড়-দৌড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ৭৫০ হাত দীর্ঘ। ইহার প্রথমেই ৯ ফুট প্রস্থ একটা খানা,—তাহার পর একটা ৪ ফুট উচ্চ বেড়া,—তাহার পর ৩০ ফুট প্রস্থ একটা খাল,—তাহার উপর কয়েকটা বাঁশ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ৮ ফুট উচ্চ

একটা খোঁচা যুক্ত বেড়া, সব শেষে একটা নকল শত্রু দুর্গ! তাহার সম্মুখে ১০. ফুট গভীর ও কুড়ি ফুট প্রস্থ গর্ত্ত,—তাহার পর একটা প্রাচীর। এই সকল সেনা প্রত্যহ এই সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গ-প্রাচীরে উত্থান শিক্ষা করিতেছে। খানা লাফাইয়া বেড়া পার হইয়া, বাঁশের উপর দিয়া চলিয়া, এইরূপ নানা বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া, দুর্গ প্রাচীরে উঠা সহজ কার্য্য নহে,—কিন্তু প্রত্যেক জাপানী ইহা শিক্ষা করিতেছে। এই সকল শিক্ষায় সুদক্ষ না হইলে, কাহাকেও বন্দুক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না।

তাহার পর তাহারা দলে দলে বন্দুক ছোঁড়া, বেয়নেট আক্রমণ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে। এইরূপ দুই মাস শিক্ষার পর তাহারা কোন বড় শিবিরে প্রস্থান করে,—তথায় বহু সেনার সহিত থাকিয়া কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহারা তাহাই শিক্ষা করিতে থাকে। যখন তাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তখনই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়।

এইরূপে জাপানের প্রায় সমস্ত সক্ষম অধিবাসীকে শিক্ষিত করা হইতেছে;—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জাপানের কোন দিনই লোকবলের অভাব হইবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যত সেনাই হত, আহত ও পীড়িত হউক না কেন, জাপান সঙ্গে সঙ্গে অতি সত্বর সেই অভাব পূরণ করিতে পারিবেন। যদি দুই লক্ষের স্থানে ৪ লক্ষ সেনাও জাপানের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাঁহারা অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তবে ইহাতে যে দেশে কষ্ট হইতেছে না, তাহা নহে। উপার্জ্জনক্ষম লোক যুদ্ধে চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং গৃহে গৃহে অর্থকষ্ট হইতেছে। জাপান-গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য তাহাদের অর্থ সাহায্য করিতেছেন সত্য,—কিন্তু উপার্জ্জনক্ষম লোক গৃহ ত্যাগ করিলে সে সংসারে কষ্ট অপরিহার্য্য। ইহাতে জাপানে দুঃখ নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই যুদ্ধের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত,—কষ্ট কোন ছার!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অর্থবল।

রুষ ও জাপান, কোন পক্ষেবই এই মহা সমবে লোকবলের অভাব হইবে না। তবে জাপানিগণ স্বইচ্ছায় আনন্দেব সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতেছে,—রুষকে অনেক সময়েই বলপূর্ব্বক সেনা পাঠাইতে হইতেছে! আরও দুই চারি বৎসব যুদ্ধ চলিলেও কাহাবও লোকবলের অভাব হইবে না। কিন্তু লোকবলই সব নহে;—লোকবল থাকিলেও অর্থবল না হইলে আধুনিক যুদ্ধ কেহই দুই দিনও চালাইতে পাবেন না!

জাপানের প্রধান ধনাধ্যক্ষ কাউণ্ট ওকুমা সেপ্টেম্বব মাসে বলিয়াছেন:—"যদি এই যুদ্ধ আবও দুই বৎসব চলে, তাহা হইলে জাপানে সম্ভবমত ১২০০ হইতে ১৩০০ হাজাব মিলিয়ান 'যেন' অর্থাৎ ১২০ হইতে ১৩০ মিলিয়ান পাউণ্ড ব্যয় হইবে। আমাদের এখন যে সেনা আছে এবং অন্যান্য যে ব্যয় হইবে, তাহাতে জাপানের মোট ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড দেনা হইবে। রুষেব যুদ্ধ ব্যয় ৪০০ হইতে ৫০০ মিলিয়ান পাউণ্ড পড়িবে! সুতরাং তাহাদের যুদ্ধ ব্যয় আমাদেব অপেক্ষা অনেক অধিক পড়িবে। জাপানের যতই যুদ্ধ ব্যয় হউক না, তাহাদেব তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হইবে না। জাপানেব কখনও টাকাব অভাব হইবে না।"

যুদ্ধের বৎসর জাপানের ফসলও অতি উৎকৃষ্ট জন্মিয়াছিল। সে বৎসব ধান যেরূপ জন্মিয়াছিল, তেমন আর কখনও জন্মে নাই। আমাদের ন্যায় ধানই জাপানের প্রাণ। সুতরাং যখন যথেষ্ট পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে, তখন জাপানিদিগের সহস্র যুদ্ধ হইলেও ক্লেশ পাইতে হইবে

না। ইহার উপর জাপানের দিকে ধর্ম্ম আছে বলিয়াই হউক আর তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ হউক, জাপানের কেসেন নামক প্রদেশে সহসা এক সোণার খনি আবিষ্কৃত হইল। ইহা হইতে বৎসবে বৎসরে ২।৩ মিলিয়ান পাউণ্ড মূল্যের সোণা জাপান-গভর্ণমেণ্ট পাইবেন। যখন টাকা জলের ন্যায় ব্যয় হইতেছে, সে সময়ে এরূপ সোণাব খনি লাভ নিতান্ত সুভাদৃষ্টেব কথা, সন্দেহ নাই।

রুষেব এখনও বিশেষ অর্থের অভাব হয় নাই। ফবাসী প্রদত্ত ঋণের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—ইচ্ছা কবিলে রুষ আবও অনেক টাকা ঋণ করিতে পারিবেন। তবে ভিতরে ভিতবে তাহাদের যে বিশেষ অভাব হইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রুষেব ধর্ম্মালয় সমূহে বহু অর্থ ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি আছে। এই সময়ে সকলে শুনিলেন যে প্রয়োজন হইলে রুষ সম্রাট সে সকল অর্থ ও ধন যুদ্ধেব ব্যয়েব জন্য লইবেন। সুতবাং এ যুদ্ধ আরও দুই চারি বৎসর চলিলেও রুষের তত অর্থাভাব হইবে না।

উভয় পক্ষই ইহা বেশ বুঝিয়াছেন অর্থাভাবে ও লোকাভাবে কোন পক্ষই যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন না,—এ ভীষণ যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। কত দিন চলিবে,—কোন্ পক্ষ কতদিনে সম্পূর্ণ পরাভূত হইবেন,—তাহা কেহ বলিতে পাবে না।

তবে রুষগণ জাপানিগণকে যে পূর্ব্বে হেয়জ্ঞান করিতেন, সে ভাব এখন আর নাই। জাপানিগণের অতুলনীয় সাহস ও বীবত্বে, তাঁহাদের স্বর্গীয় মহানুভবতায়, এক্ষণে রুষগণের তাঁহাদের প্রতি বিশেষ মান্য ও ভক্তি জন্মিয়াছে; সমস্ত রুষ-দেশের লোকেব জাপানিদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। তাহার একটা কারণও ছিল। যে সকল রুষ-মৃতদেহ জাপানিগণকে সমাধি দিতে হইয়াছিল, সেই সকল মৃতদেহে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, জাপানিগণ তাহা সযত্নে মৃতদেহের সেনার নম্বরের সহিত

তুলিয়া রাখিয়াছেন; তৎপরে সেই সকল তাঁহারা অতি যত্নে রুষ-সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিতেছেন। ঘড়ি চেন, অলঙ্কার, অঙ্গুরীয়, সিগারেট বাক্স, মণিব্যাগ, টাকাকড়ি তাঁহারা যাহা কিছু মৃতদেহের সঙ্গে পাইয়াছেন, তাহার সমস্তই ধারাবাহিকরূপে রুষিয়ায় উপস্থিত হইতেছে। এ কথা গোপন থাকে না। রুষ-গভর্ণমেণ্ট মৃত-সেনাগণের আত্মীয় স্বজনের নিকট সে সকল প্রেরণ করিতেছেন। চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহারা এই সকল স্মরণ চিহ্ন গ্রহণ করিতেছে; আর জাপানিগণের মহত্ত্ব মহানুভবতার শত মুখে প্রশংসা করিতেছে।

এক্ষণে জাপানে অনেক রুষ-বন্দী বাস করিতেছে। তাহাদিগের নিকট হইতে ধারাবাহিকরূপে দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট পত্র আসিতেছে। সেই সকল পত্রে কেবলই জাপানিগণের প্রশংসা। জাপানী হস্তে তাহারা যে কি সুখে আছে তাহারই বর্ণনা। এই সকল পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সমস্ত জগতের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে! এরূপ মহানুভবতা কোন যুদ্ধে কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই।

রুষ-সাম্রাজ্যের প্রধান সংবাদপত্র "রুষ" এই সময়ে লিখিয়াছিলেন :—
"যুদ্ধের প্রথমে সকলেই জাপানিগণকে ক্ষুদ্র "বানর" আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন। এরূপ বীরত্বপূর্ণ শত্রুকে এ নামে আখ্যাত করা কেবল যে অসভ্যতা তাহা নহে,—ইহা প্রকৃতই পাপকার্য্য। যুদ্ধের প্রথমে সকলেরই এই রকম মনের ভাব ছিল। রুষগণ সকলেই মনে করিতেন যে জাপানী কেবল অনুকরণ করিতে জানে,—আসল কাজে কিছুই নয়। এখন বোধ হয়, কাহারই আর সে মত নাই। আমাদের সেনাগণের অনেকে বন্দী হইয়া এক্ষণে জাপানে বাস করিতেছে। তাহারা জাপানিগণের যত্নের অশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিতেছে! এক্ষণে আমাদের জাপানিগণের উপর বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। জাপানিগণও আমাদের

অসীম বীরত্বে আমাদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেছে। আমাদের উভয় পক্ষেরই পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আমরা পরস্পরকে ভক্তি ও মান্য করিতে শিখিয়াছি। এই ভীষণ রক্তারক্তির মধ্যে আমাদের উভয় পক্ষেব মধ্যে যে ভাব ঘটিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমাদের উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্লাডিভস্‌টক্‌।

যদিও ভ্লাডিভস্‌টক্‌ বন্দর শীতের ছয় মাস জমিয়া ববফ হইযা থাকে, তবুও রুষের এ প্রদেশে ইহা একটী প্রধান বন্দব। কেবল ইহা বন্দর নহে, রুষেব ইহা একটী প্রধান সেনানিবাস। এখানে রুষ-সেনার সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা জেনারেল লিনিভিচ! তজ্জন্য সকলে ভাবিয়াছিলেন যে জাপানিগণ ইহাকেও পোর্টআর্থাবের ন্যায় অববোধ করিয়া রাখিবেন। অন্যপক্ষে জেনাবেল লিনিভিচ এখান হইতে কোরিয়া আক্রমণ করিবেন। কিন্তু এই দুই ঘটনার একটীও ঘটিল না। যে কারণেই হউক জাপানিগণ ইহাকে পোর্টআর্থারের ন্যায় অবরোধ কবিবার চেষ্টা পাইলেন না। লিনিভিচও কোরিয়ায় অভিযান করিলেন না। এইরূপে আটমাস কাটিয়া গেল। এই আট মাসের মধ্যে ভ্লাডিভস্টকের রুষ-যুদ্ধপোত কি করিয়াছিল, আমরা তাহাও বলিয়াছি। তাহারা আর কিছু না পারুক, এই কয় মাস জাপানিগণকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিয়াছিল। কামিমুরা আট মাস পরে ইহাদিগকে

কথঞ্চিত দণ্ড দিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর জাপানিগণ আর ভ্লাডিভস্টকের দিকে আসিলেন না।

লিওযাং জয় হইল। এতদিন লিনিভিচ কিছুই করেন নাই,—এক্ষণে সহসা তিনি প্রায় তিন হাজার সেনা জেন্সানের দিকে প্রেরণ করিলেন। জাপানিগণও বহু সেনা জেন্সান বন্দরে আনিলেন। উভয় পক্ষে এখানে যুদ্ধ হইবাব সম্ভব ঘটিল। এতদ্ব্যতীত ভ্লাডিভস্টক সম্বন্ধে আর অধিক কোন সংবাদ প্রচারিত হইল না। আব যাহা প্রকাশ হইল, তাহা জনবব মাত্র।

এক সময়ে প্রচাব হইল যে রুষগণ তাহাদের জলমগ্ন বোগাটির জাহাজ উত্তোলিত করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়াছে। আবাব প্রকাশ হইল যে তাহাদের কামিমুরা কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ডিত গ্রমবই ও বোসিয়া জাহাজও কার্য্যক্ষম হইয়াছে,—শীঘ্রই ইহারা আবার সমুদ্রে বাহিব হইবে। আবার ইহাও রটিল যে রুষের কয়েকখানা যুদ্ধপোত জাপানেব কয়েক খানা জাহাজ ধরিয়া আনিয়াছে।

এই সময়ে এই প্রদেশে আব একটী ঘটনা ঘটিল,—তাহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সাইবিরিয়াব পূর্ব্ব প্রান্তে কামস্কাট্কা। এই খানে বৎসব বৎসর বহু জাপানী ধীবব বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে সামুদ্রিক মৎস্য ধবিতে আইসে। সমুদ্রেব ধারে তাহাদের কয়েকটা ছোট গ্রামও আছে। একটার নাম সিমুস্থ। এই গ্রামে অনেক গুলি জাপানী বাস করিত, তাহাদেব দলপতি ছিলেন কাপ্তেন বুঞ্জি। রুষ-জাপানে যুদ্ধ বাধিয়াছে শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কতকগুলি জাপানী সঙ্গে লইয়া নিজে একটু যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন।

তিনি কামস্কাট্কার জাভিনো নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী চারিদিক লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জাভিনোর উপর জাপানের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া তাহার নিম্নে এক বৃহৎ বিজ্ঞাপনপত্র

স্থাপিত হইল,—তাহাতে লিখিত হইল, "আজ হইতে এ দেশ জাপানের অধিকৃত হইল! যে ইহা স্বীকার না করিবে, তাহারই শিরশ্ছেদ করা হইবে।"

কিন্তু রুষগণ শীঘ্রই এই জাপানী বীরের সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা দুই দিক হইতে দুই দল সেনা এই জাপযোদ্ধার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহাবা কাপ্তেন বুঞ্জিকে ঘেরাও কবিয়া বন্দী করিল। তাহার সঙ্গীদিগেব মধ্যে ১৫ জন যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল। তাঁহার জাহাজ রুষের হস্ত হইতে পলাইয়া দূর সমুদ্রে অন্তর্হিত হইল। রুষগণ বুঞ্জিব জাহাজ না পাইয়া বন্দরস্থ সমস্ত জাপানী ধীবর-জাহাজে আগুণ লাগাইয়া দিল; ইহাতে অনেক নিরপরাধী জাপানী ধীবর মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মুকৃডেনের পথে।

এক্ষণে আবার আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইব। সাহো যুদ্ধ জয় করিয়া মার্সাল ওয়ামা এক সপ্তাহ সেনাদিগকে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় প্রদান কবিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পশ্চাতস্থিত স্থান সকলও সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। ২৭শে অক্টোবর আবার জাপানী সেনা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

সাহো নদী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে ওয়াইতাওসান নামে একটা বৃক্ষ শূন্য পাহাড় ছিল। এই পাহাড় রুষগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল,— পশ্চাতে তাহাদের বহু সেনা ছিল। এই পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে জাপানিগণ কোথায় কি করিতেছে, তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের উপবিস্থ রুষগণ জাপানের সমস্ত সংবাদই পশ্চাতস্থ রুষগণকে জানাইতেছিল। তজ্জন্য ইহাদিগকে এই পাহাড় হইতে দূরীকৃত করা জাপানিগণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। সুতরাং ২৭শে অক্টোবব কুরোকি ইহাদিগকে দূব কবিতে চলিলেন।

কিন্তু কার্য্য সহজ নহে। জাপদিগকে খোলা স্থান দিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ কবিতে-যাইতে হইবে,—উপরে রুষগণ কামান সহ বসিয়া আছে। জাপানিগণ প্রথমে পাহাড়েব উপর প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গোলা চালাইতে আবম্ভ কবিল, তাহাব পর একদল পদাতিক সৈন্য শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে চলিল। বেলা চাবিটার সময় জাপানিগণ কামান বন্ধ কবিলেন। তৎপবে বেয়নেট ঝকিল,—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জাপ-পদাতিকগণ রুষদিগেব উপব পতিত হইল। জাপেব এ ভীষণ আক্রমণে রুষ এ পর্য্যন্ত কখনও দণ্ডাযমান হইতে পারে নাই;—আজও পাবিল না। তাহাবা বণে ভঙ্গ দিল,—পাহাড়ের অপব দিক দিয়া নামিয়া পলাইতে লাগিল। তখন জাপানিগণ পাহাড়ের উপর হইতে অবিরত গুলি গোলা চালাইয়া তাহাদের অনেককে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহাদেব অবস্থাও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। মন্দিবের মস্তকে তাঁহারা জাপানেব জয় পতাকা স্থাপিত করিতে না কবিতে, দূরস্থিত রুষগণ পাহাড়েব উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। জাপগণেব মস্তকের উপব ক্রমান্বয় সার্পনেল গর্জ্জিতে লাগিল; তাহাদের পক্ষে এ স্থানে আব থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তাহারা সাহো যুদ্ধ জয় করিয়াছে,—তাহারা শীঘ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিল না। রুষগণ পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত গোলা চালাইল;—ইতিমধ্যে তাহাদের বৃহৎ সেনাদল ধীরে ধীরে পশ্চাতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

সমস্ত নভেম্বর মাসের মধ্যে আর কোন বৃহৎ যুদ্ধ ঘটিল না,—তবে এই মহা রক্তারক্তির মধ্যে কোন পক্ষই কোন দিন নিশ্চিন্ত নহে।

দিনের 'পর দিন অতীত হইতেছে বটে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও চলিতেছে!

ওয়ামা সাহো নদীর এপারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। অপর পারে বহু রুষ-সেনা আছে, কিন্তু ওয়ামা অগ্রসর হইতেছেন না। জাপগণ ব্যস্ত হইয়া কখনই কাজ করেন নাই,—এখনও করিলেন না। নিশ্চিত জয় হইবে, এরূপ আয়োজন না হইলে, জাপানী সেনাপতিগণ কখনও কোন যুদ্ধের পরে ব্যস্ততা পূর্ব্বক অগ্রসর হন নাই! সাহো নদীর তীরে ওয়ামা তাঁহার সেনা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

কুরোপাট্‌কিনের অধিকাংশ সেনাই মুকৃডেনে আশ্রয় লইয়াছে;— তাহাদের দুঃখ কষ্টও অনেক কমিয়াছে। এক্ষণে আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নাই,—দিন একটু গরম বটে,—কিন্তু রাত্রি বেশ ঠাণ্ডা। মুকৃডেন বৃহৎ সহর,—তথায় রুষগণ সকল আহারীয় দ্রব্যই পাইতেছেন। দেশ হইতেও শীত বস্ত্রাদিও আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যে সকল রুষ-সেনা সাহো তীরে আছে, তাহাদের দুঃখের অবসান হয় নাই। তাহারা গর্ত্তে গর্ত্তে বসিয়া আছে;—দিনের মধ্যে একবার মাত্র আহার পাইতেছে,—তাহাও রাত্রে। আহারীয় দ্রব্য গরম করিবার জন্য আগুণ জ্বালিবার উপায় নাই,—তাহা হইলে সেই আগুণ দেখিয়া জাপানিগণ তাহাদের উপর গোলা চালাইবে; কিন্তু ইহাতেও তাহাদের চির আনন্দ নষ্ট হয় নাই!

এক্ষণে উভয় পক্ষের সম্মুখস্থ প্রহরিগণের পরস্পরে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন শত্রুতা ভাব নাই। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে সিগারেট প্রভৃতি আদান প্রদান হইতেছে,—হাসি তামাসাও চলিতেছে। যাহারা কাল পরস্পর পরস্পরের প্রাণ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল, আজ তাহাদের আর সে ভাব নাই।

পানীয় জল সম্বন্ধে উভয় দলে একটা বন্দোবস্ত হইল। কুয়ার জলে এত সেনার পানীয় জল সংগ্রহ হইতে পারে না,—তজ্জন্য উভয় পক্ষকেই সাহোর

জল পান করিতে হইল,—অন্যথা আর উপায় ছিল না। উভয় পক্ষে স্থির হইল যে নিরস্ত্র সেনাগণ গিয়া নদী হইতে জল লইবে,—উভয় পক্ষের কেহই তখন গুলি চালাইতে পারিবে না। এই ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ডের মধ্যে এ দৃশ্য অতি মনোরম।

কিন্তু তাহা বলিয়া যে উভয় পক্ষে গোলা গুলি চলিতেছিল না, তাহা নহে। সুবিধা পাইলেই উভয়েই গোলা গুলি চালাইতেছেন। জাপানিগণ সাহো তীর সুদৃঢ় করিতেছিলেন, কিন্তু এ কার্য্যে রুষগণ তাঁহাদিগকে প্রতিপদে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। এক ১৩ই নভেম্বর তারিখে জাপানী শিবিরে রুষের ৫০০ গোলা পড়িয়াছিল।

এক্ষণে এ প্রদেশে ভয়ানক শীত পড়িল; নদীর জল জমিতে আরম্ভ করিল, চারিদিক তুষারে মণ্ডিত হইয়া গেল। এ শীতে যে উভয় পক্ষ বাধ্য হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন, তাহাই সকলে মনে মনে স্থির করিলেন। কুরোপাট্কিনও তাহাই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি লিওয়াংযে যেরূপ বাস করিতেন, এইখানেও সেইরূপ সেই গাড়ীতে বাস করিতেছেন। সম্মুখে ত্রিশ মাইল জুড়িয়া তাঁহার সেনা রহিয়াছে; তিনি মটর গাড়ীতে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সর্ব্বদা তাঁহার গাড়ীতে বিভিন্ন সেনাপতিগণ আসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। এক্ষণে ভ্লাডিভস্টক্ হইতে জেনারেল লিনিভিচ আসিয়া রুষের প্রথম সেনাদলে সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে ২৪শে নভেম্বর তারিখে আবার জাপানিগণ অগ্রসর হইয়া রুষের বামদিকের সেনাগণকে আক্রমণ করিল। ইহার পর প্রত্যহ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু জাপগণ রুষগণকে কিছুতেই পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না; বরং তাহাদেরই হটিয়া আসিতে হইল। রুষগণ তাহাদের ২৩০ জনকে গোর দিল; এতদ্ব্যতীত তাহারা জাপানিগণের অনেক বন্দুক, গুলি, কোদাল প্রভৃতি পাইলেন, সুতরাং বলিতে হয় এ যুদ্ধ রুষগণেরই জয়

হইয়াছে। কারণ ২৮শে তারিখে জাপানিগণ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলে, তাহারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল এবং ৩০শে একটা পাহাড়ে তাহাদের ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু জাপগণ তাহাদের হাত এড়াইয়া হটিয়া গেল,—রুষগণ তাহাদের ধরিতে পারিল না। এইরূপে এই যুদ্ধ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলিল।

কিন্তু এক্ষণে উভয় পক্ষেরই যুদ্ধ করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। দারুণ শীত পড়িয়াছে,—সে শীতের বর্ণনা হয় না। উভয় পক্ষের সেনাগণই মাটির ভিতর গর্ত্ত করিয়া কোন গতিকে তথায় বাস করিতেছে। বরফ গলাইয়া না লইলে পানীয় জল পাওয়া যায় না,—তাহাও গলায় না যাইতে যাইতে মুখের ভিতর জমিয়া যাইতেছে! মাঞ্চুরিয়ার ভীষণ শীতে উভয় পক্ষেরই যুদ্ধোৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে রুষের তিন দল সেনাই গঠিত হইয়াছে। প্রথম দলের সেনাপতি হইলেন জেনারেল লিনিভিচ,—দ্বিতীয় দলের সেনাপতি হইলেন গ্রিপেন্‌বার্গ,—তৃতীয় দলের সেনাপতি হইলেন কুলবার্স। ইহাদের উপর সর্ব্বপ্রথম সেনাপতি রহিলেন কুরোপাট্‌কিন! রুষগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, ইহা যে জাপানের অনুকরণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এই তিন মহারথী কুরোকি, ওকু ও নজুর সহিত কতদূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিটরহিল অধিকার।

আমরা অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভেদ্য পোর্টআর্থারের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে নভেম্বর মাসে তথায় কি ঘটিতেছে, তাহাই দেখিব।

প্রতি দিন যুদ্ধ চলিতেছে,—তিল তিল করিয়া জাপানিগণ পোর্ট-আর্থারের দিকে অগ্রসর হইতেছে,—রুষগণও অভাবনীয় বীরত্বে তাহাদিগের গতিরোধের চেষ্টা পাইতেছে।

এই সময়ে শুনা যায় যে সেনাপতি নগি যাহাতে রুষ-সেনাগণ আত্মসমর্পণ করে তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। একজন রুষ-বন্দীর নিকট শুনিলেন যে রুষ সেনাগণ দিন দিন যুদ্ধ করিয়া একেবারে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আর আদৌ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। এ কথা শুনিয়া নগি কতকগুলি পত্র রুষ-ভাষায় লিখিত করিলেন। ইহাতে লেখা হইল যে কুরোপাট্‌কিন পশ্চাৎপদ হইয়া মুক্‌ডেনে চলিয়া গিয়াছেন, বল্‌টিক-নৌবাহিনীরও শীঘ্র পোর্টআর্থারে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই,—পোর্টআর্থারও আর অধিক দিন লড়িতে পারিবে না,—ইহাতে কেবল অনর্থক নব-শোণিতপাত হইতেছে; এই জন্য জাপান-সেনাপতি যথাসম্ভব শীঘ্র এই যুদ্ধের শেষ করিতে চাহেন। যে সকল রুষ আত্মসমর্পণ করিবে, তাহাদের বিন্দুমাত্র ভয় নাই! জাপানিগণ তাহাদের সকলকে বিশেষ যত্নে রাখিবেন এবং যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেই তাঁহারা ইচ্ছামত দেশে চলিয়া যাইতে পারিবেন।

এই পত্র রুষ-বন্দী রাত্রে গোপনে পোর্টআর্থারে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রুষগণ বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে বলিয়াছে!" নগি যথার্থ এরূপ কোন পত্র লিখিয়াছিলেন কিনা, আর যদি লিখিয়া থাকেন, তবে সে পত্র রুষদিগের হস্তে গিয়াছিল কিনা তাহা কেহ বলিতে পারে না,—তবে ইহাতে নগির উদারতা ও অনর্থক রক্তপাতে অনিচ্ছা স্পষ্ট প্রতীয়মান! প্রকৃত বীরের প্রাণ এইরূপ মহান দয়ায় পূর্ণ হওয়াই উচিত!

১০ই তারিখে তিনখানা রুষ-ডেস্ট্রয়র সমুদ্রে বাহির হইল। ইহারা সেনাপতি ষ্টসেলের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র চিফু বন্দরে লইয়া

যাইতেছিল। সেগুলি তথায় না পাঠাইলে নয়। আর দ্বিতীয়তঃ কয়েক-জন প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষ আহত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের পোর্ট-আর্থারে আর রাখিলে তাঁহারা প্রাণে মারা যাইবেন, সুতরাং যে কোন উপায়ে চিফুতে পাঠাইতে হইবে। এই সকল কারণে জাপানী জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোল আনা সম্ভব সত্বেও, তিনখানি জাহাজ পোর্টআর্থাব বন্দর ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের দুঃসাহসিকতার কোনই পুরস্কাব লাভ ঘটিল না! একখানি পোর্টআর্থার হইতে বাহির হইতে না হইতে জাপানী যুদ্ধপোত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হইল। কেবল তিনজন রুষের প্রাণ রক্ষা হইল মাত্র। আর একখানি প্রায় ২৫ মাইল যাইতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু জাপানিগণ তাহাকেও ধরিয়া জলমগ্ন করিয়া দিল। আর একখানিকে জাপ-যুদ্ধপোত দুই প্রহর রাত্রি হইতে বাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত তাড়া কবিয়া ধরিল ও তাহার প্রতি টরপেডো নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে সেই হতভাগ্য জাহাজও ডুবিল, কেহই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না।

এই ঘটনার তিন দিন পরে আর এক রুষ-ডেস্‌ট্রয়র পোর্টআর্থার হইতে বাহির হইল, সেদিন সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, কিন্তু সেই ঝড়কেও উপেক্ষা করিয়া রুষ-যুদ্ধপোত চিফুর দিকে চলিল। ঝড়ের জন্য জাপানিগণ তাহাকে দেখিতে পাইল না,—সে ২৬শে তারিখে চিফু বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল।

কিয়ংক্ষণ পরেই চীন-যুদ্ধপোতের কাপ্তেন চিং রুষ-যুদ্ধপোতের সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিয়া তাহার জাহাজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিরস্ত্র করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বে একবার এই চীনবন্দরে আর একখানি রুষ-যুদ্ধপোত আশ্রয় লওয়ায় জাপানিগণ সে জাহাজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা লইয়া মহা গোল উঠিয়াছিল। এবার চীন তিলার্দ্ধ সময় নষ্ট না করিয়া রুষ-জাহাজকে নিরস্ত্র হইতে অনুরো

করিলেন। আমেরিকাব প্রতিনিধিও জাহাজে আসিয়া সেই অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বহু সংবাদদাতা রুষ-জাহাজে আসিয়া পোর্টআর্থার কি অবস্থায় আছে তাহারই সন্ধান লইতে লাগিল। রুষ-জাহাজেব সকলেই বলিলেন যে তাহারা খুব সুখে আছে, তাহাদের কোন অভাব বা কষ্ট নাই!

রুষ-জাহাজ কতকগুলি জাপানী সওদাগবী জাহাজের মধ্যে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছিল,—রুষগণ যাহাতে তাহাদের জাহাজ নিমিষের মধ্যে বন্দর হইতে লইয়া যাইতে পারে, ঠিক সেইরূপ অবস্থাব জাহাজ রাখিয়াছিল,—সমস্ত দিবস কাটিয়া গেল, তবুও তাহাবা জাহাজ নিবস্ত্র কবিতেছে না দেখিয়া চীন কাপ্তেন চিং তাঁহার যুদ্ধপোত নঙ্গর তুলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যদি রুষ-জাহাজ শীঘ্র নিবস্ত্র না হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার উপর গোলা চালাইবেন, এ কথাও তিনি রুষগণকে জানাইলেন।

সন্ধ্যার সময় রুষগণ জাহাজ নিবস্ত্র কবিতে সম্মত হইলেন। রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ তীরে আসিলেন, কিন্তু তখনও সমুদ্রে অতিশয় তুফান উঠিতেছিল, তাহাই তিনি বলিলেন এ সময়ে বড় বড় কামান জাহাজ হইতে তীরে আনা সম্ভব নহে, সমুদ্র একটু স্থির হইলেই তাঁহারা জাহাজ নিরস্ত্র করিবেন। রাত্রি সাতটার সময় জাহাজেব সমস্ত লোক জাহাজ হইতে নামিয়া আসিল এবং তাহারা লাইনবন্দী হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া অস্ত্র তুলিয়া জাহাজকে সম্মাননা প্রদর্শন করিল, পরমুহূর্ত্তেই ভয়াবহ শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ এ ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, তৎপরে রুষের যুদ্ধপোত ধীরে ধীরে সমুদ্র গর্ভে চলিল। রুষগণ নিজের জাহাজ নিজেরাই ডুবাইয়া দিল!

এই সময়ে তিনখানা জাপানী ডেস্ট্রয়র বন্দরের মুখে আসিল, তাহারা রুষের এই অপকর্ম্মে রাগত হইল বটে, কিন্তু বিশেষ দুঃখিত হইল

না। গতবারে এই বন্দরে রুষের জাহাজ লইয়া অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল, এবার সহজেই আপদের শান্তি হইল দেখিয়া তাহারা বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এক্ষণে রুষেব সর্ব্বপ্রধান দুর্গ মিটরহিল। জাপানীরা প্রায় রুষের সমস্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহারা রুষেব এই দুর্ভেদ্য মিটরহিল দুর্গ অধিকার কবিতে না পারিতেছে ততদিন তাহারা কিছুতেই পোর্টআর্থাব অধিকার করিতে পারিতেছে না! এই জন্য নভেম্বর মাসেব দ্বিতীয় সপ্তাহে এই দুর্গ অধিকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল,—কিন্তু আমবা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি এই সকল দুর্গ মহা সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং আধুনিক ভীষণ মৃত্যুযন্ত্র সকলে সজ্জিত,—কোন শত্রুরই এই সকল ভয়ানক স্থানের নিকটস্থ হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

আমবা রুষ-দুর্গ পরিখার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক সপ্তাহ দিন রাত্রি সমস্ত সময়েই উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু ২৬শে নভেম্বর তারিখে সেনাপতি নাকামুবা ও সাইতো সসৈন্যে এই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এবার এই প্রথম জাপানিগণ নূতন যুদ্ধ প্রথা অবলম্বন করিলেন। তাহাবা বন্দুক ও বেয়নেট ত্যাগ করিযা সকলে শাণিত তরবারি লইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিল, তাহাব পব সেই সকল দীর্ঘ পরিখার ভিতর যে কি ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল, তাহা কল্পনাব অতীত এক দিকে সহস্র সহস্র তরবার ঝকিতেছে, অপবদিকে শত শত বন্দুক গর্জ্জিতেছে! রুষ ও জাপদেহে পরিখা পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এই অসীম বীরত্বেও জাপানিগণ রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না, তাহারা শত শত জাপবীরকে বীর শয়ানে রাখিয়া হটিয়া আসিল, স্বয়ং সেনাপতি নাকামুরা এই যুদ্ধে আহত হইলেন।

কিন্তু ইহাতে জাপানিগণ বিন্দুমাত্র হতাশ হইলেন না। তাঁহারা

রুষ-দুর্গ আবার ২৭ শে আক্রমণ করিলেন। রুষের বল্‌টিক-বাহিনী রওনা হইয়াছে, তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই পোর্টআর্থার দখল করিতে হইবে, নতুবা টোগো এখানে আটক থাকিলে তাহাদের প্রতিরোধ করিবে কে? প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, তবুও পোর্টআর্থার জয় হইতেছে না, আর বিলম্ব হইলে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হইবে। তজ্জন্য স্বয়ং সেনাপতি কোদামা উত্তর হইতে পোর্টআর্থারে আসিয়া নগির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয় সেনাপতিতে পরামর্শের পর ২৭শে জাপগণ প্রবল প্রতাপে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে জাপানী কামান রুষ-দুর্গের উপর অজস্র বড় বড় গোলা ও সার্পনেল চালাইতে লাগিলেন। পদাতিকগণ পর্ব্বতের নিম্নে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ সেনাপতি নগি স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন। কিন্তু ২৭ শে তারিখেও জাপানিগণ রুষ-দুর্গের নিকটস্থ হইতে পারিলেন না, রুষগণ অভাবনীয় প্রতাপে দুর্গ রক্ষা করিতেছে! ২৮শে তারিখে জাপানিগণ প্রাণের মমতা না করিয়া উন্মাদের ন্যায় রুষ-দুর্গের দিকে ছুটিল, তাহাদের পশ্চাতস্থ পাহাড়শ্রেণীর উপর হইতে তাহাদের গোলন্দাজগণ সমস্ত রুষ-দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে! কিন্তু সহস্র সহস্র প্রাণ দিল, কিন্তু তবুও রুষ-দুর্গ জয় হইল না।

২৯শে তারিখে জাপানিগণ যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ৩০শে আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু সমস্ত দিনের প্রাণপণ যুদ্ধেও জাপগণ একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না, কেবল একস্থানে একদল জাপানী কতকগুলি রুষকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের পরিখা দখল করিয়া বসিল। এই সময়ে চল্লিশ জন রুষ-সেনা সম্মুখ হইতে আসিয়া এই পরিখায় আশ্রয় লইল। তাহারা আদৌ জানিত না যে তাহাদের পরিখার ভিতর জাপানিগণ বসিয়া আছে। যদি তাহারা পলাইবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই,



জাপ-সেনাদের [illegible] মই যোগে দুর্গপ্রাকার উল্লঙ্ঘন । | ১০ খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা

তাহাই তাহারা পরিখার ভিতবস্থ জাপগণের উপর পতিত হইল, কিন্তু তাহাদের কেহই আব পরিখা হইতে উঠিল না। তাহাতেই বোঝা যায় যে তাহাদের একজনও রক্ষা পায় নাই।

রুষদিগের যে অবস্থা ঘটিল, একটু পরে জাপানিদিগেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিল। কতকগুলি জাপ-সেনা পর্ব্বতের উপর একস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, জাপানী গোলন্দাজগণ তথায় জাপানিগণ আছে না জানিয়া তথায় পুনঃ পুনঃ সার্পনেল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক হতভাগ্য নিজেদের গোলায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, অনেকে আর তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া পাহাড়েব গাত্র দিয়া নিম্নের দিকে ছুটিল, বলা বাহুল্য, ইহাদের অধিকাংশই রুষেব গুলিতে প্রাণ হারাইল।

১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর জাপগণ কেবল মধ্যে মধ্যে রুষ-দুর্গের উপর গোলা বৃষ্টি করিলেন, আর পদাতিকগণ দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা পাইল না, কিন্তু ৫ই তারিখে জাপানিগণ রুষের এই দুর্গ অধিকারের বিশেষ আয়োজন করিলেন। তাহাদের সমস্ত বড় বড় কামান এই দুর্গে গোলা নিক্ষেপের উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইল, তৎপবে সহস্র সহস্র পদাতিক দুর্গ অধিকাবে চলিল। সেনাপতি সাইতো তাহাদের প্রধান নেতা হইয়া চলিলেন।

একস্থানে বিভিন্ন সেনাদলের পতাকা সকল একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তথায় প্রধান সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান। দলে দলে জাপ-পদাতিক দুর্গ আক্রমণে চলিয়াছে, তাহারা সকলে এই পতাকার নিকট আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বন্দুক তুলিয়া জাতীয় পতাকার সহিত জাতীয়তাময় জন্মভূমি জাপানকে নমস্কার কবিয়া চলিয়া যাইতেছে। দলের পর দল আসিতেছে, সকলে এইরূপ নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! জাপানিগণের দুর্দ্দমনীয় হৃদয় স্বদেশপ্রেম ও অসীম বীরত্ব উদ্দীপনের ইহাপেক্ষা উত্তম উপায় আর দ্বিতীয় ছিল না। তাহারা

যেমন পতাকা প্রণাম করিতেছে, মনে মনে নীরবে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, "হয় আজ দুর্গ অধিকার করিব, নয় আর ফিরিব না।"

এ প্রতিজ্ঞার সম্মুখে কে কবে তিষ্ঠিতে পারে? পশ্চাৎ হইতে জাপানী কামান গর্জ্জিতেছে। মিনিটে মিনিটে অবিশ্রান্ত গোলা রুষ-দুর্গে পতিত হইতেছে। পদাতিক ধীরপদক্ষেপে নীরবে চলিয়াছে। রুষের গুলিতে তাহাদের ভিতর কে যেন তাহাদিগকে চষিয়া ফেলিতেছে, তবুও তাহাদের তাহাতে দৃকপাত নাই। একদল রুষের প্রথম মৃত্তিকা গর্ত্তের নিকট আসিল, তাহার পর তাহারা তাহার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সকলে নিস্পন্দ নীরব! জাপানী গোলান্দাজগণ গোলা বন্ধ করিয়া দিল। এই সকল বীর কি আর এই মৃত্তিকা প্রাচীরের বাহিরে কখনও আসিবে? তথায় কি হইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা বহির্গত হইয়া রুষের দ্বিতীয় মৃত্তিকা প্রাচীর দখলে অগ্রসর হইল। দলে দলে সহস্রে সহস্রে "বানজাই" শব্দে ছুটিল। রুষগণ আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া সে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতস্থ দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইল। তখন জাপানের জয় পতাকা রুষের সর্ব্বপ্রধান দুর্গের উপর উড্ডীয়মান হইল। চারিদিকের রুষগণ বিতাড়িত হইয়া পোর্টআর্থারে আশ্রয় লইল। আর বোধ হয় পোর্টআর্থার পতনের অধিক বিলম্ব নাই!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারের শেষাবস্থা।

এই সকল যুদ্ধে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছিল, তাহা একজন স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"যুদ্ধের পর এই দুর্গের কি ভীষণ লোমহর্ষণ ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না! এইরূপ অপ্রশস্ত পাহাড়ের শিরে স্থাপিত দুর্গে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কোন যুদ্ধে হয় নাই। সমস্ত দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে! পাহাড়ের এই স্থানে রুষের যে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, তাহাব চিহ্ন মাত্র নাই। পাথব, বালির বস্তা, গোলা, পোড়া কাঠ, ভাঙ্গা বন্দুক, ছিন্ন পরিচ্ছদ, আরও কত কি ছিন্ন ভিন্ন, ভগ্ন ও চূর্ণ অবস্থায় চারিদিকে পড়িয়া আছে, তাহাব সংখ্যা হয় না! মৃতদেহের কথাই নাই, স্তূপাকারে পতিত বহিয়াছে, কতকগুলি কেবল মাংসপিণ্ডে পবিণত হইয়াছে! তাহারা যে এক সময়ে মনুষ্য দেহ ছিল তাহা বুঝিবার এক্ষণে আব উপায় নাই। পাহাড়েব পূর্ব্বদিকে কেবল রুষ-মৃতদেহ,—পাহাড়েব পশ্চিমদিকে কেবল জাপানী। এখন ভয়ানক শীত, তজ্জন্য মৃতদেহ পচে নাই, আর রক্তও বোধ হয় তাহাই তত ঝবে নাই। কতকগুলিকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাদেব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, এমনই ভাবে তাহারা শয়ন কবিয়া আছে, এমনই শান্তিপূর্ণ তাহাদেব মুখের ভাব! জাপানিদিগেব অধিকাংশই দন্তে দন্ত পেশিত, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব ভাব! রুষগণেব অনেকের মুখেই বিস্ময়ের ভাব, অনেকের মুখ কষ্টে বিকৃত। একস্থানে কতকগুলি রুষ তাহাদের গর্ত্তে বসিয়াছিল, তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের বন্দুক একত্র করিয়া সজ্জিত আছে। সহসা তাহাদের মধ্যে একটী জাপানী গোলা পতিত হইয়া তাহাদের সকলকেই মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিল! এইস্থান দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় রুষগণ মধ্যে মধ্যে তাহাদের দুর্গ মেরামতের চেষ্টা ইয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে বালির বস্তার অভাব হওয়ায় মৃতদেহেব স্তূপের অন্তরালে সে কার্য্য সাধিত করিয়াছে! এ যুদ্ধস্থল দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, দেহ রোমাঞ্চিত হয়, এমন ব্যাপার আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ!"

এইরূপ ব্যাপার প্রতি পদে পদে ঘটিয়াছে! একদিকে উল্‌ফহিল, অপর দিকে মিটরহিল,—এই দুই উচ্চ পাহাড় হইতে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলে পোর্টআর্থাবেব বন্দরে যে কয়খানি যুদ্ধপোত আছে, তাহাদের রক্ষা পাইবাব আব কোন আশা নাই। এক্ষণে জাপানিগণ অনায়াসে তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে। এই জন্যই এই দুই স্থান পুনরাধিকার করিবার জন্য রুষগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতে লাগিল,—কিন্তু তাহারা কিছুতেই জাপগণকে দূর করিতে পারিল না। এই সকল আক্রমণে তিন হাজার রুষ প্রাণ দিল!

তখন জাপানিগণ এই দুই পাহাড়ে বড় বড় কামান তুলিয়া বন্দরস্থ জাহাজের উপব গোলা নিক্ষিপ্ত কবিতে লাগিল। সাড়ে তিন মাইল দূর ৭০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে জাপানিগণ গোলা চালাইতেছে, রুষগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছে না;—এদিকে তাহাদের সমস্ত যুদ্ধপোত একে একে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইতেছে!

এইরূপে রুষ-যুদ্ধপোতগুলিকে ধ্বংস করিতে জাপানিগণের যে বিশেষ ক্লেশ হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ কি! এই সকল জাহাজ থাকিলে, এক সময়ে ইহারা তাঁহাদের যুদ্ধপোতে পরিণত হইত! এত মূল্যবান দ্রব্য হাতে পাইয়াও স্বহস্তে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে কাহাব কষ্ট না হয়! ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে জাপানী গোলায় রুষের চারিখানি ব্যাটেল্‌সিপ, দুখানা ক্রুজার, একখানা গানবোট এবং একখানা টরপেডো বোট সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কেবল ইহাই নহে,—রুষের টেলিগ্রাফ যন্ত্রাদি চূর্ণ ও তাহাদের অস্ত্রাগারে আগুন লাগিল। রুষের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ ও কতকগুলি টরপেডো বোট বন্দবের বাহিরে গিয়া নঙ্গর করিয়াছিল। টোগো এক্ষণে তাহাদের সমাধিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

১২ই ডিসেম্বর তাঁহার টরপেডো বোট সকল রুষ-দুর্গের গোলায় দৃষ্টিপাত না করিয়া রুষের জাহাজ আক্রমণ করিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ

যুদ্ধের পর তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। রুষ-যুদ্ধপোত ও রুষ দুর্গ উভয় হইতেই তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত ধারে গোলা বৃষ্টি করায় তাহারা হটিয়া গেল,—কিন্তু তাহারা রুষ-যুদ্ধপোতেরও জীবনান্ত করিয়াছিল। কিন্তু টোগো ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। ১৫ই তাঁহার টরপেডো বোট সকল আবার রুষ-যুদ্ধপোত সকল আক্রমণ করিল। এরূপ ভীষণ আক্রমণে হতভাগ্য যুদ্ধপোত সকল টরপেডোর উপর টরপেডোঘাতে ক্রমে জলমগ্ন হইল। এত দিনে পোর্টআর্থার বন্দরের রুষ-যুদ্ধপোত ও নৌবাহিনী বিলুপ্ত হইল। আডমিরাল টোগো যথাসময়ে এ সংবাদ সম্রাটকে জানাইলেন, তিনি তদুত্তরে সকল বীরেরই সমুচিত প্রশংসাবাদ করিয়া পত্র লিখিলেন।

মহাবীর নগি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পোর্টআর্থারের যুদ্ধে তাঁহার দুইপুত্র হারাইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নান্‌সানের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, আর এই মিটরহিল দুর্গ অধিকারে তাঁহার অপর বীর পুত্র হারাইলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে যে অসহনীয় মানসিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। একজন তাঁহার এই শোকের কথা উত্থাপন করায় তিনি বলিলেন, "আমি যে আমার দুই পুত্র জননী জন্মভূমি জাপানের সেবায় দিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমি গোরবান্বিত হইয়াছি,—ইহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!"

যে জাতির ভিতর এইরূপ স্বদেশপ্রেম বিদ্যমান, দেখা যায় সেই জাতিই বড় হইয়াছে। যখন তাহারা এই স্বদেশ হিতৈষিতা হারাইয়াছে তখনই তাহারা ধীরে ধীরে অধঃপাতের পথে গিয়াছে।

এখনও রুষের অনেক দুর্গ জাপানিগণ জয় করিতে পারেন নাই। নগি উল্‌ফহিল ও মিটরহিল দখল করিয়া নিশ্চিন্ত নাই, তিনি অন্যান্য দুর্গ অধিকারেরও চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; আবার পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ চলিল।

১৫ই ও ১৬ই তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া পত্র লেখা,

লিখি হইল। জেনারেল ষ্টসেল জেনাবেল নগিকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে জাপানী গোলা পোর্টআর্থারস্থিত রেডক্রস হাঁসপাতালে পড়িতেছে। ইহা সভ্যতানুযায়িক কার্য্য নহে। রুষ-সেনাপতি আশা করেন যে ভবিষ্যতে জাপানিগণ আর এরূপ হাঁসপাতাল প্রভৃতিব উপর গোলা চালাইবেন না। বলা বাহুল্য, ষ্টসেল অতি বিনয় সহকাবে ভদ্রোচিত ভাবে এ পত্র লিখিলেন। ইহাব উত্তরে নগি লিখিলেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এ পর্য্যন্ত কখনও বেডক্রস হাঁসপাতালের উপর গোলাবর্ষণ করেন নাই, কখনও কবিবেনও না। তবে যে সকল স্থানে তাঁহারা কামান স্থাপিত করিয়াছেন, তথা হইতে পোর্টআর্থাব সহরেব সকল স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য এ অবস্থায় যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে তাঁহারা বলিতে পাবিতেন যে তাঁহাদের গোলা আব কখনও হাঁসপাতাল প্রভৃতিব উপব পতিত হইবে না,—সুতবাং এ অঙ্গীকার করা অসম্ভব। রুষ মহাবীরত্বে এত দিন দুর্গ বক্ষা করিতেছে, কাজেই আমাদিগকে তাহাদের উপর নানা স্থান হইতে গোলা চালাইতে হইতেছে, সে গোলা সহরের কোথায় পড়িতেছে, তাহা আমাদের অবগত হইবার উপায় নাই।

রুষ-সেনাপতি প্রস্তাব কবিলেন যে জাপানিগণ পোর্টআর্থারের নূতন সহর ও পুরাতন সহবের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গোলাবর্ষণ করিতে পারিবেন। নগি এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন মাঝামাঝি একটা মীমাংসা হইল। রুষ-সেনাপতি সহরের যেখানে যেখানে হাঁসপাতাল আছে, তাহার একটা নক্সা দিলেন। হাঁসপাতালের উপর যাহাতে গোলা না পতিত হয়, নগি যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিবেন অঙ্গীকার করিলেন।

১৮ই রবিবারে জেনারেল সামেজিমার অধীনে জাপগণ রুষের আর একটা দুর্গ আক্রমণ করিল, আবার সেই রক্তারক্তি কাণ্ড। জাপ-

সেনাপতি উন্মুক্ত অসিহস্তে সেনাগণের সম্মুখে সম্মুখে চলিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হয় আজ এই দুর্গ দখল করিব, নতুবা মরিব।" বলা বাহুল্য, তিনি সেই দিনেই রুষের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

২২ শে তারিখে আবার ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। জাপগণ রুষের আর একটা দুর্গ দখল করিলেন। এই সময়ে রুষ-সেনাপতি ষ্টসেলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ জেনারেল কনড্রাচেনকো হত হইলেন, পূর্ব্বেই জেনারেল স্মিরনফ আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে জেনারেল ষ্টসেল একরূপ একাকী হইয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার পূর্ব্ব তেজ অনেক উপশমিত হইয়া পড়িল। পোর্টআর্থারের অবস্থাও দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। খাদ্যাদি এখনও একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই, তবে ক্রমেই অভাব হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে এমন কি কুকুরের মাংস আট আনা সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছিল।

রুষের কয়েকটা দুর্গ সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া জাপানিগণ বহুদূর হইতে পাহাড় কাটিয়া সুড়ঙ্গ পথ করিয়া ক্রমে দুর্গের নিম্ন পর্য্যন্ত আসিলেন। তখন এই সুড়ঙ্গ নিম্নে ডিনামাইট প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহার সহিত বৈদ্যুতিক তার লাগাইয়া জাপগণ সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। ২৮ শে বেলা দশটার সময় জাপানিগণ তারযোগে ইহাতে আগুন লাগাইয়া দিল, তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না! সে অতি চমৎকার অথচ ভীষণ দৃশ্য, সহসা মহাশব্দে দুর্গের প্রায় অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকা, পাথর প্রভৃতি কত কি লইয়া আকাশে উঠিল। পূর্ব্বে জাপগণ এই দুর্গের উপর একটি গোলা পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করেন নাই, সুতরাং রুষগণ তাহাদের পদনিম্নে যে কি ভয়াবহ ব্যাপার নিঃশব্দে ঘটিতেছে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই; দুর্গে যত সেনা ছিল, তাহার অর্দ্ধেক এই ভীষণ কাণ্ডে নিমেষে প্রাণ হারাইল, আর অর্দ্ধেক

স্তম্ভিত ও নিস্পন্দ। এই অবসরে জাপ-পদাতিকগণ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। দুর্গের ভগ্নাংশের উপর রুষ-গোলন্দাজগণও গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও রুষগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিল না,—প্রাণপণে লড়িতে লাগিল। কিন্তু দলের পর দল জলস্রোতের ন্যায় জাপ-গণ আসিতেছে, তাহাদের গতিরোধ করে কে! অবশেষে যে ১৫০ জন তখনও জীবিত ছিল তাহারা দুর্গের পশ্চাৎ দিক দিয়া পলাইল। তিন জন শত্রু হস্তে পড়িল,—জাপান দুর্গ জয় করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের এক সহস্র সেনা প্রাণ হারাইল।

১৪টি দুর্গের মধ্যে জাপানিগণ এই ছয় মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া এত দিনে ১৩টী অধিকার করিয়াছে। ৩১ শে ডিসেম্বর সে দুর্গও অধিকার করিলেন। এই কয়দিন এমনই অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইয়াছিল যে উভয় পক্ষের কেহই মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই,—তাহারা কয় দিন হইতে পড়িয়া আছে। এই সকল মৃতদেহের দুই পার্শ্বে আসিয়া উভয় পক্ষ গুলি চালাইতেছে।

রুষগণ অবশেষে এই দুর্গও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পলাইবার সময় তাহারা দুর্গ মধ্যস্থ একটা মাইন জ্বালাইয়া দিল। তাহাদের প্রায় চারিশত সেনা একটা গর্ত্তে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা এই মাইন ব্যাপারে মাটী চাপা পড়িল। জাপগণ দুর্গ অধিকার করিয়াই তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল। জাপানিগণ কোদাল লইয়া মাটী খুঁড়িয়া ১৬০ জনের প্রাণ রক্ষা করিল, কিন্তু দেড়শত জন পূর্ব্বে দম বন্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল! যে জাপগণ একটু পূর্ব্বে এই সকল রুষের প্রাণ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া গুলি গোলা চালাইতেছিল, এক্ষণে পর মুহূর্ত্তেই তাহারা তাহাদের পরম শত্রুগণকে বিপন্ন দেখিয়া সকল শত্রুতা ভুলিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিল! এইরূপ ঐকান্তিক নৈতিক উন্নতি না হইলে কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

জাপানিগণ কেবল বীর নহেন, অতি ধার্ম্মিক, অতি উদার চেতা ও অতি মহানুভব জাতি।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থার অধিকার।

১লা জানুয়ারি তারিখে রুষ-সম্রাট নিকোলাস্ জেনারেল ষ্টসেলের নিকট হইতে এই দুঃখপূর্ণ টেলিগ্রাফ পাইলেন :—

"জাপানিগণ আমাদের সমস্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছে, আর আমাদের আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত কোন উপায় নাই। তবে সকলেই ভগবানের হাত। আমাদের সেনাগণের সিকি মাত্র অবশিষ্ট, তাহাদেরও অর্দ্ধেক পীড়িত, জেনারেল সিমেনফ ও গ্যানডুরিন উভয়ই আহত। এ অবস্থায় আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর আমাদের দ্বিতীয় উপায় নাই! মহানুভব সম্রাট! আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা প্রাণপণে ১১ মাস যুদ্ধ করিয়াছি, আমাদের দোষ হইয়া থাকে আমাদের বিচার করুন, কিন্তু আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন।

রাত্রি ৯টার সময় সেনাপতি নগি জেনারেল ষ্টসেলের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন :—

"এক্ষণে পোর্টআর্থারের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আর যুদ্ধ করা বৃথা চেষ্টা,—সুতরাং অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য আমি দুর্গ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি ; যদি আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনাদিগের দূত কোথায় আমার দূতের সহিত সকল বিষয় স্থির করিতে পারেন, জানাইলে আমি সেই স্থানে আমার দূত প্রেরণ করিব।'

নগি উত্তরে লিখিলেন:—"আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার সহকারী সেনাপতি জেনারেল ইজিচিকে দূত রূপে নিযুক্ত করিলাম। কল্য ২রা জানুয়ারি দুই প্রহরের সময় তিনি সুইসিজিং নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন, আপনি তথায় আপনার দূত প্রেরণ করিবেন। দুর্গ পরিত্যাগ সম্বন্ধে উভয় পক্ষে তথায় কথাবার্ত্তা হইবে।"

এতদিনে সকলই ফুরাইল। এতদিনে রুষের অজেয় দুর্ভেদ্য দুর্গের পতন হইল। রুষ যে দুর্গের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আজ পরহস্তগত হইল। জাপানের জয় পতাকা আজ রুষের মাঞ্চুরিয়াস্থ রাজধানীর উপর উড়িল। রুষের সর্ব্ব গর্ব্ব আজ ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে চূর্ণ হইল।

উভয় পক্ষই অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন! জাপানিগণকে প্রতিপদে দুর্দ্দমনীয় ভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। একদিকে টোগোর গোলা, অপরদিকে নগির গুলি ও গোলা,—ইহার ভিতর থাকিয়া রুষ এই ১১ মাস দিন রাত্রি লড়িয়াছে, সহস্র সহস্র শত্রুর প্রাণ লইয়াছে! অত্যাশ্চর্য্য বীরত্ব সত্বেও জাপগণ ১১ মাস এই দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই,—রুষের বীরত্বে জাপগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা বীরত্বের আদর জানেন,—এরূপ শত্রুর মান জানেন,—রুষগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা পতিত শত্রুর প্রতি কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন না।

নগি সেই রাত্রেই সম্রাটকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তাহার উত্তরে রণসমিতির প্রধান অমাত্য মার্সাল জামাগাটা নগিকে টেলিগ্রাফ করিলেন:—

"সম্রাট দুর্গ ত্যাগের সংবাদ পাইয়া বলিলেন তিনি জেনারেল ষ্টসেল ও তাঁহার সেনাগণের অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা বীর সেনাপতিকে আপনি তাঁহার পদোচিত সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইবেন।"

সুইসিজিং নামক স্থানে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে জাপানী দূত সদলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, বেলা ১টার সময় রুষ-দূত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ১২ জন শরীর রক্ষক কসাক-অশ্বারোহী,—তাহাদের একজন এক উচ্চ দণ্ডে এক শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে!

গৃহের দ্বারে আসিয়া রুষ-দূত সদলে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে অমনই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল! তখন কসাকগণ নিজ নিজ অশ্ব হইতে নামিল, জাপানিগণও তাহাদের নিকটে আসিল, উভয় দলে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, যেন কোন জন্মে কখনও ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই।

গৃহমধ্যে বহুক্ষণ উভয় দলে কথাবার্ত্তা হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের কথাবার্ত্তা উভয় পক্ষের স্বজাতি ভাষায় হইল না,—ইংরাজিতে হইতে লাগিল। ইহা ইংরাজি ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অনেক তর্ক বিতর্কের পর রাত্রি সাড়ে নয়-টার সময় উভয় পক্ষ সর্ত্তপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তখন উভয় পক্ষ ভ্রাতৃভাবে সেই গৃহ মধ্যেই ভোজনে বসিলেন;—যতদূর আত্মীয়তা প্রকাশ সম্ভব, জাপানিগণ তাহা প্রদর্শন করিতে বিন্দু মাত্র ত্রুটী করিলেন না।

জাপগণ সে রাত্রে মহানন্দে মত্ত হইল। কেবল দুই ঘণ্টার জন্য তাহারা এই অভূতপূর্ব্ব দুর্গজয়ের জন্য আমোদ প্রমোদ করিবার আজ্ঞা পাইয়া-ছিল। এই দুই ঘণ্টা এক মহা কোলাহলে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জাপানিগণ আগুন জ্বালিয়াছে;—এই সকল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে জাপগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছে। "বানজাই" শব্দে চারিদিক আলোড়িত হইতেছে। জাপানের এই চির জয় শব্দ "বানজাই" এক পাহাড় হইতে আর এক পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ নাচিতেছে, কেহ স্বদেশী গান উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া গাহিতেছে। আজ তাঁহারা তাহাদের সাকি সুরা প্রাণ ভরিয়া খাইয়া আমোদ করিতেছে,—চারিদিকে যে কোলাহল উঠিয়াছে, তাহার বর্ণনা হয় না,—এ আমোদ কেবল দুই ঘণ্টার জন্য—পরদিন আর কেহই জাপানিদিগের মধ্যে এ মাতামাতি আমোদ উৎসবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই! ধন্য জাপানের শিক্ষা ও সংযম!

নিম্নলিখিত ১১ টি সর্ত্তে পোর্টআর্থার রুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

১। পোর্টআর্থারে যে সকল স্থল বা জলযোদ্ধা, সেনাধ্যক্ষ, সখের সৈনিক ও রাজকর্ম্মচারী আছেন, তাহারা আজ সকলে জাপানের হস্তে বন্দী হইলেন।

২। সমস্ত দুর্গ, সকল যুদ্ধপোত, অন্যান্য জাহাজ, নৌকা, অশ্ব, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি ইত্যাদি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, সমস্ত গুদাম, জেটী, গভর্ণমেণ্টের অট্টালিকাদি এবং গভর্ণমেণ্টের আর যাহা কিছু আছে তাহার সমস্ত, আজ তাহারা যে যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেই অবস্থায় জাপানকে প্রদান করিতে হইবে।

৩। উপরোল্লিখিত সর্ত্ত রুষগণ পালন করিবেন; ইহারই জামিন স্বরূপ কল্য ৩রা জানুয়ারি তারিখের দুই প্রহরের মধ্যে জাপ-সেনার সম্মুখে এখনও দুর্গে যে সকল রুষ-সেনা আছে, তাহা তাহারা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, এবং সেই সকল স্থান জাপান অধিকারে আসিবে।

৪। যদি দ্বিতীয় সর্ত্তানুসারে লিখিত দ্রব্যাদি রুষগণ কোনরূপে নষ্ট করেন, তাহা হইলে এই সর্ত্তপত্র ভঙ্গ হইবে, এবং তখন জাপান তাঁহার ইচ্ছামত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

৫। রুষগণ পোর্টআর্থারের যেখানে যেখানে মাইন আছে, তাহার এক মানচিত্র জাপানী সেনাপতিকে দিতে বাধ্য রহিবেন। এতদ্ব্যতীত

তাহারা সমস্ত রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতির নাম ধাম সহ একটা তালিকা দিবেন।

৬। কামান, গোলাগুলি, বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, যাহা যেখানে আছে, তাহা সেইখানে থাকিবে;—রুষগণ তাহার একটীও স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না। জাপানিগণ পরে বিবেচনা মত তাহাদের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। রুষ-সেনা অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের মান্যার্থে রুষসৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই অসি ধারণ করিতে পারিবেন,—তাঁহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে না। যাঁহারা এ যুদ্ধে আর জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না, এইরূপ সর্ত্তে অঙ্গীকার পত্র দিবেন, তাঁহারা অনায়াসে দেশে যাইতে পারিবেন;—জাপানী সেনা তাঁহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন;—প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করিয়া চাকরকেও যাইতে দেওয়া হইবে।

৮। স্থল ও জলযুদ্ধের সমস্ত সেনাগণ তাহাদের যুদ্ধ-পোষাক ব্যবহার করিতে পারিবে। তাহাদের নিজের যাহা কিছু আছে, তাহাও তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে। তাহাদিগকে জাপানী সেনাপতি যেখানে পরে সমবেত হইতে বলিবেন, তাহারা সেইখানেই সমবেত হইবে।

৯। আহতগণের সহায়তার জন্য জাপানিগণ রুষের সমস্ত হাঁসপাতালের কর্ম্মচারিগণকে পোর্টআর্থারে রাখিবেন। যতদিন তাঁহারা এইরূপ পোর্টআর্থারে রাখিবেন, ততদিন তাঁহাদিগকে জাপানী হাঁসপাতালের প্রধান কর্ম্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইবে।

১০। সরকারি কাগজপত্র ও রাজকার্য্য সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিস্তৃত ভাবে অন্য এক সর্ত্তপত্রে লিখিত হইবে।

১১। এই সর্ত্তপত্র সাক্ষর হইবামাত্রই রুষগণ সেইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য রহিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানের লাভ।

পরদিন গর্ব্বিত পোর্টআর্থারের উপব জাপানের প্রাতঃ সূর্য্যোদয় অঙ্কিত পতাকা সগর্ব্বে উড়িতে লাগিল। রুষের হস্তে অনেক জাপ-বন্দী ছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়া আনন্দে বিভোব হইয়া উঠিল। জাপানিগণ দেখিলেন, দুর্গে আহাবীয় দ্রব্যেব তত অভাব নাই, তবে ঔষধাদিব বড়ই অভাব। এই জন্য আহত ও পীড়িতগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ভাল হইতেছে না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বহু ঔষধাদি আনিয়া আহত শত্রুগণেব কষ্টের লাঘব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বর্গীয় যত্নে আহত রুষগণ চক্ষের জল সম্বরণ কবিতে পারিল না।

জাপানিগণ আবও এক মহত্ব দেখাইলেন' এখনও বন্দরে রুষের কয়েকখানা ডেসট্রয়র জাহাজ কার্য্যক্ষম ছিল;—এখন সর্ত্ত অনুসারে তাহারা জাপানের সম্পত্তি। কিন্তু টোগো তাঁহার জাহাজে জাহাজে আজ্ঞা দিলেন, " রুষ-যুদ্ধপোতের বীরগণ অসম সাহসিক বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মান্যার্থে এই সকল জাহাজ যদি পলাইতে পারে তবে পলায়ন করুক,—ইহাদের আটক করিও না।"

শত্রুর প্রতি এরূপ ক্ষমা, এরূপ দয়া, এরূপ মমতা প্রকাশ করিতে আর কোন যুদ্ধে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? জাপানী মহত্বের গুণে ১লা তারিখে রুষের চারি খানি ডেসট্রয়র পোর্টআর্থার হইতে পলাইল,—টোগো তাহাদিগকে পলাইতে দিলেন। ইহারা চিফু বন্দরে গিয়া নিরস্ত্র

হইল। আর দুই খানা কাইচো বন্দরে পলাইল। ৩বা তারিখে আর চারি খানি রুষ-পোতও পলাইল। টোগো ইহাদিগকেও ছাড়িয়া দিলেন! রুষের সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া পলায়ন করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

তাঁহাদেব হস্তে যে বহু সহস্র রুষ-বন্দী পড়িবে, জাপানিগণ পূর্ব্বে তাহা ভাবেন নাই। এখন দেখিলেন দুর্গে ৮৭৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ২৩৪৯১ জন সেনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৫ হাজাব আহত সেনা হাঁসপাতালে আছে। এ সকল ছাড়া আর প্রায় ৪ হাজার রুষ আছে ;—ইহাদের অনেকেই সখের সেনা হইযাছে। স্ত্রীলোক বালকের তো কথাই নাই। যখন এ সংবাদ বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সকলেই বলিতে লাগিলেন যে এত সেনা থাকিতে ষ্টসেল কি জন্য দুর্গ ত্যাগ করিলেন! ইহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

এই অর্দ্ধ লক্ষ রুষকে আহার দেওয়া জাপানের সামান্য ব্যয় নহে, তবে তাঁহাদের লভ্যাংশও যথোচিত হইল। তাঁহারা ৫৪টা খুব বড়, ১৪৯ মধ্যম আকাবের এবং ৩৪৩টা ছোট কামান পাইলেন। ৮০ হাজার গোলা তাঁহাদের হস্তে পড়িল। ৩৫ হাজার বন্দুক, ২০ লক্ষ গুলি ২ হাজার ঘোড়াও তাঁহারা পাইলেন,—এতদ্ব্যতীত বাড়ী ঘব অট্টালিকা, গুদাম, জেটি, বন্দর প্রভৃতির তো কথাই নাই। যদিও সহবেব উপর অবিশ্রান্ত ধারে জাপানী গোলা পড়িয়াছিল, তথাপিও অধিকাংশ অট্টালিকার কোন অনিষ্ট হয় নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যেব এই সকল সরকারি বাড়ী এক্ষণে জাপানের হইল।

এতদ্ব্যতীত বন্দবে ৪ খানি ব্যাটেল্‌সিপ, দুইখানি ক্রুজার, ১৪ খানি ডেস্‌ট্রয়র, ১০ খানি ষ্টিমার, ৮ খানি ষ্টিম লঞ্চ ও ১৫ খানি অন্যান্য জাহাজ ছিল। রুষগণ ইহাদিগকে জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ৩৫ খানি ষ্টিম লঞ্চ এখনও বেশ কর্ম্মক্ষম আছে। এ সমস্তই জাপানিদিগের অধিকারে আসিল। পরে জাপানিগণ জলমগ্ন জাহাজের অধিকাংশই

তুলিয়া মেবামত করিয়াছিলেন! তাঁহারা পোর্টআর্থার লাভ করিবামাত্র একদিনও বিলম্ব না করিয়া সহর ও দুর্গ সকল মেবামত করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা এ কার্য্যেব জন্য হাজার হাজাব চীনে কুলি সংগ্রহ করিতেছিলেন। এক্ষণে কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সেই সকল কুলি পোর্টআর্থারে আনিতে আরম্ভ কবিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে জাপানিগণ এবাব আর পোর্টআর্থার ছাড়িতেছেন না।

৫ই জানুয়াবি জেনাবেল ষ্টসেল জাপ-সেনাপতি নগিব সহিত দেখা করিতে গেলেন। রুষ-সেনাপতি তাঁহাব পূর্ণ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার সহকারী সেনাধ্যক্ষগণকে সঙ্গে লইয়া জাপ-সেনাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্য সুইসিজিংয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে কসাক-শবীররক্ষকগণ, —তিনি এক বৃহৎ শ্বেত অশ্বে উপবিষ্ট। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র নগি অশ্বারোহণ কবিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিন যে দুই বীর দিন রাত্রি ধরা রক্তে প্লাবিত করিতেছিলেন, আজ তাঁহাবা দুইজনে পরস্পর পরস্পরেব সম্মুখীন হইয়াছেন,—উভয়ের মনের ভাব বর্ণনা করা অসম্ভব। একজন জেতা ও অপরে বিজিত—মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন,—তৎপবে উভয়ে উভয়কে হস্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া সম্ভাষণ করিলেন। তৎপরে নগি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টসেলও অশ্ব হইতে নামিলেন। তখন দুইজনে পরস্পরের কুশল বার্ত্তা প্রভৃতি সদালাপ করিতে করিতে সম্মুখস্থ গৃহ মধ্যে প্রবেশে উদ্যত হইয়া নগি রুষ-সেনাপতির মান্যার্থে পশ্চাৎপদ হইলেন। ষ্টসেল অগ্রে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুদ্র গৃহে একখানা সামান্য টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার মাত্র ছিল। এক্ষণে সেনাপতি নগি রুষ-সেনাপতির হস্ত মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় বীরের হস্ত মর্দন করিয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।" রুষ-সেনাপতি বলিলেন, "আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইলাম।" তৎপরে

অন্যান্য নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। জাপান-সম্রাট যে তাঁহাদিগকে অসি ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করেন নাই, ইহার জন্য রুষ-সেনাপতি তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। বীরের পক্ষে অস্ত্র ত্যাগ অপেক্ষা আর অধিকতর অপমান কি হইতে পারে! জেনারেল ষ্টসেল নগি যে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার টেলিগ্রাফ রুষ-সম্রাটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সম্রাট নিকোলাস্ তাঁহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমার সৈন্যাধ্যক্ষগণ এ যুদ্ধে আর লিপ্ত হইবেন না, এ অঙ্গীকার দিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন,—এ অনুমতি আমি প্রদান করিলাম। অথবা যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি সেনাগণের সহিত বন্দী হইয়াও থাকিতে পারেন! পোর্টআর্থার এতদিন ভীম পরাক্রমে রক্ষা করিবার জন্য আমি আপনাকে ও আপনার সেনাগণকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।"

আরও নানা কথার পর ষ্টসেল নগির দুই পুত্রের মৃত্যুর কথা তুলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার উত্তরে নগি বলিলেন, "আমার এক পুত্র নান্‌সান্ পাহাড় আক্রমণে হত হইয়াছিল;—আর একটী মিটবহিল্ আক্রমণে হত হইয়াছে! এই দুই স্থান দখল করা জাপানের প্রধানতম কার্য্য ছিল। সেইজন্য এই দুই স্থান জয় কালে আমার পুত্রদ্বয় যে প্রাণ দিয়াছে, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহাদের জীবন দেশের মহাকার্য্যে উৎসর্গ হইয়াছে! জাপানের এই দুই যুদ্ধে যে লাভ হইয়াছিল, তাহার নিকট তাহাদের জীবন কিছুই নহে!"

জেনারেল ষ্টসেল এক্ষণে বলিলেন, "আমার এই ঘোড়াটী যদি আমার ক্ষুদ্র সাদর উপহার বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ অনুগৃহিত হই।"

নগি বলিলেন, "সেনাপতি! এক্ষণে পোর্টআর্থারে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই জাপান-সম্রাটের সম্পত্তি,—আমি তাহার কিছুই গ্রহণ

করিতে পারি না। আপনার মান্যার্থে আপনার অশ্বের আমরা বিশেষ যত্ন করিব। আর যতদিন আপনাব রুষিয়ায় যাইবার আমরা বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আপনি পোর্টআর্থারে বাস কবিতে থাকুন। আপনার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহা আমরা করিব।"

তাহার পব আবও নানা কথাব পর দুই সেনাপতি একত্রে এক টেবিলে বসিয়া পানাহার করিলেন। পরে ষ্টসেল আবার সদলে পোর্ট-আর্থারে প্রত্যাগমন কবিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারে জাপ।

এদিকে জাপানিগণ রুষ-বন্দিদিগকে জাপানে চালান দিবাব জন্য ডাল্‌নি বন্দবে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তাহাবা দলে দলে লাহুম নামক স্থানে সমবেত হইতেছিল, তথা হইতে তাহারা চেবাসী নামক বেল-ষ্টেসনে আসিল। এখান হইতে তাহারা রেলে যাইবে। ইহাদের দেখিয়া একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন ;—

"সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য,—দলে দলে রুষগণ ষ্টেসনেব দিকে আসিতেছে! প্রথমে কতকগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ,—কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে, কেহ বা পদব্রজে,—সকলেরই কটিতে তরবারি ঝুলিতেছে! সকলেরই পোষাক পরিচ্ছদ সুন্দর। কে বলিবে যে ইহারা ১১ মাস অবিশ্রান্ত লড়িয়া এক্ষণে বন্দী হইয়া জাপানে যাইতেছে! তাহাদের পশ্চাতে কাতারে কাতারে রুষ-সেনাগণ আসিল! তাহাদের পোষাক পুরাতন ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকে চীনেকোট পরিয়াছে ; কিন্তু সকলেই সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ। তাহাদের কখনও যে আহারের অভাব হইয়াছে তাহা তাহাদের চেহারা দেখিলে বোধ হয় না।

কাতারে কাতারে রুষগণ চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাপ-পদাতিক বন্দুক স্কন্ধে যাইতেছে। যাহাতে কেহ না পলায়, তাহাই দেখিবার জন্য এই সকল প্রহরী! কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে ইচ্ছা করিলে অনেক রুষই পলাইতে পারিত,—কিন্তু তাহারা সকলেই জানে এখন পলাইলে আবার জাপানিদিগের হস্তে পতিত হইতে হইবে। এ দেশ হইতে তাহাদের স্বদেশে যাইবার এখন কোনই উপায় নাই। সুতরাং পলাইবার সুবিধা থাকিলেও কেহ পলাইতেছে না। তবে এই সামান্য মাত্র জাপ-সেনা যে হাজার হাজার রুষকে বন্দীভাবে লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্যই হাস্যজনক—বিস্ময়কর! সকলেই হাসিতে হাসিতে আমোদ করিতে করিতে যাইতেছে! বন্দী হইয়াছে বলিয়া কেহ লজ্জিত, দুঃখিত বা বিষণ্ণ নহে,—দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা তাহাদের এই পরিবর্ত্তনে মহা সন্তুষ্ট হইয়াছে।

তবে সময় সময় তাহাদিগকে কষ্টও পাইতে হইতেছিল। তাহাদের অনেককে চীনে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে। চীনেগণ সময় পাইয়া রুষদিগের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ ও বিদ্রুপ করিতেছে। কাল রুষগণ তাহাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিল, আজ তাহারা জাপানের বন্দী। চীনেগণ কখনই তাহাদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না, তাহাই সময় পাইয়া তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইল। রুষ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইল, কিন্তু তাহাদের সে হৃদয়ের ক্রোধ হৃদয়েই উপশমিত করিয়া রাখিতে হইল। চীনেগণ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

চেরাসি ষ্টেসনে একটা শিবির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। রুষগণ তথায় বাস করিতে লাগিল। ডাল্নি হইতে গাড়ী আসিলে তবে তাহারা তথায় রওনা হইবে। এখানে জাপগণ তাহাদিগকে যথেষ্ট আহারীয় দ্রব্য দিলেন। যে যত মাংস ও বিস্কুট চাহিলেন, তিনি ততই পাইলেন। রুষগণ খুব আনন্দিত;—সৈন্যাধ্যক্ষগণ সিগারেট টানিতে টানিতে ষ্টেসনের

প্লাট্‌ফরমে পদচারণ করিতে লাগিলেন। খুব হাসি তামাসা,—জগতের শ্রেষ্ঠ দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁহারা যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহাদের মনে নাই! তাঁহাদের এই অধঃপতন ঘটিয়াছিল বলিয়াই আজ তাঁহাদের পরাজয়!

জেনারেল ষ্টসেল ও ৫০০ শত রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া দেশে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ১২ই তারিখে তাঁহারা ডাল্‌নি যাইবার জন্য চেরাসি ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক ও বালিকাও ছিল! ইহারা নানা রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী, কন্যা, দাসী প্রভৃতি। ইহারাও ডাল্‌নি যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছে! জাপানিগণ এখনও অধিক সংখ্যক গাড়ী এখানে আনয়ন করিতে পারেন নাই। যাহা আনিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই মাল গাড়ী,—কাজেই রুষদিগের ডাল্‌নি উপস্থিত হইতে সময় লাগিতেছিল। তবুও জাপগণ তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেরই মাল পত্র দেখিয়া শুনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছিলেন। সকলের সহিত বিশেষ ভদ্রোচিত ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণই বিপরীত। তাঁহারা যে বন্দী, তাহা যেন তাঁহাদের মনে নাই! তাঁহারা তাঁহাদের জেতা জাপগণের সহিত অতি রূঢ় ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু উদারচেতা জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাহার জন্য তাঁহাদের উপর একবারও বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলেন না,—মনে মনে যাহা ভাবিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

জেনারেল ষ্টসেলের জন্য জাপগণ কোন গতিকে একখানি ভাল গাড়ী সংগ্রহ করিয়া চেরাসিতে পাঠাইয়াছিলেন। রুষ-সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচটী পিতৃহীন শিশু লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। জাপানিগণ তাঁহার পদোচিত যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে রুষ-সেনা বা সৈন্যাধ্যক্ষগণ কেহই তাঁহাকে সম্মান করিলেন

না,—এমন কি অনেকেই তাঁহাকে সেলাম পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন। এ প্রদেশেব রুষগণের যে বিশেষ অধঃপতন হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খোলা মালগাড়ী ব্যতীত জাপানিগণের ডাল্‌নিতে অন্য গাড়ী ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবুও তাঁহারা আজ রুষ-স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের জন্য কয়েক খানা থার্ড ক্লাস গাড়ী আনিয়াছিলেন। রুষ-সেনাপতি গাড়ীতে উঠিলে, জাপগণ অন্য গাড়ীগুলিতে স্ত্রীলোকদিগকে তুলিবেন, ইহাই তাঁহাদেব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণের এতদূর অধঃপতন হইয়াছিল যে তাঁহারা এই সকল হতভাগিনীর কথা একবাব মনেও কবিলেন না,—নিজ নিজ মালপত্র লইয়া ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী দখল কবিয়া বসিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া জাপানিগণ মরমে মরিয়া গেল! রুষের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদের যে একটু ভক্তি জন্মিয়াছিল,—তাহা এ দৃশ্যে দূরীকৃত হইয়া ঘোর ঘৃণায় তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। দীর্ঘকায় বলবান রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্ত্রীলোকদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া গাড়ী অধিকার করিতেছেন, হতভাগিনী-গণ নিজ নিজ মালের উপর সজল নয়নে বসিয়া রহিল! তখন জাপ-রেল কর্ম্মচারিগণ ও জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ যত পারিলেন, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন,—অনেককে খোলা মাল গাড়ীতে দুর্গন্ধময় সামান্য সেনাগণের সঙ্গী হইতে হইল। সকলকে টানিয়া গাড়ী হইতে বাহির করিতে হইলে দাঙ্গা উপস্থিত হয়,—কাজেই অনেক স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা প্লাট্‌ফরমে পড়িয়া রহিল। একজন পরমাসুন্দরী রমণী গাড়ীতে উঠিবার জন্য প্লাট্‌ফরমে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন,—তিনি যুদ্ধে স্বামী হারাইয়া এক্ষণে দেশে যাইতেছেন,—হতভাগ্য নীচাশয় রুষগণ ইহাকেও গাড়ীতে স্থান দিল না। তখন সেনাপতি নগির এডিকং কাপ্তেন মাতসুবাদা একখানা গাড়ী হইতে কয়েকজনকে টানিয়া বাহির

করিয়া তথায় রমণীর স্থান করিয়া দিলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ সজল-নয়নে হতাশ ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহারা জানিত, আর তাহারা শীঘ্র গাড়ী পাইবে না। বহু ঘণ্টা পরে আবার এই গাড়ী ফিরিয়া আসিবে, ততক্ষণ তাহাদের এইখানে এই ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে। বংশী নিনাদিত হইল,—রুষের কলঙ্ক রাশি লইয়া গাড়ী শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল!

একদিকে এই লজ্জাকর দৃশ্য,—অপরদিকে জাপানের অতুলনীয় মহত্ব। এ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে,—যত দুর্গ হস্তান্তরিত হইয়াছে,—জেতাগণ কাল বিলম্ব না করিয়া মহা সমারোহে তথায় উপস্থিত হইয়া বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়াছেন! বিজিতদিগকে নিজ প্রতাপ দেখাইবার শত চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু নগি তাহা করিলেন না। পাছে রুষ-সেনাপতি ষ্টসেলের হৃদয়ে বেদনা লাগে, এই জন্য তিনি সদলে তাঁহার উপস্থিতি কালে পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিলেন না! শত্রুর প্রতি এত মমতা, এত সৌজন্যতা, কোন যুদ্ধে কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই! ১২ই তারিখে ষ্টসেল সস্ত্রীক ডাল্‌নি যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর ১৩ই তারিখে সেনাপতি নগি সদলে পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিলেন! যাহার জন্য বিশ ক্রোশ পথ জাপানী মৃতদেহে পূর্ণ হইয়াছে, সেই স্থান লাভে তাঁহার আনন্দ হইবে না কেন! কিন্তু তিনি কোনরূপ অনর্থক আনন্দ প্রকাশ করিলেন না,—এখনও সম্পূর্ণ আনন্দের দিন আসে নাই! এখনও রুষ মুক্‌ডেনে যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নগির পোর্টআর্থারে প্রবেশ।

১৩ই অতি পরিষ্কার দিন,—সূর্য্যের কিরণে চারিদিক আলোকিত,—মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে,—এইরূপ সময়ে আজ প্রথম সেনাপতি নগি সদলে পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৬০ হাজার সেনা ছিল,—ইহাদের সকলের এই রেসেলায় যোগদান করা অসম্ভব,—তাহাই নগি তাঁহার প্রত্যেক বিভিন্ন সেনাদল হইতে সেনা বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকেই সঙ্গে লইলেন।

জাপ-সেনাপতি সর্ব্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন,—তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার নিজস্ব সেনাধ্যক্ষগণ;—তৎপরে বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে কাতারে কাতারে জাপগণ ধীরপদবিক্ষেপে আসিল। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ, এমন কি সেনাপতি তাঁহার রসদ-বাহকদিগকেও বিস্মৃত হন নাই,—তাহারাও তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সেনাপতি সহরের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বন্দরের সম্মুখস্থ খোলা স্থানে আসিয়া সদলে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া দলে দলে জাপসেনাগণ গমন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিল!

এইরূপে দলের পর দল বহু দল সেনাপতির সম্মুখে বন্দুক, তরবারি তুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। অনেক দলেরই পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে! ক্ষুদ্র জাপগণ কি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের

ছিন্ন পতাকাই তাহার প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে সকল দল চলিয়া গেলে সেনাপতি সদলে সহরের নানাস্থান দেখিয়া অবশেষে যে অট্টালিকায় রুষ-সেনাপতি ষ্টসেল বাস করিতেন, তথায় আসিয়া সকলে পান ভোজনাদি করিলেন।

তৎপরে সহরে মৃতবীরগণের পূজা হইল! এই পূজার বর্ণনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। যে দৃশ্য আমরা ফেংহাংচেংয়ের নিকটস্থ পাহাড়ে দেখিয়াছি, আজ সেই দৃশ্য আবার পোর্টআর্থারে দেখিলাম। সেনাপতি নগি মৃতবীরগণের যথোচিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তাহাদের সকলেরই মন্ত্র ছিল—হয় জয়—নয় মৃত্যু। তাঁহারা বীর শয্যায় শায়িত হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের পবিত্র আত্মার সহিত আমাদের জয়ের জন্য একত্রে আনন্দ করিতেছি! মৃতবীরগণ! আপনারা আমাদের অপেক্ষা শত গুণ ধন্য!"

পর দিবস জার্ম্মাণ-সম্রাটের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফ রুষ-সম্রাট নিকোলাস্ প্রাপ্ত হইলেন ঃ—

"পোর্টআর্থার রক্ষার্থে যুদ্ধ চিরকাল সর্ব্বজাতীয় সেনার শিক্ষার বিষয় হইয়া থাকিবে। যে বীর আপনার দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত জগতের লোক আজ তাঁহার প্রশংসা করিতেছে। আমি ও আমার সেনাগণ তাঁহার বীরত্বে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। আমার পূর্ব্বপুরুষ মহা গৌরবান্বিত ফ্রেডিরিক্ দি গ্রেট যে সর্ব্বোচ্চ উপাধি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমি সেনাপতি ষ্টসেলকে সেই মহান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি আপনি ইহাতে আপত্তি করিবেন না। আমি সেনাপতি নগিকেও এই উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

জাপান-সম্রাট মিকাডোও নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফ পাইলেন ঃ—

"সেনাপতি নগি পোর্টআর্থার অধিকারে যথেষ্ট বীরত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন,—তাঁহার সেনাগণও অভূতপূর্ব্ব বীরত্বে যুদ্ধ করিয়াছে।

ইহাতে যোদ্ধামাত্রেরই তাঁহাদের উপর বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। আমি ও আমার সেনাগণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। আমার মান্য ও ভক্তি প্রকাশের জন্য আমি তাঁহাকে আমার পূর্ব্ব পুরুষ ফ্রেডিরিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক স্থাপিত জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি আপনি আমায় সে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন।"

ইহার উত্তরে মিকাডো লিখিলেন :—

"আমাদের পোর্টআর্থার অধিকারে আপনার প্রশংসায় আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। আপনি যে সেনাপতি নগিকে আপনার সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিমত দিলাম।"

রুষ-সম্রাট লিখিলেন, "আপনি যে জেনারেল ষ্টসেলকে আপনার সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি আমার সমস্ত সেনার নামে আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। সেনাপতি ষ্টসেল তাঁহার বীর যোদ্ধাগণকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আপনি ও আপনার সেনামণ্ডলী যে তাঁহাদের বীরত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহাপেক্ষা আর অধিক আনন্দ আমার কি হইতে পারে!"

দুই সেনাপতিও জার্ম্মাণ-সম্রাটকে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

আমরা পূর্ব্বে এই ব্যাপারে জাপানের কত টাকা লাভ হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। জেনারেল ওয়ামা বলেন যে পোর্টআর্থার পাইয়া জাপানের ৩০০ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল! যাহাই হউক, পোর্টআর্থার জয়ে জাপানের যে বিশেষ লাভ হইল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

রুষগণের দশ হাজার সেনা এই যুদ্ধে হত হইয়াছিল। যখন জাপানিগণ পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিলেন, তখন রুষ-হাঁসপাতালে

১৫ হাজার আহত সেনা ছিল। যখন পোর্টআর্থার অবরুদ্ধ হয়, তখন এই দুর্গে ৫৫ হাজার রুষ-সেনা ছিল। যখন এই দুর্গ জাপ হস্তে পতিত হইল, তখন ইহার অৰ্দ্ধেকও তথায় ছিল না। নান্‌সান্ যুদ্ধ হইতে এই শেষ দিন পর্য্যন্ত জাপানের ৫৫ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় ১১ হাজার সেনা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। তবুও জাপ-সেনাপতির অধীনে তখনও ৫০। ৬০ হাজার সেনা রহিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অনায়াসে মুকৃডেনের সম্মুখে অন্যান্য জাপ-সেনার সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র পথে রুষ-নৌবাহিনী।

এদিকে পোর্টআর্থার রুষের হস্তচ্যুত হইয়াছে,—রুষের প্রাচ্য দেশের সমস্ত নৌ-বাহিনী ধ্বংসীভূত হইয়া গিয়াছে;—এ নিদারুণ সংবাদ রুষের যুদ্ধপোত সকলে এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধীরে ধীরে জাপানের দিকে যাইতেছে। রুষের নৌ-সেনাপতি পাঁচখানা ব্যাটেল্‌সিপ, পাঁচখানা ক্রুজার জাহাজ, একখানা হাঁসপাতাল জাহাজ, একখানা ফরাসী হোটেল জাহাজ, একখানা পানীয় জল নির্ম্মাণের জাহাজ, অসংখ্য রসদ ও কয়লার জাহাজ লইয়া আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া চলিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষে রুষ-যুদ্ধপোত সকল মাডাগাস্কার দ্বীপের একটী বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। সাত সপ্তাহ রুষ-যুদ্ধপোত সকল সঙ্গের কয়লার জাহাজ হইতে কয়লা লইয়া জাহাজ চালাইয়াছেন। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র বক্ষে এইরূপ কয়লা লওয়া যে কত কষ্টকর ও বিপদজনক, তাহা বলা যায় না! অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে রুষ-জাহাজ এতদূর উপস্থিত হইতে পারিবে না,

কিন্তু তাহারা যে এ ভাবে এতদূর আসিতে পারিল, তাহাতে তাহাদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

রুষের দ্বিতীয় দল যুদ্ধপোত সুয়েজ ক্যানেলের ভিতর দিয়া চলিল। এই দলের সেনাপতি আড্‌মিরাল ফকাবসামের সহিত ৩ খানা ব্যাটেল্‌সিপ, দুইখানা ক্রুজার, ৭ খানা ডেস্‌ট্রয়র এবং অনেক রসদ ও কয়লার জাহাজ চলিল। রুষের এখনও জাপান-ভীতি যায় নাই! তাঁহারা ভাবিলেন যে জাপানিগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে এই ক্ষুদ্র খালের ভিতর আক্রমণ কবিবে; তাহাই তাঁহাদের গোলন্দাজগণ অষ্ট প্রহর কামানের মুখে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাঁহারা তিনখানা জাহাজ ভাড়া করিয়া অগ্রে অগ্রে পাঠাইলেন। তৎপরে তাঁহাদের ডেস্‌ট্রয়ব সকল অগ্রসর হইল;— তৎপশ্চাতে বড় বড় যুদ্ধপোত সকল আসিতে লাগিল। রাত্রে তাঁহাদের জাহাজের মাস্তলের সার্চ্চলাইট চাবিদিকে আলোকিত করিয়া রাখিল;— তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত বহিলেন।

সুয়েজ বা পোর্টসায়েদ বন্দরে যে জাপানী চব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই! যে জাপান এ যুদ্ধে এত সংবাদ রাখিয়াছে, সে জাপান যে রুষের এই নৌবাহিনীব বিশেষ সংবাদ লইবে না, তাহা কখনই হইতে পারে না! নিশ্চয়ই জাপানের লোক সর্ব্বক্ষণ এই সকল রুষ-যুদ্ধপোতের উপর বিশেষ দৃষ্টি বাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিচক্ষণ জাপানিগণ এত উন্মত্ত হন নাই যে তাঁহারা দেশ হইতে এতদূবে রুষ-যুদ্ধপোত আক্রমণ করিয়া সমস্ত ইউরোপকে মহা শত্রুরূপে পরিণত করিবেন। রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণের এ কথা বুঝা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা জাপান-ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নষ্ট হইল। তাঁহারা এতই সাবধানতা গ্রহণ ও এতই ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে সকলেই তাঁহাদের কার্য্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, ক্রমে এই সকল জাহাজ লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া,

মাডাগাস্কারের নিকটস্থ হইল,—তখন তথায় রুষের দুই দল জাহাজ এক হইয়া গেল। এইখানে রুষগণ যত পাইলেন আহারীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা এখানে হাজার হাজার বোতল শ্যাম্পেন কিনিতেও ভুলিলেন না। রুষ-বীবগণেব সুরা ভিন্ন বোধ হয় এক মুহূর্ত্তও চলিবার উপায় ছিল না। তাঁহাবা এখানে জাল জুয়াচুরি কবিয়া অনেক কয়লাও ক্রয় করিলেন। মাডাগাস্কাব দ্বীপ ফরাসী বাজ্য,—ফরাসিগণও রুষেব যথেষ্ট সাহায্য করিলেন, কিন্তু তাঁহাবা এ যুদ্ধে নির্লিপ্ত, সুতবাং তাঁহারা আইনানুসারে তাঁহাদেব অধিক সাহায্য করিতে পারেন না,—তাঁহারা এই সকল রুষ-পোতকে আব অধিক দিন তাঁহাদেব বন্দরে স্থান দিতেও অক্ষম হইলেন।

এইখানে এক অভিনব ব্যপাব ঘটিল। রুষেব প্রথমদল যুদ্ধপোত পোর্টআর্থারে ছিল,—আড্‌মিবাল রোজডেষ্টভেনস্কি এই ২ নম্বব রুষ-যুদ্ধপোত লইয়া প্রথম দলের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছিলেন। পোর্টআর্থারে যিনি প্রধান নৌ-সেনাপতি, তিনিই এই দুই নম্বব দলের উপরও প্রধান সেনাপতি থাকিবেন,—কিন্তু মাডাগাস্কারে রুষ-আড্‌মিরাল টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইলেন যে এ সকলেব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রুষেব আর দুই নম্বব নৌবাহিনী নাই,—এখন ইহাই প্রথম নম্বব নৌবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। তিনিও আর এখন কাহারও অধীনে নাই,—তিনিই রুষের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। তখন সকলে বুঝিলেন যে পোর্টআর্থারের পতন হইয়াছে।

এ সংবাদে রুষ-যুদ্ধপোতস্থ যোদ্ধাগণের মানসিক অবস্থা কি হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না! তাঁহাদের এতদিন আশা ছিল যে যতদিন তাঁহারা না উপস্থিত হইতেছেন, ততদিন রুষগণ কখনই পোর্টআর্থার ত্যাগ করিবে না,—প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিবে; পোর্টআর্থারের রুষ-যুদ্ধপোত সকলও টোগোর জাহাজ আটক রাখিতে পারিবে। তাঁহারা

গিয়া টোগোকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন,—এমন কি তাঁহারা রাজধানী টোকিও আক্রমণেও অগ্রসর হইবেন! এখন সে সমস্ত আশাই জল বুদ্বুদের ন্যায় জলে মিশিয়া গেল! এখন দূব ভ্লাডিভস্টক্ ব্যতীত আর তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। পোর্টআর্থারের পতনে রুষের প্রাচ্যদেশস্থ যুদ্ধপোত সকলও নষ্ট হইয়া গিয়াছে;—এখন টোগো সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছেন,—আর তাঁহাকে পোর্টআর্থারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইতেছে না,—এখন তাঁহাব সমস্ত জাহাজের সহিত রুষ-যুদ্ধ-পোতের সম্মুখ যুদ্ধ কবিতে হইবে! সংখ্যায় বল্টিক-বাহিনী কম ছিল না সত্য,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আধুনিক জলযুদ্ধের উপযুক্ত নহে; বিশেষতঃ এই সকল জাহাজ হাজার হাজার মাইল সমুদ্র মধ্য দিয়া যাইতেছে,—ইহাতেই তাহারা অনেকটা জখম হইয়া পড়িয়াছে;—আব অপর পক্ষে টোগোর জাহাজ সকল এখন বন্দরে গিয়া সম্পূর্ণ নূতনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে! এ অবস্থায় যুদ্ধ জয় কতদূর সম্ভব, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। সেই জন্যই এই সময়ে জনরব উঠিল যে রুষ-সম্রাট তাঁহার নৌবাহিনীকে দেশে ফিরিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যাহাই হউক, রুষ-জাহাজ ফিরিল না। মাডাগাস্কার পরিত্যাগ করিয়া জাপানের দিকে চলিল! রুষ-যোদ্ধাগণ এ অবস্থায় মনের ব্যাকুলতা দূব করিবার জন্য নিশ্চয়ই দিনরাত্রি শ্যাম্পেনের স্রোত চালাইতে লাগিলেন।

এ দিকে জাপানও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৪ই নভেম্বর সম্রাট তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্য, নৌসেনাপতি ও স্থল-সেনাপতিগণের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। কিরূপে রুষের এই নৌবাহিনীকে ধ্বংস করা যায়, তাহারই আলোচনা হইল;—বলা বাহুল্য, সে পরামর্শের কোন কথাই প্রচারিত হইল না। জাপান যাহা করিতে লাগিলেন, তাহা অতি গোপনে হইতে লাগিল।

যদি কোনরূপে এই সকল রুষ-জাহাজ নিউচেং বন্দরে উপস্থিত হইয়া জাপানেব মুক্‌ডেনের নিকটস্থ সেনাগণেব পশ্চাতে গিয়া তাহাদের সহিত পোর্টআর্থাব, ডাল্‌নি প্রভৃতি বন্দবের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাঁহাবা তাহারও বিস্তৃত আয়োজন করিলেন। তাঁহারা এমন বন্দোবস্ত করিলেন যে যদি এরূপ হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের সেনাপতিগণ অনায়াসে বহুমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন।

এদিকে জাপানেব কয়েকখানা ক্রুজার পশ্চিমে মানিলা, সিঙ্গাপুর, পিনাং পর্য্যন্ত আসিল,—কিন্তু তাহারা কোন বন্দরেই প্রবেশ করিল না। তাহারা রুষ-পোতেব সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হয় নাই, তাহাবা কেবল রুষ-নৌবাহিনী কতদূর আসিয়াছে,—কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল! টোগো তাঁহার জাহাজ লইয়া কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহা কেহই জানে না।

এদিকে রুষও নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই ;—তাঁহারা দেশ হইতে আর এক দল নৌবাহিনী দূর প্রাচ্যে প্রেরণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন! এ কথা মুখে বলা যত সহজ কাজে তত সহজ নহে। তবুও দেশময় ইহা লইয়া একটা মহা আন্দোলন উঠিল। সকলেই রুষের নৌবল বৃদ্ধি করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। সম্রাটও নূতন যুদ্ধপোত সকল নির্ম্মাণের জন্য ১৬০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের আজ্ঞা দিলেন। আট খানা বড় বড় ব্যাটেল্‌সিপ ও অন্যান্য যুদ্ধপোত নির্ম্মাণের আয়োজন হইতে লাগিল,—কিন্তু বাহ্যিক এই সকল ব্যাপার হইতেছিল সত্য—কিন্তু এই যুদ্ধে ভিতরে ভিতবে রুষের এক ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবাব উপক্রম হইতেছিল,—আমরা এক্ষণে সে সম্বন্ধে দুই এক কথা যথা সম্ভব সংক্ষেপে বলিব।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষিয়ার আত্মকলহ।

এ সময়ের রুষের অবস্থা বলিতে এক্ষণে আমরা বাধ্য! সমস্ত রুষিয়ার লোক এখন এই ভীষণ যুদ্ধের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহারা বহুদিন হইতে পদদলিত হইয়া আসিতেছে! এই যুদ্ধে তাহাদের গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে;—তাহাদের সহ্য শক্তি শেষ সীমায় আসিয়াছে! তাহারা আর সহ্য করিতে পারে না! ইহারই মধ্যে রাজধানীর স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে;—অনেকে স্পষ্টই নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করিতেছে না। তাহার উপর এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল!

প্রতি বৎসর ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মহা সমারোহে নেভা নদীকে বড় পাদরি আশীর্ব্বাদ দান করিয়া থাকেন। স্বয়ং সম্রাট মহা সমারোহে অমাত্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া নদী তীরে আগমন করেন,—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র সেনা কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হয়। এই মহোৎসব শেষ হইলে, সম্রাট জর্ডন নদীর পবিত্র জল পান করেন,—অমনই কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠে! আজও ঠিক তাহাই হইল,—কিন্তু সহসা সম্রাটের পশ্চাতস্থিত একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ভূপতিত হইলেন। সকলে প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে তিনি শীতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন,—পরে দেখিলেন যে তিনি গুলিতে আহত হইয়াছেন। তখন আরও দেখা গেল যে উপরের অনেক জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অনেক গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তখন সকলই বুঝিলেন যে শূন্য আওয়াজের

পবিবর্ত্তে একটা কামান হইতে একটা সার্পনেল গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! সকলে বুঝিলেন যে সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্যই এ ভয়ানক কাজ। চাবিদিকে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! গোলন্দাজগণ তখনই বন্দী হইল। কোনরূপে সম্রাট সে দিনের উৎসব শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু গোল এখানেই মিটিল না,—রুষগণ প্রকৃতই খেপিয়া উঠিয়াছে।

দিনেব পব দিন রুষেব শ্রমজীবীগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মঘট করিয়া রাজপথে দলে দলে পবিভ্রমণ কবিতে লাগিল। রুষেব সমস্ত কল কাবখানা বন্ধ হইয়া গেল;—বন্দরে যুদ্ধপোতেব কাজও স্থগিত রহিল। ফাদার গ্যাপন নামে এক জন যুবক পাদরি ইহাদেব দুঃখে দুঃখিত হইয়া ইহাদের দলপতি হইলেন। চারিদিকেই মহা গোল উঠিল;—আব ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবার বিলম্ব নাই।

দরিদ্র শ্রমজীবীগণ সম্রাটেব নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইয়া এক আবেদন পত্র প্রস্তুত কবিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাবা লিখিল, "আপনার কর্ম্মচারিগণ প্রজাব রক্ত শোষণ কবিয়া এই লজ্জাকব যুদ্ধ ঘটাইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন কবিতেছে।" তাহারা সম্রাটেব দ্বাবে আবও অনেক কাতবোক্তি করিল,—কিন্তু সম্রাট তাহাদিগকে দর্শন দিলেন না,—তাহাদেব কাতরোক্তিপূর্ণ আবেদনপত্রও গ্রহণ করিলেন না; বরং চাবিদিক হইতে বহু অশ্বারোহী সৈন্য সহরে আনয়ন করা হইল। সহরস্থ পদাতিকেব সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইল।

২২শে জানুয়াবি রবিবার ১০টা পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘণ্টা নিনাদ হইতেছে। একটু পরে যে এক ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তখন কেহই তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বেলা ১০টার সময় সহসা অসংখ্য রুষ-সেনা তাহাদের সেনানিবাস হইতে বাহির হইয়া রাজধানীর যে অংশে শ্রমজীবীগণ বাস করিত, সেই অংশে আসিয়া

প্রতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে দণ্ডায়মান হইল। কতকগুলি নদীর উপরিস্থ পোল অধিকার করিয়া রহিল! অসংখ্য সেনা আসিয়া সমস্ত রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

আজ হতভাগ্য রুষগণ তাহাদের স্ত্রী পরিবার লইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া জানু পাতিয়া সকলে কাঁদিবে,—তাহাতেও কি সম্রাটের দয়া হইবে না? বেলা দশটার পর প্রায় ১৫ হাজার শ্রমজীবী স্ত্রী পরিবার লইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখে ক্রুস হস্তে দুই জন পাদরি,—পশ্চাতে অধিকাংশ শ্রমজীবী সম্রাটের ছবি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে;—তাহাদের দলপতি ফাদার গ্যাপন ক্রুস হস্তে চলিয়াছেন। তাহারা সকলেই বলিতেছে, "সম্রাট আমাদের পিতা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ক্রন্দন শুনিবেন।" সেনাগণ বাহির হইয়াছে শুনিয়া তাহারা সকলেই বলিল, "তাহারা আমাদের মত দরিদ্র রুষ,—তাহারা আমাদের ক্ষতি করিবে কেন?"

তাহারা একটা পোলের নিকট আসিলে সেনাগণ তাহাদের পথরোধ করিল। প্রথমে তাহারা তাহাদের অসির উল্টা দিকে প্রহার করিয়া তাহাদের দূর করিবার চেষ্টা পাইল;—কিন্তু তাহাতেও শ্রমজীবীগণ পশ্চাৎপদ হইল না।' তাহার পর তিনবার ফাকা আওয়াজ করা হইল। তাহাতেও তাহারা না নড়ায়, তখন তাহাদের উপর সেনাগণ গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল,—সম্মুখস্থ একজন পাদরি আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সম্রাটের শত শত ছবি তাঁহার সেনার গুলিতেই শত ছিন্ন হইয়া গেল! তখন হতভাগ্যগণ যে যে দিকে পাইল পলাইল,—তাহাদের ৩০০ শত মৃতদেহ ও ৫০০ আহত তথায় পড়িয়া রহিল।

এখানে যাহা ঘটিল, অন্যত্র নানা স্থানেও ঠিক এইরূপ রক্তের স্রোত বহিল। রুষ রুষের রক্তপাত করিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গের রাজ পথ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিল। এক স্থানে শ্রমজীবীগণ সেনাগণকে

ডাকিয়া বলিল, "তোমরা আমাদের কি ভাই নও? তবে কিরূপে আমাদের উপর গুলি চালাইতেছ?" এই কথা শুনিয়া পদাতিকগণ বন্দুক ত্যাগ করিল,—কিন্তু অশ্বারোহী কসাকগণ তাহাদের উপর নির্ম্মম ভাবে তরবারি চালাইতে লাগিল,—ইহাতে অনেকে হত ও আহত হইল।

কিন্তু এ ব্যাপাবের ইহাই শেষ নহে। এক দুই কবিয়া বাজ প্রাসাদের সম্মুখে বহু সহস্র রুষ সমবেত হইয়াছিল। সেনাধ্যক্ষগণ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন,—কিন্তু তাহারা এক পদও নড়িল না। তখন ফাকা আওয়াজ করা হইল; ইহাতে কেহ না নড়ায় গুলি চালান হইল। কসাকগণ তাহাদেব উপর গিয়া পড়িল। এতক্ষণ শ্রমজীবীগণ নীবব ছিল,—আর থাকিতে পারিল না। তাহাবা উন্মত্ত হইয়া উঠিল! সেনাগণের অস্ত্রে দৃকপাত না করিয়া, তাহারা প্রবল বেগে তাহাদের উপর পড়িল,—তখন হাতাহাতি যুদ্ধ হইতে লাগিল। বাজপ্রাসাদেব চারিদিক প্রজার রক্তে লাল হইয়া গেল! সে চীৎকাব,—সে আর্ত্তনাদের বর্ণনা হয় না! রুষ-সেনা জাপানি-গণেব নিকট প্রতিপদে পদাঘাত খাইতেছে,—আর এখানে আজ নিজ বাজধানী ও সম্রাটের প্রাসাদের সম্মুখে তাহাদের স্বদেশীর রক্তে ধরা প্লাবিত করিতেছে। উন্মত্ত ক্ষিপ্ত রুষগণ ইষ্টক পাথর যে যাহা পাইল, তাহাই রুষ-সেনাগণের,—বিশেষতঃ সেনাধ্যক্ষগণের উপর,—নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হতভাগারা আমাদের উপর গুলি না চালাইয়া জাপানিদের সঙ্গে লড়্ না!" তাহারা টেলিগ্রামের থাম সকল উৎপাটিত করিয়া তাহাই প্রবল বেগে সেনাগণের উপর চালাইতে লাগিল। চারিদিক রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল, প্রাসাদের চারি পার্শ্ব হতাহতে পূর্ণ হইল। একজন বৃদ্ধ সেনাপতি বাড়ী যাইতেছিলেন; তিনি পদদলিত হইয়া

প্রাণ হারাইলেন! এক স্থানে অনেক গুলি বালক বালিকা বরফের উপর খেলা করিতেছিল,—তাহারা তৎক্ষণাৎ রুষ-সেনার গুলিতে হত ও আহত হইল। সে দিন রুষ-রাজধানীতে যে লোমহর্ষণ ব্যাপাব সংঘটিত হইল, জগতে তেমন বোধ হয় আব কোথাও হয় নাই। সম্রাট একবার তাঁহাব প্রজাদের মুখের দিকে চাহিলেন না;—এই পাপেই তাঁহাব বীর সেনাগণ দূর মাঞ্চুরিয়ায় পদে পদে হারিতেছিল। ফাদার গ্যাপন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রুষিয়াতে আর জাব নাই। তাঁহার নিবপরাধী প্রজাদিগেব মধ্যে রক্তের নদী বহিয়াছে! এখন স্বাধীনতাব চির জয় হউক।"

সম্রাট ও তাঁহাব অমাত্যগণ প্রজার উপব কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করিলেন না; নানা ভাবে নানা প্রকাবে তাহাদের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল! রাজধানাতে ও রাজধানীর বাহিবে নানা স্থানে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতে লাগিল! গৃহে প্রায় স্পষ্ট রাষ্ট্র বিপ্লব,—দূর বিদেশে জাপানিগণ রুষ-সেনাগণকে পদে পদে বিধ্বস্ত করিতেছে! রুষের এরূপ বিপদ আর কখনও ঘটে নাই।

এইরূপ গৃহ-বিবাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা ও রসদ প্রভৃতি প্রেবণ পক্ষেও বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে অসম্মত;—রাজকোষেও অর্থাভাব;—চারিদিকে গোলযোগ;—যুদ্ধক্ষেত্রেও সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন ও রাজপ্রতিনিধি আলেক্‌জিফে মতভেদ,—এ অবস্থায় রুষ-সেনাপতিব পরাজয়ে বিশেষ অপরাধ দেওয়া যায় না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার যুদ্ধক্ষেত্র।

আমরা রুষের আভ্যন্তরিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া এক্ষণে আবার দূর মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব। তথায় কুরোপাট্‌কিন ও তাঁহার সেনাগণ এখনও পোর্টআর্থারের পতন সংবাদ পান নাই! রুষ-অমাত্যবর্গ এ দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁহাদের সেনাগণকে দিতে সাহস করেন নাই! তাঁহারা এ সংবাদ প্রথম জাপানিগণের নিকট হইতে পাইলেন। সেনাপতি ওয়ামা রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনকে এক পত্র লিখিয়া এ সংবাদ অবগত করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রুষগণের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এই ভীষণ শোকসংবাদ পাইয়া রুষগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল! তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে অন্ততঃ যত দিন রুষের বল্‌টিক-নৌবাহিনী পোর্টআর্থার উপস্থিত না হইতেছে, ততদিন রুষগণ কিছুতেই পোর্টআর্থার পরিত্যাগ করিবে না। এখনও তাহাদের জাপান জয়ের আশা পূর্ণ মাত্রায় হৃদয়ে বিরাজিত ছিল, কিন্তু আজ পোর্টআর্থার গিয়াছে শুনিয়া রুষ-সেনাগণ অতিশয় হতাশ হইয়া পড়িল। ইহার উপর দেশে যাহা ঘটিতেছিল, তাহার কিছু কিছু সংবাদও তাহারা পাইতেছিল,—এই সকল লোমহর্ষণ সংবাদে তাহাদের মনের অবস্থা যে কি হইল তাহা বর্ণনাতীত!

যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা যে বড় সুখে ছিল তাহা নহে। এক্ষণে মাঞ্চুরিয়ায় দারুণ শীত পড়িয়াছে,—জল বরফ হইয়া গিয়াছে,—সে কঠোর শীতের বর্ণনা হয় না। একজন সংবাদদাতা বলেন যে এই ভীষণ শীতে শীতপ্রধান দেশবাসী ৭০০ রুষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল! তাহার উপর গরম

বস্ত্রাদি ও রসদ প্রভৃতি কিছুই দেশ হইতে আসিতেছে না। কিন্তু তাহাতে রুষগণের বিশেষ অনাটন হয় নাই। তাহারা মাঞ্চুরিয়ার এ প্রদেশ সম্পূর্ণ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত দেশবাসীর বাড়ী ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া আনিয়া আগুন জ্বালাইতেছে। একশত ক্রোশের মধ্যে আর একটী গ্রামও নাই,—সকলই ভূমিসাৎ হইয়াছে! দেশে আর একটী গাছ নাই,—রুষগণ সমস্ত গাছ কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করিয়াছে। দেশের কাহারও নিকট আর এক মুষ্টি শস্য বা আহারীয় দ্রব্য নাই;—রুষগণ সকলই কাড়িয়া লইয়াছে,—তাহার জন্য কাহাকেও এক পয়সাও দেয় নাই। গরু, বাছুর ও ঘোড়া আর দেশে নাই,—সমস্তই রুষের পেটে গিয়াছে। এমন কি রুষগণ চীনেদের সমস্ত গরম পোষাক কাড়িয়া লইয়া চীনবেশে ভূষিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র নিরপরাধ মাঞ্চুরিয়াবাসী নরনারী পথের কাঙ্গাল হইয়াছে! যত দূর পর্য্যন্ত দেশ যুড়িয়া যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে আর জনমানব নাই;—সে অত্যাচার, সে কষ্ট, সে লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণনাতীত।

রুষের তিন দল সেনাই এক্ষণে মুক্‌ডেনে সমবেত হইয়াছে। কুরো-পাট্‌কিন সমস্ত কসাক অশ্বারোহীকে এক স্বতন্ত্র সেনাদলে বিভাগ করিয়া তাহাদের উপর জেনারেল মিস্‌চেন্‌কোকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন এতই দুর্দ্দান্ত শীত যে এ সময়ে উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই বিশেষ যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই! তবে মধ্যে মধ্যে দুই দলে সময় সময় গোলাগুলি বর্ষণ হইতেছে।

জাপানিগণ এখনও সাহো নদী পার হন নাই,—রুষগণ অপর পারে সার দিয়া বসিয়া আছে! উভয়েই সম্মুখে সম্মুখে অবস্থিত,—মধ্যে সাহো নদী তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে.—নদীর উপর রেলপোল এখনও বিদ্যমান। জাপগণ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই পোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে রুষগণ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া জাপ-

গণকে আক্রমণ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ জিরেনেড্ নামক এক প্রকার হাতগোলা জাপগণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল,—তাহাই জাপগণ বাধ্য হইয়া হটিয়া আসিল! এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সমস্ত ডিসেম্বর মাস ধরিয়া হইল। জানুয়ারি মাসেও কেবল এইরূপ যুদ্ধ,—কেহ কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। রুষগণ এক্ষণে সংখ্যায় প্রায় চারিলক্ষই হইয়াছে। এখনও ক্রমান্বয় রুষিয়া হইতে সৈন্য আসিতেছে,—এ অবস্থায় কুরোপাট্‌কিন কেন অগ্রসব হইয়া জাপানিগণকে আক্রমণ করিতেছেন না, তাহা বলা যায় না! জাপগণও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বেশ জানেন যে যতই দিন যাইতেছে, ততই কুবোপাট্‌কিনেব সেনা ও কামান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতবাং তাঁহাবা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যতই বিলম্ব করিবেন, ততই তাঁহারা শত্রুকে কেবল অধিক বলশালী হইতে সুবিধা দিতেছেন। কিন্তু জাপানিগণ বোধ হয় আবও সেনার প্রতীক্ষায় বহিয়াছেন;—দেশ হইতে যত দিন আবশ্যক মত সেনা আসিয়া না পৌঁছিতেছে, তৎদিন তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন না। সাহো নদীর তীরে বসিয়া রুষদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবাজিত করিবাব জন্য তাঁহাবা সকল আয়োজন ধীবে ধীরে সুসম্পন্ন করিতেছিলেন!

কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। ৯ই জানুয়ারি তাবিখে জাপানিগণ রুষদিগের উপর সমস্তদিন গোলা চালাইতে লাগিলেন;—বেলা দুইটাব সময় জাপ-পদাতিকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদেব সম্মুখে রুষ-প্রহরিগণ ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; জাপগণও তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। সহসা জাপানিগণের উপর রুষের কামান গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। একদল রুষ-পদাতিক তাহাদিগকে পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিল। তখন অনেক হত ও আহত যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া জাপগণ পশ্চাৎপদ হইল,—অতি কষ্টে তাহারা আরার আসিয়া তাহাদের দলে মিলিত হইল। রুষগণ ইহাকেই এক

মহাযুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বলিতে লাগিলেন যে এতদিনে তাঁহারা জাপানের দর্প খর্ব্ব করিয়াছেন,—জাপগণ রুষ হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপ পশ্চাতে কসাক।

আমরা পূর্ব্বে নিউচেং বন্দরের কথা বলিয়াছি। ইহা লিও নদীর মুখে অবস্থিত, এই বন্দর হইতে পুরাতন নিউচেং সহর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এই খানে জাপানিগণ কোটী কোটী টাকার রসদাদি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রয়োজন মত রসদাদি ও যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থানে প্রেরিত হইতেছিল,—সুতরাং এস্থান এক্ষণে জাপগণের অতি প্রয়োজনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে।

সাহো নদীর তীরস্থ জাপান-শিবিরের পশ্চাৎ হইতে রেল লাইন এক্ষণে পোর্টআর্থার ও ডাল্‌নি পর্য্যন্ত গিয়াছে। সর্ব্বদাই এই রেলপথে সেনা ও মালামাল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। এক্ষণে পোর্টআর্থার জাপানের হস্তগত হইয়াছে ;—সেখানে আর অধিক সেনার প্রয়োজন নাই। সেনাপতি নগির অধীনস্থ ৬০।৭০ হাজার সেনা এখন তিনি অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারেন। তিনি এ কার্য্যে কাল বিলম্ব করিতেছেন না ;—তাঁহার অগণিত সেনা ও কামানাদি রেলে সাহো নদীর তীরে আসিতেছে! সুতরাং এ সময় এই রেল বন্ধ

শত্রুগণ কোন স্থানে নষ্ট করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যে জাপানের বিশেষ অনিষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

রুষগণও ইহা বেশ বুঝিলেন। জাপানের নিউচেংয়ের রসদশালা ও লিওয়াংয়েব পশ্চাতস্থ বেল নষ্ট করিবাব জন্য তাঁহাবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু এ কাজ সহজ নহে। জাপগণ বহু বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন,— তাঁহাদের পশ্চাতে যাওয়া সহজ কার্য্য নহে। তবে তাঁহাদের পশ্চিমে চীনেব মঙ্গোলিয়া প্রদেশ। সেই স্থান দিয়া গেলে অনায়াসে জাপগণের পশ্চাতে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে চীনের যুদ্ধে নির্লিপ্ততা হেতু বেআইনি হয়। রুষ আইন কানুন বড় কখনই মানেন নাই। এখনও মানিলেন না। জেনারেল মিস্‌চেনকো বহু সংখ্যক কসাক ও কতক-গুলি ক্ষুদ্র কামান লইয়া এই অসম সাহসিক কার্য্যে প্রয়াণ করিলেন।

প্রায় ছয় হাজাবের অধিক বলিষ্ঠ কসাক-সেনা বীবদর্পে নিজ নিজ অশ্ব প্রবল বেগে ছুটাইয়া লিও নদীব তীরে তীবে চলিল। তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে আট দশটা অশ্ব সংযুক্ত কামানেব গাড়ী ঝম ঝম শব্দে ধাবিত হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এত অশ্বারোহী বোধ হয় এরূপ কার্য্যে কখনও কোন যুদ্ধে গমন কবে নাই! চীনে পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া রুষগণ রাত্রের অন্ধকাবে জাপানিগণের পশ্চাতে নিউচেংয়ের দিকে চলিল! বোধ হয় জাপানিগণ সেই রাত্রেই তাহাদের অভিযান জানিতে পারিয়া-ছিল। কারণ রাত্রে অসংখ্য আগুন ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিশ্চয়ই এই সকল আলোক দ্বারা জাপগণ অপর সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। যাহাই হউক ১০ই বেলা ৮টার সময় রুষগণ ৫০০ জাপ-সহকারী চুনচুস্‌ দস্যুগণের উপর পতিত হইল। দস্যুগণও ভীষণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবশেষে ১০০ জনকে হত ও আহত যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া পলাইল।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় রুষগণ রেলের নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। তথায় কতকগুলি জাপ-সেনা ছিল। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প,—তাহারা এত রুষ-সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তাহাদের অনেকেই হত ও আহত হইল।

পর দিন ১১ই তারিখে রুষগণ নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হইয়া পুরাতন নিউচেংয়ে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া জাপ-সেনাগণ সরিয়া গেল;—কেবল ৫০ জন কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করিল না,—তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিল। পশ্চাৎপদ জাপগণকেও রুষেরা অনেক দূর তাড়াইয়া লইয়া গেল।

এই দিন রুষগণ হাইচেংয়ের উত্তরে অনেক দূর রেল নষ্ট করিয়া দিল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তার কাটিল;—তাসিচাওএর রেলপুলও নষ্ট করিল। কিন্তু রেল ও পোল নষ্ট কার্য্য তাহারা তাড়াতাড়ি ভালরূপ করিতে পারিল না। জাপানিগণ অতি শীঘ্রই আবার রেল ও পোল মেরামত করিয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে সক্ষম হইলেন। রুষ-সেনাপতি মিস্চেনকো এক্ষণে নিউচেংয়ের নিকটস্থ জাপানের রসদশালা ধ্বংস করিতে ছুটিলেন। তথায় জাপানের কেবল ৫০০ শত সেনা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। রুষ-সেনাপতি অনায়াসে তাহাদের পরাজিত করিয়া জাপানের কোটী কোটী টাকার রসদ নষ্ট করিয়া জাপানের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে জাপগণ চারিদিকে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। রুষের রসদশালায় উপস্থিত হইবার ১৫ মিনিট পূর্ব্বে বহু জাপ-সেনা তাসিচাও হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন তাহারা রসদশালার সাহায্যে রেলগাড়ীতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহার নিকট দিয়াই রুষ-অশ্বারোহীগণ ছুটিতেছিল;—জাপগণ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে ত্রুটি করিল না।

এক্ষণে জাপগণ রুষের একটু সমাদর করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। রুষগণ প্রায় সমস্ত দিন তাহাদের উপর গোলা চালাইল, কিন্তু তাহাদের হটাইতে পারিল না। অন্যদিকে তাহারা গুলি চালাইয়া অনেক রুষ কসাকের ইহলীলা শেষ করিল। রুষ-সেনাপতি জাপানের রসদশালা ধ্বংস করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইলে তথা হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের ৬৬ জন হত ও ৬ জন আহত যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এ যুদ্ধে জাপানিগণের কেবল দুই জন হত ও ১১ জন আহত হইয়াছিল।

এখন জাপানিগণ চারি দিক হইতে রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। এই সকল কারণে রুষগণও দলে দলে বিভক্ত হইয়া যে কোন গতিকে উত্তরে মুক্‌ডেনের দিকে যাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল,—মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে জাপদিগের সহিত লড়িতে হইল। প্রতিপদেই তাহাদের বহু সেনা হত ও আহত রাখিয়া যাইতে হইতেছে;—অনেকেরই অশ্ব গিয়াছে! তাহারা অন্যান্যের সহিত প্রাণপণে ছুটিতেছে,—তাহাতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেরই চীনে পোষাক পরিধান,—অনেকের আবার চীনে লম্বা টিকি পর্য্যন্তও আছে। তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যখন তাহারা এই লুণ্ঠন কার্য্যে বাহির হইয়াছিল, তখন সে এক শোভা,—প্রকৃতই সুদৃশ্য ও চমৎকার! এখন তাহারা পলাইতেছে, সুতরাং তাহাদের দৃশ্য সম্পূর্ণ হাস্যজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানিগণের ভয়ে অনেকে ইচ্ছা করিয়া চীনে সাজিয়াছে।

জাপানিগণ এই উদ্ধত লুণ্ঠনকারিগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাদের একজনকেও আর কুরোপাট্‌কিনের সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে হইত না। কিন্তু ইহারা প্রাণ ভয়ে সভ্যতা যুদ্ধের নিয়ম সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া চীন দেশে পলাইল। চীন যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশ,—তাহাদের

এই দেশে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার ছিল না,—তজ্জন্য জাপান সে দিকে কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এক্ষণে সেই সুবিধা পাইয়া সুসভ্য যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন কবিয়া তাহারা চীন-দেশের ভিতর দিয়া পলাইয়া অবশেষে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রুষ-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া দেশে ফিরিল,—জাপানের কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না। জাপগণ দুই তিন দিনে তাহাদের রেল, পোল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ সমস্তই মেরামত করিয়া ফেলিলেন। আর ভবিষ্যতে যাহাতে রুষ তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া কিছু করিতে না পারে, তাঁহারা তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। আব রুষকে কখনও এ কার্য্য কবিতে হইবে না। এবারও যুদ্ধের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য না করিলে, তাহাদের একজনকেও আর রুষ-শিবিরে ফিরিতে হইত না!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের আক্রমণ।

জাপানিগণ এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই রুষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এক্ষণে কুরোপাট্‌কিনের আর সৈন্যের বা কামানের অভাব বলিবার উপায় নাই;—নিশ্চয়ই রাজধানী হইতে তাঁহার অগ্রসর হইবার আজ্ঞা পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। জাপানিগণকে শীঘ্র পরাজিত করিতে না পারিলে, রুশ-রাজ্যে আর বোধ হয় রাষ্ট্রবিপ্লব বন্ধ করা যায় না। যাহাই হউক, ২৫শে জানুয়ারি

রুষগণ এত দিন পরে জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল গ্রিপেনবর্গ বহু সেনা লইয়া বাম দিক হইতে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণদল লইয়া সেনাপতি কুলবর্স জাপানের দক্ষিণদল আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। লিনিভিচ সসৈন্যে মুকৃডেনের দক্ষিণেআসিয়া সহর রক্ষা করিবেন। স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন মধ্যে থাকিয়া জাপানিগণকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবেন। জাপ-সেনাপতিও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না,—তিনিও রুষদিগকে প্রতিরোধ কবিবাব জন্য সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়াছিলেন।

২৫ শে তারিখে সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ তাঁহার সেনাদল তিন দলে বিভক্ত কবিয়া দুই স্থানে হুন নদী পাব হইয়া অগ্রসর হইলেন,—এখান হইতে লিওযাং ২৫।২৬ মাইলের অধিক দূব নহে। রুষ-সেনাপতি প্রায় ৭০।৮০'হাজার সেনা লইয়া এই দিক দিয়া জাপগণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। এখানেও রুষ-সেনাপতিদিগের মধ্যে কতকটা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও কুরোপাট্‌কিনের ইচ্ছা নহে যে একটা বড় যুদ্ধ হয়, কিন্তু গ্রিপেনবর্গ তাহা বুঝিলেন না;—তিনি জাপানিগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিতেই অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা হুন নদী পার হইয়াই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল;—ভীষণ শীত, চারি দিক তুষারে পূর্ণ,—এই শীতে ও তুষারে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। জাপগণ রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল, কিন্তু রুষের অগণিত সেনার প্রতিরোধ করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ব নয় দেখিয়া, তাহারা রাত্রের অন্ধকারে সরিয়া গেল,—রুষগণ বীরদর্পে আরও অগ্রসর হইল।

পরদিন প্রাতে এই স্থান রুষগণ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। তাহারা জানিত যে জাপানিগণ ইহা পুনরাধিকারের চেষ্টা পাইবে,—তাহাই তাহারা যাহাতে আর এখানে না আসিতে পারে, তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিল।

এই স্থানের নাম হিকোতাই! যখন রুষ-সেনা হিকোতাই দখল করিতেছিল, সেই সময়ে রুষের অন্য সেনাদল জাপানিগণের সহিত সানডিপু নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ করিতেছিল। জাপানিগণ এই স্থান এক অতি সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিল,—তাহারা প্রাণপণে সেই দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রুষগণ এই স্থানের অধিকাংশ অধিকার করিল। তাহাদেব ২৪ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ১০০০ সেনা প্রাণ দিল। তখনও জাপগণ লড়িতেছে,—কিছুতেই হটিতেছে না। রাত্রি হইয়া গেল, তখন এইরূপ খোলা স্থানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া রুষগণ পশ্চাৎপদ হইল। বহুসংখ্যক রুষ-সেনাব সহিত অল্পসংখ্যক জাপ-সেনা ভীষণ যুদ্ধ করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা সহজে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি রুষগণ হিকোতাইর ন্যায় এই সানডিপুও অধিকার করিতে পাবিত, তাহা হইলে হয়তো এই যুদ্ধেব ভাব সম্পুর্ণ অন্য প্রকার হইয়া যাইত। তখন রুষগণ অনায়াসে লিওযাং এই দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু যতক্ষণ সানডিপু জাপানী হস্তে আছে, তত ক্ষণ আর তাহাদের অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

এদিকে জাপানিগণ হিকোতাই পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ২৮শে তাঁহারা প্রবল পরাক্রমে এই স্থান আক্রমণ করিলেন ;—কিন্তু রুষগণ এখানে ৩০টা কামান বসাইয়াছিলেন,—তাঁহারা অবিশ্রান্ত জাপগণের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও জাপগণ এই স্থান পুনরাধিকার করিতে পারিল না।

২৭শে আবার উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সেনাপতি নজু সসৈন্যে এই দিক রক্ষা করিতেছিলেন। যেমন রুষ-সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ ৬০।৭০ হাজার সেনা লইয়া জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তেমনই সেনাপতি নজুর অধীনেও ৫০।৬০ হাজার সেনা ছিল! উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল!

কুরোপাটকিনের ইচ্ছা ছিল না যে গ্রিপেনবর্গ কোন বড় যুদ্ধ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি কেবল অগ্রসর হইয়া জাপগণকে একটু ব্যতিব্যস্ত করিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। যেমন মিস্‌চেনকো তাঁহার কসাক-সৈন্য লইয়া জাপানিগণের পশ্চাতে গিয়া তাহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, তেমনই গ্রিপেনবর্গও সেইরূপ করিবেন। কিন্তু রুষ-সেনাপতি প্রধান সেনাপতির আজ্ঞার বাহিরে গিয়া পড়িলেন। তিনি সমস্ত জাপানিসেনাকে আক্রমণ করিয়া একটা মহাযুদ্ধের সংঘটন করিলেন। তিনি হিকোতাই যেরূপ অধিকার করিয়াছিলেন, তেমনই যদি সানডিপু দখল করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর লিওযাং আক্রমণের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না,—তিনি কিছুতেই সানডিপু দখল করিতে পারিলেন না। ২৭শে তারিখে এই স্থানের চারিদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

সানডিপু একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে ১০০টা বাড়ী ছিল;—এই সকল গৃহে বর্দ্ধিষ্ঠ কৃষকগণ বাস করিত। প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিক সূর্য্যের কিরণে শুষ্ক ইষ্টকে নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই সকল গৃহের চাল খড়ে আচ্ছাদিত ছিল;—কিন্তু এক্ষণে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য খড়ের চালের উপর মাটির মোটা প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অধিবাসিগণ অনেক পূর্ব্বেই ঘর বাড়ী ফেলিয়া পলাইয়াছে। গ্রামের চারিদিকে খোলা ময়দান! এই স্থানের চারিদিকে মৃত্তিকা প্রাচীর, গর্ত্ত, তারের বেড়া প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া জাপানীগণ এই স্থান দুর্ভেদ্য করিয়াছে। রুষগণ দলে দলে আসিয়া সানডিপু আক্রমণ করিতেছে,—দূর হইতে তাহাদের গোলন্দাজগণ এই গ্রামের উপর অবিরত গোলা নিক্ষেপ করিতেছে,—কিন্তু কিছুতেই জাপানিগণকে হটাইতে পারিতেছে না। অন্যপক্ষে জাপানিগণও তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলি গোলা চালাইতেছে,—হিকোতাই পুনরাধিকারের জন্য

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতেছে,—কিন্তু তাহারাও রুষদিগকে হটাইতে পারিতেছে না।

এই যুদ্ধকালে এক দল জাপ-সেনা রুষগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইয়া পড়িল। তাহারা প্রাণপণ বলে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু রুষের হস্তে রক্ষা পাইল না। তাহারা সকলে বীর শয়ানে শায়িত হইল। ইহার একটু পরে জাপানিদিগেরও সময় আসিল। একদল রুষ জাপ-সেনার পশ্চাতে লুকাইয়াছিল,—তাহারা সহসা তাহাদেব উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ কবিল। জাপগণ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রায় সমস্ত রুষগণই নিহত হইল,—২০০ জন আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইল।

২৭শে ও ২৮শে উভয় দিনই ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গোলাগুলি অবিশ্রান্ত চলিতেছে,—মধ্যে মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া বেয়নেটে রক্তের স্রোত বহিতেছে। কখনও রুষের জয়,—কখনও জাপানের জয়,—কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইতেছে না! ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে,—জাপগণ রুষকে প্রতিরোধ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে এখনও পরাজিত করিতে পারে নাই,—রুষের গোলাবৃষ্টিতে তাহাদের বহু শত সেনা হত ও আহত হইয়াছে!

মার্সাল ওয়ামা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। যতদিন রুষগণ হুন নদীর এ পারে আছে, ততদিন তাঁহারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পাবেন না,—তাহাই জাপ-সেনাপতি রাত্রি-যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। এই রাত্রি যুদ্ধে কি ভীষণ ব্যাপাব সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেনা পতি ওয়ামা তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের সেনাদিগের মধ্যে যাহারা রাত্রির অন্ধকারে রুষদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করিল, তাহারা সকলেই জানিত যে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত;—কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র তাহারা ইতস্ততঃ না করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রুষগণকে

আক্রমণ করিল। রুষের কামানে আমাদের অনেক সেনা হত ও আহত হইল,—কিন্তু তথাপি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহারা পুনঃ পুনঃ রুষগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল,—তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সম্মুখে রুষগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় তাহারা পশ্চাৎ পদ হইল,—তখন আমাদের সেনাগণ হিকোতাই দখল করিয়া বসিল।”

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই যুদ্ধের পর।

সানডিপু অধিকার কবিতে না পারিয়াই রুষ-সেনাপতি গ্রিপেনবর্গের পরাজয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল;—তিনি ক্রমান্বয় ৪।৫ দিন যুদ্ধ কবিয়াও সানডিপু অধিকাব কবিতে পারিলেন না। কেবল ইহাই নহে;—তিনি হিকোতাই অধিকার করিয়াও রক্ষা কবিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া ব্যতীত আব উপায় রহিল না। ২৯শে তারিখে প্রায় তাঁহাব অবশিষ্ট সক-া সেনা হুন নদীব অপব পাবে আসিল,—জাপানিগণ তাহাদেব বহুদূর তাড়া করিয়া আসিলেন। কিন্তু এ পারে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম ছিল। রুষগণ এই সকল গ্রামের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া বিশেষ ভাবে লড়িতে পারিবে,—তাহাদের সহজে এই সকল গ্রাম হইতে দুব কবিতে পাবা যাইবে না,—এই জন্য জাপানিগণ সাবধানের মার নাই ভাবিয়া আর তাহাদের অনুসরণ করিলেন না। ২৯শে তারিখে কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই কয় দিনের যুদ্ধে জাপগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল;

তাহাদের বহু সেনাক্ষয়ও হইয়াছিল,—তাহাই তাহারা আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, তাহারা পূর্ব্বে যে সকল স্থান সুদৃঢ় করিয়া বাস করিতেছিল, এখনও তথায় রহিল,—আব অগ্রসর হইল না।

তাহাদের এই যুদ্ধে বিশেষ কোন লাভ হইল না। কিন্তু রুষ আবার পরাজিত হইল। ইহার পূর্ব্বে তাহারা একবার মাত্র তেলিস্যুর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া জাপগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে সেনাপতি ষ্টাকেলবর্গের কি দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। আর এত দিনের মধ্যে একদিনের জন্যও রুষগণ জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। আজ আবাব গ্রিপেনবর্গ সাহস করিয়া জাপগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে গ্রিপেনবর্গ জাপদিগকে মহাযুদ্ধে আহ্বান করেন। এই জন্যই গ্রিপেনবর্গ প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার সাহায্যে সেনা প্রেরণে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতেও তিনি সেনা প্রেরণ করিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার মধ্য ও দক্ষিণ দিকে জাপগণ এত সেনা আনিয়াছে যে তিনি তথা হইতে একজন সেনাও অন্যত্র পাঠাইতে পারেন না,—পাঠাইলে জাপগণ অনায়াসে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মুক্‌ডেন আক্রমণ করিবে। গ্রিপেনবর্গ সেনা পাইলেও যে জাপানিদিগকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ! গ্রিপেনবর্গ স্বয়ং এ যুদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"২৮শে প্রাতে জাপানিগণ পুনঃ পুনঃ চারিবার আমাদের আক্রমণ করিল, কিন্তু চারিবারেই আমরা তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলাম। কিন্তু প্রধান সেনাপতি আমার সাহায্যে সেনা প্রেরণ না করায় এবং আমার অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা না পাওয়ায়, আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না। জয় তখন আমার মুষ্টির মধ্যে ছিল। সেনাপতি আমার সাহায্যে কিছু সেনা পাঠাইয়া অনুমতি দিলেই আমি অনায়াসে

জাপানিগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিতে পারিতাম,—কিন্তু আমার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাতেও সেনাপতি কর্ণপাত করিলেন না। বরং ২৮শে সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন,—কারণ তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার মধ্যদলকে জাপানিগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এ সম্বন্ধে কাহার দোষ তাহা বলিবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু এটা স্থির যে জাপানিগণ সে দিন কখনই আমাদের মধ্যদলকে আক্রমণ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রধান সেনাপতি অনায়াসে আমার সাহায্যে সেনা পাঠাইতে পারিতেন,—কিন্তু তাহা না করিয়া ঠিক আমাদের জয়ের মুখে তিনি আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন। এ আজ্ঞা পাইয়া আমার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিব না। ২৯শে রাত্রে আমরা আমাদের সমস্ত আহতগণকে লইয়া পশ্চাৎপদ হইলাম। আমার সেনাগণ অতিশয় অনিচ্ছা সহকারে সজল নয়নে যুদ্ধ হইতে ফিরিল। এ অবস্থায় আর সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া থাকা আমি যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, আমি পরদিনেই সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,—তিনিও আমায় বিদায় দিলেন।”

জেনারেল গ্রিপেনবর্গ সেই দিনই দেশে চলিয়া গেলেন। রুষ শিবিরে যেরূপ গোলযোগ ও মতভেদ ঘটিতেছিল, তাহা এই ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। একজন গ্রিপেনবর্গের মত প্রধান সেনাপতির কর্ম্মত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাওয়া যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। শোনা যায় যে এবারও সম্রাট্ কুরোপাট্‌কিনের মতেই মত দিলেন। পূর্ব্বেও তিনি কুরোপাট্‌কিনের উপর যুদ্ধের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া সকল নষ্টের মূল আলেক্‌জিফ্‌কে দেশে লইয়া গিয়াছিলেন ;—এখন তিনি তথায় কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় গতানুশোচনায় নিযুক্ত আছেন। এই চারিদিনের মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহু সেনা

বিনাশ. হইয়াছিল। রুষগণ এই যুদ্ধে কত সেনা হারাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই,—তবে তাঁহাদের কম পক্ষে যে ১০ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে তাঁহাদেব বিখ্যাত কসাঁক-সেনাপতি মিস্‌চেনকো ও আর এক জন বড় সেনাপতি আহত হইয়া ছিলেন। জাপানিগণের ৮২ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৭৬০ জন সেনা হত এবং ২৭১ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৭৮০০ জন সেনা আহত হয়, ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকেবই ক্ষত স্থানের রক্ত শীতে জমিয়া যাওয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সময়ে তথায় এতই ভীষণ শীত ছিল যে ৫০৫ জন জাপ-সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ শীতে অভিভূত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ৫২৬ জন সেনার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বলা বাহুল্য, এই ৫২৬ জনের মধ্যে অনেকেই রুষের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জাপানিগণ তাহাদেব বন্দিগণকে অতি যত্নে রাজার হালে রাখিয়াছিল,—তাহারাও সকলে জাপানিগণের শত মুখে প্রশংসা করিয়াছে,—কিন্তু অপর দিকে সুসভ্য রুষ ইয়োরোপেব মুখে কালি দিয়া কি করিলেন দেখুন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই যুদ্ধের কয়েকদিন পরে তাঁহাবা ১২৬ জন জাপানী আহত সেনাকে দস্যুর ন্যায় রজ্জুতে বাঁধিয়া মুকৃডেনের বাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইলেন! সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যোদ্যমে ঘোষিত হইল যে রুষগণ উদ্ধত জাপগণকে যুদ্ধে সমূলে নির্ম্মূল কবিয়াছে! ইহা কেবল নির্দ্দয়তা নহে,—ঘোর মিথ্যা কথা! এই যুদ্ধে রুষ সমস্ত সভ্যজগতের মুখে প্রতিপদে কালিমা লেপন করিয়াছে!

যাহাই হউক, আজ প্রায় ঠিক এক বৎসর ধরিয়া এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছে। গতবৎসর ৮ই ফেব্রুয়ারিতে চিমল্‌পো বন্দরে ও ঐ দিন নিশিথ রাত্রে পোর্টআর্থার বন্দরে জলযুদ্ধে এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ

হইয়াছে ;—আজ আবার এ বৎসরের সেই ৮ই ফেব্রুয়ারি আসিয়াছে। এই এক বৎসরে রুষ জাপানের নিকট পদে পদে পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের যুদ্ধপোত সমস্তই জাপানের হস্তে পড়িয়াছে। দুর্ভেদ্য দুর্গ পোর্টআর্থার এখন তাঁহাদের আর নাই।

জাপান সমস্ত কোরিয়া হস্তগত করিয়াছেন,—সঙ্গে সঙ্গে লাওটাং উপদ্বীপ এখন তাঁহাদের হস্তে আসিয়াছে। এখন তাঁহারা সাহো নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন,—পশ্চাতস্থ লিওযাং সহর এখন তাঁহাদেব প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এখান হইতে জাপানী রেলগাড়ী বরাবর পোর্টআর্থার ও ডাল্‌নিতে যাইতেছে। তাঁহারা ইহাবই মধ্যে একটি রেল লিওয়াং হইতে আংটাংয়ে জুলু নদীর তীরে আনিয়াছেন। অপর একটি বেল উইজু হইতে পিংযাং হইয়া সমস্ত কোরিয়া ভেদ করিয়া, কোরিয়ার রাজধানী সিওলে উপস্থিত হইয়াছে। তথা হইতে তাঁহাবা পূর্ব্বে ফুসান বন্দর পর্য্যন্ত যে বেল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাহাও নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে ; সুতবাং সমস্ত কোবিয়া ও সমস্ত লাওটাং উপদ্বীপ জাপানের করতলস্থ হইয়াছে,—রুষের আর নাম গন্ধ এই দুই দেশে নাই। বহু বৎসব যাবৎ চেষ্টা করিয়া বহু অর্থব্যয়ে রুষ এই দুই দেশ যে প্রায় গ্রাস করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা জাপানেব নির্ম্মম প্রহারে তাঁহাদেব গ্রাস হইতে উদ্গীরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, রুষ ও জাপানিগণ কি অবস্থায় মাঞ্চুবিয়ার কোথায় অবস্থান কবিতেছেন,—আর কোথাই বা আবার তাঁহাদেব পরস্পরে সংঘর্ষণ হইবাব সম্ভাবনা আছে।

আমবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুক্‌ডেন সহব মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী। ইহা মাঞ্চুরিয়ার উত্তবাংশে অবস্থিত। এক্ষণে রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া মুক্‌ডেনে তাঁহাদেব প্রধান সেনানিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত সেনা মুক্‌ডেনে নাই,—মুক্‌ডেনের দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে।

মুক্‌ডেন সহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে হুন নদী প্রবাহিত,—তাহার আবও দক্ষিণে সাহো নদী। এই উভয় নদীই দক্ষিণে গিয়া বৃহৎ লিও নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। লিও নদী ক্রমে পশ্চিম দিকে গিয়া নিউচেং বন্দবের সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। লিও নদীর পবপার চীনের যুদ্ধে নির্লিপ্ত অংশ। এই নদীর পর পারে রুষ ও জাপান উভয় পক্ষেব কোন পক্ষেবই যাইবাব অধিকার নাই। চীনেব এই নির্লিপ্ততা রক্ষা করিবাব জন্য লিং নদীর উত্তবাংশে পবপারে চান-সেনাপতি জেনারেল মা আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বহু সেনা লইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, ইহা সত্বেও রুষ-সেনাপতি মিস্‌-চেনকো তাঁহাব কসাক্ লইয়া লিও নদীব অপর পাব দিয়া চীনের যুদ্ধে নির্লিপ্ত অংশেব ভিতর দিয়া পলাইয়াছিলেন।

সাহো নদী উত্তবে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত,—তাহার পব দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে,—হুন নদীও ঠিক তাহাই। যতটা সাহো নদী পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত, ততদূর পর্য্যন্ত ঐ নদীব উত্তব পাবে রুষ-সেনাব মধ্যদল সেনা-পতি কুলবর্সেব অধীনে অবস্থিত ছিল। ঠিক তাহার সম্মুখে অপর পাবে সেনাপতি নজু সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। রুষেব দক্ষিণদল সেনাপতি গ্রিপেনবর্গের অধীনে সাহো নদী হইতে হুন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের সম্মুখে ওকু তাঁহাব সমস্ত সেনা লইয়া অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। হিকোতাই হুন নদীব পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত,—সানডিপু এই গ্রাম হইতে কয়েক ক্রোশ দুবে অবস্থিত। আমরা দেখিয়াছি গ্রিপেনবর্গ বহু চেষ্টাতেও হিকোতাই বা সান্‌ডিপু ওকুর সেনাব হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

সেনাপতি কুরোকি তাঁহার সেনাদল লইয়া সাহো নদী পার হইয়া আরও উত্তরে মুক্‌ডেনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন,—তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেনাপতি লিনিভিচ বহুসেনা লইয়া মুক্‌ডেনের পশ্চাতে

অবস্থিত রহিয়াছেন। এক বৎসর যুদ্ধের পর উভয় দল ঠিক এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন,—এখন কবে যুদ্ধ হয় কেহ বলিতে পারেন না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এক বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ।

ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ই তারিখে রুষ-জাপানের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই এক বৎসরে জাপান কোরিয়া হইতে রুষগণকে দূর করিয়া এই অতি প্রাচীন দেশ অধিকার করিয়াছেন! তাঁহারা পোর্টআর্থাব দখল করিয়া সমস্ত লাওটাং উপদ্বীপ হইতে রুষগণকে দূর করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া দেশের অধিকাংশই অধিকার করিয়া, এ প্রদেশের রাজধানী মুক্ডেন সহরের অতি নিকটস্থ হইয়াছেন। সাহো ও হুন নদীব তীরে রুষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া হটিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহাবা এখনও মুক্ডেন অধিকারে অগ্রসর হন নাই।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি তাঁহাদেব সেনা কোরিয়ায় চিমাল্‌পো বন্দরে প্রথম উপস্থিত হয়। পরে তাঁহারা এই দেশের চিনাম্‌পো বন্দরে সেনা, রসদ প্রভৃতি আনয়ন করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা লাওটাং উপদ্বীপের পিসিও ও টাকুসান বন্দরে তাঁহাদের সেনা অবতীর্ণ করান। পরে পোর্ট আদম ও ডাল্‌নি বন্দরেও তাঁহাদের বহু সেনা আসিতে থাকে;—জাপান হইতে প্রয়োজন মত সমস্ত রসদ ও যুদ্ধোপকরণও এই সকল বন্দরে

আসিতেছিল। তাহার পর যখন নিউচেং বন্দর তাঁহাদের হস্তে পতিত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সেনা, রসদ প্রভৃতি এ বন্দরেও প্রেরণ করিতে আবস্ত করিলেন। সুতরাং যদিও তাঁহাদের সেনাগণ দেশ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রসদ প্রভৃতির কোন অসুবিধা নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল বন্দর হইতে এখন রেল নিয়মিত যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত চলিতেছে! মালামাল যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবারও জাপানিদিগের আর কোন ক্লেশ নাই।

দেশেও এখনও লোকবল ও অর্থবল যথেষ্ট আছে। এখনও প্রয়োজন হইলে জাপান ৮।১০ লক্ষ সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিবেন। দুই চারি বৎসর এই মহাযুদ্ধ চলিলেও তাঁহাদের অর্থের অভাব হইবে না। তাঁহাদের গোলাগুলি, বন্দুক, কামানেরও কখনও অনাটন পড়িবে না। তাঁহাদের কিউর কারখানায় দিনরাত্রি কাজ চলিতেছে,—লক্ষ লক্ষ গুলিগোলা ও সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ তথায় প্রস্তুত হইতেছে,—ধারাবাহিকরূপে তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছে।

অন্যপক্ষে রুষের অসুবিধা অনেক ছিল। প্রথম তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে প্রায় ১০ হাজার মাইল দূরে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। যে প্রদেশে তাঁহারা রহিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের অগণিত সেনার আহার মিলিবার সম্ভাবনা নাই। এই দশ হাজার মাইল দূর হইতে তাঁহাদিগকে রসদ, যুদ্ধোপকরণ, সেনা প্রভৃতি সমস্তই আনিতে হইতেছে। মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষিয়া পর্য্যন্ত রেল আছে সত্য, কিন্তু সে কেবল একটী মাত্র লাইন। এই এক লাইন দিয়া বহু গাড়ীর গমনাগমনের সুবিধা নাই। তাহার উপর যুদ্ধের প্রারম্ভে বৈকালহ্রদ পদব্রজে, শ্লেজ গাড়ীতে বা জাহাজে পার হইতে হইত। ইহাতে অনেক অসুবিধা,—অনেক সময় নষ্ট হইত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রুষগণ অতি দুর্দ্দমনীয় উৎসাহে, বহু অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে বিস্তৃত বৈকালহ্রদের তীর দিয়া বহুদূর বেষ্টন

করিয়া বেল স্থাপন করিয়াছেন। এখন আর জাহাজে বা গাড়ীতে বৈকালহ্রদ পার হইতে হয় না, এখন মুক্‌ডেন হইতে গাড়ী বরাবর রুষিয়ায় যাইতেছে! সুতবাং রুষিয়া হইতে সেনা ও রসদাদি পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। আমরা দেখিয়াছি এক্ষণে রুষ-সেনাপতি কুবোপাট্‌কিনের অধীনে প্রায় ৪ লক্ষ সেনা আছে,—তাহাদের রসদ প্রভৃতিরও তেমন অভাব নাই।

দেশে একরূপ সম্পূর্ণ বাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও রুষ-সেনা হতভাগ্য রুষ-শ্রমজীবীগণকে গুলি করিতেছে। সম্রাটের অমাত্যবর্গ অতি কঠোবভাবে প্রজা-শাসন করিতেছেন; কিন্তু এ অবস্থাতেও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা ও বসদাদি প্রেবণ বন্দ হয় নাই,—সকলই ধারাবাহিকরূপে মাঞ্চুবিয়ায় যাইতেছে! কুবোপাট্‌কিনেব সেনা সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ব্যতীত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে না।

এখনও রুষ-সেনাপতিগণেব মধ্যে মতভেদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই; কিন্তু এই মতভেদের মূলীভূত কারণ আড্‌মিবাল আলেক্‌জিক্ আর এ দেশে নাই। তিনি এখান হইতে দূব হইয়া দেশে গিয়া দশেব গালিবর্ষণের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। তবে তাঁহার অন্তর্দ্ধানে যে সমস্ত মতভেদ নষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে: রুষ-সেনাপতিগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে ব্যগ্র,—তবে জাপানের সহিত এক বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এবং পদে পদে তাহাদের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া, তাঁহাদের দাম্ভিকতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের উপর সম্রাট সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছেন। তিনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বে সর্ব্বা; সুতরাং মতভেদ আর বড় প্রকাশ পাইতেছে না। যাঁহার যাহা মতভেদ আছে, তাহা তাঁহাকে মনে মনেই রাখিতে হইতেছে! নতুবা সেনাপতি গ্রিপেনবর্গের মত তাঁহাদিগকে অপমানিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে হইতেছে। কুরোপাট্‌কিন তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল সেনাধ্যক্ষগণকে অনেকটা সুশাসিত করিয়া

আনিয়াছেন। তাঁহাদের বিলাসিতাও আর তত নাই। একেতো যুদ্ধক্ষেত্রে বিলাস দ্রব্যের অভাব,—তাহার উপর এক বৎসর পদে পদে ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে নির্ম্মমভাবে প্রহারিত হইয়া, তাঁহাদের বিলাসিতা মাথায় উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সুখ-সচ্ছন্দতা হাজার চেষ্টা করিলেও রাখা যায় না; বিশেষতঃ যে যুদ্ধে তাঁহাদিগকে প্রতি পদে পরাজিত হইয়া শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পলাইতে হইতেছে, তথায় দেহ আপনি কঠিন হইয়া আইসে। যেখানে দিন রাত্রি হাজার হাজার লোকের হতাহত দেহ দেখিতে হইতেছে, তথায় মন আর বিলাসিতায় মগ্ন থাকিতে পারে না। সুতরাং যুদ্ধের প্রারম্ভে রুষ-সেনার যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা হইতে অনেক ভাল অবস্থা হইয়াছে। তাহারা এখন জাপানিগণের বীরত্ব দেখিয়াছে,—আর তাহাদের দাম্ভিকতা নাই!

সেনাপতিগণও এই এক বৎসরের যুদ্ধে জাপানিগণের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে রুষগণের যুদ্ধ শিক্ষা অনেকটা প্রাচীন আমলের;—জাপান সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ অতি সুদক্ষতার সহিত আয়ত্ব করিয়াছেন। তাঁহারা যে জাপানের নিকট শিক্ষা করিয়া যুদ্ধে নূতন প্রথা অবলম্বন করিলেন, এ কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই কখনও স্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহারা যে জাপানের অনুকরণে যুদ্ধক্ষেত্রে তিন নম্বর সেনাদলের তিনজন প্রধান বিচক্ষণ সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সকলের উপর কুরোপাট্‌কিনকে স্থাপিত করিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ আরও অনেক বিষয়েই তাঁহারা জাপানী সেনার অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের সেনাগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ প্রবল করিয়া তুলিলেন।

মুকডেনে তাঁহাদের ৪ লক্ষ সেনা ও প্রায় দেড় হাজার কামান আছে,—প্রত্যহ ধারাবাহিকরূপে আরও সেনা রুষিয়া হইতে আসিতেছে; সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের বল বৃদ্ধি হইতেছে।

পোর্টআর্থার বহু রক্তপাতে জাপগণ দখল করিয়াছেন। রুষের এ প্রদেশে যুদ্ধপোত রাখিবার বন্দর একটীও ছিল না ;—ভ্লাডিভস্টক্ ছয় মাস বরফে জমিয়া থাকে,—সেই জন্যই তাঁহাদের পোর্টআর্থারের জন্য এত ব্যাকুলতা। তাঁহাদের নিকট পোর্টআর্থার যত মূল্যবান্, জাপানের নিকট তত নহে। জাপানের বহু সুন্দর সুন্দর বন্দর দেশের চারিদিকেই আছে। জাপানের নাগাসাকি, ইয়াকোহামা, সুসিমা প্রভৃতি বন্দর জগৎ বিখ্যাত। এই সকল বন্দরে জাপানী যুদ্ধপোত সকল অনায়াসে থাকিতে পারে। ব্যবসার জন্যও তাঁহাদের বিখ্যাত ইয়াকোহামা বন্দর আছে,—সুতরাং পোর্টআর্থার তাঁহাদের বিশেষ কাজে আসিবে না ; তবে রুষকে দূরে রাখিবার পক্ষে তাঁহাদের এই দুর্গ ও বন্দর বিশেষ প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য তাঁহারা এই দুর্গ অধিকারের জন্য এত প্রাণ দিয়াছেন ! নতুবা রুষের ন্যায় তাঁহাদের এই দুর্গ ও বন্দরের জন্য ব্যাকুল হইবার কারণ নাই।

কোরিয়া হইতে রুষদিগকে দূর করিয়া তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদের বিপদ অনেক লাঘব করিয়াছেন সত্য ;—সময়ে কোরিয়াকে জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত না করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। (সম্প্রতি তাহাই হইয়াছে,—জাপান কোরিয়াকে নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন)—কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। মাঞ্চুরিয়া চীন-সাম্রাজ্য ভুক্ত ; রুষকে সহস্র যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিতে পারিবেন না। যুদ্ধাবসানে তাঁহাদিগকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যে এত অর্থব্যয়ে নিউচেং, হাইচেং, লিওযাং প্রভৃতি স্থান সুদৃঢ় করিতেছেন, তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা থাকিতে ইচ্ছা করিলে, চীন ইহাতে আপত্তি করিবেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকাও তাঁহাদিগকে এস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে দিবেন না।

এখন যদি কুরোপাট্‌কিন মুকৃডেন ও হারবিন পরিত্যাগ করিয়া বৈকালহ্রদের তীরে চলিয়া যান, তাহা হইলে জাপান বোধ হয় তাঁহাকে ততদূর অনুসরণ করিতে পারিবেন না ; অন্যদিকে চীনের আপত্তিতে এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার পীড়াপীড়িতে তাঁহাদিগকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। এরূপ ঘটিলে এই এক বৎসব ব্যাপী মহাযুদ্ধে তাঁহাদের লাভ হইল কি ? যতদিন রুষের যুদ্ধ-ক্ষমতা হ্রাস বা বিলুপ্ত না হইতেছে, ততদিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ কবিলে রুষ আবার চীনের চক্ষে ধুলি দিয়া ধীরে ধীরে এদেশে অগ্রসর হইবে ;—জাপানের যে বিপদ সেই বিপদই আবার সংঘটিত হইতে থাকিবে। জাপানের রুষের সহিত যুদ্ধ মিটিবে না,—আবার প্রবল প্রতাপ রুষেব সহিত তাঁহাদের মহাযুদ্ধ করিতে হইবে।

এই জন্যই জাপান যুদ্ধের প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা আদৌ লিওযাংয়ের দিকে যাইবেন না,—একেবারে সসৈন্যে হারবিনের দিকে গিয়া রুষের পশ্চাতে যাইবাব পথ একেবারে বন্দ করিয়া দিবেন। তখন পশ্চাতস্থ রেল হস্তচ্যুত হইলে রুষ-সেনা আর মাঞ্চুরিয়ায় আসিতে পারিবে না। লিওযাংয়ে ঘেরাও করিয়া রুষ-সৈন্য তাঁহারা সমূলে নির্ম্মূল করিবেন ;—কিন্তু এ কার্য্য অতি বিপদ-শঙ্কুল ;—তাহার উপব শোনা যায় যে তাঁহাদের এই যুদ্ধসজ্জার প্লান কোনরূপে রুষগণের হস্তে পতিত হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, জাপানিগণ হাববিন আক্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিক হইতে রুষগণকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিবার জন্য অগ্রসব হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে কুরোকি, দক্ষিণ হইতে ওকু ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ হইতে নজু পদে পদে নানা যুদ্ধ করিয়া লিওযাংএর দিকে চলিলেন ; তাঁহারা লিওযাং জয় করিলেন বটে, কিন্তু কুরোপাট্‌কিনকে ঘেরাও করিতে পারিলেন না।

তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া সাহো নদীর পর পারে মুক্‌ডেনের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দিতে অনেক যুদ্ধ,—অনেক মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে সত্য,—কিন্তু কোন যুদ্ধেই এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সকল যুদ্ধেই শীঘ্রই একটা ঘোরতর মহাযুদ্ধ হইয়া সকল মিটিয়া গিয়াছে। ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধে সিডানে সকলই মিটিয়া গেল। তুরস্ক-রুষ যুদ্ধে তুর্কিগণ প্লেবনার মহাযুদ্ধে হারিলে এ ভীষণ যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সিবাষ্টিপোলে ব্লাক্লাভার মহা ব্যাপারে সে মহাযুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল। এমন কি নেপোলিয়ানের যুদ্ধলীলাও ওয়াটারলুর যুদ্ধে অবসান প্রাপ্ত হইল! এইরূপ একটা বড় যুদ্ধে এক পক্ষ পরাজিত হইলেই এ পর্য্যন্ত সকল যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে,—কিন্তু রুষ-জাপান যুদ্ধ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয় চলিতেছে,—অথচ কোন পক্ষই দুর্ব্বল হয় নাই, বরং রুষ প্রতিপদে পরাজিত হইয়া দিন দিন প্রবল হইতেছে। সুতরাং এই ভীষণ ভয়াবহ যুদ্ধের যে কবে অবসান হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না!

অপর দিকে কেহ কেহ বলেন যে জাপান ইচ্ছা করিয়াই যুদ্ধ এই ভাবে চালাইতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা নহে যে একটা যুদ্ধ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া এ যুদ্ধ স্থগিত হইয়া যায়; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইত না। তাঁহাদের মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে,—হয়ত কোরিয়াও ত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের কোনই লাভ নাই;—আবার রুষ ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকটস্থ হইবে! সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই এইরূপে যুদ্ধ বহুদিন ব্যাপী করিয়াছেন।

তাঁহাদের ইচ্ছা যে তাঁহারা এইরূপে কোরিয়া কেবল অধিকার করিয়া বসিবেন তাহা নহে; এইরূপে সময় পাইয়া তাঁহারা সমস্ত কোরিয়া সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণীতে পূর্ণ করিবেন,—আর রুষ বা অপর কেহই তাঁহাদিগকে কোরিয়া হইতে দূরীকৃত করিতে পারিবে না।

কেবল কোরিয়া কেন লাওটাং উপদ্বীপও তাঁহারা পোর্টআর্থার দখল করিয়া কোরিয়ার স্থায় সুদৃঢ় করিবেন। ক্রমে তথাকার দেশবাসিগণকেও হাত করিয়া লইবেন। তখন তাঁহাদিগকে কেহই আর এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন না। মাঞ্চুরিয়া প্রদেশও তাঁহারা এই রূপে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। যদি তাঁহারা কোরিয়া ও লাওটাং অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিলেও তত ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বরং মাঞ্চুরিয়া চীনের অধিকারে থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে উপকার; কারণ তাহা হইলে ইহা আ . . খনও রুষ লইতে পারিবেন না। তাঁহারা এই প্রদেশ অধিকারের প্রয়াস পাইলে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা আপত্তি করিবেন,—সুতরাং রুষের আর জাপানের নিকটস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। অনেকে বলেন যে জাপানের রুষগণকে জয় করাই কেবল অভিপ্রায় নহে,—ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারই অভিপ্রায়। তজ্জন্য তাঁহারা রুষের সহিত কোন মহাযুদ্ধ করিলেন না,—তাঁহাদের হটাইয়া দিয়া ভিতরে ভিতরে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ভিতরে ভিতরে তাঁহারা কোরিয়া ও লাওটাং উপদ্বীপ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিতেছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদের এই রূপ যুদ্ধসজ্জা,—এই জন্যই তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এই যুদ্ধের অবসান করিতেছিলেন না।

এ কথা সত্য কিনা তাহা বলা যায় না,—তবে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল,—সুতরাং আমরা এ কথারও উল্লেখ করিতে বাধ্য। সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, প্রকৃত পক্ষে রুষ ও জাপানের এখনও কোন পরাজয় হয় নাই! এখনও রুষ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিবে,—হয়তো এবার কুরোপাট্কিন গ্রিপেনবর্গের ন্যায় সদলে জাপসেনা আক্রমণ করিবেন। এবার যুদ্ধে কে কি করিবেন, তাহার জন্য সমস্ত জগতের লোক উৎসুক।

প্রায় উভয় পক্ষে এক্ষণে আট লক্ষ সেনা ও দুই তিন হাজার কামান লইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান। কবে ধরা আবার নর-শোণিতে প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইবে, তাহা কে বলিবে ?

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কমিশন।

রুষগণ যেরূপ ভাবে মুক্‌ডেনে অবস্থান করিতেছেন এবং যেরূপ ভাবে জাপানিগণ সাহো নদীব তীবে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে উভয় পক্ষে মুক্‌ডেনেব সন্মুখে যে ভয়াবহ যুদ্ধ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্য পক্ষে পোর্টআর্থারেব পতনে ও রুষের তথাকার সমস্ত যুদ্ধপোতের ধ্বংসেও তাহাদের বল্‌টিক নৌ-বাহিনী প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই ;—তাহারা মহাদর্পে জাপানেব দিকে চলিয়াছে। তাহারা জাপান-সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে যে তাহাদের টোগোর রণপোতের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থলে ও জলে,—উভয় স্থানেই জাপানকে আবার ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। এতদিন জয়লক্ষ্মী তাহাদের অঙ্কেই শায়িত আছেন,—কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে !

এই স্থল ও জল যুদ্ধের বর্ণনার পূর্ব্বে আমরা তিনটী বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য। প্রথম :—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষ-রণপোত নিরপ-

রাধ ইংরাজ ধীবর-জাহাজের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত করায় ব্রিটিশ-রাজ এ সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে একটী কমিসন গঠিত হইয়া ইহার বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। এই কমিসনের ফলে কি হইল, আমরা তাহাই প্রথমে বলিব। দ্বিতীয়ঃ—আমরা দেখিয়াছি রুষের নৌবাহিনী মাডাগাস্কার দ্বীপ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা কিরূপে কতদিনে জাপান-সাগরে উপস্থিত হইল, আমরা তৎপরে তাহাই বলিব। তৃতীয়ঃ—রুষিয়ায় কিরূপ আত্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ধরা রক্তে প্লাবিত হইতেছে, আমরা এ বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছি,—এক্ষণে তাহাই বা কত দূর গড়াইল, পরে তাহাই বলিব।

২৫শে নভেম্বর রুষিয়া ইংরাজ ধীবর-জাহাজে গোলা নিক্ষেপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হয়েন। এই সমিতিতে ইংরাজ ও রুষ তাঁহাদের দুই জন প্রধান নৌসেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। উভয় পক্ষের সন্ধিপত্রানুসারে অষ্ট্রীয়া ও আমেরিকা তাঁহাদের দুই জন প্রধান নৌসেনাপতিও এই সমিতিতে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা চারিজনে ফ্রান্সের নৌসেনাপতি বিখ্যাত ফোরনিয়ারকে তাঁহাদের সভাপতি নিযুক্ত করিলেন। ফরাসী রাজ্যের রাজধানী পারিস্ নগরে এই সমিতির অধিবেশন হইল। ফরাসী রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট সমিতির জন্য একটা সুন্দর বাটী ছাড়িয়া দিলেন ও সমিতির সভ্যগণকে অতি সমাদরে ফরাসী রাজ্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

৯ই জানুয়ারি সমিতির প্রথম অধিবেশন হইল। তাঁহারা প্রথম কয়েকদিন নিয়ম কানুনাদি স্থির করিয়া লইলেন;—তৎপরে রুষ ও ইংরাজ উভয় পক্ষই সাক্ষী প্রদান করিলেন। উভয় পক্ষেই তাঁহাদের পরস্পরের বক্তব্য অতি বিস্তৃতভাবে সমিতির সম্মুখে বিবৃত করিলেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট বলিলেনঃ—

"যে রাত্রে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই রাত্রে ধীবর-জাহাজগণের

মধ্যে বা তাহাদের নিকটে রুষ-যুদ্ধপোত ব্যতীত আর কোন জাতির কোন যুদ্ধপোত ছিল না। কোন ধীবর-জাহাজে কোন প্রকার যুদ্ধোপকরণ ছিল না। ঐ সময়ে উত্তর সমুদ্রে কোন জাপানী রণতরি কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কোন জাপানী ধীবর-জাহাজের কোন জাহাজে ছিল না। রুষের গোলায় দুইজন ধীবর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে,—ছয় জন আহত হইয়াছে,—ক্রেন নামক জাহাজ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর পাঁচখানি ধীবর-জাহাজ রুষের গোলায় ভগ্ন হইয়াছে। অন্য অনেক জাহাজেব নিকটে রুষ-গোলা পতিত হওয়ায় তাহারাও কম বেশি জখম হইয়াছে! ইহারা যেখানে মাছ ধরিতেছিল, তাহা সকলের বিদিত স্থান। এ পথ দিয়া কোন জাহাজই গমনাগমন করে না, সুতরাং রুষের যুদ্ধপোত তাহাদের গন্তব্য পথ ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া নিরপরাধ ধীবরগণের উপর গোলা চালাইয়া তাহাদের ব্যবসার যথেষ্ট হানি কবিয়াছে।”

রুষগণ প্রথমেই বলিলেন যে তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে জাপানিগণ তাহাদের বল্‌টিক-নৌবাহিনী জাপানে গমনের জন্য বন্দব হইতে বাহির হইলেই তাহাদিগকে নষ্ট করিবাব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবে। সেই জন্য তাহাদের যুদ্ধপোত সকল বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল। ৮ই অক্টোবর দুই প্রহর রাত্রে রুষগণ দেখিলেন যে দুইখানা জাহাজ আলো নিবাইয়া দিয়া অতি প্রবল বেগে তাহাদের যুদ্ধপোতের দিকে আসিতেছে! এই জন্য সমস্ত যুদ্ধ-পোত তাহাদের সার্চ্চলাইট আলোক এই দুই জাহাজের উপর নিক্ষেপ করিল। তখন দেখা গেল ইহারা দুই খানা টরপেডো জাহাজ। অমনই রুষ যুদ্ধপোত সকল তাহাদের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। একটু পরে সার্চ্চলাইট আলোকে দেখা গেল যে নিকটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ রহিয়াছে। তাহাদিগকে ধীবর-জাহাজ বলিয়াই বোধ হইল।

কিন্তু তাহাদের অনেক জাহাজই ধীবরব্যঞ্জক নিয়মিত আলোক ছিল না। তবুও রুষগণ যথাসাধ্য তাহাদের উপর গোলা যাহাতে পতিত না হয়, তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মুখে তাঁহাদের সমূহ বিপদ,—দুই খানা টরপেডো বোট তাঁহাদের রণপোত সকলকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছে,—এ অবস্থায় তাঁহারা কিছুতেই কামান বন্ধ করিতে পারিলেন না। এই সময় টরপেডো বোট দুই খানা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ রুষ-জাহাজ সকলও কামান বন্ধ করিল। এই গোলাবর্ষণ দশ মিনিটের অধিক হয় নাই! নিকটে আরও শত্রু-রণপোত থাকিতে পারে ভাবিয়া রুষ-নৌসেনাপতি আর এখানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করা নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া তৎ-ক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নানা প্রমাণে রুষগণ অবগত হইয়াছিলেন যে উত্তর সমুদ্রে জাপানী যুদ্ধপোত ছিল এবং তাহারা রুষ-রণতরি নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। এ অবস্থায় নিজ অধীনস্থ যুদ্ধপোত সকলকে রক্ষা করিবার জন্য রুষ-নৌসেনাপতি সর্ব্ব প্রকার সাবধানতা গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন। তিনি সম্মুখে শত্রু-রণপোত দেখিয়া গোলা না চালাইলে, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা হইত। অবশ্য নিরপরাধ ধীবরগণের যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সকলেই দুঃখিত ;—কিন্তু তিনি গোলা চালাইয়া কোনই অন্যায় কাজ করেন নাই।

এইতো উভয় দিককার কথা। ইতিমধ্যে রুষগণ এক জঘন্য কার্য্য করিলেন। তাহাদের চরগণ হাল সহরে গিয়া ধীবরদিগকে অজস্র মদ খাওয়াইয়া ও ঘুষ দিয়া হাত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এ কথা সমিতির সম্মুখে উত্থিত করিলেন,—কিন্তু তাহারা সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন, "কোন কোন রুষ এ কদর্য্য কাজ করিয়াছে সত্য,—কিন্তু রুষ-গভর্ণমেণ্ট ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।"

তাহার পর সমিতি উভয় পক্ষের সাক্ষী গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রুষ-প্রতিনিধি ধীবরদিগকে যথোচিত জেরা করিতে ছাড়িলেন না,—কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, এখনও তাহাই বলিতে লাগিল। রুষ-সাক্ষীগণ জাপানের টরপেডো বোটের কথা ছাড়িল না! ইহা যে অতি হাস্যজনক ব্যাপার, তাহা তাহাদেব মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল না।

সমস্ত সাক্ষী গ্রহণ কবা হইলে, সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি বলিলেন, "রুষের দোষ,"—রুষ-প্রতিনিধি বলিলেন, "না—তাঁহাদের দোষ কিছুমাত্র নাই। এ অবস্থায় রুষ-নৌসেনাপতি গোলা চালাইতে সম্পূর্ণ বাধ্য ছিলেন।"

উভয় পক্ষে এ ভাব থাকিলে এ বিবাদ সহজে মিটিত না; কিন্তু রুষ-গভর্ণমেণ্ট ইংরাজের সহিত বিবাদ মিটাইতে ব্যগ্র। তজ্জন্য তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের নৌসেনাপতি ও তাঁহাব অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের যুদ্ধপোত শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণ বাধ্য ছিলেন; তাহাই তাঁহাদের এ কার্য্যের জন্য কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তবে নিরপরাধী ধীবরগণেব অনেক ক্ষতি হইয়াছে। রুষ-গভর্ণমেণ্ট তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি পূবণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন।"

২৬শে ফেব্রুয়ারি সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। ৫ জনের মধ্যে চারি জনের এক মত হইল। কিন্তু রুষ-প্রতিনিধি তখনও জাপানী টরপেডো বোটের কথা ভুলিতে পারিলেন না। সমিতি লিখিলেন, "কি কারণে যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল গোলা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা স্থির যে ধীবর-জাহাজ সকল রুষের কোন শত্রুতাচরণ করে নাই। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে সে সময়ে তথায় কোন জাপানী টরপেডো জাহাজ ছিল না। এই জন্য রুষ-নৌসেনাপতি যাহা করিয়াছেন,

তাহা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। প্রমাণ পাওয়া যায় যে দুই খানা রুষের যুদ্ধপোত তাহাদের প্রথম দলের যুদ্ধ-পোতের পশ্চাতে পড়িয়াছিল, রুষ-নৌসেনাপতি তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া অগ্রসর হইলে, তাঁহাদের নিজের এই দুই জাহাজ অন্ধকারে দেখিয়া তাহাদিগকেই শত্রু-রণপোত ভাবিয়া গোলা চালাইয়াছিলেন। নতুবা এই দুই জাহাজের একখানিতে সেই রাত্রে সেই সময়ে রুষের গোলা পতিত হইবে কেন? এরূপ ভুল দোষেব বা অসম্ভব নহে। ঠিক কতকক্ষণ রুষগণ গোলা চালাইয়াছিলেন, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এটা স্থির রুষ-নৌসেনাপতি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধীবর-জাহাজে যাহাতে গোলা নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না।"

এইরূপে দুইদিক বজায় কবিয়া, সমিতি কার্য্য শেষ করিলেন। রুষের মানও কোনরূপে রক্ষা পাইল। ইংরাজের জিদও বজায় হইল। বিশেষতঃ টাকায় সব হয়। রুষ গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপুরণ হিসাবে প্রায় দশ লক্ষ টাকা প্রদান করায়, ইংরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এই টাকা শীঘ্র প্রদান করিয়া রুষ এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন! এই মহা-বিপদের সময় তাঁহাদের ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দুইই ছিল না; সুতরাং দশ লক্ষ টাকা দণ্ড দিয়া তাঁহারা যে এ মহাগোল হইতে রক্ষা পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না।

এই সমিতির দ্বারা আরও একটা উপকার হইল। রুষ তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বেশ সাবধান হইয়া গেলেন। রুষ এখন বেশ বুঝিয়া-ছেন যে তাঁহারা ক্ষুদ্র জাপানের সহিত যুদ্ধ ঘটাইয়া মহাবিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের পৃথিবী ব্যাপ্ত প্রতিপত্তি জলাঞ্জলির পথে বসিতে চলিয়াছে। এখন আর কাহারই সহিত তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ

করা উচিত নহে। ইহাতে হয়তো চিরকালের জন্য প্রবল প্রতাপ রুষ-জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের উদ্ধতভা ও দাম্ভিকতা এক রুষ-জাপান যুদ্ধে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষ-নৌবাহিনী পথে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রুষের নৌবাহিনী মাডাগাস্কার দ্বীপের বন্দরে বহুদিন যাবত অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দশ সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল! প্রায় একশত জাহাজ এই দূর সমুদ্র মধ্যে নঙ্গর করিয়া আছে,—সে এক অতি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! এই বন্দর ফরাসী রাজার। এখানে রুষ-জাহাজের তিন দিনের অধিক থাকা নিয়ম নহে। কিন্তু রুষ-নৌবাহিনী প্রায় ১০ সপ্তাহ এই বন্দরে বসিয়া রহিল; এক দিনের জন্য নড়িল না। এই সময়ে এক ব্যক্তি এই সকল জাহাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি তাঁহার জাহাজগুলিকে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে পরিণত করিয়াছেন। যখন এই সকল জাহাজ রুষিয়া হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তখন ইহারা অতিশয় কদাকার ও অপরিষ্কৃত ছিল। এই কয় সপ্তাহের মধ্যে নৌসেনাপতি তাঁহার জাহাজগুলিকে অতি পরিষ্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তাহারা ঝক্ ঝক্ করিতেছে! কেবল তাহারা বহুদিন সমুদ্রে রহিয়াছে বলিয়া নিম্ন দিকে একটু অপরিষ্কার।

"সেনাগণের মধ্যেও সেনাপতি কঠিন নিয়ম সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। সামান্য দোষে তিনি অতি গুরু দণ্ড দিতেছেন; সুতরাং আর জাহাজে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে কঠোর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কেহই এই কঠোরতা হইতে রক্ষা পাইতেছে না। পূর্ব্বে সেনাগণের মধ্যে যথেষ্ট সুরাপান ছিল। এখন সেনাপতি তাহা সম্পূর্ণ বন্দ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদিগকে সমস্ত দিন এমনই পরিশ্রম করিতে হইতেছে যে তাহাদের আর কিছুই করিবার সময় থাকে না।

"একদিন হাঁসপাতাল-জাহাজ হইতে একটী শুশ্রূষাকারিণী এক যুদ্ধ পোতে আসিয়াছিলেন। সেনাপতির হুকুম যে সন্ধ্যার পর নিজ জাহাজ ছাড়িয়া আর কেহই অন্য জাহাজে থাকিতে পারিবে না। অদ্য এই শুশ্রূষাকারিণী অপর জাহাজে রাত্রি পর্য্যন্ত রহিলেন। তাহার পর তিন জন সেনাধ্যক্ষ তাঁহাকে হাঁসপাতাল-জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। সেনাপতি এ কথা জানিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা নিজের জাহাজে লইয়া আসিলেন। তৎপরে অপর লোক দিয়া শুশ্রূষাকারিণীকে হাঁসপাতাল-জাহাজে পাঠাইয়া দিয়া, তিন জন সেনাধ্যক্ষকে তৎক্ষণাৎ রুষিয়ায় প্রেরণ করিলেন। এইরূপ কঠোর শাসনে তিনি জাহাজের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যত দ্রব্য মাডাগাস্কার দ্বীপে ক্রয় করিতে পারিলেন, তাহা ক্রয় করিতে ত্রুটী করিলেন না। অনেক মাডাগাস্কারবাসিগণ এই ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যে একেবারে বড় লোক হইয়া উঠিল। রুষেরা দর দস্তুর কিছুই করিতেছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে যত মূল্য চাইতেছিল, তাহাই দিয়া ক্রয় করিতেছিলেন। রুষ-সেনাপতি অতি কঠোররূপে তাঁহার সেনাগণকে শাসনে রাখিতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কেন তাঁহার জাহাজ হাজার হাজার বোতল শ্যাম্পেন ও অন্যান্য সুরায় পূর্ণ করিলেন তাহা বলা যায় না।

যাহাই হউক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তবুও রুষ-সেনাপতি তাঁহার জাহাজ লইয়া এই মাডাগাস্কার বন্দরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাব দুইটী কারণ ছিল। একটী পোর্টআর্থার বন্দরের পতন। এ সংবাদ জাহাজে উপস্থিত হওয়ায় সকলেরই উৎসাহ দমিয়া গিয়াছে। এখন কি বিপদে ও কিং ভীষণ যুদ্ধে প্রয়াণ করিতে হইবে, তাহা আর কাহারই বুঝিতে বিলম্ব নাই। রুষ-নৌসেনাপতিও ইহা বেশ বুঝিয়াছেন। আরও এক কথা তিনি ইচ্ছা করিয়াই একরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন; রাজধানীব সহিত তাঁহাব এখন আর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা সন্দেহ। যখন তিনি দেখিলেন যে পোর্টআর্থারের পতন সংবাদে তাঁহার সেনাগণ সকলে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি ভাবিলেন যে তাহাদিগকে এ অবস্থায় যুদ্ধে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাই তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এখানে বিলম্ব করিবার আরও এক কারণ ছিল। রুষিয়ায় আর এক নৌবাহিনী সজ্জিত হইতেছিল। এই সকল জাহাজ কতদূর যুদ্ধ করিতে সক্ষম তাহা বলা যায় না; কিন্তু তবুও রুষ-সম্রাট জাপানের সহিত যুদ্ধের জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী বলটিক সমুদ্রে প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের যাত্রা করিবাব সকল আয়োজন স্থির হইয়া গিয়াছে,—তাহাবা দুই চারিদিনের মধ্যে রওনা হইবে। যাহাতে তাহাবা তাঁহার যুদ্ধপোত সকলের সহিত মিলিত হইতে পারে, রুষ-সেনাপতি সেই সুবিধাই খুঁজিতেছিলেন, এখানে তাঁহার এত বিলম্ব করিবার ইহাই এক প্রধান কারণ।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী রুষিয়া হইতে যাত্রা করিল। এই বাহিনীতে এক খানা বড় ব্যাটেল্‌সিপ, তিন খানা ছোট ব্যাটেল্‌সিপ ও দুই খানা ক্রুজার চলিল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে অনেক

কয়লা ও রসদ প্রভৃতির জাহাজ ছিল। এই নৌবাহিনীর সেনাপতি হইয়া চলিলেন আড্‌মিরাল নিবোগাটফ্‌। কিন্তু রুষ কেন যে এই সকল অৰ্দ্ধভগ্ন জাহাজগুলি দূব জাপান সমুদ্রে প্রেরণ করিলেন, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ জাহাজে যে সকল নাবিক ও সেনা প্রেরিত হইল, তাহাবা নিতান্ত অনিচ্ছাপুৰ্ব্বক চলিল। এমন কি অনেকেই প্রকাশ্যে বিদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে শাসনে রাখা সেনাপতির পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল।

যাহাই হউক, এই নৌবাহিনী অতি ধীবে ধীরে চলিয়া ২৪ শে মার্চ্চ তাবিখে পোর্টসায়েড্‌ উপস্থিত হইল। ইহাবাও সময়ে রুষের পূর্ব্বগামী নৌবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে জাপান সমুদ্রে গিয়া জাপানী যুদ্ধপোতেব সহিত যুদ্ধ করিবে! তবে রুষেব যুদ্ধপোত সকল সংখ্যায় অধিক হইলেও সকলগুলিই প্রাচীন আমলের। জাপানেব আধুনিক নূতন জাহাজেব সহিত তাহারা যে কতদূব প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে তাহা বলা যায় না।

এদিকে রুষ-জাহাজ অনেক দিন ফবাসী বন্দবে থাকিয়া নানা দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে,—ইহাতে ফ্রান্সের যুদ্ধে নির্লিপ্ততা নষ্ট হইতেছে,—জাপান ইহাতে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিতে পাবেন। রুষ ফ্রান্সের সন্ধি-সূত্রে বন্ধু বটে, কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধেব নিয়ম পালন করিতে বাধ্য। ফ্রান্স যতদূব সাধ্য আইন রক্ষা করিয়া রুষের সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু রুষ-নৌসেনাপতি আইন কানুন একেবারেই মানিতেছেন না। যাহাই হউক, তিনি বহুদিন মাডাগাস্কারে বিশ্রাম লাভ করিয়া, অবশেষে জাপান সমুদ্রেব দিকে যাত্রা করিলেন।

৮ই এপ্রেল রুষেব দ্বিতীয় নৌবাহিনী সিঙ্গাপুবের নিকট দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাবা ভারত সমুদ্র পার হইয়া এবার সত্য সত্যই জাপান-সমুদ্রের নিকটস্থ হইয়াছে ;—তৃতীয় নৌবাহিনীও লোহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া

তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আড্‌মিরাল টোগো ভারত-সমুদ্রেই রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিবেন; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোক দেশ হইতে এতদূরে আসিয়া যে রুষের সহিত যুদ্ধ করিবেন না, তাহা সকলেরই বোঝা উচিত ছিল।

রুষ-নৌসেনাপতি তাঁহার এত যুদ্ধপোত লইয়া দেশ হইতে বহুদূর যে নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিবেন, ইহাও কেহ কখনও ভাবেন নাই! তিনি যে বিন্দুমাত্র ভয় প্রকাশ না করিয়া মহাদম্ভে চীন-সমুদ্রে উপস্থিত হইবেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই এতদূরে এত যুদ্ধপোত লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক, রুষ-আড্‌মিরালের সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাকেই যথার্থ সাহস ও বীরত্ব বলে। জাহাজস্থ রুষ-সেনাগণও বীরদর্পে চলিয়াছে, তাহারা বিন্দুমাত্র জাপানের ভয়ে ভীত নহে।

সিঙ্গাপুর হইতে একজন রুষের এই নৌবাহিনী দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "আজ বেলা দুইটার সময় সিঙ্গাপুর বন্দর হইতে সাত মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে রুষের নৌবাহিনী দৃষ্টিগোচর হইল। সমস্ত জাহাজ হইতেই ধূম উদ্গীরিত হইতেছে,—সেই ধূম বহু মাইল দূর হইতে দৃষ্টি-গোচর হইতেছে! চারিখানি করিয়া জাহাজ পাশাপাশি চলিয়াছে,—সে এক মহান্ দৃশ্য! সম্মুখে এক খানি ক্রুজার,—ও তিনখানি জাহাজ,—তৎপরে অন্যান্য ক্রুজার, তৎপশ্চাতে কয়লা ও রসদের জাহাজ,—সর্ব্বশেষে ব্যাটেল্‌সিপ গুলি চলিয়াছে! আমি আমার ক্ষুদ্র ষ্টিমারে জাহাজগুলিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের নিকটস্থ হইলাম;—সকল জাহাজের গায়েই বহু সেওলা জমিয়া গিয়াছে! প্রত্যেক জাহাজের ডেকের উপর বহু মণ কয়লা স্থাপিত রহিয়াছে! আমার ন্যায় সিঙ্গাপুরের রুষ

কনসল (প্রতিনিধি) কাগজ পত্র লইয়া যুদ্ধপোতের নিকটস্থ হইলেন; কিন্তু রুষ-যুদ্ধপোত সকল থামিল না;—তাহাদের একখানা টরপেডো বোট নিকটস্থ হইয়া কনসলের নিকট হইতে কাগজ পত্র লইল! কিন্তু কাহাকেই জাহাজে উঠিতে দিল না; জাহাজের কোন সংবাদই কেহ পাইল না;—যুদ্ধপোত সকল চীন-সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। সিঙ্গাপুরের প্রায় সমস্ত লোক এই সকল জাহাজ দেখিবার জন্য কাতাবে কাতারে সমুদ্রতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। শোনা গেল যে রুষ-সেনাগণ সমস্ত দিন তাহাদের কামান সজ্জিত রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। বেলা ৫টার সময় রুষ-যুদ্ধপোত সকল পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিব বহির্ভূত হইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ফরাসী ও ইংরাজ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষ-আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি বড় আইন কানুন মানিতেছিলেন না; তিনি দেশ হইতে দূরে আসিয়া সম্রাটের অমাত্যগণের কথায়ও বড় কাণ দিতেছিলেন না,—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার কোন বিদেশী বন্দরে জাহাজ লইয়া যাইবার অধিকার ছিল না; কিন্তু তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে "আমার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি জার্ম্মাণ বন্দর কাইচোতে উপস্থিত হইব। কে আমায় প্রতিবন্ধক দেয়, তাহা আমি দেখিতে চাহি।

যদি প্রয়োজন হয়,—আমি হংকং বন্দরে যাইব,—এমন কি আমার ইচ্ছা হয়তো আমি ভারতের যে কোন বন্দরে উপস্থিত হইব!" তাঁহার এই লম্বা লম্বা কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে উন্মাদ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না! হংকং দুর্গের কামান সকল এবং প্রাচ্যদেশে ইংরাজের যে অগণিত যুদ্ধপোত আছে, তাহা বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, তাঁহাব এইরূপ উন্মত্ততার জন্য ইংরাজ ও ফবাসীতে যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া উঠিবার উদ্যোগ হইল। এ প্রদেশে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, হলাণ্ড ও আমেরিকার বন্দর ছিল। ইহারা সকলেই এ যুদ্ধে নির্লিপ্ত; সুতবাং ইঁহারা কেহই তাঁহাদেব স্ব স্ব বন্দরে রুষ-জাহাজকে আশ্রয় দিতে অক্ষম। এরূপ করিলে স্পষ্টতঃ রুষকে যুদ্ধে সাহায্য কবা হয়। এ অবস্থায় জাপান যদি সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংবাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তখন ইংবাজেব না বলিবাব উপায় থাকিবে না। ইয়োবোপ ও আমেবিকা এ জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রুষ-আড্‌মিরাল তাঁহাব যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছেন,—কাহারও কথায় কর্ণপাত কবিতেছেন না! ইয়োবোপে যুদ্ধ হয় হউক, তিনি তাহাব জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহেন! এরূপ লোক লইয়া সকলেই বিপদে পড়িলেন। এমন কি রুব-সম্রাট ও তাঁহাব অমাত্যগণও এই রুষ-নৌসেনাপতিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া উঠিলেন,—তিনি তাঁহাদেব কথাতেও কাণ দিতেছেন না।

আমেরিকা নীরব রহিলেন না। তাঁহারা স্পষ্টতঃ রুষকে জানাইলেন যে রুষ-রণতরি যদি তাঁহাদের ফিলিপাইন দ্বীপের কোন বন্দরে প্রবেশ কবে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের উপর গোলা চালাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। হলাণ্ডও এই কথা বলিলেন। জার্ম্মানী বরাবরই প্রায় প্রকাশ্যে রুষেব প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কবিতেছিলেন। কেবল নিতান্ত সভ্যতার খাতিরে বেআইনি করিয়া তাহাদের প্রকাশ্যে সাহায্য

করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদেরও একটা ইয়োরোপীয় যুদ্ধ সংঘটিত করিবার ইচ্ছা ছিল না; বিশেষতঃ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা সহজ কার্য্য নহে। তাঁহারাও রুষ-আড্‌মিরালকে জানাইলেন যে তাঁহাদের রুষের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা বেআইনি করিবেন না;—তাঁহারা তাঁহাদের কাইচো বন্দরে রুষ-জাহাজ প্রবেশ করিতে দিবেন না।

ফরাসীর অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সন্ধিসূত্রে রুষের বন্ধু;—আইন বজায় রাখিয়া তাঁহারা রুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বাধ্য;—কিন্তু তাঁহারাও আইন লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজের সহিত লড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের এ প্রদেশে ইণ্ড-চায়না এক বিস্তৃত রাজ্য। এখানে সাইগন বন্দর তাঁহাদের প্রধান বন্দর। এই বন্দরেই তাঁহাদের এ প্রদেশের যুদ্ধ-পোত সকল আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও বহু বন্দর আছে; সুতরাং রুষ-যুদ্ধপোত এখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের রসদাদি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে। শত্রু-জাহাজও এই সকল বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না;—এমন সুবিধা আর হয় না। রুষ-আড্‌মিরাল তাহা খুব জানিতেন; তাহাই তিনি ফরাসী বন্দরে বিশ্রাম লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা যতদিন না রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী সাইগনে আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তিনি এখানে থাকিয়া রসদাদি সংগ্রহ করিবেন। ফ্রান্স ইহা অনুমান করিয়া রুষ-সম্রাটকে এ কথা জানাইলেন। তিনিও বেআইনি কাজ যাহাতে না হয়, তাহাই করিবেন অঙ্গীকৃত হইলেন; কিন্তু রুষ-নৌসেনাপতি কোন কথাতেই কাণ দিলেন না। তিনি তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া ফরাসী বন্দরে নঙ্গর করিলেন! পূর্ব্বে একখানি রুষ-জাহাজ এই বন্দরে পলাইয়া আসিয়াছিল;—ফরাসী পরে সেই জাহাজ নিরস্ত্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আইনানুসারে রুষের এই সমস্ত যুদ্ধপোতই এই খানে নিরস্ত্র হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রুষ-

নৌসেনাপতিকে নিরস্ত্র করে কে! বরং এখানে ফরাসী রাজকর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়া রসদ প্রভৃতি যোগাইতে লাগিলেন,—সম্পূর্ণ বেআইনি হইতে লাগিল।

জাপান এত দিন নীরব ছিলেন; এখন আর নীরব রহিলেন না। তাঁহারা রুষ ও ফ্রান্সকে জানাইলেন যে যদি রুষ-জাহাজ আইন কানুন না মানে, তাহা হইলে তাঁহারাও আইন কানুন আব মানিবেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহাবা সন্ধিসর্ত্তানুসারে ইংলণ্ডকে সাহায্যেব জন্য আহ্বান করিবেন। যদি ফরাসিগণ প্রকাশ্যভাবে বেআইনি করিয়া রুষের সহায়তা করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে বাধ্য। ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হইল; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ফরাসিগণও এতদিন এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই। এই সময়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্সে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন; তিনি ফরাসী অমাত্যবর্গকে এই ব্যাপাবের গুরুত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল;—তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহারা আইনানুসারে কার্য্য না করিলে, তাঁহাদের ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এ যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাদের জয়াশা নাই! তাঁহারা অচিরে তাঁহাদের ইণ্ড-চায়না রাজ্য হারাইবেন,—অন্যান্য স্থানও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে। জাপান ও ইংলণ্ডের যুদ্ধপোতের জন্য তাঁহারা দেশ হইতে সেনা প্রেরণ করিতে পারিবেন না। খুব সম্ভব তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া, তাঁহাদের চিরশত্রু জার্ম্মানী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। এ অবস্থায় তাঁহারা কোন মতেই রুষের সাহায্য করিতে পারেন না! ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধিলে, খুব সম্ভব সে যুদ্ধ ইয়োরোপব্যাপী হইয়া পড়িবে। এ ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত করিতে কাহারই ইচ্ছা নাই! প্রথম প্রথম ফরাসিগণ বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা রুষের যে টুকু সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা

আইনসঙ্গত কবিতেছেন; ইহাতে জাপানের বিরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের মতের পবিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহাবা দেখিলেন জাপান অতি ভদ্র বটে, কিন্তু দুর্ব্বল নহে। জাপান-সম্রাট এবাব স্পষ্টই বলিলেন যে তাঁহারা আব এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবেন না;—তাঁহাবা ফবাসীকে প্রকাশ্য শত্রু বলিয়া গণনা কবিতে বাধ্য হইবেন ও সন্ধি অনুসারে ইংবাজেব সাহায্য লইবেন। তখন ফবাসিগণ বুঝিলেন যে জাপানের সহিত বাজে কথা চলিবে না; তজ্জন্য তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদেব কর্ম্মচারিদিগকে আজ্ঞা কবিলেন যে তাঁহাবা যেন আব কোন মতে রুষদিগকে সাহায্য না করেন। তাঁহারা রুষ-জাহাজকেও অনতি-বিলম্বে বন্দর ত্যাগ কবিতে অনুবোধ করিলেন। তাঁহাবা এ কথা রুষ-সম্রাটকে অবগত কবায়, তিনিও তাঁহাব আড্মিবালকে ফবাসী বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। তজ্জন্য রুষ-নৌসেনাপতি ২৩শে এপ্রেল তাবিখে তাঁহাব সমস্ত যুদ্ধপোত লইয়া ফবাসী বন্দর ত্যাগ করিলেন।

পৃথিবীব্যাপী একটী মহাসমব ঘটিল না বলিয়া সকলেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। ফবাসীগণ যে আর কোন রূপ বেআইনি কবিলেন না, ইহা দেখিয়া জাপানও আনন্দ প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু রুষ-নৌসেনাপতি সহজ পাত্র নহেন; তিনি পব দিন আবাব ফিরিয়া আসিয়া ফরাসী বন্দরে তাঁহার অগণিত জাহাজ নঙ্গর কবিলেন। আবাব মহা গোল উঠিল! নানা গোলযোগের পর ফ্রান্স এই আপদকে ২৬ শে এপ্রেল দূব করিতে সক্ষম হইলেন; কিন্তু রুষ-আড্মিরাল তবুও সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সেব স্কন্ধ হইতে নামিলেন না। তিনি আব একটা ফবাসী বন্দরে আশ্রয় লইলেন। আবার লেখালিখি চলিতে লাগিল। অনেক কষ্টে রুষকে ৯ই মে তারিখে এ বন্দর হইতেও বিদায় দিলেন;—কিন্তু এখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না,—পর দিন রুষ-জা

ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে রুষেব তৃতীয় নৌবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল;—তখন উভয় দল একত্র হইয়া ১৪ই মে তারিখে ফরাসী বাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীন-সাগরের দিকে চলিল।

এত দিনে ফ্রান্সেব বিপদ ঘুচিল। তাঁহাবা রুষকে স্পষ্টই বলিলেন যে তাহারা কিছুতেই এ যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না;—তবে রুষকে প্রতিবন্ধক দিবার উপযুক্ত যুদ্ধপোত বা সেনা ইণ্ড-চায়নায় নাই,—এজন্য তাঁহাদেব বন্দবে আসিয়া জাপানিগণ যদি রুষ-জাহাজ আক্রমণ কবেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে আপত্তি করিবেন না। এই দৃঢ় কথাতেই রুষ-আড্‌মিবাল ফবাসী রাজ্য ত্যাগ কবিতে বাধ্য হইলেন; নতুবা আরও কতদূব এ ব্যাপাব গড়াইত তাহা বলা যায় না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের রাষ্ট্র-বিপ্লব।

আমরা পূর্ব্বে রুষ-বাজধানীতে যে ভয়াবহ বক্তপাত হইয়াছিল, তাহাব উল্লেখ কবিয়াছি। এই বক্তপাত যে কেবল রাজধানীতে হইয়াছিল তাহা নহে, রুষ-সাম্রাজ্যেব নানা স্থলে এইরূপ বক্তপাত ঘটিতেছিল। একদিকে রুষ-গভর্ণমেণ্ট যতই কঠোর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তন করিতেছেন, অপর দিকে তেমনই রুষগণ আবও ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। তাহাবা আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজকর্ম্মচাবিগণের ও পুলিসেব দাসানুদাস হইয়া থাকিতে

চাহে না,—তাহারা স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহারা পার্লিয়ামেণ্ট-সভা গঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; কিন্তু সম্রাট্ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। তাঁহার সৈন্যগণ স্বজাতির উপর গুলি চালাইয়া রুষ-রাজ্য নর-শোণিতে প্লাবিত করিতেছে। পৃথিবী সুদ্ধ লোক ইহার জন্য রুষ-সম্রাট্কে যথোচিত গালি দিতেছেন, কিন্তু তিনি এতই দুর্ব্বল-চিত্ত যে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে যেমন নাচাইতেছেন, তিনি সেইরূপই নাচিতেছেন; প্রজার চক্ষের জলের উপর একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না।

রুষের নানা স্থানে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, এক জন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন,—"রুষ-অশ্বারোহিগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে ভিড়ের ভিতর অশ্ব ছুটাইয়া দিতেছে;—তাহাদের তরবারি দক্ষিণে ও বামে পড়িতেছে। রুষ-পদাতিকগণ মধ্যে মধ্যে গুলি চালাইতেছে। ভাল মন্দ দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই রক্তে রাজপথ সকল লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। চারিদিকেই লোমহর্ষণ ব্যাপার! দিনের বেলায় দুর্বৃত্তগণ দোকান লুঠ করিতেছে। রাজ-সেনাগণও লুট আরম্ভ করিল। রাজপথে তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়া তাহার নিকট কোন অস্ত্রাদি আছে কিনা দেখিতে আরম্ভ করিল। যাহার কাছে কিছু দেখিতে পাইল না, তাহাকেও তাহারা ছাড়িল না। তাহার বাড়ীতে কিছু আছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তাহার সঙ্গে দশ বিশ জন সেনা চলিল। তখন তাহারা সেই বাড়ীতে যাহা পাইল, সমস্ত লুঠিয়া লইয়া আসিল।"

নগরে নগরে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। প্রত্যেক স্থানে রুষে ও রুষ-সেনায় প্রকাশ্য যুদ্ধ চলিতেছে। রুষগণের রক্তে রুষ-সাম্রাজ্য কর্দ্দমাক্ত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে প্রজা-শক্তি দুর্ব্বল না হইয়া ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বল-প্রয়োগে কাহাকেই কখনও বশে রাখিতে পারা যায় না; রুষ-সম্রাটও ক্রমে তাহাই বুঝিতেছিলেন। তাঁহার প্রজাগণ একরূপ

প্রকাশ্যভাবেই তাঁহাব বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে! তিনি তখনও তাঁহাব অমাত্যবর্গের পরামর্শে প্রজাগণেব আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। সম্রাটের খুল্লতাত গ্রাণ্ডডিউক সার্জ সম্রাটকে কিছুতেই প্রজাগণেব কথা শুনিতে দিলেন না। তাঁহাব প্রতি প্রজাগণেব বিশেষ আক্রোশ জন্মিল। তিনি মাস্কো নগবেব গভর্ণর-জেনাবেল ছিলেন। তাঁহাব কঠোর শাসনে মাস্কোবাসিগণ তাঁহাব উপব হাড়ে চটা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর উপব তাহাদের প্রগাঢ ভক্তি ছিল। ইনি রুষ-সম্রাজ্ঞীব সহোদবা ভগিনী,—সুতবাং তিনি আমাদেব প্রাতঃস্মবণীয়া মহারাণী ভিক্টোবিযাব তৃতীয় কন্যাব দুহিতা।

সহসা এক ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হইযা গেল! ডিউক সার্জকে একজন রুষ বোমা দ্বাবা হত্যা কবিল। সম্রাটেব নিম্নেই,—সম্রাটেব উপব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—ডিউক সার্জেব মান্য ও ক্ষমতা ছিল। রুষ-বাজ্যে তাঁহাব ন্যায় প্রতাপ আর কাহাবই ছিল না। তিনিই সম্রাটকে রাজ-ক্ষমতা তিল পবিমাণও পরিত্যাগ করিতে দিতে ছিলেন না। তাঁহাবই প্রবোচনায় রুষ-প্রজাগণেব রক্তে রুষ-সাম্রাজ্য প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। সহসা সেই ডিউক সার্জ হত হইয়াছেন শুনিয়া যে জগৎ বিস্মিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি। কিন্তু রুষগণ তাঁহাব মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইল না।

১৭ই ফেব্রুয়াবি বেলা ৩টাব সময় গ্রাণ্ডডিউক সার্জ তাঁহাব প্রাসাদ হইতে সহবে গমন কবিতেছিলেন। তাঁহার গাড়ী প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া বারুদখানাব পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। দুই জন ছদ্মবেশী পুলিস তাঁহাব গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানা শ্লেজ-গাড়ীতে চলিয়াছে। পথে আর গাড়ী, ঘোড়া বা লোক নাই। কেবল একজন প্রহবী বারুদখানার সম্মুখে পদচারণ ——— একটী বৃদ্ধা ও একজন ভদ্রলোক অপর দিক্ দিয়া বারুদখানাব দিকে আসিতেছে। সহসা এই লোকটী দ্রুতপদে গাড়ীর

নিকটস্থ হইয়া একটা বোমা নিক্ষেপ কবিল;—তাহাব পব এক ভয়াবহ ব্যাপাব সংঘটিত হইল! এক ভীষণ শব্দে চাবিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। নিকটস্থ সমস্ত বাড়ীর কাচেব জানালা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। গাড়ীর চাবি খানি চাকা ব্যতীত আর কিছুই বহিল না। গ্রাণ্ডডিউক সার্জের মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! তাঁহার মস্তক-শূন্য দেহ হইতে একখানা হস্ত ও একখানা পা ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িয়াছে!

এই লোমহর্ষণ ঘটনাব সংবাদ পাইয়া চাবিদিক হইতে লোক তথায় ছুটিয়া আসিল। গ্রাণ্ডডিউকেব স্ত্রী নিকটস্থ প্রাসাদে ছিলেন; তিনিও এই ভীষণ সংবাদ পাইয়া টুপিশূন্য মস্তকে অতি ব্যাকুল ভাবে তথায় ছুটিযা আসিলেন। স্বামীব অবস্থা দেখিয়া তাঁহাব মনে সে সময়ে কি ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

এদিকে যে এই ভযাবহ কাণ্ড করিয়াছিল, সে পলাইতে পাবিল না। এই বোমাতে তাহাবও হাত ও মুখ আহত হইয়াছিল,—তাহাব হাত ও মুখ দিয়া ঝব ঝব কবিয়া বক্ত পতিত হইতেছিল। পুলিস তাহাকে ধবিয়া ফেলিল। সে তখন তাহাব পকেট হইতে একটা পিস্তল টানিয়া বাহিব কবিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু পুলিস তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইল। সে চীৎকার কবিয়া বলিতে লাগিল, "স্বাধীনতাব জয় হউক। অত্যাচাবী পাষণ্ডগণের মৃত্যু ঘটুক!" বলা বাহুল্য, যথা সময়ে ইহাব মৃত্যু দণ্ড হইল।

এই ব্যাপাবে রাজ-পরিবাবের মধ্যে একটা মহা আতঙ্ক উত্থিত হইল। সম্রাটের প্রাসাদের প্রহবী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। সকলেই প্রাণের ভয়ে ভীত,—কে কবে অত্যাচারীর হস্তে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সকলেই বলিতে লাগিল, এবার সম্রাটেব পালা,—কিন্তু তিনি অতি সৎসাহস প্রকাশ কবিয়া অবিচলিত রহিলেন। প্রকাশ্যে কেহ কখনও তাঁহাকে ভয় প্রকাশ করিতে দেখিতে পাইল না। সকলে

ভাবিয়াছিলেন যে সম্রাট্ এই ঘটনার পর আরও কঠোর হইবেন,—প্রজাগণের উপর আরও কঠোরতর নিয়ম সকল প্রচারিত করিবেন,—সুখের বিষয় তিনি তাহা করিলেন না;—করিলে হয় তো তাঁহার প্রজাগণ আর সহ্য করিত না; সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিত; সেই মহা-ঝটিকায় তাঁহার পিতৃপুরুষের সিংহাসন কোথায় উড়িয়া যাইত তাহার স্থিরতা থাকিত না।

এখনও মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতেছে। এই সময়ে রাজধানীর সমস্ত কলেজ-যুবকগণ একত্রিত হইয়া এক মহাসভা আহুত করিলেন। রুষ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই সভায় অনেক বক্তৃতা হইল। গভর্ণমেণ্ট যদি প্রজাগণের স্বাধীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য কিছু না করেন, তাহা হইলে স্থির হইল যে প্রজাগণ নিজেরাই ইহার ব্যবস্থা করিবে,—আর গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিবে না। কেবল ইহাই নহে, রুষিয়ার প্রান্ত ভাগে ককেসাস্ প্রদেশ; ইহাও রুষ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ;—কিন্তু সহসা এই প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রুষ-সেনাগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না,—তাহারা রেল ও টেলিগ্রাফ ভাঙ্গিয়া ফেলিল;—এই প্রদেশের রাজধানী বাটুম সহরে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। বাহিরে দূর মাঞ্চুরিয়ায় রুষকে ঘোর যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এদিকে দেশে এইরূপ মহা গোলযোগ। এই গোলযোগের মধ্যেও সম্রাট সহসা এক বিজ্ঞাপনী প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে তিনিই রুষ-সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি; তাঁহার কথাই আইন,—তাঁহার ক্ষমতাই একমাত্র ক্ষমতা,—প্রজাগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সিংহাসনের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইবে, ইহাই তিনি আশা করেন। ইহাতে প্রজাদিগের আবেদনের, অধিকারের, স্বাধীনতার কোন কথা নাই। সম্রাট তাঁহার আত্মীয় স্বজনের পরামর্শতেই এই বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়াছিলেন,—তাঁহার অমাত্যগণ ইহার কিছুই

জানিতেন না। তজ্জন্য তাঁহারা ছুটিয়া বাজধানীতে উপস্থিত হইলেন;—সম্রাটকে বিনয় সহকাবে বলিলেন যে প্রজাগণেব মনের এ অবস্থায় এরূপ বিজ্ঞাপনী দেখিলে, তাহাবা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিবে,—আর কিছুতেই বাষ্ট্র-বিপ্লব বন্ধ করিতে পাবা যাইবে না; তথন যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। এখন প্রজাগণকে ঠাণ্ডা কবা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের পরামর্শে সম্রাট সেই দিন আবার আব এক বিজ্ঞাপনী প্রচাব করিলেন, তাহাতে লিখিলেন ঃ—"আমাব ইচ্ছা যে আমি প্রজাগণেব সহিত এক মত হইয়া তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি কবি। আমাদেব পিতৃভূমির গৌবব শত গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং দেশেও শান্তি স্থাপিত হউক। এই উদ্দেশ্যে আমি শীঘ্রই প্রজাগণেব মনোনীত বিশ্বস্ত বিচক্ষণ প্রতিনিধিগণেব সহিত পবামর্শ কবিয়া রুষেব সমস্ত আইন কানুন প্রস্তুত কবিবাব জন্য এক বৃহৎ সমিতি আহ্বান কবিব।"

দুই বিজ্ঞাপনী একত্রে বাহিব হওয়ায় প্রজাগণ কিছুই স্থিব কবিতে পাবিল না। তাহাদেব মন সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল। পল্লিগ্রামে এই বিজ্ঞাপনীতে হিতে বিপবীত ঘটিল। রুষ-কৃষকগণ অতি সবলচিত্ত লোক,—সম্রাটেব উপব তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; তাঁহাকে তাহাবা তাহাদেব ঈশ্বব প্রেবিত শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কবিত। সম্রাটের উপব তাহাদের কিছুমাত্র বাগ ছিল না। তাহাদেব রাগ অত্যাচাবী জমিদাবদিগেব উপর,—তাহাদেব বাগ রুষ-বাজকর্ম্মচাবিগণেব উপর,—তজ্জন্য তাহারা সম্রাটেব প্রথম বিজ্ঞাপনী পাইয়া মনে কবিল যে সম্রাট এই সকল দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা কবিবাব জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় প্রজাগণকে তাঁহাব সিংহাসনেব সাহায্যে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন! এই দুর্ব্বৃত্তগণই অনর্থক জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দেশে ক্রন্দনেব রোল তুলিয়াছে! ইহাবাই দেশে মহামারী, মড়ক ও দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে,—ইহাদিগকে ধ্বংস কবিবাব জন্যই সম্রাট

তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাহারা প্রবল পরাক্রমে সর্ব্বত্র জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিল। এই ভীষণ ব্যাপারে অনেক জমিদার ও রাজকর্ম্মচারীকে প্রাণ হারাইতে হইল। কৃষকগণ অনেক জমিদার ও বড় লোকের বাড়ীঘর, কারখানা ইত্যাদি আগুন দিয়া পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিল। তাহারা চারিদিকে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। পুলিশ বা সেনাগণ তাহাদের কোনই প্রতিবন্ধক দিতে পারিল না।

ইহার উপর যে সকল সেনা দূর মাঞ্চুরিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া হাট বাজার লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহারা মদের দোকান লুটিয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পাশবাচার আরম্ভ করিল। রুষের চারিদিকেই ঘোর অরাজকতা ঘটিল। অন্য রাজ্য হইলে এই মহাব্যাপারে রাজ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত; কিন্তু রুষ-রাজ্য সেরূপ নহে। তজ্জন্য এই মহাবিপ্লবেও রুষ-রাজ্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। দূর মাঞ্চুরিয়ায়ও ভীষণ যুদ্ধ চলিল! অন্য আর কোন রাজ্যই এ অবস্থায় এরূপ যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন না।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হিকোতাই যুদ্ধের পরে।

হিকোতাই যুদ্ধে সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ পরাজিত হওয়ায়, রুষের লিও-যাং পুনরাধিকারের আশা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইল। এখন তাঁহারা মুক্‌ডেনে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহারা বেশ বুঝি-লেন যে জাপানিগণ তাঁহাদিগকে এই সহরে আক্রমণ করিয়া এ যুদ্ধের অবসান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। এই জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের

প্রথম-দুই সপ্তাহ তাঁহারা মুকৃডেন সহর বিশেষরূপে সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় হতাশে পূর্ণ হইয়া গেল। রুষগণ পুনঃ পুনঃ তাহাদের সেনাপতিগণের নিকট শুনিল যে জাপানিগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাহিরে সমতলক্ষেত্রে আসিলেই তাহারা রুষ কর্তৃক সমূলে নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু জাপগণ মুকৃডেনের সম্মুখস্থ সমতল ভূমিতে আসিয়াও সাহো নদীর তীরে রুষগণকে পরাভূত করিয়া নদীর অপর পারে দূর করিয়া দিল। রুষ-প্রধানগণ বলিতে লাগিলেন যে ক্ষুদ্র মুকাকিগণ (কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত বামনগণ অর্থাৎ জাপানিগণ) কখনই এ প্রদেশের ভীষণ শীত সহ্য করিতে পারিবে না। তাহারা শীতের প্রকোপেই মারা যাইবে। তখন রুষগণ যথাভিরুচি তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন; কিন্তু হিকোতাই যুদ্ধে তাহারা ভীষণ শীতেও যুদ্ধ করিয়া রুষগণকে পদদলিত করিল। এখন তাহারা আবার তাহাদিগকে মুকৃডেনে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সমস্ত রুষ-সেনাগণ যে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি। বিশেষতঃ এই সময়ে রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন আবার তাঁহার বাসস্থান তাঁহার সেই বিখ্যাত রেলগাড়ীতে স্থাপিত করায়, সকলেই বুঝিল যে রুষের জয়াশা কিছুমাত্র নাই; সেনাপতি এখন হইতেই মুকৃডেন সহর পরিত্যাগের আয়োজন করিতেছেন।

যাহা হউক, এই হতাশ্বাস সত্বেও মুকৃডেনে রুষের বল অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রায় চারি লক্ষের অধিক সেনা ও এক হাজারের অধিক কামান রুষ-সেনাপতির অধীনে আছে। এখনও ধারাবাহিক রূপে রুষিয়া হইতে সেনা ও যুদ্ধোপকরণ সকল আসিতেছে। তাঁহাদের রসদের অভাব নাই,--তাঁহারা চীনের নির্লিপ্ততা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের রেল-লাইন দিয়া চীনদেশ হইতে বহু রসদ আনয়ন করিতেছেন। তাহাদের জেনতাইস্থিত কয়লার খনি সকল শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে সত্য,

কিন্তু তাঁহারা ফুসান নামক স্থানেব কয়লার খনি পর্য্যন্ত একটা বেল-লাইন তাড়াতাড়ি নির্ম্মাণ কবিয়াছেন, সুতবাং কয়লা সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোন অভাব নাই। এতদ্ব্যতীত মুকডেনেব চারিদিক তাঁহারা এত দুর্ভেদ্য কবিয়াছেন যে প্রতিপদে জাপানিগণকে ভীষণ যুদ্ধ কবিয়া তাহা দখল কবিতে হইবে। হয়তো তাঁহাবা সহস্র চেষ্টাতেও রুষদিগকে কোনরূপে পবাজিত কবিতে পাবিবেন না।

গ্রিপেনবর্গ পদত্যাগ কবিয়া যাওয়ায় রুষ-সেনাপতিগণেব মধ্যেও অনেক পবিবর্ত্তন ঘটিযাছে। সেনাপতি লিনিভিচ রুষেব এক নম্বব সেনাদলেব অধিপতি আছেন। সেনাপতি কুলবার্স গ্রিপেনবর্গেব স্থলে দুই নম্বর সেনা দলের নেতা হইয়াছেন। তাঁহাব স্থলে তিন নম্বর সেনাদলেব কর্ত্তা হইয়াছেন সেনাপতি বিল্‌ডাবলিং। রুষেব এই তিন দল সেনায় তিন লক্ষ আটশত পদাতিক, ৩৪ হাজাব গোলন্দাজ, ১৩৬৮ টা কামান ও ২৬৭০০ অশ্বাবোহী; মোট ৩৬১৫০০ সেনা ছিল। এই অগণিত সেনা সংখ্যা আবাব প্রত্যহ রুষিযা হইতে আগত নূতন সেনায দিন দিন আবও অধিকতব হইতেছিল। এই তিন দল সেনাব মধ্যে কুলবার্স রুষেব দক্ষিণ দিক, বিল্‌ডাবলিং মধ্যভাগ ও লিনিভিচ বাম দিক বক্ষা কবিতেছিলেন।

জাপানিগণও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। তাঁহাবা এই যুদ্ধে যে অপূর্ব্ব বিচক্ষণতা দেখাইলেন, তাহা আব কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই। যুদ্ধ একরূপ ভীষণ খেলা মাত্র। এই খেলায় সেনাপতি ওয়ামা ও কোদামা যে সুকৌশলে রুষগণেব চক্ষে ধুলি প্রদান কবিলেন,—যেরূপে তাঁহাদেব সেনাসজ্জা কবিলেন, তেমন আব কোন যুদ্ধে দেখা যায় নাই। ফেব্রুয়ারি মাসেব প্রথম দুই সপ্তাহ তাঁহাবা মুক্‌ডেন আক্রমণের জন্য দিন বাত্রি পবিশ্রম কবিয়া আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাদেব রসদ ও যুদ্ধোপকরণের অভাব নাই। প্রত্যহ ১০।১২ খানি গাড়ী ডাল্‌নি হইতে যথা নিয়মে সাহো তীরে আসিতেছে। সেনাপতি নগি পোর্টআর্থাব জয় করিয়া তাঁহার ৬০।৭০

হাজার সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে,—বহু দিন পূর্ব্ব হইতে জাপানের পাঁচ নম্বর সেনাদল সেনাপতি কায়ামুরার অধীনে জাপান হইতে জুলু নদীর তীরে আসিয়াছে। সেনাপতি কায়ামুরা কোথায় কি উদ্দেশে এই ৬০।৭০ হাজার সেনা লইয়া যাইতেছেন, তাহা জাপানিগণ কিছুতেই প্রকাশ করেন নাই। তাহারা জুলু নদীর তীরে আসিয়া নদী পার হইয়াছে ;—তাহার পর কয়েক মাইল নদীর তীরে তীরে গিয়া অবশেষে গভীর পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। রুষগণ কায়ামুরার কথা একেবারেই অবগত হইতে পারে নাই।

এক্ষণে জাপানের পাঁচ দল সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে। অতি পূর্ব্ব ভাগে পার্ব্বত্য প্রদেশে কাযামুরা অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার পরেই কুরোকি সদলে আছেন। তাহার পরে নজু,—নজুর পরে অকু। এক্ষণে ওকুর পরে নগি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন দলে কত সেনা আছে, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই ; তবে সকল দল মিলিয়া যে তাঁহাদের চারি লক্ষ সেনা ও ৬ হাজারের উপর কামান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষে আট লক্ষ সেনা পরস্পর পরস্পরের রক্ত পানের জন্য ব্যগ্র। বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন একটী যুদ্ধে এত সেনার সম্মিলন ঘটে নাই।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ যে কেবল আয়োজন হইতেছিল, তাহা নহে ; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও চলিতেছিল। তবে এই সময়ে উভয় পক্ষের অশ্বারোহিগণই শত্রুগণকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি রুষগণ তাহাদের ১৫ হাজার অশ্বারোহী, ৫০০ পদাতিক ও কুড়িটা কামান জাপানিগণের পশ্চাৎ দিকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা লিওযাংয়ের উত্তর পশ্চিমে কেবলমাত্র ১৫ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল! জাপগণ নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। ওকু তাঁহার সেনাদল হইতে বহু সেনা এই উদ্ধত রুষ-অশ্বারোহিগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন ; সুতরাং

রুষগণ আব অগ্রসব হইতে পারিল না,—কোন গতিকে প্রাণ লইয়া সদলে ফিরিল। পূর্ব্বে রুষ-কসাকগণের ঘোড়া জাপ-অশ্বারোহিগণেব ঘোড়া হইতে বৃহদাকার ও বলবান ছিল; তজ্জন্য জাপ-অশ্বাবোহিগণ কসাক-দিগেব সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রুষেব পূর্ব্বকার অশ্ব সকল আব নাই,—অনেক মবিয়া গিয়াছে। এখন তাহাবা বাধ্য হইয়া চীনে ঘোড়া কিনিয়াছে। এই সকল ঘোড়া দুর্ব্বল ও আকাবে ছোট। অন্য দিকে জাপগণ অষ্ট্রেলিয়া হইতে বহু বলবান অশ্ব সংগ্রহ কবি-য়াছেন; সুতবাং এখন আব কসাকগণ জাপ-অশ্বাবোহীব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পাবিতেছে না! ১৭ই ফেব্রুয়ারী রুষ-কসাকগণ জাপহস্তে বিধ্বস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইল।

জাপগণও যে তাঁহাদেব অশ্বাবোহিগণকে শত্রুব পশ্চাতে প্রেরণ কবিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত কবিতেছিলেন না, এমন নহে। তাঁহাবাও এই সময়ে একদল অশ্বাবোহী শত্রুব পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন। যাহাবা স্বইচ্ছায় এই মৃত্যুমুখে যাইতে প্রস্তুত হইল, কেবল তাহাবাই প্রেবিত হইল। ইহাকে "কেসিতাই" গমন বলে; কারণ এরূপ যুদ্ধ গমন কবিলে প্রত্যাগমনেব আশা অতি অল্প। এই সেনাদলে কত অশ্বাবোহী গমন করিল, তাহাও জাপানিগণ কখনও প্রকাশ করেন নাই। তবে সম্ভব মত এই দলে দুই শতের অধিক অশ্বারোহী ছিল না। ইহারা মুক্‌ডেনেব পশ্চাতে গিয়া মুক্‌ডেন হইতে হারবিন পর্য্যন্ত যে বেলপথ আছে, তাহাই নষ্ট করিয়া দিবে;—এই হুকুম লইয়া ইহারা ৯ই জানুয়ারি হিকোতাই হইতে অভিযান কবিল। ইহাদের নেতা হইলেন মেজব নাগানুমা!

এই সমযে রুষ-সেনাপতি মিস্‌চেনকো যে তাঁহার অগণিত কসাক লইয়া পুরাতন নিউচেংয়ের দিকে যাইতেছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলি-য়াছি। মেজর নাগানুমা ইহাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন,—কিন্তু তিনি রুষদিগের সম্মুখীন হইলেন না;—তিনি মুক্‌ডেনের ১৬০ মাইল পশ্চাতস্থ

বেলেব বৃহৎ পোল নষ্ট করিবাব অভিপ্রায়ে সেই দিকে চলিলেন। এই সকল জাপ-অশ্বারোহীব সহিত বসদবাহিদিগের দল নাই। প্রত্যেক সেনা তাহাব থলিতে সাত দিনেব আহাবোপযোগী সিদ্ধ চাউল লইয়াছে। অন্য আহাব তাহাদিগকে পথে যে কোন উপায়ে সংগ্রহ কবিয়া লইতে হইবে! এইতো আহাবেব ব্যবস্থা,—তাহাব উপব এ প্রদেশে এখনও যে ভীষণ শীত আছে, সে শীতের বর্ণনা কবা যায় না। তবল পদার্থ মাত্রই জমিয়া লৌহেব মত হইযাছে। চাবিদিক ববফে শ্বেতমূর্ত্তি ধাবণ কবিয়াছে!

হিকোতাই হইতে এই বেলেব পোল প্রায় ৩০০ মাইল দূবে অবস্থিত। জাপগণ রুষেব ভয়ে দিনে এক পাও নড়িতে পাবিতেছে না;—তাহাদিগকে বাত্রিব অন্ধকারে অগ্রসব হইতে হইতেছে। তাহাবা কিরূপ সমূহ বিপদে অগ্রসব হইতেছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি কবা যায়। ১১ই ফেব্রুয়াবি তাহাবা এই বেলেব পোলেব নিকট আসিয়া তাহা ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিল,—তখন আর লুকাইয়া থাকা চলে না। চাবিদিক হইতে রুষ-কসাকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ কবিতে ছুটিল। ১৪ই ফেব্রুয়াবি বহু কসাক দুইটা কামান সহ তাহাদিগকে আক্রমণ কবিল;—কিন্তু বীব নাগাসুমা তাহাদিগকে পবাজিত কবিয়া তাহাদেব একটা কামান কাড়িয়া লইয়া স্বদলে মিলিত হইবাব জন্য ধাবিত হইলেন।

জাপ-সেনাপতি কেবল পোল উড়াইয়া দিবাব জন্য তাঁহাব অশ্বারোহী প্রেবণ কবেন নাই। তাঁহার আরও এক মহা উদ্দেশ্য ছিল। রুষগণ তাঁহাব সেনাব সম্মুখে সুদৃঢ় প্রাচীবেব ন্যায় বহুদুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবস্থান কবিতেছে;—এমন স্থান নাই যে যেখানে ভীষণ যুদ্ধ না করিয়া অগ্রসব হইতে পারা যায়। একটু সামান্য মাত্র স্থানও ফাঁক নাই। জাপ-অশ্বারোহী রেলপোল ভাঙ্গিয়া দিলে রুষগণ ভাবিল যে জাপগণেব বহু অশ্বারোহী সেই দিকে গমন করিয়া তাহাদের হাববিনে যাইবাব পথবোধ করিতেছে;—তজ্জন্য তাহারা অসংখ্য কসাক-অশ্বারোহী সেই দিকে প্রেরণ

করিল। জাপ-সেনাপতি রুষেব চক্ষে এই ধুলি নিক্ষেপেব জন্যই প্রধানতঃ মেজব নাগানুমাকে পাঠাইয়াছিলেন। রুষ-সেনাপতি যে ভুল করিবেন, তাঁহাবা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভুলই করিলেন; তাঁহারা জাপগণেব সম্মুখ হইতে অনেক সেনা পশ্চাতে পাঠাইলেন,—এক স্থান সম্পূর্ণ রুষ-সেনা শূন্য হইল। এই ঘটনাব দশ দিন পবে জাপ-সেনা এই স্থান দিয়া অবাধে মুকৃডেন আক্রমণে চলিল।

১৩ই মার্চ্চ ৬৩ দিন পরে মেজব নাগানুমা স্বকার্য্য উদ্ধার কবিয়া সদলে জাপ-শিবিবে উপনীত হইলেন। সেনাপতি ওয়ামা অতি সমাদবে তাঁহাকে ও তাঁহাব বীব সেনাগণেব অভ্যর্থনা কবিলেন। তিনি অতি সমাবোহে "কুন্‌জো" নামক জাপানেব প্রশংসা পত্র সকলকে প্রদান করিলেন। মেজব নাগানুমা এই ঘটনাব দুই দিবস পবে তাঁহাব পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমবা তাহাবই অনুবাদ নিম্নে দিতেছি ঃ—

"মুকৃডেনেব যুদ্ধে আমি কিছু না কিছু করিবাব জন্য সর্ব্বদাই অতিশয ব্যগ্র ছিলাম;—সৌভাগ্যক্রমে আমাব ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। ডিসে-ম্ববেব শেষে আমি একদল সেনা লইয়া মুকৃডেনেব পশ্চাৎ দিকে যাইবাব জন্য আজ্ঞা পাইলাম। যাহারা দেশেব জন্য অবাধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমি সেইরূপ সেনা সঙ্গে লইলাম। তৎপরে মুকৃডেনেব পশ্চাতে শত্রুপুবীব মধ্যে বহুদুব গিয়া আমবা সিন্‌কাই নদীব উপবস্থ রুষের রেলেব পোল উড়াইয়া দিলাম। ১৪ই ফেব্রুয়াবি রাত্রে শত্রুগণ দুইটা কামান লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ কবিল। তাহাদের সংখ্যা আমাদেব দ্বিগুণ ছিল,—কিন্তু তবুও আমবা তাহাদিগকে পবাজিত কবিয়া তাহাদেব একটা কামান কাড়িয়া লইলাম। ইহাতে শত্রুগণ বড়ই ভীত হইয়া পড়িল;—তাহাদেব পশ্চাতস্থ বেল নষ্ট হইলে তাহাদের সমূহ সর্ব্বনাশ;—এ কাবণ আমবা অনেক সেনা এদিকে পাঠাইয়াছি ভাবিয়া তাহারা অগণিত সেনা মুকৃডেনের সম্মুখ হইতে অপসাবিত করিয়া এই

দিকে পাঠাইল। ইহাতেই আমাদেব মুক্‌ডেন যুদ্ধ জয়েব পথ সুলভ হইয়া আসিল। আমি ৬০ দিন এইরূপ শত্রুপুবে ঘুবিয়া, ১৩ই তাবিখে সেনাপতি ওয়ামাব সম্মুখে সদলে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদেব অতিশয় সমাদবে অভ্যর্থনা কবিলেন ও "কুন্‌জো" প্রশংসাপত্র আমাব হস্তে প্রদান কবিলেন। আমি তাহার কাপি আপনাকে পাঠাইতেছি। ইহা লাভে আমি যে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা দেখিযা আপনি যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন, তাহাই আপনাব দর্শনার্থে পাঠাইতেছি। এই ৬০ দিন আমবা কেবল ভুট্টা খাইয়া ভীষণ শীতে বাস কবিয়াছিলাম ;—কিন্তু ইহাতে আমাব শাবীবিক অসুস্থতা কিছু মাত্র হয় নাই! আব এইরূপ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও আমি বিন্দু মাত্র আহত হই নাই। বলা বাহুল্য যে ভগবান প্রতিপদেই আমাদেব প্রতি সদয় ছিলেন।"

কুন্‌জো প্রশংসাপত্রের অনুবাদ।

"—সংখ্যক অশ্বাবোহী মেজব নাগানুমা হিডেবুমিব অধীনে ১১ই ফেব্রুয়াবি তারিখে সিন্‌কাই নদীব উপবস্থ শত্রুদিগেব বেলপথ উড়াইয়া দিযা তাহাদেব পশ্চাতে যাইবাব পথ অন্ততঃ কিয়দ্দিনেব জন্য বন্ধ কবিয়া শিবিবে প্রত্যাগত হইয়াছে! এতদ্ব্যতীত ইহাদেব দ্বাবা শত্রুগণ ভীত হইয়া তাহাদেব বহু সংখ্যক সেনা আমাদেব সম্মুখ হইতে অপসাবিত করিয়া পশ্চাৎ দিকে লইয়া গিয়াছে। আমাব মতে এ কার্য্য অতিশয় প্রশংসাযোগ্য,—তজ্জন্য আমি মেজর নাগানুমাকে তাঁহার বীবত্বেব জন্য 'কুন্‌জো' প্রদান করিতেছি।"

আমবা এই ঘটনা সম্বন্ধে আব একখানা পত্র উদ্ধৃত করিব। মেজব নাগানুমাব অধীনে দুইজন কাপ্তেন গিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন কাপ্তেন নাকায়া কসার্কের সহিত যুদ্ধে বীর শয়ানে শায়িত হইয়াছিলেন। অপব

কাপ্তেন আসানো তাঁহাব পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ দিতেছি। কাপ্তেন আসানো তাঁহাব আসল নাম সাক্ষব কবিয়া তাঁহাব বালক কালের নামও সাক্ষব কবিয়াছিলেন। জাপানী বীরগণের পিতৃ-মাতৃভক্তিও অসামান্য।

"আজ দশটাব সময় ৭৫ জন অশ্বারোহী সহ আমবা শত্রুর পশ্চাৎ দিকে যাইবাব জন্য যাত্রা কবিব। আমবা তথায় গিযা শত্রুগণেব সমস্ত সংবাদ লইব,—তাহাদেব বেল নষ্ট কবিব ও আবও নানা প্রকাবে তাহা-দিগকে ব্যতিব্যস্ত কবিযা তুলিব,—ইহাই আমাদেব উপব হুকুম। খুব সম্ভব আজ হইতে ৬০।৭০ দিন আপনি আমাব আব কোন সংবাদ পাইবেন না। আমবা রুষদিগেব বহু পশ্চাতে যাইব স্থিব কবিয়াছি। আমবা আমাদেব ভবিষ্যৎ সাথাদেবের (একটী জাপানী দেবতাব নাম) হস্তে ন্যস্ত কবিতেছি। হাজাব হাজাব বৎসর ব্যাপিয়া আমাদেব জন্মভূমি হইতে যে অগণিত উপকাব লাভ কবিযাছি, আমবা আজ তাহাব একটু সামান্য মাত্র প্রতিদান কবিতে সক্ষম হইব। আপনার গুণহীন পুত্রেব এ সময়ে আব কোন চিন্তা নাই! সে পবমানন্দে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন কবিতে যাইতেছে! আমাদেব বহুদূব যাইতে হইবে,—বিপদও অনেক আছে। কিন্তু আমি নগণ্য হইলেও আমাদেব সঙ্গে যে সকল বীবসেনা যাইতেছে, তাহাতে আমাব বিশ্বাস যে আমবা জয় জয় শব্দে প্রত্যাবৃত্ত হইব। আপনি আমাব জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি শপথ কবিয়া বলিতেছি যে আমি প্রাণ থাকিতে কখনই আপনাব নামে ও আমাদের বংশের নামে কলঙ্ক আরোপিত কবিব না।

আপনার প্রণতঃ—

রিকিতাবো,—আপনার হাটুর উপর ক্রীড়নশীল শিশু।

ইহাপেক্ষা এ সংসাবে আর কিছু কি অধিকতব সুন্দর আছে! এক দিকে অসীম স্বদেশ-প্রেম,—অপর দিকে অতুলনীয় পিতৃভক্তি! জাপানি

গণ কি প্রকৃতির লোক তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই দুই খানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম। তাহারা ইয়োরোপের সকলই অনুকরণ করিয়াছে সত্য,—কিন্তু প্রাচ্যের মধুরতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—প্রারম্ভ।

এতদিনে জাপানিগণ মুক্‌ডেন আক্রমণে প্রস্তুত হইয়াছেন;—কিন্তু এ কার্য্য সহজ নহে। চারি লক্ষের অধিক সেনা লইয়া কুরোপাট্‌কিন মুক্‌ডেন রক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে সহস্র সহস্র দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে লিও নদী এবং হুন নদী,—রুষগণ লিও নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দিক্‌টা সমতল ভূমি। সহরের দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে হুন নদী থাকায় তাহা স্বভাবতঃ দুর্ভেদ্য হইয়াছে। সহরের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী,—এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে সেনাপতি লিনিভিচ রুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনা সকল লইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া রুষের এ বিস্তৃত বাহিনীকে পরাজিত করা কাহারই সাধ্য নহে। তাহার উপর নিজ মুক্‌ডেন সহরে জাপগণের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুক্‌ডেন সহরে চীন-সম্রাটগণের সমাধি-মন্দির সকল স্থাপিত আছে। চীনেগণ এই সকল মন্দিরকে তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচনা করেন;—সুতরাং জাপানিগণের ইচ্ছা নহে যে তাঁহারা মুক্‌ডেনে যুদ্ধ করিয়া এই সকল সমাধি-মন্দির

ধ্বংসাবস্থায় পরিণত করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে রুষগণ মুক্‌ডেন পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হউক ;—তখন সহরের বাহিরে,—সমাধি-মন্দিরের বহুদূরে,—তাঁহারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা এইরূপই আয়োজন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কার্য্য সহজ নহে। তাঁহারা যে কিরূপে মুক্‌ডেন আক্রমণ করিবেন, তাহা কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই যুদ্ধ-ব্যাপারে যে সুদক্ষতা দেখাইলেন, তাহা আর কখনও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা রুষ-সেনাপতির চক্ষে সম্পূর্ণ ধূলি নিক্ষেপ করিলেন। সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার কতক সেনা মুক্‌ডেনের পশ্চাতে রেল লাইন আক্রমণে প্রেরণ করিলেন। রুষ-সেনাপতি মনে করিলেন যে জাপগণ তাঁহাকে সেই দিক হইতে বেষ্টনের চেষ্টা পাইতেছে,—তজ্জন্য তিনি সেই দিকে অসংখ্য সেনা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জাপানিগণের সে উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না ;—তাহারা লিও নদীর দিকে রুষগণকে মহা আক্রমণের আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু মাইল ধরিয়া রুষ ও জাপানী সেনা অবস্থিত ছিল। এ সময়ে সেনাপতি মিস্‌চেন্‌কো তাঁহার কসাক সৈন্য লইয়া এদিকে আসিলে, জাপানিগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষগণ দেড় শত জাপানীর আক্রমণকে বিশেষ আক্রমণ ভাবিয়া, অসংখ্য কসাক মুক্‌ডেনের পশ্চাতে পাঠাইয়াছিলেন ;—এ সুবিধা জাপানিগণ ত্যাগ করিলেন না। এক পক্ষে অতি সুদক্ষতা,—অতি সুন্দর সুকৌশল,—অপর পক্ষে অন্ধতা! জাপানিগণ রুষদিগকে প্রতিপদে ভুল বুঝাইতেছিলেন,—প্রতিপদে রুষদিগের চক্ষে ধুলি পড়িতেছে। রুষগণ জাপ-সেনাপতির উদ্দেশ্য ও যুদ্ধসজ্জা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেছেন না।

জাপানিগণ যে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন, সকলে জানেন যে তাহা বিখ্যাত জাপ-সেনাপতি কোদামার কার্য্য! এই সময়ে এক জন সংবাদ

দাতা লিখিয়াছিলেন ঃ—"বৃদ্ধ সত্তর বৎসব বযস্ক যামাগাতা টোকিও সহরে থাকিয়া সম্রাটের সহিত এক মতে এই বৃহৎ যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে জাপগণ প্রতিপদে রুষগণকে পরাভূত করিতেছে। দেশবাসীর অতি প্রিয় ওয়ামা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া সমস্ত জাপ-সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সেনাপতি নগি পোর্টআর্থার-অধিকার করিয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু কোদামা যুদ্ধ করেন না,—সেনা পরিচালন করেন না,—কিন্তু এই মহাযুদ্ধে জাপানের তিনিই মস্তিষ্ক, তিনিই বুদ্ধিদাতা, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার দৃষ্টি নাই, এমন কিছুই হইতেছে না। তাঁহার ক্ষমতার বিষয় অবগত নহে, এমন একজন কুলিও জাপানে নাই। তিনি টোকিও হইতে লিওযাংযে গিয়া, তাঁহার প্লানানুসারে লিওযাং অধিকার হইল দেখিয়া, আবার দুই দিনের জন্য জাপানে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। এখানেও তাঁহার প্লানানুসারে সকল কার্য্য হইতেছে দেখিয়া, তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া, সাহো নদীর তীরস্থ মহাযুদ্ধের পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় পণ্ডিত পৃথিবীতে আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ।"

কোদামার এক্ষণে ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছে। তিনি খর্ব্বাকার অতি বলবান পুরুষ,—তাঁহার চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই এক অমানুষিক তেজ নির্গত হয।

এক্ষণে জাপানের পাঁচ সেনাদল রুষগণের সম্মুখীন হইয়াছে। সর্ব্ব পূর্ব্বে জুলু নদীর দিক দিয়া সেনাপতি কায়ামুরা সদলে অগ্রসর হইয়াছেন; তাহার পার্শ্বে কুরোকি আছেন; ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে নজু। তাঁহার পশ্চিম পার্শ্বে ওকু। তৎপরে সর্ব্ব পশ্চিমে নগি আছেন। এক্ষণে সমস্ত জাপান সেনা পাঁচ মহাবীরের অধীনে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ওয়ামার অধীনে রুষদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এবার যে মহাযুদ্ধ ঘটিল, ঊনবিংশ শতাব্দিতে তেমন যুদ্ধ আর কখনও ঘটে নাই!

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—প্রথম অবস্থা।

কায়ামুবা পূর্ব্ব দিক হইতে মহাবলে রুষগণকে আক্রমণ কবিবেন, এই রূপই ভাব দেখাইতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্ব দিক হইতে তাহাদিগের পশ্চাতে গিয়া তাহাদের ঘেবাও কবিয়া ফেলিবেন,—এই রূপই বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে, সর্ব্ব-পশ্চিম দিকে নগি ছিলেন,—তাঁহার বহু সেনা পূর্ব্বদিকে আসিয়া কায়ামুবাব দলে মিলিত হইল; সুতবাং রুষগণ নিশ্চিত বুঝিলেন যে জাপানিগণ তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে আক্রমণ কবিবে, অথবা পূর্ব্বদিক দিয়া তাহাদের পশ্চাতে যাইবাব চেষ্টা পাইবে,—সুতবাং সেনাপতি কুবোপাট্‌কিন অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সেনা এই পূর্ব্বদিকে আনয়ন কবিলেন। জাপানিগণ তাহাই চাহেন। তাঁহাবা এই ব্যাপাবে রুষগণের চক্ষে সম্পূর্ণ ধুলি নিক্ষেপ কবিলেন। তাঁহাদেব আদৌ পূর্ব্ব দিক হইতে আক্রমণেব ইচ্ছা ছিল না;—তাহাবা সর্ব্ব পশ্চিম হইতে মুক্‌ডেনের পশ্চাতে গিয়া রুষগণকে ঘেবাও কবিবেন ভিতবে ভিতবে গোপনে গোপনে এই আয়োজন কবিতেছিলেন। নগিব দলে নিঃশব্দে বহু সেনা আসিয়া মিলিত হইতেছে,—তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় বসিয়া আছেন, রুষগণ তাহাব কিছুই অবগত হইতে পাবিল না।

১৯ ফেব্রুয়াবি কায়ামুবা সদলে তাইসি নদীব তীরে আসিলেন,—২০শে ও ২১শে তাবিখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিল। রুষগণ চিনহোচেং নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিশয় সুদৃঢ় করিয়া অবস্থিত ছিল। এদিকে এখন তাইসি নদীব ববফ গলিতে আবম্ভ করিয়াছে,—নদী সহজে পাব হইবার

উপায় নাই। যাহা হউক, কোন গতিকে কাযামুবাব সেনাগণ নদী পাব হইয়া ২৩ শে তাবিখে চিনহোচেং দখল কবিতে অগ্রসব হইল। সে দিন এমনই ঝড় বৃষ্টি তুষাবপাত আরম্ভ হইল যে এক হাত দূরেব দ্রব্য দেখা যায না। কায়ামুবাব সেনাগণ এই প্রথম জাপান হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে,—এখনও তাহাবা এ ভীষণ যুদ্ধেব বিষয় সম্যক অবগত নহে, সুতবাং এই ভয়াবহ দিবসে শত্রুব সহিত যুদ্ধ কবিতে তাহাবা যে কি বিপদেব সম্মুখীন হইযাছিল, তাহা বর্ণনা কবা যায় না।

রুষগণ এই পাহাড়শ্রেণী, মাইন, তাবেব বেড়া প্রভৃতি দ্বাবা অতি দুর্ভেদ্য কবিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এখানে তাহাদেব বহু সহস্র সেনাও যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে;—সুতবাং জাপানিগণ এই স্থান আক্রমণ কবিয়া প্রথম দিন কিছুই কবিতে পাবিল না। তাহাদেব সাহসেব অভাব ছিল না,—তাহাদেব অতুলনীয় বীবত্বেবও সীমা ছিল না। এই ভীষণ তুষারপূর্ণ ঝড় বৃষ্টিব মধ্যে তাহারা পুনঃ পুনঃ পাহাড়শ্রেণীব ভিতব রুষগণকে আক্রমণ কবিল,—রুষেব গোলাগুলিতে তাহাদেব মৃত দেহে চাবিদিক পূর্ণ হইয়া গেল,—কিন্তু তথাপি তাহারা রুষকে এক পদও হটাইতে পারিল না। তাহারা রাত্রে ববফেব মধ্যে রুষগণেব সম্মুখে কোন রূপে বাত কাটাইয়া দিল। কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে ক্ষুদ্র জাপ-জাতি কিছুতেই হতাশ হইবাব নহে,—ভোব হইবা মাত্র তাহাবা আবাব রুষগণকে মহা পবাক্রমে আক্রমণ করিল। আবার এই ববফেব মধ্যে যুদ্ধ চলিল,—সে বক্তাবক্তিব বর্ণনা হয় না। দুর্দ্ধর্ষ জাপগণ রুষগণেব মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দুক কামান বন্দ হইয়া গিয়াছে,—কেবল রুষেব মাইন ফাটিয়া মহা শব্দে চাবিদিক কম্পিত কবিয়া তুলিতেছে,—তাহাতে কত জাপানী যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহাব উপব উভয় পক্ষই হাতগোলা নিক্ষেপ করিতেছে। এই সকল বোমাতেও যে কত হত ও আহত হইতেছে, তাহা বলা যায় না! তবে এতই ববফ

পড়িতেছিল যে কেহই এই সকল মৃতদেহ দেখিতে পাইতেছিলেন না ;—তাহাবা দেখিতে দেখিতে ববফে চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। উভয় পক্ষই এক্ষণে বেয়নেট চালাইতেছিলেন ; তবুও বোধ হয় জাপগণ কিছুতেই রুষগণকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত কবিতে পাবিতেন না, কিন্তু তাঁহাদেব চিব প্রচলিত প্রথানুসাবে সেনাপতি কায়ামুবা তাঁহাব এক দল সেনা দূব দিয়া রুষেব পশ্চাতে প্রেবণ কবিয়াছিলেন,—তাহাবা এক্ষণে আসিয়া রুষগণকে আক্রমণ কবিল। তখন আব রুষগণ এখানে তিষ্ঠিতে পাবিল না,—সন্ধ্যাব সময় তাহাবা বণে ভঙ্গ দিযা হটিয়া গেল। এই যুদ্ধে তাহাদেব প্রায় এক সহস্র সেনা হত ও আহত হইযাছিল। তাহাদেব দেড় শত মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ছিল ;—জাপানিগণ তাহাদেব তিনটা কামান, বহুতব বন্দুক ও গোলাগুলি হস্তগত কবিলেন। ২৪ জন রুষ তাহাদেব হস্তে বন্দী হইল।

উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে মহা বীবত্ব প্রকাশ কবিয়াছিলেন। রুষগণ তাহাদেব দুর্ভেদ্য পাহাড়শ্রেণী প্রাণপণ বলে বক্ষা কবিযাছিল। কোন কোন সেনাদল এই ব্যাপাবে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যুদ্ধস্থল পবিত্যাগ কবে নাই। সেনাপতি কুবোপাট্‌কিন ইহাদেব বিশেষ প্রশংসা কবিয়াছিলেন।

চিনহোচেং হইতেই প্রকৃত পক্ষে মুকডেনের যুদ্ধ আবম্ভ হইল। এই পাহাড়শ্রেণী রুষের পূর্ব্ব দ্বার ছিল ;—এখন সেই দ্বাব জাপগণেব হস্তে পতিত হইয়া মুকডেন গমনেব এদিককাব দ্বাব উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। যখন এই যুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে নগি, ওকু ও নজু তখনও মুকডেন জয়ে অগ্রসর হন নাই,—তাঁহারা নীরবে বসিয়া আছেন,—তাঁহারা যে দুঃসাধ্য সাধন কবিবেন, তাহাব সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কুরোকি কিন্তু নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি রুষের দক্ষিণ দ্বাব উদ্ঘাটনে ২৪ শে তাবিখে অগ্রসব হইলেন, তিনি যে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, তাহা সহজ

কার্য্য নহে। সাহো নদীর অপর পারে বহুদূর পর্যান্ত স্থান রুষ অতি ভীষণ রূপে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সেই সকল দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় অসংখ্য দুর্গ জয় না করিতে পারিলে জাপানিগণ আর কিছুতেই মুকডেনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। জাপ-সেনাগণ এখানে যে মৃত্যুমুখে গমন করিবে তাহা তাহারা বেশ অবগত ছিল। তজ্জন্য তাহারা যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হয় জয় না হয় মৃত্যু,—এ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে বাঁধিয়া তাহারা সকলে ভীষণ তুষারপূর্ণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রুষগণকে আক্রমণ করিতে চলিল। চারিদিকের কিছুই ভাল দেখা যায় না,—অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে। এই বরফের মধ্যে জাপগণ নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে। এক দিকে বরফ পূর্ণ ঝড়ে তাহাদের বর্ণনাতীত কষ্ট হইতে লাগিল। অপর দিকে তাহাদের এই বরফে বিশেষ উপকারও দর্শিল। রুষগণ সম্মুখে অসংখ্য বল্লমময় গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে;—বরফ পড়িয়া এই সকল গর্ত্ত এখন বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—নতুবা এই গর্ত্তে পড়িয়া অনেক জাপ-সেনার প্রাণ নষ্ট হইত। যাহা হউক, তাহারা এক্ষণে এই সকল গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অতি সাবধানে চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের একজনও এখানে হত বা আহত হইল না।

তাহার পর রুষের তারের বেড়া। এই বেড়া কাটিবার জন্য প্রত্যেক জাপ-সেনাদলেই কতকগুলি সেনা তার কাটিবার যন্ত্র সঙ্গে রাখিয়াছিল;—কিন্তু তাহাতে তার কাটিতে বিশেষ বিলম্ব হয়,—সেই সময়ে শত্রুর গুলিতে অনেকে হত ও আহত হইয়া থাকে,—সুতরাং এই বেড়া নষ্ট করিবার জন্য জাপানিগণ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সঙ্গে আনিয়াছিল; তাহাই বেড়ার উপর ফেলিয়া দিয়া নিমিষে বেড়া নষ্ট করিয়া দিল।

কুরোকির এই যুদ্ধের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না;—তবে এটা স্থির

যে তাঁহার সেনাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে,—তাঁহার এক দিক্‌কার সেনা কায়ামুরার সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্য যাইতেছে। এই যুদ্ধে রুষগণ আবার এক ঘোরতর অন্যায় কার্য্য করিলেন। জাপানী হাঁসপাতালের উপর রেডক্রস পতাকা উড়িতেছিল;—এই নিশান রুষ-গোলন্দাজগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল,—তবুও তাহারা দুই চারি ঘণ্টা ধরিয়া এই সকল রেডক্রস হাঁসপাতালের উপর গোলা চালাইতে লাগিল,—তাহাতে অনেক আহত জাপগণ হাঁসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এরূপ অন্যায় কাজ রুষের আজ নূতন নহে।

এই যুদ্ধে জাপান আরও এক নূতন প্রথা অবলম্বন করিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কুরোকি ও ওকু,—একজন জুলু হইতে, অপরে নান্‌সান হইতে, লিওয়াং এবং তথা হইতে সাহো নদীর তীরে আসিয়াছেন,—তাঁহারা উভয়েই পুনঃ পুনঃ নানা যুদ্ধ জয় করিয়াছেন;—কিন্তু তাঁহাদের কেহই যুদ্ধ জয় করিয়াই শত্রুর অনুসরণ করেন নাই, বা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হন নাই। যিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তিনি নীরবে সেই স্থানই সুদৃঢ় করিয়াছেন,—আদৌ ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন সেনাপতিগণের উপর যেখানে যে সময়ে উপস্থিত হওয়া স্থির হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই তাড়াতাড়ি করিয়া সেই সকল স্থানে উপস্থিত হন নাই;—সকলেই সমভাবে যথোপযুক্ত সময়ে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে সেনাপতি ওয়ামা নূতন আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এবার জাপগণ কালবিলম্ব না করিয়া, যুদ্ধ জিতিলেই অনতিবিলম্বে শত্রুদিগকে অনুসরণ করিবে,—যত শত্রুর হানি করিতে পারে, ততই ভাল,—তাহার জন্য সকলকে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে হইবে। ওয়ামা জানিতেন যে কুরোপাট্‌কিন চারি লক্ষ সেনা লইয়া মুকডেনের চারিদিকে আছেন। তাঁহাকে ঘেরাও করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা আবার পশ্চাৎপদ হইবে,—আবার রুষিয়া হইতে সেনা আসিবে,—তাঁহাদের

বল কিছুতেই হ্রাস পাইবে না,—এ মহাযুদ্ধেরও শেষ হইবে না। এই জন্য শত্রুগণের সেনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করাই ওয়ামা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তজ্জন্য তিনি আজ্ঞা দিলেন যে আর শত্রুগণকে পলাইবার সময় দেওয়া হইবে না,—যুদ্ধ জয় হইলেই তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহা-দিগকে সর্ব্বতোপ্রকারে বিধ্বস্ত করিতে হইবে। এই জন্য কায়ামুরা চিন-হোচেং জয় করিয়া অনতিবিলম্বে রুষগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রুষগণ ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল,—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জাপগণকে প্রতিবন্ধক দিবার সময় পাইল না। তাহারা টা নামক পার্ব্বত্য-পথ পরি-ত্যাগ করিয়া, সাত মাইল দূরে সান্‌লুন্নু নামক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এরূপ তাড়া না করিলে, রুষগণ নিশ্চয়ই টা পার্ব্বত্য-পথে ভীষণ যুদ্ধ করিত,—হয়তো জাপগণ আর অগ্রসর হইতে পারিত না;—অন্ততঃ ইহাতে তাহারা যে যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই গোল হইয়া যাইত; কিন্তু জাপানিগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন, রুষ-সেনাপতি ঠিক সেই ভুল করিলেন। ওয়ামা তাঁহার চক্ষে সম্পূর্ণ ধুলি প্রদান করিলেন। কেবল দেড় শত জাপ-অশ্বারোহীকে মুক্‌ডেনের পশ্চাতে গিয়া রেল নষ্ট করিতে দেখিয়া, কুরোপাট্‌কিন তাঁহার প্রায় সমস্ত অশ্বা-রোহী সেনা সেই দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এ ভুল করিবেন বলিয়াই এই সকল জাপ-বীর প্রাণের আশা না রাখিয়া শত্রুপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন। জাপানিগণ পূর্ব্ব হইতে সেনাপতি নগির সেনা দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাও করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু রুষ-সেনাপতি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। নগির অগণিত সেনার সম্মুখে অগণিত জাপ-অশ্বারোহীগণ প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান,—তাঁহার পশ্চাতে নগি কি করিতেছেন, তাহা রুষ-সেনাপতি কিছুমাত্র অব-গত হইতে পারিলেন না। ওয়ামা তাঁহাকে যে ভ্রমে পতিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি ঠিক সেই ভ্রমেই পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে

পূর্ব্ব হইতে জাপানিগণ রুষকে আক্রমণ করিয়া মুকৃডেনের পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা পাইবে,—সুতরাং তিনি চারিদিক হইতে তাঁহার অসংখ্য সেনা পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিলেন। এদিক সেনাপতি লিনিভিচ রক্ষা করিতে ছিলেন,—কুরোপাট্‌কিন তাঁহার সেনাবল বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু সেনা তাঁহার সাহায্যে পাঠাইলেন,—কাজেই অন্যান্য দিক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার এই ভ্রমে পতিত হইবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। মুকৃডেন হইতে এক দিকে যেমন হারবিনে যাওয়া যায়,—অপর দিকে তেমনই ভ্লাডিভস্টককে যাইতে পারা যায়। যুদ্ধে হারিলে রুষ-সেনার ভ্লাডিভস্টককে আশ্রয় লইবারও সম্ভাবনা আছে; সুতরাং যাহাতে ইহা না ঘটে, জাপগণ নিশ্চয়ই তাহার বিশেষ চেষ্টা পাইবে। যখন কুরোপাট্‌কিন দেখিলেন যে জাপগণ তাহাদের নূতন সেনা কায়ামুরার অধীনে তাঁহার পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিয়াছে, তখন তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল যে তাহারা পূর্ব্ব দিক হইতেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ক্রমে মুকৃডেনের পশ্চাতে গিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইবে। ভিতরে ভিতরে নগি পূর্ব্বদিকে কি করিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গ তিনি জানিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভুল ঘটাইবার জন্যই কায়ামুরার নূতন সেনা লইয়া জুলু নদীর পথে তাঁহার পূর্ব্বদিকে আগমন। এরূপ ব্যাপারে, কুরোপাট্‌কিন কেন, অনেকেই ঠিক এই ভুল করিতেন;—কুরোপাট্‌কিনের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তবে জাপানী সেনাপতি গণের অভূতপূর্ব্ব বুদ্ধির ও রণসজ্জার সমুচিত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পঞ্চাশ মাইল দেশ জুড়িয়া চারি লক্ষের অধিক সেনা তাঁহারা যেরূপ সুকৌশলে পরিচালন করিতেছেন, তেমন আর কোন যুদ্ধেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন্ যুদ্ধ—দ্বিতীয় অবস্থা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কায়ামুরা চিনহোচেং জয় করিয়া এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করেন নাই;—তিনি তৎক্ষণাৎ রুষ-সেনার অনুসরণ করিয়াছেন। এই স্থান হইতে দুইটী পথ মুক্‌ডেনের দিকে গিয়াছে,—রুষগণ ২৬ শে ও ২৭শে তারিখে ফিরিয়া জাপগণের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিল; কিন্তু অবশেষে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তাহারা দুই রাস্তা দিয়া হটিয়া গিয়া মাচুন-তুন ও তিতা নামক দুই স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রুষগণ চিনহোচেং অপেক্ষা এই দুই স্থান আরও সুদৃঢ় করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অধিকাংশ সেনা এই দুই স্থান রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন,—কাজেই কায়ামুরা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ এই দুই স্থান আক্রমণ করিতে লাগিলেন,—বহু জাপানী সেনা এই সকল যুদ্ধে প্রাণ দিল,—কিন্তু তবুও তিনি রুষগণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। কুরোকি তাঁহার দল হইতে বহু সেনা পাঠাইলেন,—দিন রাত্রি যুদ্ধ চলিল,—তবুও জাপগণ রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে কায়ামুরা প্রকৃতপক্ষে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইতেছেন না;—এখনও যাহাতে রুষ-গণ তাঁহাদের প্রকৃত যুদ্ধসজ্জা জানিতে না পারে, কায়ামুরা তাহাই করিতেছিলেন। তাঁহার বিলম্বের কারণ এই যে নগি এখনও পশ্চিম দিক হইতে অগ্রসর হইবার আয়োজন সমস্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই;—অন্য পক্ষে কায়ামুরার রুষ-দুর্গ জয়ের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ দেখিয়া ও কুরোকির সেনা তাঁহার সেনার সাহায্যে আগমন করায় রুষ-সেনাপতির

ভুল আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার স্থির ধারণা হইল যে জাপানের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই আসিয়াছে।

এই কয়দিন কুরোকি দুই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি সাহোর পর পারস্থিত রুষগণকে পশ্চাতে দূর করিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতক সেনা কায়ামুরার সাহায্যে প্রেরণের চেষ্টায় রহিয়াছেন,—কিন্তু দুই কাজই সহজ নহে। সাহো নদীর অপর পারে রুষগণ দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছে;—কুরোকির দক্ষিণে, তাঁহার ও কায়ামুরার মধ্যে, আরও বহু রুষ-সেনা দুর্গে দুর্গে বসিয়া আছে। ইহাদের দূর করিতে না পারিলে, তাঁহার সেনা কিছুতেই কায়ামুরার সেনার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। অধিকন্তু কায়ামুরা অগ্রসর হইলে, রুষগণ তাঁহাকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিবে; সুতরাং যে কোন উপায়ে এই শত্রুদিগকে দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কুরোকির অধীনে এক্ষণে পোর্টআর্থার হইতে আনিত বহু বড় বড় কামান স্থাপিত হইয়াছে। ২৬শে ও ২৭শে তারিখে কুরোকি তাঁহার কামান হইতে রুষগণের উপর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে দুইটী পার্ব্বত্য-পথ,—এই দুই দুর্ভেদ্য পথেই অগণিত রুষ অবস্থিত আছে। যাহা হউক, ভীষণ যুদ্ধের পর ২৭শে তারিখে জাপগণ রুষগণকে দূর করিয়া একটা পার্ব্বত্য-পথ দখল করিল;—আর একটা পার্ব্বত্য-পথও ১লা মার্চ্চ তারিখে তাহাদের হস্তে পতিত হইল। কিন্তু তাহাদের সহস্র সহস্র মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। একজন এই যুদ্ধ দেখিয়া লিখিয়াছেন,—"এক সময়ে দুই দল রুষের মধ্যে একটু স্থান আছে দেখিয়া জাপগণ সেই পথে পার্ব্বত্য-পথ দখল করিতে ছুটিল;—কিন্তু এই ভীষণ পার্ব্বত্য-পথের অপর মুখে রুষগণ যে বহু কামান স্থাপিত করিয়াছিল তাহা জাপগণ জানিত না,—তাহারা সকলেই রুষ-গোলায় উড়িয়া গেল,—একজনও বাঁচিল না। এই পার্ব্বত্য-পথ তাহাদের ৩০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ



গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে তারের বেড়ায় জাপানিগণ লুটোপুটি খাইতেছে।

২য় খণ্ড ১৯১ পৃষ্ঠা।

ও দুই-হাজারের অধিক মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক সময়ে ভীম পরাক্রমে রুষগণ জাপানিগণকে আক্রমণ করিল;—তাহারা হটিয়া আসিয়া তাহাদের নিজেদেরই তারের বেড়ার মধ্যে লুটোপুটি খাইতে লাগিল,—আর দাঁড়াইতে পারিল না,—তখন জালে পতিত ইন্দুরের ন্যায় রুষগণ তাহাদের সকলকে হত্যা করিল।”

এইরূপে তিনদিনের যুদ্ধে কুরোকি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের সেনাও কায়ামুরার বামপার্শ্বের সেনার সহিত মিলিত হইয়াছে;—কিন্তু তাঁহারা প্রথম যেরূপ সহজে এই দিকে রুষগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন ইহা তত সহজ নহে। কুরোপাট্‌কিন তাঁহাদিগকে এদিকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেনাপতি লিনিভিচ অতি সুদক্ষতার সহিত এই সকল সেনা পরিচালন করিতেছেন। সুতরাং কুরোকি ও কায়ামুরা উভয়কেই বিশেষ সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে।

কুরোকির পশ্চিম দিকে নজু ছিলেন;—তিনিও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। তাঁহার সম্মুখেও অসংখ্য রুষ-সেনা অবস্থান করিতেছে। যাহাতে তাহারা অন্য কোন স্থানে যাইতে না পারে, নজু সেই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই সকল রুষগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখ ছাড়িয়া অন্যত্র রুষ-সেনার সাহায্যে গমন করিলে, নজু সসৈন্যে অবাধে মুক্‌ডেন প্রবেশ করিবেন;—আর যদি তিনি ইহাদিগকে এই স্থানেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ওকু ও নগি অগ্রসর হইলে, তাহারা সম্পূর্ণ ঘেরাও হইয়া পড়িবে;—তখন হয় তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে,—নতুবা প্রত্যেককে প্রাণ দিতে হইবে।

নজু এ কার্য্য অতি সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার কামান সকল অবিশ্রান্ত রুষের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে,— সেই

গোলার আশ্রয়ে তাঁহার পদাতিকগণ অগ্রসর হইতেছে,—অনেককে সমস্ত দিন বরফপূর্ণ মাটীর উপর শুইয়া থাকিতে হইতেছে। সম্মুখে মৃত্তিকা প্রাচীরের পশ্চাতে হাজার হাজার রুষ বন্দুক লইয়া বসিয়া আছে;—জাপগণ উঠিলেই তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহারা গোলা চালাইতেছে! যেমন এক দিকে জাপানী কামান হইতে হাজার হাজার গোলা রুষগণের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছিল, অপরদিকে রুষগণ তেমনই গোলা চালাইতেছিল। তাহারা তিন শত কামান হইতে অবিরত গোলা চালাইতে লাগিল,—পরদিন আরও কামান এই স্থানে আনিল,—এইরূপ তিন দিন গোলা-যুদ্ধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের পদাতিকগণ অগ্রসর হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে,—হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে,—রক্তের নদী ছুটিতেছে,—কিন্তু ইহাতে কাহারই জয় পরাজয় হইতেছে না! নজু কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অগ্রসর হইবার ইচ্ছাও ছিল না; তিনি কেবল সম্মুখস্থ রুষগণকে আটক রাখিয়াছেন,—জাপানিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধখেলার চাল রুষগণ বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেছে না।

কায়ামুরা রুষ-দুর্গের সম্মুখে আটক আছেন,—কুরোকিও সামান্য মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন,—নজুর অবস্থাও আমরা দেখিলাম,—কিন্তু আসল কাজ এ দিকে আদৌ হইতেছিল না। আসল কাজ পূর্ব্বদিকে ওকু ও নগি করিতেছিলেন। নগি সম্প্রতি পোর্টআর্থার জয় করিয়াছেন;—তাঁহার সেনাগণ প্রায় এক বৎসর রুষগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া পাকা হইয়া গিয়াছে;—তজ্জন্য সেনাপতি ওয়ামা তাঁহারই উপর এই মহাযুদ্ধের প্রধান ভার দিয়াছেন,—তিনিই রুষগণকে পশ্চাৎ হইতে চাপিয়া ধরিবেন,—তাহাদের আর পলাইবার উপায় থাকিবে না! চীনের পবিত্র তীর্থ স্থান স্বরূপ মুকডেন সহরে ও চীন-সম্রাটগণের পবিত্র সমাধি-মন্দিরের নিকট যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাপানিগণের আদৌ ছিল না। তাঁহাদের ইচ্ছা

যে তাঁহারা মুক্‌ডেনের পশ্চাতে তাহাদিগকে চাপিয়া ধরিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। ওকু ও নগি তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন।

নগির সেনাগণ অশ্বারোহী সেনাগণের পশ্চাতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা ২৭শে তারিখে শিবির ভাঙ্গিয়া ৩০ মাইল চলিয়া হুন ও লিও নদীর মধ্যস্থলে আসিল। এইখানে নগির দক্ষিণদল ওকুর বামদলের সহিত মিলিত হইল,—তখন দুই দল একত্রে একসঙ্গে অগ্রসর হইল। জাপগণ উৎসাহপূর্ণ,—প্রধান সেনাপতি তাহাদিগের উপর এ যুদ্ধের মহাকার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন;—সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল,—তাহারা বীরদর্পে চলিল। তাহারা এবার রুষগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে, নতুবা আর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবে না। তাহারাই পোর্টআর্থার জয় করিয়াছে,—তাহারাই আবার মুক্‌ডেন জয় করিয়া ধন্য হইবে।

ওকু সসৈন্যে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার সেনার পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিয়া নগি অগ্রসর হইলেন। তিনি যে দিকে যাইতেছেন, সে দিকে তাঁহাকে রুষগণের আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ মুক্‌-ডেনের পূর্ব্ব দিকে রুষের যে সেনা সেই দিক রক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে ওকু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। নগি আরও পশ্চিমে গিয়া তাঁহার উত্তর দিকে রুষের রেল নষ্ট করিয়া তাহাদের পলায়ন পথ অবরোধ করিবেন,—এরূপ মহা যুদ্ধসজ্জা আর কখনও দেখা যায় নাই!

নগি যে দিকে যাইতেছেন, সে দিকে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ;—কিন্তু তাহাই বলিয়া তিনি বিন্দুমাত্র অসতর্ক হইলেন না। রুষগণ কখনই ওকুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সেনামণ্ডলী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যতক্ষণ তিনি রুষের পশ্চাতে উপস্থিত না হন, ততক্ষণ ওকু নিশ্চিতই রুষগণকে আটক রাখিতে পারিবেন। তবে রুষ-সেনাপতি যদি কোন গতিকে নগির অভিযান অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তখন নিশ্চয়ই অগণিত অশ্বারোহী ও কামান তাঁহাকে

আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিবেন। তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবেন না;—নগি ইহা বেশ বুঝিতেন,—সেই জন্য তিনি তদুপযুক্ত আয়োজন করিয়া অগ্রসর হইলেন। রুষগণ বহু সেনাদলেও তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি যাহাতে পরাজিত না হন, নগি তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া চলিলেন।

তখনও তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য জাপ-অশ্বারোহী,—তিনি সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাতে আছেন,—রুষগণ তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নগি আরও ২৫ মাইল অগ্রসর হইলেন। ১লা মার্চ্চ তারিখে তাঁহার সম্মুখস্থ অশ্বারোহিগণ সিন্‌মিন্‌টিং নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এই সহর মুক্‌ডেন হইতে ৩৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে একটী রেল বরাবর চীন-রাজ্যের ভিতর দিয়া পিকিন সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষগণ চীনের নির্লিপ্ততা অগ্রাহ্য করিয়া, এই রেলপথে বহু রসদ মুক্‌ডেনে আনয়ন করিতেছিলেন! আজ সহসা তথায় ৪০০ জাপানী অশ্বারোহী আগমন করায়, অধিবাসিগণ ভাবিল যে ইহারা রুষের রসদ লুটিতে আসিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে নগি যে সদলে আসিতেছেন, তাহা তাহারা একবার মনেও করিল না। জাপানিগণ শীঘ্রই চীনেদিগকে সহরের রাজপথ হইতে দূর করিয়া দিল;—তাহারা যে যাহার গৃহে আশ্রয় লইল। এখানে অনেক গ্রীক ও জার্ম্মাণ সওদাগর ছিল;—জাপগণ তাহাদিগকে কিছু বলিল না; —তাহারা তখনও ছল করিতেছিল যেন তাহারাই কেবল ৪০০ শত আসিয়াছে,—এই সহর পরীক্ষা করিয়া তাহারা আবার তখনই চলিয়া যাইবে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা তাহাই করিল। কিয়ৎক্ষণ সহরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া, তাহারা সহর হইতে কিয়ৎদূরে চলিয়া গেল! অসংখ্য জাপানী সেনা যে সহরের নিকটস্থ হইয়াছে, তখনও তাহা কেহ জানিতে পারিল না!

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—তৃতীয় অবস্থা।

২রা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত মুকডেন যুদ্ধের তৃতীয় অবস্থা বলা যায়। এই কয় দিন বিশেষ কোন যুদ্ধ হইল না। কায়ামুরা, কুরোকি ও নজু তিনজনই আর অগ্রসর হইলেন না;—ওকু ও নগি কতদূর কি করিতে পারেন, তাঁহারা তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ছয় দিন কায়ামুরা পুনঃ পুনঃ রুষের দুই দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুষ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতেছিল,—জাপগণ কিছুতেই তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। রুষগণ দুর্গ রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল না,—তাহারা পুনঃ পুনঃ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া জাপগণকে আক্রমণ করিল,—জাপগণ অতি কষ্টে তাহাদিগকে দূর করিতে সক্ষম হইলেন।

৫ই, ৬ই ও ৭ই তারিখে কুরোকি আর অগ্রসর না হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুদিগের প্রতি বিশেষ নজর রাখিলেন। নগি পূর্ব্বদিকে কি করিতেছেন, তাহা তিনি বেশ অবগত ছিলেন। যদি নগি রুষের পশ্চাতে গমন করিতে পারেন, তবে তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য রুষ-সেনাপতি চারিদিক হইতে সেনা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে,—তখন তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ই প্রাতে কুরোকি তাঁহার সেনাগণকে সম্মুখস্থ রুষগণকে আক্রমণের জন্য আজ্ঞা পত্র লিখিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে

তাঁহাব সম্মুখস্থ অনেক স্থানেব রুষ-সেনা চলিয়া গিয়াছে;—অপর যাহাবা আছে, তাহারাও পশ্চাৎপদ হইবাব আয়োজন করিতেছে! জ্বাপ-সেনাপতি আজ্ঞাপত্রে "আক্রমণ কর" লিখিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহা কাটিয়া তথায় "অনুসরণ কব" লিখিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার সমস্ত সেনা লইয়া বীবদর্পে মুঁক্‌ডেনেব দিকে চলিলেন।

নজু ও সাহো নদীব তীবস্থিত কষগণকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ কবিতেছিলেন, কিন্তু এই কয় দিনের মধ্যে তিনিও বড অগ্রসব হইতে পাবেন নাই। ৭ই তাবিখে কুবোকি যাহা দেখিলেন, নজু ও ঠিক তাহাই দেখিলেন। রুষগণ তাড়াতাড়ি সাহো তীব পবিত্যাগ কবিয়া চলিয়া গেল। নজু "আক্রমণ কব" স্থলে আজ্ঞাপত্রে কুবোকির ন্যায় "অনুসরণ কর" লিখিলেন। তখন সমস্ত শীত কাল ধবিযা কষগণ যে দুর্ভেদ্য দুর্গ সকলে বাস কবিতেছিল, সে সমস্তই জাপগণেব হস্তে পড়িল;—কষগণ মুক্‌ডেনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কুরোপাট্‌কিন জাপানী বুদ্ধির নিকট পবাজিত হইযাছেন,—নগি কার্য্য উদ্ধাব কবিয়াছেন,—কষ-সেনাপতির অধীনে চাবি লক্ষ সেনা থাকা সত্বেও তিনি পবাজিত হইবাব পথে বসিযাছেন।

ওকু হুন নদী পাব হইয়াছেন। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তব,—মধ্যে মধ্যে চীনে কৃষকদিগেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের বাগান। এতদ্ব্যতীত গাড়া গর্ত্ত ব্যতীত রুষেব গুলি হইতে প্রাণ বক্ষাব কোন উপায় নাই। কষগণ এই সকল মেটে প্রাচীর বেষ্টিত মেটে ঘব সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত কবিয়াছে! তাহাবা এই সকল মৃত্তিকা প্রাচীরেব পশ্চাতে থাকিয়া গুলি চালাইতেছে,—জাপানিগণ তাহাদের দেখিতে পাইতেছে না,—তাহাদেব উপর গুলি চালাইতে পাবিতেছে না। ওকুর সেনাগণ বীব পদভবে এই সকল স্থান হইতে রুষগণকে দূর কবিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল গ্রামের মধ্যে রুষ-জাপানীতে রক্তারক্তি হইতেছে,—মুহুর্মুহুঃ বেয়নেট চলিতেছে,—মুহুর্মুহুঃ হাতগোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—এই ভীষণ

ব্যাপারের মধ্যে শত্রু মিত্র চিনিবার উপায় ছিল না;—কেবল রুষগণ বৃহদাকার ও জাপানিগণ ক্ষুদ্র,—ইহাতেই শত্রু মিত্র চেনা যাইতেছিল।

এক স্থানে এক দল জাপ-সেনা চারিদিক হইতে ঘেরাও হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহাদের একজনও আত্মসমর্পণ করিল না,—প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে সকলে প্রাণ দিল,—একজনও রক্ষা পাইল না। এই রূপ দিন রাত্রি ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল,—রুষ ও জাপানীর মৃতদেহে মাঞ্চুরিয়ার বিস্তৃত প্রান্তর পূর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু ওকু যে কার্য্যভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিলেন! তিনি ৪ঠা তারিখে মুক্‌ডেনের দাক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই খানেই নগির সেনাদলের সহিত তাঁহার দলের মিলিত হইবার কথা ছিল।

নগির সেনাদল সিন্‌মিন্‌টিং আসিয়া পূর্ব্বদিকে ফিরিল; ৪ঠা তারিখে তাঁহার দক্ষিণদল ওকুর বামদলের সহিত মিলিত হইল। তখন তাঁহার বামদল নগির সেনার সহিত মিলিয়া সমুখস্থ রুষগণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। তাঁহার বামদল বিস্তৃত হইয়া আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইল। আর কয়েক মাইল উত্তরে রুষের রেলপথ ও হারবিনে যাইবার চীনে রাজপথ! কুরোপাট্‌কিন প্রায় সসৈন্যে বেষ্টিত হইয়াছেন! ৬ই তারিখে রুষগণ এই ভীষণ ব্যাপার বুঝিলেন। তখন রুষ-সেনাপতি বহু সেনা ও ৭০টা কামান নগির দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা কোন গতিকে যদি তাঁহার সেনাদল বিচ্ছিন্ন করিতে পারে! কিন্তু তাহারা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। নাগর সেনা আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইল; ৭ই তারিখে তিনি প্রায় মুক্‌ডেনের পশ্চাতে আসিলেন। এক্ষণে পৃথিবীর ইতিহাসে কখন যেরূপ যুদ্ধ হয় নাই, তাহাই হইতে চলিল। চারি লক্ষ জাপ, চারি লক্ষ রুষকে বেষ্টন করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিবার উদ্যোগ করিল! এরূপ ব্যাপার পৃথিবীতে আর কখনও দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপযোদ্ধার পত্র।

মুকৃডেনের চারিদিকে রুষ-জাপানে কিরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল, তাহা আমরা কতক নিম্নপত্রে বুঝিতে পারিব। পত্র খানি জাপযোদ্ধা লেফ্‌টেনাণ্ট টকুতাবো ওসিও তাঁহার ভ্রাতাকে ইংলণ্ডে লিখিয়াছিলেন। এই বীর রুষ-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই প্রায় সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। মুকৃডেন যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহারই অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই খানে (মুকৃডেনের সম্মুখে) রুষগণ দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ ইন্‌জিনিয়ারগণ এই সকল যেরূপ উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন,—রুষগণ তাহার বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হয় নাই। এ সকল বিষয়ে রুষ-ইন্‌জিনিয়ারগণ সিদ্ধহস্ত। কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া, গর্ত্ত, প্রস্তর প্রাচীর, খাত,—সকলই অতি উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত। এ সকলের কিছুই দূর হইতে দেখা যায় না। কেবল সম্মুখস্থ প্রাচীরের অগণিত ছিদ্রের ভিতর বন্দুকের মুখ মাত্র দেখা যাইতেছে! আমরা অতি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহস্র সহস্র পাখীর কলরবের ন্যায় আমাদের চারিদিকে গোলা গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে শব্দের বর্ণনা হয় না! এই আমার ডাইনে একজন পতিত হইল,—এই আর একজন আমার বামে পতিত হইল,—আমার চক্ষের উপর একজন গোলায় উড়িয়া গেল! তাহার মাংস খণ্ড চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল,—কতকটা রক্ত মাংস আমার মুখে আসিয়া লাগিল! সেনাধ্যক্ষগণের উৎসাহ বাক্য,—ভাঙ্গা গলায়

তাঁহাদের আজ্ঞা প্রচার,—মৃত্যুমুখে পতিত সেনার শেষ বান্‌জাই ধ্বনি,—এই সমস্ত একত্রে মিলিত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছে! যদি চক্ষু না থাকিত, তাহা হইলে এ সমস্তই এক ভয়াবহ স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইত! কিন্তু এ স্বপ্ন নহে,—সকলই চক্ষের উপর অভিনীত হইতেছে,—সকলই ভীষণ ব্যাপার।

"সমস্ত দিনের চেষ্টাতেও আমরা শত্রুদিগকে তাড়াইতে পারিলাম না, আমাদের রেজিমেণ্টের কর্ণেলও (প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ) আহত হইলেন ও আরও অনেকে হত ও আহত হইল। যখন অপরাপর সকলে এ কথা শুনিল, তখন তাহারা রুষ-দুর্গ অধিকারের জন্য আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল যে যতক্ষণ জাপানের জয় পতাকা রুষ-দুর্গের উপর উড্ডীয়মান না হয়, ততক্ষণ তাহারা কি জীবিত, কি মৃত, কি আহত, কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবে না। রাত্রে কর্ণেল আমাদের সকল সেনাধ্যক্ষগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যেরূপেই হউক, কাল রুষ-দুর্গ অধিকার করিতেই হইবে; নতুবা অন্যান্য সেনাদল সম্বন্ধে আমাদের যে কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের সম্পন্ন করা হইবে না। যদি আমরা এ কাজ না করিতে পারি,—তখন মৃত্যুই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমরা এক্ষণে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করিব। আমি আশা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ যুদ্ধক্ষেত্রে বীর শয়নে শায়িত হইবেন।'

"আমরা সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'বান্‌জাই! হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা যুদ্ধে প্রাণ দিব।' তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রচারিত হইল,—'যে কেহ বিনা অনুমতিতে বন্দুক আওয়াজ করিবে, সে গুরুতর রূপে দণ্ডিত হইবে।' 'কেবল বেয়নেট চালাইবে।' 'সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুগণের সেনাধ্যক্ষগণকে আক্রমণ করিবে।' 'যুদ্ধ হইতে জীবিত ফিরিয়া আসিবার আশা রাখিও না।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"রাত্রি ২টার সময় আমরা রুষগণকে আক্রমণ করিলাম। প্রায় তিন শত হস্ত দূরে থাকিয়া আমরা শেষ যুদ্ধসজ্জা করিয়া লইলাম। তৎপরে আমরা শত্রুদিগের নিকট হইতে কেবল মাত্র এক শত হস্ত দূরে উপস্থিত হইলাম। শত্রুগণ তখন আমাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলিগোলা চালাইতে লাগিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার,—শত্রুগণও অতি নিকট হইতে গুলি গোলা চালাইতেছে,—আমরা শুইয়া পড়িয়া হামাগুঁড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছি। শত্রুর গোলাগুলিতে সেই ঘোর অন্ধকার মধ্যে যাহা হইতেছে, তাহার বর্ণনা হয় না। আমার পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি বন্দুক ছাড়িয়া উল্টাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, কয় রাত্রি আহার ও নিদ্রা নাই,—তজ্জন্য এই লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহার পৃষ্ঠে জুতার ঠোকর মারিলাম, কিন্তু তখন দেখিলাম সে মরিয়া গিয়াছে! আমি আমার পশ্চাতে দন্তে দন্ত পেশিত হইবার শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখিলাম যে এক জনের মুখ হইতে অনর্গল রক্ত ঝরিতেছে! সে দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া সেই রক্তস্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার চারিদিকেই ঘটিতেছে, কিন্তু তবুও কাহারও মুখে একটু শব্দ নাই,— আর্ত্তনাদ নাই,—যাতনা ধ্বনিও নাই। তাহারা সকলেই তাহাদের সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিতেছে। শব্দ করিবার হুকুম কাহারও নাই। এইরূপে নীরবে নিঃশব্দে আমরা শত্রুদিগের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন আমরা আকাশ পাতাল বান্‌জাই শব্দে প্রকম্পিত করিয়া শত্রুগণের উপর পতিত হইলাম। আমি ৪০।৫০ জন সেনা সমভিব্যাহারে রুষদিগের গর্ত্তে লাফাইয়া, তাহাদের ভিতর গিয়া পড়িলাম। তথায় জন কয়েক রুষ পাহারায় ছিল,—আমি ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিলাম,—তখনও আমি আমার অসি উন্মুক্ত করি নাই।

"এক স্থানে কতকগুলি কাষ্ঠস্তূপ ছিল। আমি তাহা বেষ্টন করিয়া ছুটিয়াছি ও পশ্চাতস্থ জাপগণকে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলাম, 'আর

ভাই সকল—আয় চলে আয়,—চলে আয়।' এই সময়ে কে একজন ছুটিয়া আমার উপর আসিয়া পতিত হইল। আমি তাহার ধাক্কায় প্রায় ভূপতিত হইয়াছিলাম,—কিন্তু তাহাকে ছয় ফুট লম্বা দেখিয়া বুঝিলাম যে সে জাপ নহে—রুষ! আমি তাহার স্কন্ধে সবলে তরবারি আঘাত করিয়া বলিলাম, 'অস্ত্র পরিত্যাগ কর। এখন কোন স্থানে লুকাইয়া থাক, তাহার পর, আত্মসমর্পণ করিবে।' সে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া লুকাইয়া পড়িল।

"সম্মুখে আমি জাপগণের বান্‌জাই ধ্বনি শুনিতেছি;—তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'ওরে রুষকি (রুষগণ),—ওরে রুষকি,—আত্মসমর্পণ কর্, নতুবা প্রাণ হারাইবি।' আমরা কয়জন যেখানে ছিলাম, রুষগণ সেই দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল; কাজেই আমরা অন্ধকারে তাহাদের উপর তরবারি ও বেয়নেট চালাইতে লাগিলাম; তখন এক লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। আমরা সব অন্ধকারে শুইয়া পড়িয়াছি;—যেমন একজন রুষ আসিতেছে, অমনই আমরা তাহার ইহলীলা শেষ করিয়া আবার অন্ধকারে শুইয়া পড়িতেছি। চারিদিকে শব্দ হইতেছে, 'জামাদা, জামাদা, ওকা, ওকা, সাবধান, সাবধান।' 'শত্রু ভাবিয়া অন্ধকারে নিজের লোকের উপর অস্ত্র চালাইও না।' 'সাবধান সাবধান।' 'বান্‌জাই! বান্‌জাই!' অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে সকল শেষ হইয়া গেল, কিন্তু এই আধ ঘণ্টা আমাদের মনে হইল যেন একটা সমস্ত জীবন।"

এই যুদ্ধে জাপানী দলের প্রায় সমস্ত সেনাধ্যক্ষগণ হত ও আহত হইলেন। ইহাদের মধ্যে একজন যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানের এক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

জাপযোদ্ধা লিখিতেছেন:—"রাত্রি হইবার মুখে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল; তাহাতে চারিদিকে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিল, তাহার বর্ণনা হয় না। ঠিক যেন কোন নাট্যশালার চিত্র। চারিদিক শ্বেত তুষারে

মণ্ডিত ;—তাহার উপর দিয়া খাকি পোষাকে মণ্ডিত জাপ-সেনাগণ ধীর পদক্ষেপে চলিয়াছে,—তাহাদের সম্মুখে সেনাধ্যক্ষগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে অগ্রসর হইতেছেন ! সেনাগণের বন্দুকস্থ বেয়নেট অন্ধকারে সেই তুষারের মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে ! মধ্যে মধ্যে এই বরফের মধ্যে সেনাগণের অগ্নি স্তূপ দেখা যাইতেছে। তাহাতে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধপ্ করিয়া শত্রুর গোলা আসিয়া মহাশব্দে ফাটিয়া যাইতেছে ;—তাহাতে তুষার মধ্যে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছে,—সে এক অপূর্ব্ব শোভা ! দুঃখের বিষয় এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে মনুষ্য রক্ত প্রবাহিত হইতেছে ! শত সহস্র লোক প্রাণ হারাইতেছে !

"আমরা এইরূপ বীরদর্পে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলাম, কিন্তু তাহারা আর আমাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তখন আমরা প্রবল বেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম ;—তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমি ভুলিয়া যাইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্ত চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু আমি জানি জীবনে কখনও আমি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

"যখন আমি আমার অধীনস্থ জাপানিগণকে গুলি চালাইতে আজ্ঞা দিলাম, তখন আমাদের গুলিতে শত শত পলাতক রুষ ভূপতিত হইতে লাগিল, সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না। মৃত ও আহত রুষ-দেহের উপর দিয়া রুষগণ প্রাণপণ বলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

"৬ই মার্চ্চ তারিখে মুকডেন রেল-ষ্টেশন হইতে কেবল চারি মাইল দূরে যে যুদ্ধ হইল, তাহার ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই ! রুষগণ অতি ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল,—কিছুতেই এ স্থান ত্যাগ করিল না। আমরা আমাদের সকল প্রকারের অসংখ্য কামান টানিয়া আনিয়া এই রুষ-দুর্গের উপর গোলা চালাইতে লাগিলাম,—

রুষগণও আমাদের গোলাব সঙ্গে সঙ্গে গোলা চালাইতে লাগিল। একবার আমরা তাহাদের উপর গিয়া পড়িতেছি,—আবাব তাহারা ভীম পরাক্রমে আমাদেব উপব আসিয়া পড়িতেছে! সে এক ভীষণ ব্যাপার। আমরা বন্দুক লইয়া লড়িতেছি,—বেয়নেট লইয়া লড়িতেছি,—হাতগোলা লইয়া লড়িতেছি,—এমন কি সময় সময় কোদাল ও গাঁতি লইয়াও লড়িতেছি,—সময় সময় ঘুসা ঘুসিও হইতেছে! এরূপ ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায নাই। অন্ধকাবে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে!

"আমাদেব দলেব সমস্ত সেনাধ্যক্ষ হত ও আহত হইয়াছেন। আমি যখন রুষগণকে আক্রমণেব জন্য বিউগেল্ ধ্বনি কবাইলাম, তখন কেবল ৪০ জন মাত্র অগ্রসব হইল,—আব কেহই আসিল না। তাহাবা যে ভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইল না, তাহা নহে,—তাহাদেব এক জনও আব জীবিত নাই। যে ৪০ জন আসিল তাহাদেবও আসিবাব কথা নহে। তাহাদেব হাঁসপাতালে যাওয়াই উচিত ছিল। সেই দিন রুষগণ ও জাপানগণ যে অতুলনীয় বীবত্ব দেখাইলেন,—তাহাবা যে বর্ণনাতীত কষ্ট পাইলেন,—তাহা বর্ণনা করিবাব ক্ষমতা আমাব নাই। রুষগণ পুনঃ পুনঃ আমাদেব উপব আসিয়া পড়িতে লাগিল,—তাহাদেব বীবত্বেব বর্ণনা হয না! এক সময এক দল আমাদেব সন্মুখস্থ প্রথম দল ভেদ কবিয়া আমাদেব ভিতব আসিল, কিন্তু এই বীবগণেব একজনও আর ফিবিতে পাবিল না। এই সকল রুষ-সেনা এত দিন পশ্চাতে ছিল, এক্ষণে সন্মুখে আসিয়া যুদ্ধ কবিতেছে! তাহারা জানে যে কুরোপাট্‌কিনেব মান সম্ভ্রম আজ তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত হইযাছে; তজ্জন্য তাহাবা আজ প্রাণের মায়া না কবিয়া লড়িতেছে! আমবা কিছুতেই সে দিন তাহাদিগকে হটাইতে পারিলাম না,—তাহাদেরই জয় হইল। তাহারা যে বীরত্বে লড়িতেছিল, তাহাতে তাহাদেরই জয় হওয়া উচিত।

"রাত্রে আমি জন কত সেনা লইয়া কেশিতাই (যুদ্ধে প্রাণত্যাগ) করা

স্থির করিয়া সেনাপতির অনুমতি লইলাম। যাহারা স্বইচ্ছায় আমার সহিত আসিতে ইচ্ছুক হইল, আমি কেবল তাহাদিগকে সঙ্গে লইলাম। হয় আমরা রুষগণকে হটাইব, নতুবা তাহাদের দুর্গের মধ্যে প্রাণ দিব,—এ সংবাদ সেনাগণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় সমস্ত জাপ-সেনা যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা তাহাদের সেনাধ্যক্ষগণকে গিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে তাহারা কেশিতাই করিয়া রুষের গর্ত্ত সকল তাহাদের মৃতদেহে পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। তখন তাহাদের দেহের উপর দিয়া গিয়া রুষগণকে পরাজিত করিতে অন্যান্য জাপানী সেনার ক্লেশ হইবে না! তাহাদের জেদাজেদিতে সেনাধ্যক্ষগণ প্রধান সেনাপতির নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন! তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে অবশেষে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন যাহারা কেশিতাই করিতে গমন করিবে, তাহারা চতুষ্কোণাকারে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের হস্তে এক এক গেলাস জল,—তাহারা জীবনের জন্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সেনাপতি তাসিমি একটী বোতল খুলিয়া সকলের গেলাসে এক এক ফোঁটা সুরা প্রদান করিলেন,—তৎপরে সকলের করমর্দ্দন করিলেন। তিনি তাঁহার গেলাস উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'আপনাদিগকে আমার অধিক কিছুই বলিবার নাই। আপনারা সকলে কি ভীষণ কার্য্যে গমন করিতেছেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। ইহাতে সাফল্য কত দূর হইবে, তাহাও বলা যায় না। আপনারা ইহাও জানেন যে এই যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদিগের বীরত্বকাহিনী বলিবার সম্ভাবনাও অতি অল্প। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদিগকে বিজয়ী করুন। আপনারা আপনাদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আমি আপনাদিগের উপর কোন আজ্ঞাই প্রচার করিতেছি না, আপনারা স্বইচ্ছায় গমন করিতেছেন, আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের অসীম চেষ্টা সার্থক

হউক। বিদায়,—বিদায় গ্রহণ করুন। আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন, আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন, আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন।' বলা বাহুল্য, আমরা সকলে সমস্বরে এই ধ্বনি করিয়া আকাশ প্রকম্পিত করিয়া তুলিলাম।

"দলে দলে জাপ-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইবার জন্য আমায় অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল ও বলিল যে তাহারাও তাহাদের প্রিয়তমা মাতৃভূমি জাপানের জন্য প্রাণ দিবে। এ স্বদেশপ্রেম দেখিয়া কাহার না প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে? ইহারা বেতন ভোগী সেনা নহে;—কয় মাস পূর্ব্বে ইহারা জাপানের নানা স্থানে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া স্ত্রী পরিবার প্রতিপালন করিতেছিল। কেহ কৃষক, কেহ শিল্পী, কেহ কেরাণী, কেহ স্কুল মাষ্টার, কেহ উকিল, কেহ জজ,—সকলেই এক্ষণে স্ব স্ব কার্য্য ভুলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া প্রাণ দিতেছে! যাহারা কখনও গোলমালের নিকট দিয়া যাইত না,—যাহাদের নিকট শান্তি চিরপূজ্য বিষয়,—যাহারা কখনও একটা পিপীলিকাও হত্যা করিতে হৃদয়ে ক্লেশ পাইত,—সেই সকল কোমলপ্রাণ উদারমনা ব্যক্তিগণ আজ মহাবীর,—আজ তাহাদের বীরত্বে জগৎ স্তম্ভিত!

"এরূপ মহাবীরগণের সেনাপতি হইয়া গমন করা কম সম্মানের বিষয় নহে। সেই অতুলনীয় সম্মান আজ আমার ভাগ্যে মিলিয়াছে। ইহাদের অনেকেই বয়সে আমার পিতৃসম; বোধ হয় আমি সকলেরই ছোট। ইহাদের সকলকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাওয়া কম কঠিন কার্য্য নহে! কম গৌরবের বিষয় নহে! আমি আমার চারিদিকে এই সকল বীরের বিদায় গ্রহণ দেখিয়া দ্রবীভূত হইলাম। কেহ বলিতেছেন, 'হওা! আমার ব্যাগে সাতটা জেন (মোহর) আছে,—মৃত্যুর পর এই সাতটা মোহর যুদ্ধের জন্য বড় আফিসে পাঠাইয়া দিও।' আর একজন বলিতেছে, 'ওকা! এই কয়টী শেষ কবিতা আমি রচনা করিয়াছি; আমার অনুরোধে যত্নে রাখিয়া

দিবে।' আর এক জন বলিতেছে, 'তরি! বিদায় হই, নিশ্চয়ই সোকোনসাইতে তোমার সহিত দেখা হইবে।' (যে সকল বীর মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দেয় তাহার সমাধি-মন্দিরকে সোকোনসাই বলে।) এইরূপ নানা কথা শুনিতে পাইলাম। আমি এই সকল বীরের সম্মুখে পদচারণ করিতেছিলাম,—এখনও আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইবার আজ্ঞা আসে নাই।

"এই সময় কত কথা আমার মনে হইতে লাগিল, তাহা আমি কিরূপে বলিব। আমি এই মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে আছি,—প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম,—তবুও আমি সুস্থ শরীরে এখনও জীবিত রহিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, আমি আজ এই সকল বীরকে লইয়া রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে যাইতেছি,—এবার নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াই আমরা অগ্রসর হইতেছি। কাল এই সময় আমি আর জীবিত রহিব না! আমিও ইহাই চাই। দেশের জন্য বুকের রক্ত দেওয়া অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কাজ কি আছে। আমার অপেক্ষা শত গুণ বীরপুত্র সকল আমার স্বদেশ জননী জন্মভূমির গর্ভে জন্মিবে,—সুতরাং আমার ক্ষুদ্র প্রাণ দিতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। আমার দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, আমাদের সম্রাটের জন্য প্রাণ দিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইব।

নিশীথ রাত্রে বীরগণ তাহাদের বড় বড় ওভার কোট খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের বাম হস্তে একটা করিয়া সাদা কাপড় বাঁধিল,—ইহাতেই তাহারা কে তাহা সকলেই স্পষ্ট চিনিতে পারিবে। উন্মুক্ত অসি হস্তে সেনাধ্যক্ষগণ অগ্রসর হইলেন; বন্দুকে বেয়নেট লাগাইয়া সেনাগণ চলিল। প্রথমে হাতগোলা লইয়া এক দল জাপ-যোদ্ধা চলিল, তাহার পর ছয় জন করিয়া এক এক দলে,—এইরূপ সজ্জায় পদাতিকগণ আসিল,—তাহাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে হাতগোলা সহ সেনা! আমরা বিকট চীৎকারে রুষগণের উপর পতিত হইলাম! তাহার পর কি হইল তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই! আমরা অতি অল্প সংখ্যক মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

ফিবিলাম। আব রুষের দুর্গ! তাহা এখনও অজেয় রহিয়াছে,—যেমন আমবা হটিয়া যাইতে লাগিলাম, অমনই রুষগণ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ কবিল; কিন্তু রুষগণকে হটাইয়া দেওয়ার ন্যায় সহজ কার্য্য ত্রিসংসাবে আব কিছুই নাই!"

তাহাব পব রুষ-সেনাগণ মধ্যে নগি ও ওকুর আক্রমণে কি ব্যাপাব ঘটিয়াছিল, তাহা আমবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এক্ষণে রুষগণ প্রায় একরূপ রণে ভঙ্গ দিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—চতুর্থ অবস্থা।

৭ই মার্চ্চ তারিখে কুবোকির সম্মুখস্থিত রুষগণ সবিয়া যাওয়ায়, তিনি কায়ামুবাব সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তখন দুই জাপ-সেনাপতিব আক্রমণ রুষ-সেনাপতি লিনিভিচ আর প্রতিবোধ কবিতে পারিলেন না। রুষগণ মাচুনতুন ও তিতা পরিত্যাগ করিয়া ফুসানেব দিকে পশ্চাৎপদ হইল। ৯ই তিনটাব সময় তাহাবা রীতিমত উত্তর দিকে পলাইতে আরম্ভ কবিল। ইচ্ছা কবিলে তাহাবা জাপগণকে আবও প্রতিরোধ করিতে পাবিত, কিন্তু কুরোপাট্‌কিন এতদিনে তাঁহার বিপন্নাবস্থা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। নগি তাঁহাকে ঘেরিয়াছেন,—সুতরাং তিনি আব যুদ্ধ করা বৃথা দেখিয়া হারবিনেব দিকে হটিয়া যাইতেছেন। অন্যান্য সকল স্থান হইতে সেনা আনিয়া নগি ও ওকুকে প্রতিরোধ করিবাব চেষ্টা পাইতেছেন। নগি অগ্রসব হইতে পারিলে, আর তাঁহাব পশ্চাৎপদ হইবার উপায় থাকিবে না।

এই জন্যই নজু ও কুরোকির সম্মুখস্থ রুষ-সেনা সরিয়া গিযাছে। কুলবার্স ও বিল্‌ডার্বলিং নগি ও ওকুকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়াছেন;—লিনিভিচও ফুসানের দিকে সরিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক সপ্তাহ মহা প্রতাপে কায়ামুরা ও কুরোকি উভয়কেই প্রতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে হটাইতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এক্ষণে তিনি তাঁহার অগণিত সেনা অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত ফুসানের দিকে লইয়া চলিলেন; কিন্তু সম্মুখস্থ সুদৃঢ় পাহাড়শ্রেণী হস্তচ্যুত হওয়ায়, আর রুষগণের জাপ-সেনা প্রতিরোধ করিবার শক্তি রহিল না!

ফুসানের নিকট বিস্তৃত কয়লার খনি। জেনতাই কয়লার খনি হারাইয়া রুষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে; এক্ষণে ফুসানের কয়লার খনিও শত্রু হস্তে পতিত হয়; তাহা হইলে রেল চালান দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাঁহারা এই কয়লার খনিও যে আর রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। কায়ামুরা ও কুরোকি উভয়েই কাল বিলম্ব না করিয়া, অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় রুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, কিন্তু হুন নদার তীরে আসিয়া তাঁহারা বিপদে পড়িলেন। হুন নদী মুক্‌ডেনের ঠিক দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত। এতদিন শীতে এই নদী জমিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে শীতের অবসান হইয়া আসিতেছে, সুতরাং নদীর জলও গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন পন্‌টুন লাগাইয়া পারাপার হওয়া বড়ই কঠিন। যাহা হউক, কোন গতিকে, অমানুষিক পরিশ্রমে, জাপগণ অর্দ্ধ গলিত, অর্দ্ধ বরফপূর্ণ নদী পার হইল। তৎপরে ৯ই তারিখের রাত্রে তাহারা অনায়াসে ফুসান সহর দখল করিয়া বসিল। রুষগণ তাহাদিগকে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারিল না।

রুষগণ ফুসানের উত্তরস্থিত পাহাড়শ্রেণীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ১০ই তারিখে প্রাতঃকালে জাপগণ রুষদিগকে এই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে আক্রমণ

[illegible]

করিল। এখানেও লিনিভিচ তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; রুষগণ পশ্চাতস্থ পথ দিয়া তাইলিং নামক স্থানের দিকে পলায়ন করিল। নজুও অগ্রসর হইয়া কুরোকির ও কায়ামুরার সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এখন জাপ-সেনা মুক্‌ডেনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণ ঘুরিয়া পশ্চিম দিকে আসিয়াছে! পশ্চিমে ওকু রুষ-সেনা বিধ্বস্ত করিয়াছেন। নগি উত্তর পশ্চিমে প্রায় রুষের রেল পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। রুষগণ চারিদিক হইতে হটিয়া যাই-তেছে,—মুক্‌ডেন-যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কায়ামুরার সেনাগণের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না! কুরোকি, নজু ও ওকুর সেনা এই এক বৎসর যাবৎ দিন রাত্রি যুদ্ধ করিয়া, একরূপ পাকিয়া গিয়াছে;—নগির সেনা পোর্টআর্থার জয় করিয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছে;—কিন্তু কায়ামুরার সেনাদিগের এই প্রথম যুদ্ধ; সুতরাং তাহারা যেরূপ প্রবল প্রতাপে রুষের সহিত যুদ্ধ করিল, তাহাতে তাঁহাদের সমূহ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না! এখন রুষগণ যেরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে এই সকল নূতন জাপ-সেনা তাহাদের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিল, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ক্ষুদ্র জাপগণ বীরত্বে কোন জাতি হইতে হীন নহে। কায়ামুরার সেনা নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াই দেখাইয়াছে যে তাহারা কুরোকি, নজু, ওকু ও নগির সেনা হইতে বীরত্বে ও পরাক্রমে কোন অংশেই হীন নহে!

এই কয়দিন জাপ-সেনাগণ মুক্‌ডেনের চারিদিকে বিভিন্ন স্থানে কি করিতেছে, তাহা আমরা বলিয়াছি। ৭ই তারিখে কুরোকি তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া, সদলে অগ্রসর হইয়া হুন নদী পার হইয়াছেন। নজুও সেই দিন তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণ সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। রুষ-সেনাপতি বিল্‌ডারলিং বহু সেনা লইয়া

তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন ; নজু কিছুতেই তাঁহাকে হটাইতে পারিতেছিলেন না ; কিন্তু এক্ষণে নগি ও ওকু পশ্চিম ও উত্তর হইতে অগ্রসর হওয়ায়, কুরোপাট্‌কিন তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বহু সেনা তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন ; নতুবা তিনি জাপগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ ঘেরাও হইয়া পড়িতেন,—তাঁহার আর দ্বিতীয় উপায় থাকিত না ! ইহাতে নজু ও কুরোকির বিশেষ সুবিধা হইল,—তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে রুষের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

কায়ামুরা ও কুরোকি পূর্ব্ব দিক হইতে রুষকে ফুসান হইতে দূরীকৃত করিলেন। তাঁহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্‌ডেনের উত্তরে আসিয়া রুষের পলায়ন পথ রোধ করিবেন। নগি ও ওকুও পশ্চিম হইতে ক্রমে উত্তরে গিয়া রুষের হারবিন যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন ,—কিন্তু নজুর কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না,—কাজেই তাঁহার কাজ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। তাঁহার সেনা, বামদিকে ওকুর ও দক্ষিণ দিকে কুরোকির সেনার সহিত মিলিত ছিল,—তিনি এই সমস্ত সেনা লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। কেবল সম্মুখস্থ শত্রু দূর করাই তাঁহার কার্য্য নহে ;—তাঁহার বামে ও দক্ষিণে কুরোকি ও ওকু লড়িতেছেন ; প্রয়োজন মত তাঁহাদের উভয়কে সাহায্য করাই তাঁহার কার্য্য। তিনি অতি সুদক্ষতার সহিত এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। তাঁহার একটু ত্রুটী ঘটিলে, জাপগণ কখনই এ মহাযুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন না ! তাঁহার অভূতপূর্ব্ব বিচক্ষণতায় তাঁহার সেনা চালিত না হইলে, কুরোপাট্‌কিন অনায়াসে তাঁহার সমস্ত সেনা ও রসদাদি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে হারবিনে চলিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহারই জন্য কেবল রুষগণ এ কার্য্য করিতে সক্ষম হইল না,—তাহারা ঘোরতররূপে জাপানের হস্তে পরাভূত হইল। তিনি না থাকিলে, হয়তো নগি ও ওকু অগণিত রুষের সম্মুখে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইতেন,—তখন মুক্‌ডেন যুদ্ধ সম্পূর্ণ অন্য ভাব ধারণ করিত !

৭ই তারিখে অগ্রসর হইয়া নজু সসৈন্যে ৯ই তারিখে হুন নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ভীষণ ঝটিকা উঠিল,—সেই তুষারপূর্ণ ঝটিকার বর্ণনা হয় না'! এই ঝটিকার মধ্যে নদী পার হওয়া সহজ নহে,— কিন্তু তাঁহার আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার উপায় নাই; এক্ষণে কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অগণিত সেনা নগির সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছেন; নগি প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও তাহাদিগকে হটাইতে পারিতেছেন না। এমন কি অন্য দিক হইতে রুষগণ আক্রান্ত না হইলে, তাঁহাকে রুষের হস্তে পরাজিত হইয়া হটিয়া আসিতে হইত; তাহা হইলে অনায়াসে রুষ-গণ হারবিনে চলিয়া যাইত,—তাহাদের শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস হইত না। এ অবস্থায় তাঁহার একমাত্র ভরসা—কুরোকি ও নজু; কুরোকি ও কায়ামুরা ফুসান অধিকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এখনও মুক্‌ডেন হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে আছেন;—তাঁহারা কিছুতেই দুই এক দিনের মধ্যে রুষগণকে উত্তরে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না;— কাজেই একমাত্র নজুর উপর রুষগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের ভার পড়িল। তিনি শীঘ্র রুষগণকে আক্রমণ না করিলে, নগিকে রুষের হস্তে পরাজিত হইতে হয়! কিন্তু বিচক্ষণ নজু এ কার্য্যে অতি বিচক্ষণতা দেখাইলেন। ৯ই তারিখের রাত্রে নজু হুন নদী পার হইয়া পরদিন মুক্‌ডেনের দক্ষিণে রুষগণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন রুষগণ একরূপ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া হারবিনের পথস্থিত তাইলিং যাত্রা করিল। কেবল স্থানে স্থানে তাহাদের কতক সেনা দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল! নজু রুষগণকে পরাজিত করিয়া, ক্রমে ঘুরিয়া মুক্‌ডেনের উত্তরে আসিলেন। তখন মুক্‌ডেন হইতে রুষগণের পলায়নের পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। এক দিকে নজু, অপর দিকে নগি;—একটা যেন বোতলের গলার ন্যায় পথ হইয়াছে;— উভয় পার্শ্বে জাপ-সেনা;—এই সঙ্কীর্ণ পথে রুষগণ পলাইতেছে;—

ওকু পশ্চাৎ হইতে তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছেন। চীনেদের তীর্থস্থান ও সম্রাটদিগের সমাধি-মন্দির রক্ষার জন্যই জাপগণ রুষকে এইরূপ ভাবে পলাইতে দিলেন, নতুবা মুক্‌ডেন সহরের পথে পথে যুদ্ধ হইলে সমাধি-মন্দির সকল ধ্বংস হইয়া যাইত! এই যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন স্বয়ং সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সেনাগণের উপর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, "দেখিও যেন কোনরূপে চীনবাসিগণের পবিত্র তীর্থস্থান ও চীন-সম্রাটগণের পবিত্র সমাধি-মন্দির সকলের কোনরূপে কোন অনিষ্ট না হয়। কোন জাপ-সেনা বিনানুমতিতে সহরে বাস করিতে পারিবে না!" রুষগণ যে কতকটা নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে পারিলেন, তাহা জাপানিগণের মহানুভবতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

রুষ-সেনাপতি কুলবার্স দেখিলেন যে নজু কেবল যে নগিকে সাহায্য করিতেছেন, তাহা নহে;—তাঁহার বহুসেনা তাঁহাকে ঘেরাও করিবার আয়োজন করিয়াছে;—কাজেই তিনিও হটিতে আরম্ভ করিলেন। ১০ই তারিখে মুক্‌ডেনের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে,—চারিদিক হইতে রুষগণ উত্তর দিকে পলাইতেছে!

ওকু ৮ই তারিখের মহাযুদ্ধে রুষগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এই এক দিনের যুদ্ধে রুষগণ আট হাজার সেনা হারাইল,—কিন্তু তাহারা দুই দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল,—কিন্তু আর জয়ের সম্ভাবনা নাই। ১০ই তারিখে ওকুর সম্মুখস্থ সমস্ত রুষ-সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না।

নগিও এই তিন দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন,—কিন্তু কিছুতেই রুষগণ হটিতেছে না;—দুর্দ্দমনীয় বীরত্বে তাহারা লড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে অগ্রসর হইয়া তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার সেনা বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে! তিনি প্রায় পরাজিত হইবার উপক্রম হইলেন!

এই সময়ে ১০ই তারিখে নজু আসিয়া রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন তাহাদের আর কোন জয়াশা থাকিল না,—তাহারা রণে ভঙ্গ দিল। চারিদিক হইতে রুষগণ পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—চারিদিক হইতে জাপগণ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে! মুক্‌ডেনের ভয়াবহ যুদ্ধেও জাপানের জয় হইয়াছে!

সেনাপতি ওয়ামা ১০ই তারিখে সম্রাটকে তারে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিলেন:—“আজ ১০টার সময় আমরা মুক্‌ডেন অধিকার করিয়াছি। আমরা রুষগণকে ঘেরাও করিয়া পরাজিত করিবার জন্য কয়েক দিন হইতে চেষ্টা পাইতেছিলাম,—আজ আমাদের সে চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছে! এখনও যুদ্ধ সম্পূর্ণ স্থগিত হয় নাই! মুক্‌ডেনের নিকটে এখনও শত্রুগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে! আমরা অনেক রুষকে বন্দী করিয়াছি;—এতদ্ব্যতীত তাহাদের বহু রসদাদি যুদ্ধোপকরণ আমাদের হস্তে পতিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের নিয়মিত তালিকা করিবার সময় এখনও আমরা পাই নাই।”

সেই রাত্রে আবার নিম্নলিখিত রিপোর্ট টোকিওতে উপস্থিত হইল;—“আমাদের সেনাগণ সমস্ত রুষগণকে হুন নদীর অপর পারে দূর করিয়াছে। এখন তাহারা তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে ও তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে! ১০ই দুই প্রহর হইতে শত্রুসৈন্য ছোড়ভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে,—তাহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই! আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিকগণ তাহাদের উপর গোলাগুলি চালাইয়া তাহাদের অনেকেরই প্রাণনাশ করিতেছে। চারিদিক হইতে আমাদের সেনাগণ পলাতক রুষগণের উপর পতিত হইয়া, তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে।”

এই পলায়ন কালে হতভাগ্য রুষগণের কি অবস্থা ঘটিল, তাহা আমরা পরে বলিব; কিন্তু এই মহা সমরে উভয় পক্ষে কত হত ও আহত

হইল, তাহা বলা প্রথম আবশ্যক। প্রকৃত সংখ্যা অবগত হইবার উপায় নাই। রুষগণ বলেন যে তাঁহাদের ৮০।৯০ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল, কিন্তু জাপানিগণ বলেন যে এক সাহো যুদ্ধে রুষ-গণের ২৬৫০০ মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ছিল; তাহাদের প্রায় ৯০ হাজার সেনা হতাহত হইয়াছিল; তাহাদের ৪০ হাজার সেনা জাপ-হস্তে বন্দী হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই যুদ্ধে রুষের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। যদি আমরা বলি এই মহাযুদ্ধে ৩০ হাজার রুষ হত, এক লক্ষ রুষ আহত ও ৫০।৬০ হাজার রুষ বন্দী হইয়াছিল,—তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

জাপানিগণ বলেন যে এই যুদ্ধে তাঁহাদের ৪৪২২২ জন হত ও আহত হইয়াছিল। সম্ভবমত এ তালিকাও ঠিক নহে;—কমপক্ষে তাঁহাদের অর্দ্ধ লক্ষ সেনা এই যুদ্ধে তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ পলায়নে রুষগণ তাঁহাদের মুক্‌ডেনস্থ রসদ ও যুদ্ধোপকরণ সমস্ত লইয়া পলাইতে পারেন নাই, অনেক ফেলিয়া পলাইতে হইয়াছিল;—অনেক আবার তাঁহারা জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তবুও জাপগণ লক্ষ লক্ষ মণ রসদ পাইলেন;—প্রায় এক লক্ষ বন্দুক তাঁহাদের হস্তগত হইল,—৫০০টা কামানও তাঁহারা দখল করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত গোলাগুলির তো কথাই নাই। এই মুক্‌ডেন যুদ্ধে জাপহস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ায় রুষগণের আর শীঘ্র জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাযুদ্ধের বর্ণনা।

এই মহাযুদ্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতেছিল, তাহা আমরা আবার জাপ-যোদ্ধার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিব। এই বীর বরাবরই মুকৃডেন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"মুকৃডেন যুদ্ধের ১০ই তারিখ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন। অর্দ্ধ দিন মাঝে মাঝে যুদ্ধ করিবার পর আমাদের দলের উপর আজ্ঞা আসিল, 'তাহোসিতুতে যে সকল রুষ আছে তাহাদিগকে আক্রমণ কর।' আমরা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলাম,—রুসকিগণ আমাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে লাগিল। এই সকল গুলি এক্ষণে আর আমাদের নিকট কিছুই নূতন নাই। যেমন রৌদ্র বা বৃষ্টি,—এই গুলিবৃষ্টিও আমাদের নিকট সেইরূপ পুরাতন অভ্যস্ত বিষয় হইয়া গিয়াছে। গুলিকে আর আমরা গুলি বলিয়া মনে করি না। পথে কয়েকজন আমাদের সেনা হত ও আহত হইয়া পড়িয়া রহিল,—তাহার পর আমরা ছুটিয়া গিয়া রুষগণের উপর পতিত হইলাম। জাপ-সেনাধ্যক্ষ এরূপ সময়ে চীৎকার করিয়া সেনাগণকে কোন আজ্ঞা দেন না,—সেনাধ্যক্ষ যাহা করিতেছেন, সেনাগণও তাহাই করে। আমি লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহারাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমরা প্রবল বেগে রুষ-আক্রমণে ধাবিত হইলাম;—আমার সেনাগণ আমার পশ্চাতে বেয়নেট সুদৃঢ় ভাবে ধরিয়া চলিল। রুষগণ সম্মুখস্থ একটা গ্রামে ছিল,—এখন দেখিলাম তাহারা গ্রামের অপর দিক দিয়া পলাইতেছে;—সে পলায়নের বর্ণনা হয় না। ইহাদের মধ্যে দশ জন পলাইতে পারিল না;—ইহারা আমার নিকট আসিয়া আমায় সসম্ভ্রমে

সেলাম করিয়া চীনে-ভাষায় বলিল, 'তসি—তসি।' (ধন্যবাদ-ধন্যবাদ) তাহার পর তাহাদের থলিব ভিতব হইতে চিনি ও ভডকা মদ বাহিব করিয়া বলিল, 'সিনকু—সিনকু।' (খুব চমৎকার যুদ্ধ কবিয়াছেন, মহাশয়)। ইহাতে আমি হাসিব না কি কবিব, তাহাব কিছুই স্থিব কবিতে পাবিলাম না।

"আমাদের তাহোসিতু গ্রাম অধিকাব হইল। তখন পশ্চাৎ হইতে আবও অনেক আমাদের সেনা তথায় উপস্থিত হইল,—আমবা মুক্‌ডেন বেল-ষ্টেশন দখল কবিতে অগ্রসব হইলাম। আমবা জাপানী,—পাহাড়ী দেশেব লোক,—আমাদেব দুই দিকে সমুদ্র ;—আমাদেব নিকট কাজেই সকলই ছোট বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু মাঞ্চুবিয়া এক বৃহৎ দেশ,—ইহা অতি সমতল স্থান। চীনেগণ বলে যে মাঞ্চুবিয়াব যে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া ইহাব হাজাব মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওযা যায়। প্রকৃতই তাহাই,—যতদূব দৃষ্টি যায়, কেবলই সমতল ভূমি। মনে হয় যেন এখানে আসিযা আমবাও এই মাঞ্চুবিযাব ন্যায় বড় হইতেছি। সুন্দব অপরূপ বিস্তৃত ভূমি,—ইহাব উপব দিয়া অগণিত মানুষ দলে দলে চলিযাছে। এই এক দল এ দিক দিয়া চলিয়াছে,—এই আবাব আব এক দল অন্য দিক দিযা চলিযাছে। কতকগুলি কোথায়ও দাঁড়াইযা আছে,—তাহাও অধিকক্ষণ নহে;—তাহাবা আবাব চলিয়াছে। সকলই চীনেদেব পবিত্র ড্রাগনবাক্ষসেব সহবেব দিকে অগ্রসর হইতেছে! কতকগুলি দলকে প্রকৃতই দূব হইতে বড় বড় সর্প বলিয়া বোধ হইতেছে। এই সকল সর্পেব মুখ হইতে অবিরত অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে! নিকটে গেলে দেখা যায় যে ইহারা সর্প নহে,—ইহাবা বিভিন্ন জাপ-পদাতিক দল,—সদর্পে মুক্‌ডেনেব দিকে চলিযাছে।

"অপর দিকে বহু বিস্তৃত মনুষ্যদল গোলাকাব হইয়া ধাবিত হইতেছে; তাহাদের ঠিক বর্ণনা করা যায় না। ইহারাই পলাতক রুষ। যখন আমাদেব গোলা ইহাদেব মধ্যে গিয়া পড়িতেছে, তখন ইহাবা চারিদিকে

ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে ;—আবার পরমূহূর্ত্তে সকলে একত্র হইয়া ধাবিত হইতেছে। আবার গোলা, আবার ছত্রভঙ্গ, আবার পলায়ন! তাহাদের পশ্চাৎ হইতে তাহাদের উপর অবিরত আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিক গণ গুলিগোলা চালাইতেছে,—ক্রমেই ইহাদের আকার অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আসিতেছে! কেবলই চারিদিকে দুম্দাম শব্দ,—চারিদিক বান্জাই শব্দে আলোড়িত হইয়া যাইতেছে!

"সকালে ৭টার সময় আমরা মুক্ডেন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম দেখিলাম রুষগণ অতি তাড়াতাড়ি এই স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। তাহারা অনেক হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, শ্যাম্পেন ও ভডকা ফেলিয়া গিয়াছে। রুসকিগণ যেমন তাহাদের ধর্ম্মচিত্র "ইকন" সকল সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে,—সেইরূপ তাহাদের এই সকল মদ না হইলে চলে না। কোন কোন স্থানে আহারের জন্য টেবিল প্রস্তুত দেখিলাম,—তাহার উপর নানা সুখাদ্য সকল সজ্জিত। আমরা এই কয়দিন কেবল শুষ্ক বিস্কুট, ভাজা চাউল ও বরফের জল খাইয়া আছি,—এই সকল সুখাদ্য দেখিয়া আমাদের মন যে কি হইল, তাহা কিরূপে তোমায় জানাইব!

"কিন্তু রুষগণ যাইবার সময়েও শত্রুতা করিতে ক্রুটী করে নাই। তাহারা সমস্ত জলের ইন্দারায় ময়লা ফেলিয়া পানীয় জল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা নানা স্থানে নানা দ্রব্যের ভিতর ডিনামাইট লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে,—একটা ফাটিলেই সর্ব্বনাশ। রুষের এই সকল খাদ্যাদিও বিশ্বাস করা যায় না। টেবিলের উপর চুরটের বাক্স খোলা পড়িয়া আছে,—ডিসের সুখাদ্য সকল চারিদিক সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে,—কিন্তু কি জানি, যদি ইহার ভিতর কিছু থাকে! সহসা আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম। একজন সেনাকে বলিলাম, 'ওরে ইসোই,—এখানে যে সকল রুষ বন্দী হইয়াছে, তাহাদের একজনকে এখানে লইয়া আইস।' সে তৎক্ষণাৎ এক রুষ-বন্দীকে লইয়া আসিল। সে বলিল, 'সেনাপতি ৮

এই টেবিলে আমাদেব জন কয়েক সেনাধ্যক্ষ আহাব কবিতে বসিতে ছিলেন,—আপনারা এ সকল সুখাদ্য ফেলিয়া দিবেন না ;—আমি এখান কাব চাকব ছিলাম ;—আমি জানি ইহাব ভিতব কিছুই নাই,—আপনাবা না খান, আমায় দিন,—আমি অনেক দিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই'

"আমবা সেদিন রুষেব সুখাদ্য আহাবীয সকল আহাব কবিলাম ;—সে রাত্রে তাহাদেব বাড়ীতে বাস কবিযা তাহাদেব শয্যায শযন কবিলাম,—তাহাদেব গবম কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকা দিযা আমবা অপাব আনন্দ লাভ কবিলাম। এমন আনন্দ আমাদেব জীবনে আব কখনও হয় নাই। আমাদেব জানুযাবি ও জুন মাসে যে দুই মহোৎসব হয, আজ আমবা সেই দুই মহোৎসব একসঙ্গে একদিনে উপভোগ কবিতে লাগি-লাম! যাহাবা এখানে নাই, তাহাবা আমাদেব আজিকাব আনন্দ কিরূপে উপলব্ধি কবিবে?'

কেবল যে এই মহা আনন্দ জাপযোদ্ধা লেফটেনাণ্ট টকুতাবো উপলব্ধি কবিযাছিলেন তাহা নহে,—সমস্ত সেনাব আজ আনন্দেব সীমা নাই। আজ তাহাবা পবাক্রান্ত রুষকে মাঞ্চুবিয়াব বাজধানী মুকডেন হইতেও দূব কবিয়াছে,—রুষেব প্রতাপ তাহাবা আজ সম্পূর্ণ নষ্ট কবি-যাছে,—তাহাবা আজ আনন্দিত হইবে না কেন?

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেনে জাপ।

১০ই তারিখে জাপ-সেনা মুক্‌ডেন অধিকার করিয়া এই প্রাচীনতম চীনে সহরের উপর জাপানের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিল,—ইহাতে মুক্‌ডেনের চীনেগণ সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইল না। তাহাদিগকে দুর্ব্বল পাইয়া, রুষগণ তাহাদের উপর নানা অত্যাচার করিতে দ্বিধা করিত না,—এজন্য তাহারা আজ তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। কয়দিন পরে যখন মার্সাল ওযামা সদলে সহরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাজার হাজার জাপানী পতাকায় মুক্‌ডেনবাসী চীনেগণ তাহাদের গৃহাদি সজ্জিত করিল,—রাজপথ সকল নানারঙ্গের কাগজের ফুলের হারে অতি চমৎকার শোভা ধারণ করিল,—চীনেগণ মহা সমারোহে বিজয়ী জাপ-সেনাপতির অভ্যর্থনা করিল। চীন-রাজপুরুষগণ সকলে অগ্রসর হইয়া মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সহরে লইয়া আসিলেন। ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল,—চীনেগণ এতদিন রুষের উদ্ধতত্তা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতেছিল। এখন তাহারা জাপানের ধীর স্বভাব ও সুশৃঙ্খলতা দেখিতেছে। জাপ-সেনা আদৌ সহরের প্রাচীরের মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করে নাই। তাহারা সম্রাটের সমাধি-মন্দির সকল অতি সসম্মানে রক্ষা করিতেছে;—তাহারা নগরবাসিগণের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেছে। বিজয়ী জাপ-সেনা লুট পাট অত্যাচার কিছুই করে নাই; বরং চারিদিকে শান্তি স্থাপিত করিয়াছে, সুতরাং চীনেগণ যে তাহাদিগকে রক্ষাকর্ত্তা ভাবিয়া, তাহাদের যথোচিত সমাদর করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

রাজপথ নানা রঙ্গে সজ্জিত,—চীনেগণ আনন্দে উৎফুল্ল,—তাহারা চারি

দিকে জাপানের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ করিতেছে। পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া জাপ-সেনাগণ দণ্ডায়মান,—মধ্যে মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন দলের পতাকা উচ্চে উত্তোলিত। শত যুদ্ধে এই সকল গৌরবময় পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারাই জাপানের ভীম পরাক্রমের কথা জগতে প্রচার করিতেছে! বৃদ্ধ জাপ সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার সেনাপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, এই সকল সেনাশ্রেণীর মধ্য দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় আজ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভীষণ মহাযুদ্ধে আজ জয়ী হইয়াছেন;—তাঁহার সেনা গণ যেরূপ সুদক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা আর কখনও কোথায়ও দেখা যায় নাই।

সম্রাট তাঁহাকে লিখিয়াছেন, "হেমন্ত কাল হইতে শত্রুগণ মুক্ডেনের চারিদিকে অতি ভীষণ দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া এ প্রদেশ সম্পূর্ণ অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা এখানে আমাদের মাঞ্চু-রিয়াস্থিত সেনাপেক্ষা অনেক অধিক সেনা সমবেত করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিত পরাজিত করিবে, তাহাই স্থির করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আমার সেনাগণই প্রবল পরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। ১৯ দিন দিনরাত্রি বরফ ও ঝড়ের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া, প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগকে তাইলিংয়ের দিকে দূর করিয়া দিয়াছে। হাজার হাজার রুষ আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে,—শত্রুর সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এই মহাযুদ্ধ জয় করিয়া আমাদের মাঞ্চুরিয়াস্থিত সেনাগণের গৌরব দেশে ও বিদেশে শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার সেনাপতি ও সেনাগণ যে এরূপ যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আপনারা আরও জাপানের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন ও আরও সাফল্য লাভ করিবেন।"

মার্সাল ওয়ামা মুক্‌ডেন অধিকাব কবিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই ;—তাঁহাব বিভিন্ন সেনাপতিগণ পলাতক রুষদিগেব পশ্চাৎ ধাবিত হইযাছেন। রুষেব দক্ষিণদলেব সেনাপতি লিনিভিচ এক সপ্তাহ কুবোকি ও কায়ামুবাকে প্রতিবোধ প্রদান করিযা, এক্ষণে সসৈন্যে তাইলিংযেব পথ ধবিযাছেন। তাঁহাব পশ্চাতে কুবোকি ও কাযামুবা সসৈন্যে চলিয়াছেন, কিন্তু লিনিভিচেব সুদক্ষতাব জন্য জাপানিগণ তাঁহাব পলাতক সেনাগণেব বিশেষ কোন অনিষ্ট কবিতে পাবিল না। রুষ-সেনা মধ্যে মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, জাপগণেব সহিত যুদ্ধ কবিতে লাগিল। সেই অবসবে অন্যান্য সেনা সবিযা যাইতে আবম্ভ কবিল, কিন্তু এ কাজও সহজে সুশৃঙ্খলাব সহিত হইল না। পশ্চাতে জাপগণ চাবিদিক হইতে আসিতেছে। এখন তাহাদেব সমস্ত সেনাদল এক হইযা গিযাছে। যে যেখান হইতে পাবিতেছে, রুষেব উপব আসিযা পডিতেছে,—তাহাদেব আক্রমণে রুষগণকে বিধ্বস্ত হইযা যাইতে হইতেছে। পাছে রুষগণেব কতক সেনা ভ্লাডিভস্টকে পলাযন কবে, এই জন্য জাপ-সেনাপতিদ্বয কিছু সেনা পূর্ব্ব দিকে প্রেবণ কবিযাছেন,—সে দিকে রুষগণেব অগ্রসব হইবাব উপায নাই।

লিনিভিচ তাঁহাব সেনাগণকে যেরূপ ভাবে লইযা যাইতে পাবিলেন, অপব দুই রুষ-সেনাপতি তাহা পাবিলেন না,—তাঁহাদেব সেনা সকল জাপানী হস্তে বিধ্বস্ত হইযা গেল। সেনাপতি কুলবার্স বহু সেনা লইযা নগি ও ওকুকে প্রতিবোধ কবিতেছিলেন। তিনি এই দুই জাপ সেনাপতিকে পবাভূত কবিবাবও উপক্রম কবিলেন; কিন্তু অপব সেনাপতি বিল্‌ডাবলিং নজুব গতিবোধ কবিতে পাবিলেন না,—তিনি হটিযা গেলেন; তখন কুলবার্সেব পশ্চাতে নজু আসিয়া পড়িলেন। সম্পূর্ণ ঘেবাও হইবাব ভযে লিনিভিচও পশ্চাৎপদ হইলেন; তখন সমস্ত জাপ-সেনা রুষগণকে তাড়া কবিযা চলিল,—রুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল,—তাহাদের দুর্দ্দশাব পবিসীমা বহিল না।

এই প্রদেশেব একটু বিবরণ না অবগত হইলে রুষগণেব কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেহ ভাল বুঝিতে পারিবেন না ; সুতরাং আমবা নিম্নে ইহাব একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

মুক্‌ডেন হইতে তাইলিং ৪৩ মাইল দূবে অবস্থিত। সহবেব উত্তব-পূর্ব্ব কোণ হইতে চীন-সম্রাটদিগেব বৃহৎ বাজপথ ববাবব উত্তব-পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। সহবেব বাহিবে বিস্তৃত সমতল ভূমি,—মধ্যে মধ্যে বড় লোকের সমাধি-মন্দিব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। তিন মাইল দূবে দুইটি সম্রাটেব সমাধি-মন্দিব। বেল-লাইন এই দিকে ববাবর উত্তবে চলিয়া গিযাছে। সহব হইতে চাবি পাঁচ মাইল দূবে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী,—তাহাব পব বিস্তৃত জলা ভূমি। তিনটী ক্ষুদ্র নদীব জল এই বিলে আসিযা পড়িতেছে। এই বিলেব অপব দিক হইতে পু নদী বহির্গত হইযা হুন নদীতে মিশিয়াছে।

জলাব উত্তব দিকে এক পাহাড়পূর্ণ দেশ। এই সকল পাহাড় খুব উচ্চ নহে। এই সকল পাহাড়েব উপব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। রুষেব বেল লাইন এই পাহাড়শ্রেণীব ভিতব দিযা তাইলিং হইয়া হাববিনে চলিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়েব ভিতব দিয়া দুই তিনটী নদী প্রবাহিত ;—এখন ববফ গলিয়া জলস্রোত প্রবল বেগে ছুটিযাছে। তাইলিং একটা পার্ব্বত্যপথ, ইহাব দুই পার্শ্বে পাহাড়শ্রেণী বহু উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। এক স্থানে এই উপত্যকা পথ কেবল আড়াই মাইল মাত্র প্রসস্ত। এই পথ সাত মাইল দীর্ঘ ; ইহাব ভিতব দিয়া ৯০০ ফিট প্রস্থ লিও নদী প্রবাহিত। সম্রাটীব বাস্তা এবং রুষেব রেল-লাইন, দুইই এই উপত্যকাব ভিতব দিযা উত্তব দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে তাইলিং সহর অবস্থিত ; ইহাব চাবি দিক প্রাচীরে বেষ্টিত ; বেল-ষ্টেশণেব নিকট রুষেব কল কাবখানা ও সেনা নিবাস।

দুই পার্শ্বেই প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী বরাবব মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই সকল পাহাড়েব উপব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ

আছে। এই সকল পথ দিযা এক জন মানুষ বা একটা ঘোড়াব অধিক যাইতে পাবে না। কাজেই মঙ্গোলিযা ও হাববিন হইতে মালামাল সকলই তাইলিংয়েব পার্ব্বত্যপথেব মধ্য দিযা গমন ব্যতীত তাহাদেব আব উপায় ছিল না।

এক্ষণে রুষগণ মুক্‌ডেন হইতে বিতাড়িত হইযা তাইলিংয়েব পথ ধবিযাছে। পূর্ব্বদিকে উত্তবে লিনিভিচ সদলে বিতাড়িত হইয়া তাইলিংয়েব দিকে আসিতেছেন। তাঁহাব সেনাগণেব তত দুর্দ্দশায় পাড়িতে হয় নাই,—কিন্তু বিল্‌ডাবলিং ও কুলবার্সেব অবস্থা অতি শোচনীয হইযাছে। তাহাদিগকে সমতল ভূমিব উপব দিযা যাইতে হইতেছে,—তাহাদেব পাহাড়েব আশ্রয লাভ কবিবাব উপায নাই। পশ্চাৎ হইতে জাপানী গুলিগোলাতে রুষ-সেনা বিধ্বস্ত হইযা যাইতেছে। তবে কুবোপাট্‌কিন পূর্ব্ব হইতেই রসদাদি মুক্‌ডেন হইতে তাইলিংয়ে প্রেবণ কবিয়াছিলেন,—রুষেব আহতগণ বেলে পশ্চাতে প্রেবিত হইযাছিল,—তাঁহাদেব কেবল দেড় হাজাব আহত ও কয়েক জন ডাক্তাব মুক্‌ডেনে আছেন। রুষ সেনাপতি তাঁহাদেব সকলকে বেলগাড়ীতে পাঠাইয়া দিযাছেন। চাবি পথ দিয়া রুষেব মালপত্রেব গাড়ী ও কামান চলিযাছে,—কিন্তু তাহাবা এই সকল নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইতে পাবিলেন না,—মুক্‌ডেনেব নিকটেই রুষগণ তাঁহাদেব ১২ মাইল লম্বা মালপত্রেব গাড়ীব শ্রেণী ও অনেক কামান ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

এই পলাযন ব্যাপাবে রুষেব কি ভীষণ দুর্দ্দশা ঘটিল, এক্ষণে আমবা তাহাবই বর্ণনা কবিব!



চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পলাতক রুষ।

বিলডাবলিং সসৈন্যে চীন-সম্রাটের রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়া পলাইতেছেন,—কুলনার্স রেল-লাইনের দুই পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন। এত সেনা, কামান, মালপত্রের গাড়ী অল্প স্থান দিয়া লইয়া যাওয়া যায় না, বিশেষতঃ, রুষগণ এখন পলাতক, তাহাদের ভিতর নিয়ম কানুন সুশৃঙ্খলা আর কিছুই নাই। পশ্চাতে দলে দলে জাপগণ আসিয়া পড়িতেছে। তাহারা রুষের পার্শ্বে কামান টানিয়া আনিয়া তাহাদের উপর গোলা চালাইতেছে,—ইহাতে রুষ-সেনাদলে সুব্যবস্থা থাকিবার সম্ভাবনা কিছু মাত্র ছিল না। সম্মুখে নজু ও নগি সসৈন্যে মিলিত হইয়া রুষের রেলপথ অবরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারা পথরোধ করিলে রুষগণ আর পলাইতে পারিবে না। এ অবস্থায় তাহারা যে যাহার প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! পলাতক রুষের মধ্যে কোন সুশৃঙ্খলা নাই,—দুর্দ্দশার শেষ সীমায় তাহারা উপনীত হইয়াছে। জাপগণের গুলিগোলায় হাজার হাজার রুষ পথে প্রাণ দিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আক্রান্ত বন্য পশুর ন্যায় জাপগণকে আক্রমণ করিতেছে! ক্ষিপ্রগতি ক্ষুদ্র জাপ-সেনা হাজার হাজার চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে,—সে যে কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

একদল জাপ-সেনা একদল রুষ-সেনার গতিরোধ করিল;—কিয়ৎক্ষণ রুষগণ যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ বন্দুকের মাথায় সাদা রুমাল বাঁধিয়া ঊর্দ্ধে তুলিল,—জাপগণ এই সমস্ত রুষ-সেনা বন্দী করিলেন। এইরূপ দলে দলে রুষগণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে। অনেক রুষ-সেনাদল

এই অপরিচিত দেশে পথ হারাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—শ্বেত পতাকা তুলিয়া হতাশ ভাবে দণ্ডায়মান রহিল,—জাপানিগণ আসিলেই আত্মসমর্পণ করিল। এক দল রুষ-গোলন্দাজ সেনা কামান সহ রাস্তা হারাইয়া কোথায় যাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না,—তখন তাহারা বেগে জাপগণের মধ্যে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

এইতো হইল রুষের বিভিন্ন সেনাদলের কথা; তাহাদের পশ্চাতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত রুষ-সেনা আসিতেছে। কোথায় একজন, কোথায় বা দুই তিন জন, এইরূপ ভাবে এই হতভাগ্যগণ চলিয়াছে। তাহারা মুকাকি (জাপ সেনা) দেখিলেই তাহাদের বন্দুক পরিত্যাগ করিয়া মাটিতে হতাশ ভাবে শুইয়া পড়িতেছে। একজন সংবাদদাতা রুষগণের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"হতভাগ্য রুষ-সেনাগণ এই মহাযুদ্ধে একেবারে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা সবলচিত্ত, তাহারা জীবনে আর কখনও এরূপ বিপদে পতিত হয় নাই। তাহারা জাপানিদিগের নিকট যেরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া যথার্থই দুঃখ হয়। তাহারা জাপানিদিগের নিকট যেরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল, উদ্ধত রুষগণ যে তাহা কখনও করিতে পারে, তাহা কাহারই বিশ্বাস ছিল না। এক স্থানে দুই জন জাপ সেনাধ্যক্ষের সম্মুখে চারিজন সশস্ত্র রুষ-সেনা পতিত হইল। অমনই তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া জোড় হাত করিয়া রহিল। ইহাদের মধ্যে একজন তাহার বুকের পকেট হইতে এক সামান্য মূল্যের খুব বাহির করিয়া উপহার প্রদানে উদ্যত হইল,—বোধ হয় ইহাই এই হতভাগ্যের প্রিয়তম ধন। তাহাদিগকে বলা হইল যে তাহাদের জাপ-সেনার পশ্চাতে যাইতে হইবে, কিন্তু এ কথা বোধ হয় তাহারা ভাল বুঝিল না। যে খুব খানি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে ভাবিল যে জাপানিগণ তাহাকে হত্যা করিবে,—তজ্জন্য

সে এক খানি ক্ষুদ্র বই পকেট হইতে বাহিব কবিয়া ভগবানেব নাম কবিতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য প্রতি পদে দৃষ্টিগোচব হইতেছে। এখানে সেখানে সর্ব্বত্র রুষগণ জানু পাতিয়া জাপগণেব দযা ভিক্ষা কবিতেছে,—চাবিদিকে রুষ-সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণ সাদা রুমাল উড়াইতেছেন!”

যাহাবা জাপ হস্তে পতিত হইল, জাপানিগণ তাহাদিগকে অতি যত্নে বাখিতে লাগিলেন। যাহাবা আত্মসমর্পণ না কবিযা পলাইল, তাহা-দেব দুর্দ্দশাব সীমা বহিল না। তাহাবা শত শত হত ও আহত হইতেছে! আব যাহাবা আত্মসমর্পণ কবিল, তাহাদেব দুঃখ কষ্ট ঘুচিযা গেল,—তাহাদেব আহাবাদিব আব কোন ক্লেশ বহিল না।

মহানুভব জাপগণ রুষ-আহতগণেবও বিশেষ যত্ন কবিতে লাগিলেন। আমবা পূর্ব্বে জাপযোদ্ধা লেফ্‌টেনাণ্ট টকুতাবোব পত্র উদ্ধৃত কবিয়াছি। ১১ই তাবিখে তিনি রুষ-আহতগণেব পবিচর্য্যাব জন্য প্রেবিত হইলেন। তিনি কযেক জন ডাক্তার, কতকগুলি আহত বহন কবিবাব কুলি, গবম চা, জল, বিস্কুট ও অন্যান্য দ্রব্য লইবা রুষ-আহতদিগেব সেবাব জন্য চলি-লেন। তিনি ও তাঁহাব সমভিব্যাহাবী ডাক্তাব ও কুলিগণ যথাসাধ্য রুষ-আহতগণেব শুশ্রূষা কবিযা তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে লাগিলেন। জাপযোদ্ধা লিখিতেছেন ঃ—

“রুষেব আহতগণেব মধ্যে একটী ১৬।১৭ বৎসবেব বালক ছিল। সে জযঢাক বাজাইত,—তাহাব দুই পদই গুলিতে আহত হইয়াছে! সে এক ছড়া জপমালা হাতে লইয়া উপাসনা কবিতেছিল। হায! হতভাগ্য কতদূব হইতে কোথায় আসিয়া কি অবস্থায় পড়িয়াছে। সে এতই উপাসনায় নিমগ্ন যে আমাদের আগমন পর্য্যন্ত জানিতে পাবিল না। আমি বেডক্রসযুক্ত এক জনকে ডাকিয়া চীনে ভাষায় বলিলাম, ‘ডাক্তাব, এই দিকে এই ক্ষুদ্র বীবকে দেখুন।’ কিন্তু তবুও বালক আমাব দিকে চাহিল না। তখন আমি রুষ-ভাষায় ডাকিলাম, ‘ডাক্তার!’ তবুও বালক নিস্পন্দ। তখন আমি



জাম্মাণ ভাষায় তাহাকে বলিলাম, 'তোমার কোন ভয় নাই!' এই পর্য্যন্ত আমার ভাষা জ্ঞান। সৌভাগ্যের বিষয় বালক আমার জার্ম্মাণ ভাষা বুঝিল,—বোধ হয় সে জাতিতে পোল,—তাহাই জাম্মাণ জানে। তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ যাইতেছিল। আমার সঙ্গের জলের বোতলে তাহার জল তৃষ্ণা মিটিল না, আমি আমার সঙ্গের একজন কুলির বোতল তাহাকে দিলাম। সে তাহাও প্রায় নিঃশেষ করিল; তখন আমি কয়েক খানা বিস্কুট তাহাকে আহার করিতে দিলাম। তাহার দেশ কোথায়, তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু সে বড়ই দুর্ব্বল,—তাহাকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, 'তোমার ক্ষত কিছুই নয়,—এখনই তোমায় জাপানী হাঁসপাতালে লইয়া যাইবে। তুমি শীঘ্রই ভাল হইয়া দেশে যাইতে পারিবে।' আমি রুষ-মৃতদেহ হইতে বড় কোট ও কম্বল লইয়া তাহাকে যত্নে ঢাকিয়া দিলাম,—এবং সঙ্গে সঙ্গে ডুলি আনিতে লোক পাঠাইলাম। এরূপ আহত একজন নহে,—চারিদিকে অসংখ্য। আমি অপরের দিকে গমনে উদ্যত হইলে, সে কাতরে বলিল, 'সেনাপতি! সেনাপতি! একটু অপেক্ষা করুন। দয়ালু সেনাপতি! এই বই খানি আমি আপনাকে উপহার দিতে চাই। যখন আমি যুদ্ধের জন্য বাড়ী হইতে বাহির হই, সেই সময়ে আমার পিতা আমাকে এই বই খানি দিয়াছিলেন। মহাশয়! ইহাপেক্ষা মূল্যবান আর কিছুই আপনাকে উপহার দিবার আমার নাই। ইহাপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য জগতে আমার দ্বিতীয় নাই।' আমি বই খানি নীরবে লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অপর আহতের নিকট চলিলাম। আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু আমি আমাদের সেনা ও কুলির সম্মুখে বিচলিত হইলাম না।"

জাপগণ কত মহান, তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। যে সকল রুষ জাপানিগণের হস্তে পতিত হইল, তাহাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচিল,

—তাহাদের বহু সংখ্যক আহত সেনা জাপ-হাঁসপাতালে নীত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিল,—যাহারা পলাইল, তাহাদের দুঃখের ও দুর্দ্দশার বর্ণনা হয় না।

সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে রুষগণ পলাইয়া তাইলিংয়ের দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্যপথে আশ্রয় লইয়া আবার জাপানিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। কুরোপাট্‌কিন পূর্ব্ব হইতেই এ স্থান অতি সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। জাপগণ ভাবিল যে আবার এই তাইলিংয়ে রুষের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। সেই জন্য তাহারা তাইলিংয়ের নিকট পর্য্যন্ত রুষগণকে তাড়াইয়া আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের সমস্ত সেনা দলে দলে পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া তাইলিংয়ের সম্মুখে অবস্থিত হইল। এই ব্যাপারে ছয় দিন কাটিয়া গেল;—কারণ রুষগণ মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতেছে,—প্রতি মুহূর্ত্তেই জাপগণকে যুদ্ধ করিয়া রুষদিগকে বিতাড়িত করিতে হইতেছে। ১০ই জাপ-সেনা মুকডেন অধিকার করিয়াছে,—১৬ই তারিখে সেনাপতি ওয়ামা সম্রাটকে টেলিগ্রাফে জানাইলেন :—

"সর্ব্বত্র শত্রুগণকে বিতাড়িত করিয়া আমাদের সেনাগণ আজ ১৬ই মার্চ্চ বেলা ১২টা ২০ মিনিটের সময় তাইলিং অধিকার করিয়াছে।"

ওকু ও নজু প্রধানতঃ রুষ তাড়াইয়া যাইতেছিলেন, তবে ওকুকেই রুষগণের সহিত অধিক যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। মুকডেন যুদ্ধ ও তাহার পর এই ছয় দিনের ব্যাপারে, কেবল এক তাঁহার সেনাদলেই ২০ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। ১৬ই প্রাতে তাইলিংয়ের দক্ষিণে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে হাজার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে রহিল।

তাইলিং রেল-ষ্টেষণ ঠিক লিওয়াং রেল-ষ্টেষণের ন্যায়। এখানেও রুষগণ বহু রসদাদি সংগ্রহ করিয়াছিল;—তবে তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় এই সকল রসদের প্রায় অধিকাংশ জ্বালাইয়া দিয়া পলাইয়াছিল,—তবুও জাপগণ বহু দ্রব্যাদি পাইলেন। কিন্তু জাপানিগণ এখানে আর তিলার্দ্ধ

অপেক্ষা করিলেন না,—রুষগণ হারবিনের দিকে ধাবিত হইয়াছে, জাপগণ আবার তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল। মুকৃডেন ও তাইলিংয়ের মধ্যে যে ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল,—তাইলিংয়ের পশ্চাতে হারবিনের পথে আবার সেই ভয়াবহ লোমহর্ষণ রক্তপাত আরম্ভ হইল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আধুনিক মহাযুদ্ধ।

মুকৃডেনের চারিদিকে যে যুদ্ধ ঘটিল, তেমন ভীষণ যুদ্ধ আর আধুনিক জগতে কখনই ঘটে নাই। এই মহাযুদ্ধে জগতের সমস্ত জাতির চক্ষু উন্মিলিত হইল। অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে আধুনিক যুদ্ধে আর শারীরিক বল ও সহ্য শক্তির প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই যুদ্ধে রুষ ও জাপানিগণের কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। কঠোর ভীষণ শীতে, প্রবল গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে, এই সকল বীরগণকে ক্রমান্বয় দুই সপ্তাহ দিন রাত্রি যুদ্ধ করিতে হইযাছিল, শরীরে অসীম বল, মনে অতুলনীয় কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি, দেহ প্রকৃত লৌহে নির্ম্মিত না হইলে, কেহই এ ব্যাপারে জীবন রক্ষা করিতে পারে না। দুই শত বৎসরের মধ্যে এরূপ মহাযুদ্ধ আর হয় নাই!

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে আট লক্ষ সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বের আর কোন যুদ্ধেই এত সেনা একত্রে রক্তপাতে নিযুক্ত হইয়াছে, এমন দেখিতে পাওয়া যায় নাই! ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের লিপ্‌জিগ্‌ যুদ্ধে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কনিগ-

গ্রাজ যুদ্ধে ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রেভিলোট যুদ্ধে উভয় পক্ষে ৪ লক্ষ হইতে সাড়ে চার লক্ষ সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য যে সকল মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে,—তাহাতে দুই লক্ষের অধিক সেনা কোন এক যুদ্ধে নিযুক্ত হয় নাই। তুরস্ক-রুষ যুদ্ধে প্লেবনায়ও দুই তিন লক্ষের অধিক সেনা দুই পক্ষে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু এই মুক্‌ডেন যুদ্ধে আট লক্ষেরও অধিক সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল,—কাজেই বলিতে হয় দুই শত বৎসরের মধ্যে এত বড় ভয়াবহ যুদ্ধ আর হয় নাই।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ ২৪শে ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইয়া ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাতেই এই যুদ্ধের অবসান নাই; তাহার পর ৫।৬ দিন জাপগণ রুষগণকে তাড়া করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপদে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, সুতরাং বলিতে হয়, এই যুদ্ধ প্রায় তেইশ দিন অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এত দিন ব্যাপী আর কোন যুদ্ধ হয় নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধ এক দিন মাত্র হইয়াছিল, প্লেবনার যুদ্ধ দুই দিন চলিয়াছিল, কেবল লিপ্‌জিগের যুদ্ধ তিন দিন ঘটিয়াছিল, কিন্তু এই মুক্‌ডেনের যুদ্ধ তিন সপ্তাহের অধিক চলিয়াছিল, সুতরাং এরূপ মহাযুদ্ধ আর হয় নাই। অন্যান্য যুদ্ধে দুই পক্ষে যে সেনা ছিল, মুক্‌ডেনের যুদ্ধে এক পক্ষেই সেই চারি পাঁচ লক্ষ সেনা যুদ্ধ করিতেছিল। ৪।৫ লক্ষ সেনার রসদ আহারাদি যোগান সহজ কার্য্য নহে,—তাহার জন্যও আরও দশ লক্ষ লোকের প্রয়োজন। এ যে কি এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, তাহা কল্পনা করাও যায় না। যদি এই প্রায় বিশ লক্ষ লোক দুই সের করিয়া খাদ্যও প্রত্যহ আহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ৪০ লক্ষ সের অর্থাৎ প্রায় ১০০ হাজার মণ আহারীয় দ্রব্য তাহাদের প্রত্যহ প্রয়োজন,—তাহার উপর অগণিত অশ্ব গরু প্রভৃতি আছে। এই দেড় বৎসর যুদ্ধে কত কত কোটী কোটী মণ রসদ এই অগণিত সেনার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ধারণা করা যায় না। জাপানিগণ যে এই অসংখ্য সেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা

তাঁহাদের কম প্রশংসার কথা নহে,—রুষেরও সহস্র প্রশংসা করিতে হয়। ১৫ লক্ষ জাপানী যে প্রত্যহ যথাসময়ে আহার পাইতেছে, ইহাই তো এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। তাহার উপর যুদ্ধোপকরণাদি সংগ্রহ প্রভৃতি সহস্র প্রকার যুদ্ধসজ্জা আছে। পৃথিবীতে আর কখনই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই।

জাপানের পাঁচ সেনাপতির অধীনে প্রায় ৫ লক্ষ সেনা ছিল, এই পাঁচ সেনাপতিই এই মহাযুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের সকলের উপর বৃদ্ধ ওযামা আছেন,—সকলকে পরামর্শ দিতেছেন কোদামা,—তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মতভেদ নাই। অপরদিকে রুষ-সেনাপতিগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিপদে মতভেদ ঘটিতেছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মুকডেনের যুদ্ধে রুষ-সেনার তিন দলের তিনজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন,—সকলের উপর ছিলেন কুরোপাট্‌কিন,—কিন্তু এ যুদ্ধে যতদূর জানা যায়, তাঁহার পলায়ন ব্যতীত অন্য কার্য্য ছিল না। পূর্ব্বদিকে লিনিভিচ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, মধ্যে বিল্‌ডারলিং ও পশ্চিমে কুলবার্স ছিলেন,—কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর সংযোগ ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে যদি যুদ্ধের সময় সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ভাব কি হইত বলা যায় না। বিল্‌ডারলিং আদৌ কুলবার্সের সাহায্যে সেনা প্রেরণ করিলেন না,—তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। এই দোষে সম্রাট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে অন্য সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মুক্‌ডেনের যুদ্ধের পর কেবল তিনিই যে পদচ্যুত হইলেন তাহা নহে। সম্রাট কুরোপাট্‌কিনের উপর বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার স্থলে দেশ হইতে নূতন সেনাপতি প্রেরণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন সেনাপতিই এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না,—অনেকে কুরোপাট্‌কিনের পক্ষ সমর্থন করিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই রুষ-সেনা-

ধ্যক্ষগণেব মধ্যে বিচক্ষণ। তিনি এই দেড় বৎসর বীর জাপগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন,—তিনিই এত দিন জাপ হস্তে রুষ-সেনার সমূলে নির্ম্মূলতাব প্রতিবোধ কবিয়া আসিতেছেন,—ইহাতে তাঁহাব প্রতি রুষ-সম্রাটেব কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি এই বীবেব সমুচিত অপমাননা কবিতে প্রস্তুত হইলেন। দেশেব কোন সেনাপতি মাঞ্চুরিয়াব প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণে অগ্রসর না হওয়ায়, সম্রাট কুবোপাট্‌কিনকে নিম্ন পদস্থ কবিয়া তাঁহাব নিম্নস্থ লিনিভিচকে তাঁহার উপবে তুলিয়া প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু স্বদেশভক্ত চিব বিশ্বস্ত বাজভৃত্য বীব কুবোপাট্‌কিন এ সময়ে রুষকে এই মহাবিপদাবস্থায় ফেলিযা পদত্যাগ কবিয়া চলিয়া গেলেন না,—তিনি গ্রিপেনবর্গেব ন্যায় কুকার্য্য কবিলেন না,—তিনি সম্রাটেব আজ্ঞা শিবোধার্য্য কবিয়া লিনিভিচেব স্থলে রুষেব প্রথম সেনাদলেব সেনাপতি হইলেন। পৃথিবী সুদ্ধ লোক এজন্য রুষ-সম্রাটের নিন্দা কবিতে লাগিল।

এই যুদ্ধে কিরূপ অর্থব্যয হইতেছিল, তাহাবও ধাবণা কবা যায না। রুষগণ তাহাদেব দীর্ঘ বেল ও পোর্টআর্থাব এবং ডাল্‌নি বন্দব নির্ম্মাণে ৯০০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড (১৫ টাকায় এক পাউণ্ড) ব্যয় কবিয়াছিলেন;—এক্ষণে এ সমস্তই জাপানিগণেব হস্তে পতিত হইয়াছে। যুদ্ধেব ব্যয় ও বাহিবেব ঋণ ৫৭০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ৫৭,০০০,০০০ পাউণ্ড। রুষ-গভর্ণমেণ্টেব দেশে ঋণ ১৫০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৪৮০টা কামান হাবাইবাব দরুন ১০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ১,০০০,০০০ পাউণ্ড। রুষ-সওদাগবি জাহাজ জাপানী হস্তে বাজেয়াপ্তে ১০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ১০০০,০০০, পাউণ্ড, রুষ নৌবাহিনী নষ্ট হওয়ায় ১৬০,০০০,০০০ রুব্‌ল, অর্থাৎ ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড, তাহা হইল রুষের এ যুদ্ধে মোট ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০০,০০০,০০০ তিন শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কি

ভযানক ব্যাপাব একবাব অনুধাবন করিয়া দেখুন,—এক বৎসবেব যুদ্ধে তিন শত কোটী টাকা ব্যয়। জাপানে তিন শত না হউক, অন্ততঃ এক শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে! উভযপক্ষকে ঋণ কবিতে হইতেছে, নতুবা যুদ্ধেব ব্যয সংকুলান কবা দুরূহ।

জাপানেব মান সম্ভ্রম এই যুদ্ধে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাবা ইয়োবোপে যে ঋণ কবিতে ইচ্ছা কবিলেন, তাহা অনাযাসে উঠিয়া গেল। ইংলণ্ড ও আমেবিকাবাসিগণ তাঁহাদেব ঋণ দিতে ব্যগ্র,—জাপগণ কখনও অমিত ব্যয়ী নহে,—তাঁহাবা অতি মিতব্যয়িতাব সহিত এই মহাযুদ্ধেব খবচ নির্ব্বাহ কবিতেছিলেন। এই যুদ্ধ ব্যাপাবেও তাঁহাদেব এক পয়সাও অপব্যয নাই, তাঁহাবা ইযোবোপে যে ঋণ লইলেন, ইচ্ছা কবিলে তাহাব দশ গুণ কি বিশ গুণ ধাব কবিতে পাইতেন; কিন্তু রুষেব ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, —তাঁহাবা এই যুদ্ধে প্রতিপদে হাবিযা তাঁহাদেব মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট কবিযা ফেলিয়াছেন,—তাঁহাদেব আব কেহই ধাব দিতে স্বীকৃত নহে। রুষ-গভর্ণমেণ্ট ফবাসিদিগেব নিকট অনেক টাকা ঋণ কবিযাছিলেন, কিন্তু সে টাকা এই মহাযুদ্ধে এই এক বৎসরেই সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে! আব ফবাসিদিগেব নিকট ঋণ পাইবাব সুবিধা আছে কিনা, তাহাই দেখিবাব জন্য রুষ-গভর্ণমেণ্ট পাবিস্ নগবে দূত প্রেবণ কবিলেন, কিন্তু ফবাসী ধনীগণ স্পষ্ট বলিলেন, "না,—যত দিন রুষ সন্ধি স্থাপন কবিয়া এই যুদ্ধ বন্ধ না কবেন, তত দিনেব মধ্যে আমবা তাহাকে এক পয়সাও ধাব দিব না।" মুকডেনেব যুদ্ধে হাবিয়াও বোধ হয তাহাদেব এরূপ বজ্রাঘাত মস্তকে পতিত হয় নাই। যাহা হউক, রুষ-সম্রাট ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড শত কবা দশ পাউণ্ড ছাড়িয়া দিযা দেশে ধাব কবিযা কোনরূপে উপস্থিত ব্যয নির্ব্বাহ কবিলেন! জাপানের এখনও এ অবস্থা ঘটে নাই,—জাপান এখনও অনায়াসে বহু বৎসব পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পাবেন।

কিন্তু রুষ-সম্রাট ও অমাত্যগণ এ অবস্থাযও যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ইয়োরোপের চারিদিকে সন্ধিব ধুয়া উঠিয়াছে ;—সকলেই বলিতেছেন, "যথেষ্ট বক্তপাত হইয়াছে,—আব বক্তপাত হওয়া উচিত নহে; এখন রুষ-জাপানে সন্ধি হওয়া কর্ত্তব্য।" ফবাসিগণ রুষগণকে অনেক টাকা ধাব দিয়াছিলেন, সুতবাং তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সন্ধির জন্য অধিক ব্যগ্র; কিন্তু রুষেরা টাকাব অভাব ব্যতীত, আব কোন অভাব নাই, —টাকাও তাঁহারা কোন গতিকে তুলিবেন,—তাঁহাবা কখনই ক্ষুদ্র জাপেব পদানত হইযা সন্ধিব জন্য অনুনয় বিনয় কবিবেন না। তাঁহাদেব অগণিত সেনা পশ্চাৎপদ হইয়া হাববিনে সমবেত হইয়াছে, তাঁহাবা আবাব অগণিত সেনা মাঞ্চুবিয়ায় পাঠাইবেন। তাঁহাবা পবাজিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু জাপকে পদদলিত কবিবাব ক্ষমতা তাঁহাদেব এখনও সম্পূর্ণ আছে। জগতকে তাঁহারা তাহা শীঘ্রই দেখাইবেন,—কাজেই যুদ্ধ চলিবে,—সন্ধি হইবার কোন আশা নাই।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে।

পৃথিবীব অতি পূর্ব্ব প্রান্তে দূর মাঞ্চুবিয়াতে এই যুদ্ধ ঘটতেছিল, কিন্তু তাহাতে পৃথিবীব সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিব মধ্যে এক ঘোব আন্দোলন ঘটিযা উঠিয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই প্রথম যুদ্ধ,—পাশ্চাত্যেব সর্ব্ব প্রধান স্থলযোদ্ধা রুষ ক্ষুদ্র জাপানেব হস্তে প্রতিপদে লাঞ্ছিত,—প্রাচ্যেব এতদিনকাব হেয় হীন ক্ষুদ্র জাপ জগতকে দেখাইয়াছে যে তাহারা সমস্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান অধিকাব কবিয়াছে। ইয়োবোপেব আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যাহা কিছু ফল তাহাব সমস্ত তাহাবা অধিকাব করিয়া তাহাব

উপরও অনেক গুণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইয়োরোপ বিস্মিত,—এমন কি অনেক জাতি ভবিষ্যতের জন্য ভীত হইয়াও উঠিয়াছেন! এ অবস্থায় পাশ্চাত্য দেশে যে একটা বৃহৎ আন্দোলন উপস্থিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

দূর মাঞ্চুরিয়ায় পৃথিবীর এক প্রান্তে রুষ জাপানে যুদ্ধ হইতেছে সত্য,—কিন্তু ইয়োরোপ তাহাতে নিশ্চিন্ত নহে। পূর্ব্বে যে কয়বার পৃথিবী ব্যাপ্ত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারত রক্ষার জন্যই যে ইংলণ্ড জাপানের সহিত সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সময়ে ইংলণ্ড কেবল যে জাপানের সহিত মিত্রতার সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—তাঁহারা ফ্রান্সের সহিতও মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ ফরাসীতে সন্ধি ছিল। রুষ ঘোর রাজতন্ত্র,—আর ফ্রান্স সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র দেশ,—রুষিয়ায় সম্রাটই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা,—ফ্রান্সে প্রজাগণ কর্ত্তা,—এ অবস্থায় এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির রাজ্যে সন্ধি হওয়া একটু বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের দুইটা প্রদেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন,—এখনও এই দুই ফরাসী দেশ জার্ম্মাণ রাজ্যের অধীন; সুতরাং জার্ম্মাণী ও ফরাসীতে মিত্রতা নাই,—সুবিধা পাইলে জার্ম্মাণ-সম্রাট এখনও ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে পারেন। এই সকল কারণে ফ্রান্স রুষের সহিত মিত্রতার সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; দূর মুক্‌ডেনে যুদ্ধ হইল, কিন্তু ইহাতে জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে যুদ্ধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইল।

এত দিন রুষের জন্য জার্ম্মাণী ফ্রান্সকে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। মুক্‌ডেনের যুদ্ধে রুষ পরাজিত হইয়া জগতের সম্মুখে এখন অতি দুর্ব্বল বলিয়া প্রমাণিত হইলেন,—জার্ম্মাণ-সম্রাট এ সুবিধা ছাড়িলেন না।

তিনি জানিতেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব নাম মাত্র। রুষ আর ফ্রান্সের কোন সাহায্য করিতে পারিবে না, সুতরাং রুষ-জাপানে মুক্‌ডেনে কাটাকাটি করিয়া মরিল,—মুক্‌ডেনের যুদ্ধে জাপান জয়ী হইল,—তাহাদের বিশেষ কিছুই লাভ হইল না,—কিন্তু জার্ম্মাণ-সম্রাট এই যুদ্ধ হইতে একটু লাভের চেষ্টায় হাত বাড়াইলেন। যুদ্ধে জিতিল জাপান, কিন্তু লাভ চাহেন জার্ম্মাণী! সুন্দর ব্যবস্থা সন্দেহ নাই!

আফ্রিকার উত্তরে মরক্কো দেশ। এখানে এক মুসলমান সুলতান আছেন; কিন্তু তিনি এত দিন অনেকটা ফ্রান্সের অধীন ছিলেন; সহসা জার্ম্মাণ-সম্রাট বলিলেন, "মরক্কোর সুলতান আমাদের,—আমরাই তাঁহার মঙ্গল দেখিব,—ফরাসীকে এই দেশ হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে।"

ফ্রান্সের আর রুষের সাহায্য পাইবার আশা নাই। তাঁহারা একাকী জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিতেও সাহসী নন, মুক্‌ডেনে যুদ্ধ হইল,—কিন্তু তাঁহারা বহুদূরে পশ্চিমে মহাবিপদে পতিত হইলেন। জার্ম্মাণ সম্রাট প্রকৃতই তাঁহাদের হস্ত হইতে মরক্কো কাড়িয়া লইয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এই সময়ে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে ভিতরে ভিতরে বলিলেন, "ভয় নাই,—জার্ম্মাণীর কোন কথায় কর্ণপাত করিও না,—আমরা তোমাদের সাহায্য করিব।"

যখন জার্ম্মাণী শুনিলেন যে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করিবেন,—তখন ইংলণ্ডের ভয়ে তাঁহারা মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে মরক্কোর কথা সহসা বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। যে মুক্‌ডেনের যুদ্ধ হইতে ফরাসিগণ মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, সেই মুক্‌ডেনের যুদ্ধ হইতেই তাঁহারা এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন; কারণ, ইংলণ্ড এখন জাপানের বন্ধু, ইংলণ্ডের সাহায্যও যাহা, জাপানের সাহায্যও তাহাই!

মুক্‌ডেনের মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য দেশে কি হইতেছিল, তাহাই আমরা দেখিলাম। এখন এই ভীষণ যুদ্ধের পর দূর প্রাচ্যে কি হইতেছে,

তাহাই দেখা যাউক। জাপানিগণ তাইলিং অধিকার করিয়া উত্তরে অগ্রসর হইয়াছেন,—পশ্চাতে চারিদিকে তাঁহারা রেল বিস্তৃত করিয়াছেন,—এই সকল রেলে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রমান্বয় নূতন সেনা ও রসদাদি যুদ্ধোপকরণ আসিতেছে,—জাপ-সেনাপতিগণ জানেন যে মুকডেনের যুদ্ধে তাঁহাদের এ মহাযুদ্ধের উপসংহার হয় নাই। তাঁহারা সেইজন্য ভবিষ্যতে যাহাতে রুষগণকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারেন, তাহারই মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, যত্ন, ব্যয়, বিচক্ষণতার বিন্দু-মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইল না,—মহা উৎসাহে তাঁহারা এক মহাযুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের একটা বিপদ—রুষের নৌবাহিনী। টোগো জানিতেন যদি তিনি কোন ক্রমে রুষের নৌবাহিনী ধৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই সকল যুদ্ধপোত সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করিতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না, কিন্তু সমুদ্র ক্ষুদ্র স্থান নহে,—ইহা বিস্তৃত অকূল পাথার,—ইহার মধ্যে রুষ-জাহাজ ধৃত করণ সহজ কার্য্য নহে; বিশেষতঃ এই সকল জাহাজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যদি সমুদ্র মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে জাপানের সমূহ বিপদ। টোগোর জাহাজ সংখ্যা কম,—সুতরাং তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুষ-জাহাজ ধরিতে পারিবেন না। এখন জাপান-সমুদ্রে আর কোন শত্রু নাই,—তজ্জন্য জাপ-জাহাজ সকল অনায়াসে নিরাপদে ইচ্ছামত রসদ, সেনা প্রভৃতি লইয়া কোরিয়া ও লাওটাংয়ের বিভিন্ন বন্দরে উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু এই সকল শত্রু জাহাজ যদি জাপান-সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়িয়া এই সকল রসদ ও সেনার জাহাজ ডুবাইয়া দিতে আরম্ভ করে, তবে জাপানকে বিশেষ উৎপীড়িত হইয়া উঠিতে হইবে! তাঁহারা আর নিরাপদে এখনকার মত রসদ ও সেনা যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিতে পারিবেন না;—সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাগণ রসদ ও যুদ্ধোপকরণের অভাবে পতিত হইবে।

জাপগণ কখনই কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না,—যদি এই রূপ ঘটে, এই জন্য তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে নিউচেং ও লিওযাংয়ে তিন মাসের উপযুক্ত রসদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিন মাস দেশ হইতে কোন দ্রব্য না পাঠাইতে পারিলেও তাঁহাদের সেনাগণের কোন অভাব বা ক্লেশ হইবে না।

কিন্তু যাহাতে রুষগণ তাহাদের যুদ্ধপোত দ্বারা জাপান-সমুদ্রে উৎপাত করিতে না পারে, আড্‌মিরাল টোগোও তাহার যোড়শোপচার আযো-জন করিতেছিলেন। কেবল এই দিকে এই সকল আয়োজন করিয়াই জাপগণ যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে,—তাহারা সাখালিন দ্বীপ ও ভ্লাডিভস্‌টক বন্দর অধিকার করিবার জন্যও সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহার জন্য তত ব্যস্ত নন,—তাঁহাদের ৬নং সেনাদল এক বিখ্যাত জাপ-সেনাপতির অধীনে প্রস্তুত হইয়া দেশে অপেক্ষা করিতেছে;—উপযুক্ত সময় আসিলে, সেনাপতি সদলে ভ্লাডিভস্‌টক ও তাহার উত্তরস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য অভিযান করিবেন, কিন্তু এই অভিযানের পূর্ব্বেই রুষ-জাপানে ভীষণ জলযুদ্ধ হইল,—আমরা এক্ষণে তাহারই কথা বলিব।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপান-সমুদ্রে রুষ-বাহিনী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ-নৌবাহিনী ফরাসী রাজ্যের কোচিন চায়নার বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল;—এ সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জাপানে প্রায় বিবাদ হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল,—কিন্তু অবশেষে ফ্রান্স কোনগতিকে

রুষ জাহাজ তাঁহাদের বন্দর হইতে বিদায় করিলেন,—তখন রুষ-নৌবাহিনী জাপান-সমুদ্রের দিকে চলিল।

রুষ-নৌসেনাপতি তাঁহার এই অগণিত জাহাজ যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন,—এ অবস্থাতেও যে তিনি জাপানের যুদ্ধপোত সকল ধ্বংস করিতে প্রস্তুত হইয়া মহাদর্পে অগ্রসর হইতেছেন,—ইহাতে তাঁহার সমুচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। জাপানিগণও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশের সকল লোকই তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিলেন। অর্দ্ধভগ্ন পুরাতন জাহাজ ও তাহাতে উচ্ছৃঙ্খল সেনা লইয়া অকুল সমুদ্র দিয়া দশ হাজার মাইল গমন প্রকৃতই এক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য।

এখন ঘোর সমস্যা,—আর যুদ্ধের বিলম্ব নাই। এত দিন টোগো কোথায় আছেন কি করিতেছেন, তাহা কেহই অবগত নহে। তিনি তাঁহার আয়োজন এত গোপন রাখিয়াছিলেন যে পৃথিবীর কেহই তাঁহার কোন কথা অবগত হইতে পারিল না। যেন তিনি গভীর সমুদ্রে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন,—যেন তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই! রুষ-নৌবাহিনীও ফরাসী বন্দর ত্যাগ করিয়া কোন্‌দিকে কোথায় গমন করিল,—তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। রুষ-সেনাপতি কোন্ পথে কোন্‌দিক দিয়া জাপানের দিকে যাইতেছেন, তাহা তিনি কাহাকেই জানিতে দিলেন না।

এরূপ জলযুদ্ধ আর কখনও হয় নাই,—তজ্জন্য পৃথিবী সুদ্ধ লোক উৎসুক। এক্ষণে ভ্লাডিভস্টক বন্দর ব্যতীত আর রুষ-রণপোতের অন্য কোন স্থানে যাইবার উপায় নাই। এই দূর বন্দরে যাইতে হইলে এক্ষণে দুই পথ আছে; কিন্তু চীন-দেশের ধার দিয়া গেলে জাপানিগণ রুষ-রণপোতের সন্ধান অনায়াসে পাইবে,—পাইলেই তাহারা সুবিধামত তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে,—রুষ-জাহাজের জাপগণের অজ্ঞাতসারে যাইতে হইবে,—

এ কার্য্য সহজ নহে, কারণ, টোগো তাঁহার জাহাজ লইয়া কোথায় আছেন, তাহা কেহ জানে না। রুষ-সেনাপতি চীনের ধার পরিত্যাগ করিয়া, ফরমোজা দ্বীপের বাহির দিয়া তাঁহার জাহাজ লইয়া চলিলেন। ১৯শে মে হইতে ২৫শে মে তারিখের মধ্যে তাঁহার জাহাজের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। ১৯ শে মে তারিখে চীন-দেশের যাংসি নদীর মুখের নিকট বহুতর বিভিন্ন প্রকারের জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল,—কয়লার জাহাজ, রসদের জাহাজ, জলের জাহাজ, আরও নানাবিধ জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল,—ইহাদের সহিত একখানিও যুদ্ধপোত নাই। এ সকল যে রুষ-রণ-তরির সমভিব্যাহারী জাহাজ তাহা বুঝিতে আর কাহারই বিলম্ব রহিল না। সকলে ইহাও বুঝিলেন যে রুষ সেনাপতি এক্ষণে জাপানী রণপোতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন,—তজ্জন্য তিনি তাঁহার সঙ্গের সমস্ত জাহাজ পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন;—নতুবা এই সকল জাহাজ সঙ্গে থাকিলে যুদ্ধকালে তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে যে তিনি মহা ভুল করিলেন, তাহা তিনি বুঝিলেন না। এত দিন তিনি কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতেছিলেন, তাহা কেহ জানিত না,—আজ এই সকল রুষ-জাহাজের সংবাদ পাইবামাত্র টোগো তাঁহার গমনপথ অবগত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রুষ-সেনাপতি আর একটা চাল চালিতে গিয়াও ভুল করিলেন। তিনি নরোওয়ে দেশের একখানা জাহাজ ধৃত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই জাহাজকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল সুসিমা সমুদ্র দিয়া ভ্লাডিভস্টকের দিকে আসিতেছে। এই ব্যাপারে রুষ-সেনাপতি ভাবিয়াছিলেন যে ইহাতে টোগোর চক্ষে ধুলি পড়িবে,—তিনি রুষ-সেনাপতির সংবাদ আদৌ বিশ্বাস করিবেন না,—তিনি ভাবিবেন যে রুষ-সেনাপতি অন্য পথে ভ্লাডিভস্টকে অভিযান করিবেন; কিন্তু বিচক্ষণ টোগো তাঁহার

চাতুরিতে ভুলিলেন না,—তিনি বুঝিলেন রুষ-রণতরি সুসিমা সাগর দিয়াই আসিতেছে,—তিনি সেইরূপ আয়োজনেই তাঁহার যুদ্ধপোত সকল চালনা করিলেন।

এতদিন টোগো কি করিতেছিলেন, তাহা বিন্দুমাত্র কেহ অবগত হইতে পারেন নাই। আধুনিক সময়ে শত শত উৎসাহী সংবাদদাতার নিকট হইতে একটা বৃহৎ যুদ্ধায়োজন গোপন রাখা কম বাহাদুরীর কথা নহে। কেবল ইহাই নহে,—জাপানের অনেকগুলি রণতরী এই যুদ্ধে নষ্ট হইয়াছিল,—কিন্তু জাপান তাঁহাদের এই দুর্ঘটনাও এরূপ গোপনে রাখিয়াছিলেন যে তাহাও কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই।

আমরা তাহাদের ২।৩ খানি বড় ব্যাটেল্‌সিপ জলমগ্ন হইবার সংবাদ পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহাদের নিম্নলিখিত জাহাজগুলি জলমগ্ন হইয়াছিল। ১৫ই মে আসিমা জাহাজ পোর্টআর্থারের সম্মুখে মাইন সংঘর্ষণে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ১৭ই মে ডেসট্রয়র আকাতসুকি ও ঐরূপ মাইনে জলমগ্ন হয়। ঐ তারিখে ওসিমা গান্‌বোট আর একখানি জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগায় নষ্ট হইয়া যায়। ৩রা সেপ্টেম্বর ডেসট্রয়র হায়াতরি মাইন সংঘর্ষণে জলমগ্ন হয়। ৬ই নভেম্বর গান্‌বোট আতাগো এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংঘর্ষিত হইয়া ডুবিয়া যায়। ১২ই ডিসেম্বর ক্রুজার তাকাসাগো মাইনে লাগিয়া নষ্ট হয়।

জাপানের যুদ্ধপোত সংখ্যা বড় অধিক ছিল না,—সুতরাং তাঁহাদের এতগুলি যুদ্ধপোত জলমগ্ন হওয়ায়, তাঁহাদের যে বিশেষ লোকসান হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু পাছে তাঁহাদের এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচার হইলে, তাঁহাদের প্রতিপত্তির হানি হয়, এই জন্য তাঁহারা এই সকল সংবাদ কিছুতেই প্রচার হইতে দেন নাই। টোগোর একদল সামান্য মাত্র রণতরি আছে,—তিনি তাহাই লইয়া রুষ-যুদ্ধপোতের

সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এক্ষণে কেবল চারি খানা মাত্র ব্যাটেল্‌সিপ আছে। তাঁহার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, রুষ এ সংবাদ পূর্ব্বে পাইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বহু পূর্ব্বে দেশ হইতে তাঁহাদের রণতরি সকল পাঠাইয়া দিতেন। হয়তো ভ্লাডিভস্টকের রণপোতদ্বয়ও টোগোকে আক্রমণ করিত। ইহার ফলে কি দাড়াইত, তাহা সহজে কেহই বলিতে পারেন না,—কিন্তু টোগোর অত্যাশ্চর্য্য গোপন রাখিবার শক্তিতেই রুষ আবার তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলেন।

টোগো এই মহাজলযুদ্ধে যে সাহস, বিচক্ষণতা ও মহান শক্তি দেখাইলেন, তেমন বোধ হয় আর কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই। রুষ সাতখানা ব্যাটেল্‌সিপ এবং আরও বহু রণপোত লইয়া অগ্রসর হইতেছে,—তাঁহার কেবল চারিখানা ব্যাটেল্‌সিপ আছে। ইহার উপর রুষ যুদ্ধ না করিয়া, তাঁহার চক্ষে ধুলি দিয়া ভ্লাডিভস্টকে যাইবার চেষ্টা পাইতেছে। কাজেই টোগো চারিদিকে জাহাজ পাহারায় রাখিয়াছেন। তাঁহার জাহাজগুলি বন্দর ত্যাগ করিয়া বহুদূরে লইয়া যাওয়া কোনমতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে রুষ-সেনাপতি সুসিমা সাগরের পথ ব্যতীত অপর কোন পথে যাইতে পারিবেন না। একে তাঁহাকে জাপান ঘুরিয়া ভ্লাডিভস্টকে যাইতে হয়,—তাহাতে আবার তাঁহাকে বহুদিন সমুদ্র মধ্যে থাকিতে হইবে,—ইহাতে তাঁহার গমন পথ গোপন রহিবে না;—টোগো তাঁহার বিলম্ব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি জাপান বেষ্টন করিয়া ভ্লাডিভস্টক যাইতেছেন,—তখন তিনি সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণে গিয়া তাহাদের গমন পথ রোধ করিবেন। সাখালিন দ্বীপ ও জাপানের মধ্যে ক্ষুদ্র উপসাগর,—তাহার ভিতর মাইন স্থাপন করিয়া রুষ-জাহাজ তিনি অনায়াসে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবেন; সুতরাং টোগো বেশ জানিতেন যে রুষ-সেনাপতি কখনই এ পথ ধরিবেন না।

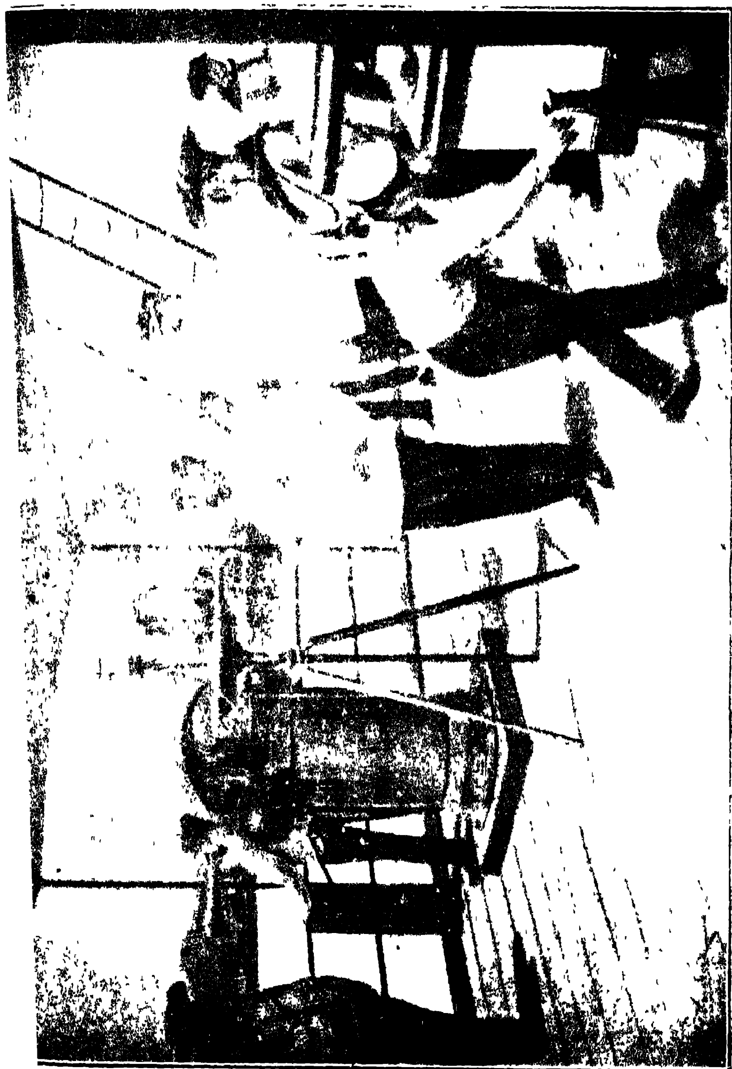
দ্বিতীয় পথ কোরিয়ার তীর দিয়া। জাপান-সমুদ্রে অনেক দ্বীপ থাকায় এদিকেও একটা অপরিসর উপসাগর আছে। টোগো জানিতেন; রুষ-যুদ্ধপোত এ পথে যাইতে সাহস করিবে না,—কারণ ভাবিবে যে জাপানিগণ এই সঙ্কীর্ণ সাগর গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাইনে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে;—সুতরাং তাহাদের সুসিমা উপসাগর ব্যতীত আর কোন পথেই যাইবার সুবিধা নাই। আর সুসিমা সাগর দিয়া তিনি যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা রুষ-সেনাপতি ধূলি নিক্ষেপ করিতে গিয়া একরূপ তাঁহাকে বলিয়াই দিলেন। নরোওয়ে দেশের জাহাজকে সংবাদ দিয়া তিনি আরও ভুল করিলেন।

টোগো এই গত সাত মাস কোরিয়ার নিকট তাঁহার সমস্ত জাহাজ লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। তিনি কোথায় আছেন, তাহা বাহিরের লোকের কেহই জানিতে পারিল না। ইহা কেবল তাঁহার বাহাদুরী নহে,—সমস্ত জাপানী জাতির ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য বাহাদুরী, ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয়। এই সাত মাস টোগোর জাহাজ কোথায় আছে, তাহা সহস্র সহস্র জাপানিগণ নিশ্চয়ই জানিত,—কিন্তু তাহাদের একজনও এ কথা প্রকাশ করে নাই। জাপানেও বিদেশী লোক অসংখ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও টোগোর জাহাজের বিন্দুমাত্র সংবাদ পাইলেন না!

কিন্তু টোগো রুষ-জাহাজের সমস্ত সংবাদ রাখিতেছিলেন। রুষ-জাহাজ সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইবার পর হইতেই জাপানী অতি দ্রুতগামী ক্রুজার জাহাজ সকল রুষের নৌবাহিনীর অনুসরণ করিতেছিল। তাহারা কখনও রুষ-জাহাজকে দেখা দেয় নাই,—দূরে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল ও তাহারা কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, সমস্তই তারশূন্য টেলিগ্রামে সেনাপতি টোগোকে জানাইতেছিল। টোগোও রুষ-জাহাজের সমুচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য সুসিমা সাগরের মুখে প্রস্তুত হইলেন।

২৫ শে তারিখে টোগোর যোদ্ধাগণ অতি অধীর হইয়া উঠিলেন; যদি রুষ-সেনাপতি সুসিমা সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার এত দিনে সুসিমা সাগরের মুখে আসা উচিত ছিল,—তবে কি তিনি অন্য পথ ধরিয়াছেন? তবে কি টোগোর এত যত্ন, এত আয়োজন, এত গোপন সমস্তই বৃথা হইল? রুষ-জাহাজ তাঁহার চক্ষে ধুলি দিয়া অন্য পথ দিয়া ভ্লাডিভস্টক পলাইল? এ অবস্থায় জাপগণ যে নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ২৫ শে মে রুষ-জাহাজের আগমনের কথা,—কিন্তু ২৬ শে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও রুষ-জাহাজের দেখা নাই। রুষ-সেনাপতি টোগোকে ঠকাইবার জন্য তিনি তাঁহার জাহাজের গতি কমাইয়া অতি ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। তাঁহার আশা টোগো ২৫শে ও ২৬শে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, নিশ্চিতই স্থির করিবেন যে তিনি অন্য পথে ভ্লাডিভস্টকে চলিয়া গিয়াছেন। তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার যুদ্ধপোত লইয়া অন্য দিকে তাঁহার সন্ধানে গমন করিবেন,—তখন তিনি নিরাপদে ভ্লাডিভস্টকে চলিয়া যাইতে পারিবেন। প্রকৃত পক্ষে টোগো কোথায় আছেন, তাহা তিনি এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারেন নাই। টোগো যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল,—রুষ-যুদ্ধপোত সকল ধীরে ধীরে সুসিমা সাগরে প্রবেশ করিল।

———



অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুসিমা সাগর।

২৫ শে ও ২৬ শে জাপানী যোদ্ধাগণ উদ্‌গ্রীব—সকলই উদ্বিগ্ন। সামান্য নাবিক হইতে সেনাপতি পর্য্যন্ত সকলে শত্রু-যুদ্ধপোত কোনদিকে আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ব্যাকুল। শত শত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে;—সেনাপতি টোগো তাঁহার বৃহৎ মিকাসা জাহাজে নীরবে পদচারণ করিতেছেন! কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেছে না!

এই রূপে ঘোর উদ্বিগ্নতায় ২৬ শে তারিখের রাত্রিও কাটিয়া গেল। ক্রমে প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্ব দিকে লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গগনে উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা মিকাসা জাহাজে এক তার শূন্য টেলিগ্রাফ উপস্থিত হইল। যে সকল জাপানী জাহাজ রুষ-রণপোতের পাহারায় আসিতেছিল, তাহারাই একখানা টেলিগ্রাফ করিয়াছে,—"শত্রুর নৌবাহিনী সুসিমা সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয় ইহারা পূর্ব্ব শাখা-পথ দিয়া গমন করিবে।"

জাপগণ উৎসাহে উন্মত্ত,—টোগো তাঁহার সমস্ত জাহাজের তৎক্ষণাৎ নঙ্গর তুলিলেন। সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না। তবে রুষের সমস্ত রণ পোত এই পথ ধরিয়াছে,—না জাপ-সেনাপতির চক্ষে ধুলি দিবার জন্য কেবল কতকগুলি জাহাজ এই পথে আসিতেছে! তাহাদের অধিকাংশ জাহাজ অন্যপথ ধরিয়াছে কিনা এখন ইহাই বিবেচ্য। জাপ-জাহাজ ভুলাইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু টোগো কোন

কাজই তাড়াতাড়ি করেন না। এই জন্য এই মহাযুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভুল চুক হয় নাই। এবারও তিনি ভুল করিলেন না,—অতি সাবধানে তাঁহার যুদ্ধপোত সকল চালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি শীঘ্র জানিতে পারিলেন যে সমস্ত রুষ-যুদ্ধপোতই একত্রে যাইতেছে। এত দিন পরে তিনি সকলগুলিকে একত্রে এক সঙ্গে এক স্থানে আক্রমণ করিতে পারিবেন।

টোগোর কোন্ জাহাজ কোথায় কি ভাবে চালিত হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে শত্রুর সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার জাহাজ সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য ছুটিল। টোগো ওকি নামক দ্বীপের ধারেই রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া ছিলেন,—এক্ষণে তাঁহার সমস্ত জাহাজ সেই দিকে চলিল।

জাপানী যুদ্ধপোত সকল তিন দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। এক দলের সেনাপতি ছিলেন টোগো মাসামিচি,—অন্য দলের সেনাপতি ছিলেন আড্মিরাল দিওয়া,—ক্রুজার জাহাজ-দলের সেনাপতি ছিলেন আড্মিরাল ইওয়া। বেলা সাতটার সময় তাঁহাদের ইজুমি জাহাজ টোগোকে তার করিয়া জানাইলেন,—"এখন শত্রুর জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহারা উত্তর পশ্চিমে যাইতেছে।"

প্রায় এগারটার সময় রুষ-জাহাজ সকল সুসিমা দ্বীপের নিকট আসিল;—তখন জাপানী জাহাজ সকল তাহাদিগের নিকটস্থ হইল; কিন্তু তাহারা প্রবল বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল না;—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রুষ-জাহাজ হইতে মধ্যে মধ্যে তাহাদের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু জাপানী জাহাজ সকল রুষ-জাহাজের অধিকতর নিকটস্থ হইল না; বিশেষতঃ এই সময় সমস্ত সমুদ্র কুয়াশায় পূর্ণ ছিল,—দূরের দ্রব্য কিছুই দেখা যাইতেছিল না, তজ্জন্য রুষের গোলায় জাপানী জাহাজের কোন অনিষ্ট হইল না।

রুষ-জাহাজ সকল দুই লাইনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ দিকের লাইনে তাহাদের পরাক্রান্ত ব্যাটেল্‌সিপ সকল আছে। এই দুই লাইন যুদ্ধপোতের পশ্চাতে আরও অনেক জাহাজ আছে। এই সমস্ত জাহাজ অতি ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। রুষ সেনাপতি মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি জাপানী যুদ্ধপোত দেখিতে পাইতেছেন সত্য, কিন্তু টোগো সদলে কোথায় আছেন, তিনি এখনও তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, টোগো যুদ্ধের জন্য অপর স্থানে আছেন,—এই সকল জাপানী জাহাজ কেবল পাহারায় থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে,—ইহাই সম্ভব, নতুবা টোগো নিকটে থাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ক্রটী করিতেন না।

পূর্ব্বে তিনি যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এইরূপই শুনিয়াছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন যে টোগো তাঁহার যুদ্ধপোত সকল দুই দলে বিভক্ত করিয়া ছোট দল সুসিমা সাগরে রাখিয়াছেন। বড় দল রুষ গমনের অন্য পথ রোধ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে যাহা দেখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইল। কুয়াসার মধ্যে তিনি ভাল কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না; যে টুকু দেখিতে পাইতেছিলেন, তাহাতে ছোট জাহাজই দেখিতে পাইতেছিলেন। জাপানী জাহাজ সকল তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতেছে,—তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে না। সুতরাং বোঝা যায় যে টোগোর বড় বড় জাহাজ অন্যত্র আছে,—তাহারা তাঁহাকে উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে আক্রমণ করিবে। মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রুষ-সেনাপতি তাঁহার যুদ্ধপোত সেইরূপ সাজাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দুই নৌ-বল।

আমরা দেখিয়াছি যে রুষ-নৌবাহিনী সুসিমা উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। টোগো এত দিন যে ইচ্ছা করিতেছিলেন, রুষ-সেনাপতি ঠিক সেই কার্য্য করিলেন। যেখানে জাপ-সেনাপতি বিচক্ষণ টোগো রুষ-জাহাজের অপেক্ষায় ছিলেন, রুষ-সেনাপতি তাঁহার অগণিত জাহাজ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। টোগোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত ও ক্রুজার জাহাজ তাঁহার সঙ্গ লইল, কিন্তু এখনও টোগো শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় আসে নাই বিবেচনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রুষ-সেনাপতি জাপানী জাহাজ কোথায় আছে, তাহা এখনও অবগত হইতে পারেন নাই। রুষের অগণিত জাহাজ ১০ হাজার মাইলের উদ্ধ দূরে গিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছে! ইহাতে রুষের যে কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জাপানী জাহাজ সকলও এত দিন এই সাত মাস উৎসুক ভাবে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে! টোগো ইহার জন্য সহস্র আয়োজন করিয়াছেন.—এ অবস্থায় উভয় পক্ষে কিরূপ নৌবল ছিল, ইহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা এই মহাযুদ্ধের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

রুষ-সেনাপতির অধীনে আট খানি প্রথম শ্রেণীর ব্যাটেল্‌সিপ ছিল, তিনখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐরূপ যুদ্ধ-পোত,—তিনখানি প্রথম শ্রেণীর এবং ছয় খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রুজার ছিল। এতদ্ব্যতীত রুষ-সেনাপতির অধীনে ৯ খানি ডেস্‌ট্রয়র, আর একখানি ছোট ক্রুজার, ছয় খানি অন্য

যুদ্ধপোত ও দুইখানি হাঁসপাতাল জাহাজ গমন করিতেছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল জাহাজের কয়লা ও রসদাদি যোগাইবার জন্য এই বৃহৎ নৌবাহিনীর সঙ্গে আরও বহুতর জাহাজ আসিয়াছিল; কিন্তু শীঘ্র আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া রুষ-সেনাপতি সেই সকল জাহাজ চীন তীরে রাখিয়া জাপান সাগরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে রুষ যুদ্ধ পোত ব্যতীত আর কোন বাজে জাহাজ নাই। তাহা হইলে দেখা যায় রুষ-বাহিনীতে মোট ৩৬ খানা যুদ্ধপোত ছিল। এই ৩৬ খানি জাহাজে রুষগণের ২৬টী ১২ ইঞ্চি, ৭টী ১০ ইঞ্চি, ১২টী ৯ ইঞ্চি, ১৩টী ৮ ইঞ্চি ও ১৪১টী ৬ ইঞ্চি গোলার কামান ছিল। এত সংখ্যক ছোটবড় কামান সামান্য বল নহে। প্রাচ্যে আর কখনও এত বড় নৌবাহিনী কখনও আবির্ভূত হয় নাই।

এই মহাবাহিনীর নিকট জাপানী নৌবাহিনীকে সামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না! রুষের ৮ খানি মহাপ্রতাপান্বিত ব্যাটেল্‌সিপ ছিল, তাহার স্থলে টোগোর অধীনে কেবল ৫ খানি মাত্র ব্যাটেল্‌সিপ আছে। জাপানিগণের কেবল ৮ খানি ক্রুজার জাহাজ ছিল, কিন্তু ইহার স্থলে রুষের এই শ্রেণীর যুদ্ধপোত কত ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। টোগোর ক্রুজার সংখ্যা হইতে রুষের ক্রুজার সংখ্যা অনেক অধিক। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে রুষের জাহাজ সকল পুরাতন, তাহার উপর তাহারা ছয় মাসের অধিক সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে, ইহাতে জাহাজ মাত্রই অনেক জখম হইয়াছে; কিন্তু জাপানী জাহাজ সকল এত দিন গোপনে বন্দরে থাকিয়া সম্পূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; তাহারা সকলেই প্রায় নূতন আবরণে আবরিত হইয়াছে,—সংখ্যায় কম হইলেও শক্তিতে তাহারা কম নহে।

এই সকল প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধপোত ব্যতীত টোগোর অধীনে নিম্ন শ্রেণীর অনেক যুদ্ধপোত ছিল। টোগো ইহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত

করিয়া তিন দিকে রাখিয়াছিলেন। এক দলকে পরিচালিত করিতেছিলেন আড্‌মিরাল দিওয়া, অপর দলের সেনাপতি ছিলেন, আমাদের পরিচিত উরিউ, তৃতীয় দলের কর্ত্তা ছিলেন কাপ্তেন টোগো। জাপানের এই তিন দল যুদ্ধপোত জাপান সাগরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া রুষ-বাহিনীর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

এতদ্ব্যতীত জাপানিগণ জাপানের বহু সওদাগরি জাহাজও যুদ্ধপোতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সকল জাহাজে টোগো ছোট বড় কামান স্থাপিত করিয়া, ইহাদিগকে যুদ্ধোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা বন্দরে বন্দরে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ইহারা সকলেই নিকটে আছে,—প্রয়োজন হইলে টোগো এই সকল জাহাজকেও যুদ্ধস্থলে আনিতে সক্ষম হইবেন। এতদ্ভিন্ন জাপানের বহু টরপেডো বোট ও ডেসট্রয়র আছে,—রুষের কেবল নয় খানি মাত্র এ শ্রেণীর যুদ্ধপোত সম্বল। জাপান এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত জাপানের বন্দরে নির্ম্মাণ করিতেছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বল রুষ কেন, অনেক ইয়োরোপীয় শক্তি হইতে প্রবল। টোগো তাঁহার ডেসট্রয়র জাহাজ ও তাঁহার টরপেডো বোট সকল প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ দলে বিভক্ত করিয়া সজ্জিত রাখিয়াছেন।

কামান সম্বন্ধেও টোগো নিতান্ত দুর্ব্বল নহেন। তাঁহার জাহাজ সকলে ২০টী ১২ ইঞ্চি, ১০টী ১০ ইঞ্চি, ৩০টী ৮ ইঞ্চি ও ১৬০টী ৬ ইঞ্চি গোলার কামান আছে; সুতরাং কামান সম্বন্ধেও কোন পক্ষকে দুর্ব্বল বলা যায় না। তবে ১২ ইঞ্চি গোলার কামানের ১০ মণ ওজনের গোলায় যে সর্ব্বনাশ সাধন হয়, ৬ ইঞ্চি গোলার কামানের ছোট গোলায় তাহা কখনও হয় না। যাহাই হউক, উভয় পক্ষের কেহই দুর্ব্বল নহেন,—এরূপ মহাজলযুদ্ধ বহু বৎসরের মধ্যে আর কখনও কোথায়ও হয় নাই। ২৭ শে মে তারিখে সুসিমা দ্বীপের নিকট কোরিয়া সাগরে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মহাজলযুদ্ধ।

এই দুই তিন দিন রুষ-সেনাপতি বোজডেষ্টভেনস্কি যাহা বুঝিতে পাবেন নাই, এখন তিনি তাহাই বুঝিলেন,—এখন তিনি স্পষ্ট দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য! আড্‌মিবাল টোগোব সমস্ত যুদ্ধপোত তাঁহাকে আক্রমণ কবিতে অগ্রসর হইয়াছে। তিনিও মহাযুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসব হইতেছেন। তাঁহাব যুদ্ধপোত সকল দুই লাইনে একেব পশ্চাতে অপবে ধীবে ধীবে অগ্রসব হইতেছে। পূর্ব্ব কিম্বা উত্তব পূর্ব্বদিক হইতে জাপগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধপোত সকল তাঁহাব দক্ষিণ লাইনে স্থাপিত কবিয়া ছেন। তিনি প্রথম জাহাজে আছেন,—তাঁহার পশ্চাতে পরে পবে আব তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ আসিতেছে। তাঁহাব বাম লাইন চাবি অংশে বিভক্ত,—আড্‌মিবাল ফোকাবসাম তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ ও এক খানা ক্রুজার লইয়া প্রথমাংশে আছেন। দ্বিতীয় অংশে আড্‌মিবাল নিবোগাটফ এক খানি ব্যাটেল্‌সিপ ও তিন খানি যুদ্ধপোত লইয়া আসিতেছেন। তৃতীয়াংশে আড্‌মিবাল এনকুইষ্ট চারি খানি ক্রুজাব জাহাজ পবিচালিত করিতেছেন,—তাঁহাব আশে পাশে আর দুই খানি ক্রুজাব জাহাজ থাকিয়া শত্রুদিগেব সংবাদ লইবাব চেষ্টা পাইতেছে। সর্ব্ব পশ্চাতে নয় খানি যুদ্ধ পোত আসিতেছে!

এই সময়ে আড্‌মিরাল টোগোর যুদ্ধপোত সকল দৃষ্টিগোচর হইল। রুষ-সেনাপতি ভাবিয়াছিলেন যে জাপানিগণ তাঁহাকে পূর্ব্বদিক বা উত্তব

পূর্ব্বদিক হইতে আক্রমণ করিবে;—এক্ষণে তিনি দেখিলেন যে টোগো তাঁহাকে ভ্রমে-নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই ভ্রমেই তাঁহার যুদ্ধ জয়াশা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিয়া দিল। রুষ-জাহাজের ন্যায় জাপানী জাহাজ দুই লাইনে যাইতেছিল না। টোগো তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত এক লাইনে রাখিয়াছেন। তিনি মিকাসা জাহাজে সর্ব্বাগ্রে আছেন;—তাঁহার পশ্চাতে পরে পরে তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ,—তাহার পশ্চাতে ছয় খানি ক্রুজার জাহাজ। এই বার খানি জাহাজ লইয়া জাপ-সেনাপতি রুষের সমগ্র নৌবাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য যুদ্ধপোত তিনি রুষের পশ্চাতস্থ জাহাজ সকল আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের সময় টোগো তাঁহার জাহাজের মাস্তুলের নিশান সাহায্যে অন্যান্য সমস্ত জাপানী জাহাজকে জানাইলেন :—

"আজিকার যুদ্ধে আমাদের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। সকলে যথাসাধ্য করুন।"

প্রথমে টোগো সদলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা তিনি পূর্ব্বদিকে ফিরিলেন,—তাহার পর একেবারে রুষ-জাহাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুষ-জাহাজও একটু বামে ঘুরিল। ২টা ৮ মিনিটের সময় রুষ-সেনাপতির জাহাজ হইতে কামান গর্জ্জিল;—জাপান-সমুদ্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু তখনও উভয় পক্ষের জাহাজ দূরে দূরে ছিল;—এই জন্য জাপানী জাহাজ সকল হইতে কোন গোলা নিক্ষিপ্ত হইল না,—তাহারা নীরবে রুষ-জাহাজের নিকটস্থ হইল। তাহার পর সম্মুখস্থ জাহাজের উপর ভীষণ গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সে ভয়াবহ ব্যাপারের বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ধূমে সমুদ্রবক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল,—মহাশব্দে আকাশ আলোড়িত হইয়া উঠিল,—চারিদিকে যেন বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই প্রাণপণে গোলা চালাইতেছে,—কিন্তু রুষ সেনা-

পতি যে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন, টোগোর যুদ্ধসজ্জা অপরূপ হওয়ায় তিনি নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। ইহার উপর তাঁহার গোলন্দাজগণ একেবারেই জাপানী গোলন্দাজের সমকক্ষ নহে;—তাহারা উত্তাল তরঙ্গমালার বক্ষে আন্দোলিত জাহাজ হইতে গোলা ঠিক জাপানী জাহাজে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না। অন্য পক্ষে জাপানী গোলন্দাজ-গণের লক্ষ অব্যর্থ,—জাপানী গোলায় রুষ-জাহাজ সকল বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে! সেনাপতি টোগো তাঁহার জাহাজ সকল এই বিস্তৃত সমুদ্র বক্ষে যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত করিতেছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। কাজেই তাঁহার সেনা মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতেছে! তাহারা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছে যে তাহাদের পরাজয় নাই,—জয় তাহাদের হস্তে আসিয়াছে,—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই!

ইহারই মধ্যে রুষের দুই খানি জাহাজ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। এক খানা ব্যাটেল্‌সিপ জলপূর্ণ হইতেছে,—রুষ-সেনাপতির জাহাজের হাল চলিতেছে না,—দুই জাহাজেই ধু ধু করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কাজেই দুই জাহাজই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু রুষ-সেনাপতির জাহাজ হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। রুষ-জাহাজ সকল আবার অন্য দিকে চলিল,—কিন্তু টোগো তাহাদের ছাড়িলেন না,—তাঁহার জাহাজের গোলায় আর এক খানি রুষ-ব্যাটেল্‌সিপ যুদ্ধে ভঙ্গ দিল।

এই সময়ে রুষগণ তাহাদের দুই লাইন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমস্ত জাহাজ এক লাইনে স্থাপিত করিল এবং পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল;—কিন্তু টোগো এই সময়ে রুষ-জাহাজদিগকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্ব ও উত্তর দিক হইতে তাহাদের উপর গোলা পড়িতে লাগিল,—রুষের আর যুদ্ধ জয়ের কোন আশাই নাই। ইহারই মধ্যে তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে,—আর অনেক যুদ্ধপোতে আগুন

লাগিয়াছে! এই ৪০ মিনিটের যুদ্ধেই এই মহাজলযুদ্ধে জাপানের জয় হইয়া গিয়াছে,—রুষের প্রধান যুদ্ধপোত সকল প্রায় নষ্ট হইয়াছে,—স্বয়ং রুষ-সেনাপতি আহত হইয়াছেন.—তাঁহার বৃহৎ ব্যাটেল্‌সিপ হইতে তাঁহাকে এক খানি ক্ষুদ্র ডেস্‌ট্রয়র জাহাজে আনা হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় সেনা-পতি আড্‌মিরাল ফোকারসাম জাপানী গোলায় হত হইয়াছেন। অন্যান্য কত সেনার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে!

জাপানিগণেরও যে কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহা নহে। জাপানের দুই খানি যুদ্ধপোত অকর্ম্মণ্য হইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত সুদক্ষ জাপগণ শীঘ্রই এই দুই জাহাজ কাজ চালাইবার মত মেরামত করিয়া যুদ্ধস্থলে আবার আনিল। যখন উভয় পক্ষ হইতেই ভয়াবহ গোলাবর্ষণ হইতেছিল, তখন স্বয়ং আড্‌মিরাল টোগো মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি জাহাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চারি দিক পর্য্যবেক্ষন করিতেছিলেন,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না,—এই সময়ে একটা রুষ-গোলা আসিয়া জাহাজে পড়িয়া ফাটিয়া গেল। জাহাজের এক স্থানের লৌহ ব্যবধান চূর্ণ করিয়া গোলার এক খণ্ড সেনাপতি টোগোর জানুতে গিয়া আঘাত করিল। কাপ্তেন ইজিচি সেনাপতি আহত হইয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু দেখিলেন গোলাখণ্ড সেনাপতির পদতলে পতিত রহিয়াছে, —তিনি এতই অন্যমনস্ক যে এ ব্যাপারের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। কাপ্তেন ইজিচি কোন কথা না বলিয়া নীরবে গোলা খণ্ড পকেটে রাখিয়া তথা হইতে সরিয়া গেলেন! সে দিন সেই গোলা খণ্ডে বীরাগ্রগণ্য টোগোর প্রাণ বিনষ্ট হইলে কি হইত বলা যায় না। আজ সেই গোলা খণ্ড জাপানের অতি পূজ্য দেবতা সম হইয়াছে!

সমুদ্র এতই কুয়াসা ও ধূমপূর্ণ হইয়াছে যে জাহাজ আর ভাল দেখা যায় না, তজ্জন্য মধ্যে জাপগণ গোলা বন্ধ করিলেন। তাহার পর ৩টা

পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে রুষ-জাহাজের উপব গোলা চালাইলেন। তিন টাব সময় রুষ-জাহাজ জাপানী যুদ্ধপোতেব পশ্চাৎ দিয়া উত্তব দিকে যাইবাব চেষ্টা পাইল। ইহা দেখিয়া টোগো তাহাব জাহাজ লইয়া সত্বর রুষ-জাহাজেব পথ বন্ধ কাবিয়া দাঁড়াইয়া অবিরত গোলা চালাইতে লাগিলেন,—কাজেই রুষ-যুদ্ধপোত সকল বাধ্য হইযা অপব দিকে ফিবিল ;

এই সমযে রুষেব এক খানা ক্রুজাব জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তাহাদেব এক খানা ব্যাটেল্সিপ সহসা ওলট খাইযা নিমিষ মধ্যে সমুদ্র মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রুষ-সেনাপতিব জাহাজেবও এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাহাব জলমগ্ন হইবাব আব বিলম্ব নাই। এই জাহাজেব অবস্থা দেখিয়া টোগো তাঁহাব এক দল টবপেডো বোট তাহাকে আক্রমণ কবিতে প্রেবণ কবিলেন ;—কিন্তু তাহাবা রুষেব গোলাব জন্য পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। আবও দুই ঘণ্টা এই জাহাজ সমুদ্র বক্ষে উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হইতে ল গিল—তখনও তাহাব একটা কামান হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তখনও রুষগণ প্রাণপণে লড়িতেছে! সন্ধ্যাব সময় আবাব জাপানী টবপেডো বোট সকল এই রুষেব বৃহৎ জাহাজ আক্রমণ কবিয়া টবপেডো নিক্ষেপ কবিল। পুনঃ পুনঃ টবপেডো আঘাতে জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এই জাহাজ প্রায় সমস্ত দিন মহাযুদ্ধেব পব সহসা সমুদ্রগভে বিলিন হইয়া গেল।

এখন রুষ-জাহাজ বণে ভঙ্গ দিয়া কেবলই পলাইবাব চেষ্টা পাইতেছে। এক্ষণে আড্মিবাল নিবোগাটফ রুষ-নৌসেনাপতি হইয়াছেন,—তিনি রুষের অবশিষ্ট জাহাজগুলি লইয়া ভ্লাডিভস্টক বন্দবেব দিকে ধাবিত হইলেন। আর যুদ্ধ নাই,—এখন মধ্যে মধ্যে গোলা নিক্ষেপ এবং সুবিধা মত পলায়ন চেষ্টা ব্যতীত আর রুষ-জাহাজেব গত্যন্তব নাই। কিন্তু টোগোও চারি দিক হইতে তাহাদিগকে বেষ্টন কবিয়াছেন। যে দিকে রুষ-জাহাজ যাইতেছে, টোগো তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া রুষ-জাহাজেব গতিরোধ কবিতে-

ছেন। উত্তর দিকে রুষ-জাহাজ পলাইতে না পারিয়া, ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। সাড়ে পাঁচটার সময় কুয়াসার জন্য রুষ-জাহাজ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন রুষ-জাহাজ এখনও উত্তর দিকে পলাইতেছে ভাবিয়া টোগো সেই দিকে চলিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ভুল শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়া জাহাজ ফিরাইলেন। তাঁহার সমস্ত ক্রুজার জাহাজ তিনি দক্ষিণে রুষগণের পথরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, এইরূপে সে দিনকার মহাযুদ্ধের অবসান হইল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিকালে।

কেবল মাত্র পাঁচ ঘণ্টার যুদ্ধে রুষের নৌবাহিনী টোগোর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যে ভয়াবহ কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার বর্ণনা হয় না। এক এক খানি জাহাজে প্রায় সহস্রাধিক লোক;—এক এক খানি জাহাজ কল কারখানা, কামান বন্দুক, গোলাগুলি যুদ্ধোপকরণ কয়লা রসদে পূর্ণ; সুতরাং স্থান সঙ্কীর্ণ; সেই সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে রুষ ও জাপ যোদ্ধাগণ কামানে কামানে দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় শত্রুর গোলা জাহাজ মধ্যে পতিত হইয়া কি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করিবে কে? কোথায় মস্তক শূন্য দেহ,—কোথায়ও হস্তপদ শূন্য ধড়,—কোথায়ও বা কেবল স্তূপাকার মাংসপিণ্ড! জাহাজ নর-শোণিতে কর্দ্দমাক্ত! জাপানী বীরের



অমর্থ গোলায় রুষের প্রত্যেক জাহাজে এইরূপ শোণিত তরঙ্গ ছুটিতেছিল,—এইরূপ রাক্ষসী ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে! তাহার উপর যখন সেই সকল জাহাজে হুহু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তখন সেই জাহাজ মধ্যে কি হইতেছিল, তাহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

টোগো প্রতি পদেই রুষ-সেনাপতির যুদ্ধসজ্জা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; প্রতি পদেই রুষ-সেনাপতি যুদ্ধসজ্জায় ভুল করিয়া টোগোর অভূতপূর্ব্ব বিচক্ষণতা ও জলযুদ্ধবিদ্যার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। তিনি টোগোর জাহাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে তাহার কয়েক খানা জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে,—বাকীগুলি অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছে,—তাঁহার জাহাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। টোগোর ১২ খানি জাহাজ তাহার ৩১ খানি জাহাজ নষ্ট করিয়া দিয়াছে,—রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়াছে, কিন্তু টোগো তবুও রুষ-জাহাজকে ক্ষমা করিলেন না। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার সমস্ত ডেসট্রয়র জাহাজ ও টরপেডো বোট রুষ-জাহাজ আক্রমণে প্রেরণ করিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এরূপ ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত জাপানে বহু সংখ্যক ছিল। রুষ কেবল নয়খানি মাত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে রাত্রির অন্ধকারে এই সকল ক্ষুদ্র পোত রুষের বড় বড় জাহাজকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। বড় বড় ব্যাটেল্‌সিপ ও ক্রুজারের যুদ্ধকালে এই সকল ক্ষুদ্র রণপোত তাহাদের নিকটস্থ হইতেও সাহস করে না। তাহাদের দুই একটী বড় গোলা এই সকল ক্ষুদ্র জাহাজে পতিত হইলে, ইহাদের এক মুহূর্ত্তও জীবনের আশা থাকে না! তাহাই ইহারা এতক্ষণ যুদ্ধস্থলে আগমন করে নাই, এক্ষণে রাত্রির অন্ধকারের সুবিধা পাইয়া, ইহারা চারিদিক হইতে আসিয়া রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল!

এই রাত্রিযুদ্ধ সম্বন্ধে টোগো নিজ রিপোর্টে লিখিয়াছেন:—"২৭ শে প্রাতঃকাল হইতে সমুদ্র মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিয়া চারিদিক একেবারে

তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল; পাহাড় সমান তুফানে জাহাজ সকল আন্দোলিত করিতেছিল; ছোট জাহাজের এরূপ তরঙ্গায়িত সমুদ্র মধ্যে থাকিলে জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য আমি আমার ডেসট্রয়র জাহাজ ও টরপেডো-বোট সকলকে তীরে গিয়া আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলাম। তাহারা সুসিমা দ্বীপের বন্দরে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল,—যুদ্ধে কোনরূপে যোগদান করিতে পারে নাই। বৈকালে বাতাস অনেক কম হইয়া আসিল, কিন্তু তখনও খুব বড় বড় তুফান। তবু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র রণপোত বন্দর হইতে বাহির হইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিতে চলিল। সেনাপতি ফুজিমতো তাঁহার ডেসট্রয়র দল উত্তর দিক হইতে লইয়া আসিলেন। সেনাপতি যাজিমা ও সেনাপতি কাওসি তাঁহাদের উভয়ের ডেসট্রয়র দল লইয়া উত্তর-পূর্ব্ব হইতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা তিন জনে রুষের জাহাজ সকল সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি যোসিজিমা তাঁহার ডেসট্রয়র দল লইয়া পূর্ব্বদিক হইতে এবং সেনাপতি হিরোস দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া শত্রু-জাহাজের পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি ফুকাডা, ওতাকি, আওজামা ও কাওদা তাঁহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ডেসট্রয়র দল লইয়া দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইলেন। শত্রুর যে সকল রণপোত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিল, তাঁহারা তাহাদিগকেই তাড়া করিয়া চলিলেন। এইরূপে চারি দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া রুষ-জাহাজ সকল পলাইবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমাদের ক্ষুদ্র রণপোত সকল তাহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন আমাদের এই সকল জাহাজ ভীষণ ভাবে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল। তাহারা চারিদিক হইতে রুষ-জাহাজের নিম্নে টরপেডো চালাইতে লাগিল। রুষগণও তাহাদের জাহাজের সার্চ্চ লাইটে চারিদিক আলোকিত করিয়া, এই সকল জাহাজের উপর গোলা চালাইতে লাগিল, কিন্তু আমাদের জাহাজ সকল

রুষ-জাহাজের এত নিকটে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল যে রুষ-জাহাজের কামানের গোলা তাহাদের উপর আদৌ পতিত হইল না। এইরূপ যুদ্ধ রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত চলিল; তাহার পর রুষ-জাহাজ সকল তাহাদের যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—আর এক সঙ্গে তিষ্ঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে রুষের এক খানা ব্যাটেল্‌সিপ ও দুইখানা ক্রুজার জাহাজ জলমগ্ন না হইলেও সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িল। আমাদেরও কিছু লোকসান হইল। আমাদের তিনখানি টরপেডো জাহাজ রুষের গোলায় জলমগ্ন হইল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই তিন জাহাজের প্রায় সকলকেই আমাদের যুদ্ধপোত সকল তুলিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আমাদের দুইখানি টরপেডো জাহাজ ও চারি খানি ডেসট্রয়র অর্দ্ধভগ্ন হইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।” রাত্রের এই ভীষণ আক্রমণে রুষ-রণপোত সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। কে কোন্ দিকে গেল,—তাহার কোন স্থিরতা নাই।

পরদিন প্রাতে জাপানী একখানি যুদ্ধপোত পূর্ব্ব রাত্রে যে রুষ-ব্যাটেল্‌সিপ খানি ভগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে অর্দ্ধ জলমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইল। এই জাহাজে যে সকল রুষ ছিল, জাপানী জাহাজ তাহাদের সকলকে তুলিয়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিল। বেলা ১১টার সময় এই জাহাজ জলমগ্ন হইয়া গেল। প্রাতে একখানি জাপানী যুদ্ধপোত ও দুইখানি জাপানী সওদাগরি জাহাজ আর একখানি ভগ্নপ্রায় রুষ-যুদ্ধপোত দেখিতে পাইল। এই জাহাজ খানি গত রাত্রে জাপানী টরপেডোর আঘাতে সম্পূর্ণ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—সুসিমা দ্বীপের পার্শ্বে আসিয়া জাহাজ খানি ধীরে ধীরে জলমগ্ন হইতেছিল! জাহাজের সেনাপতি কাপ্তেন রডিওনফ তাঁহার অবশিষ্ট ৭০ জন রুষকে নৌকায় সুসিমা দ্বীপে পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার সহকারী জাহাজ ত্যাগ করেন নাই!

জাপানিগণ এই জলমগ্নপ্রায় রুষ-জাহাজেব নিকট আসিয়া এই দুই রুষ-বীরকে জাহাজ ত্যাগ কবিয়া জাপানী জাহাজে আসিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই জাহাজ ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন জাপানিগণ রুষ-জাহাজে গমন কবিয়া, এই দুর্দ্দমনীয় বীবকে টানিয়া আনিবাব চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই নড়িলেন না,—অসীম বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জাহাজ তখন প্রায় জলমগ্ন হয়, সুতরাং জাপগণ সেই দুর্ভাগ্য জাহাজ সত্বব পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য হইলেন ;—তখন কাপ্তেন তাঁহাব জাহাজেব সহিত প্রাণ দিবাব জন্য উপব হইতে নিম্নে গমন করিলেন ;—পরে মুহূর্ত্তেই জাহাজ সমুদ্র গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গেল! জাপানিগণ বিষণ্নান্তঃকবণে দেখিলেন যে এই দুই মহাবীব জলমগ্ন হইলেন ; কিন্তু ভগবানের অপাব মহিমা! জাপানিগণ একটু পবে দেখিলেন যে এই দুই মহাবীব পবস্পব পবস্পবকে আলিঙ্গন অবস্থায সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছেন! তখন তাঁহাবা মূর্চ্ছিত। জাপানিগণ তখনই তাঁহাদিগকে নিজ জাহাজে তুলিয়া লইলেন!

বাত্রেব যুদ্ধে তিন খানি রুষ-জাহাজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। দুই খানি যেরূপে জলমগ্ন হইল, তাহা আমবা বলিলাম। তৃতীয় খানিও সুসিমা দ্বীপেব নিকট ডুবিতেছিল। জাপানী যুদ্ধপোত তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে টানিয়া সুসিমা বন্দবে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু রুষ-জাহাজের রক্ষা পাইবার আব কোন আশা ছিল না! জাহাজ ধীবে ধীবে ডুবিতেছে। তখন জাপ-যুদ্ধপোত এই জলমগ্নোন্মুত রুষ-বণ পোতকে বাজসন্মান প্রদর্শন করিলেন। সমস্ত জাপ-সেনা কাতাবে কাতারে জাহাজেব উপব দাঁড়াইল,—জাপ-বাদ্যকরগণ রুষেব জয় বাদ্য বাজাইতে লাগিল,—এই বাজসম্মাননার মধ্যে রুষেব জয়ধ্বনিব সহিত রুষ-জাহাজ অদৃশ্য হইয়া গেল। বীবের সম্মান বীরেই করিতে পারে,—অপরে তাহাব মর্ম্ম বুঝিবে কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রাত্রে কতকগুলি জাপ-ডেসট্রয়র রুষের পলাতক জাহাজগুলির অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাহারা রাত্রি দুই টার সময় দুই খানা রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া তাড়া করিল। কিয়ৎ-ক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা এক খানা রুষ-জাহাজ ডুবাইয়া দিল; অপর খানি তাহাদের হাত এড়াইয়া পলাইল! এক রাত্রে জাপানের ক্ষুদ্র রণপোত সকল রুষের বৃহৎ নৌবাহিনীর যে দুর্দ্দশা করিল, তাহা বোধ হয় আর কখনও কোন যুদ্ধে ঘটে নাই! রুষের সমস্ত যুদ্ধপোত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,—তাহাদের আর কিছুই নাই! এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত সাহস, বীরত্ব ও উদ্যম সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! এরূপ জলযুদ্ধ আর কখনও হয় নাই,—আর কখনও হইবারও সম্ভাবনা নাই!

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রুষের আত্মসমর্পণ।

পরদিন ২৮ শে মে প্রাতঃকালে কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা আড্-মিরাল টোগোর মুখেই শুনিব। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—"২৮ শে ভোর ৫ টা কুড়ি মিনিটের সময় আমি আমাদের ক্রুজার জাহাজগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শত্রু-জাহাজের পথ রোধ করিতে প্রেরণ করিতেছিলাম,—এই সময়ে আমাদের যে সকল ক্রুজার-জাহাজ শত্রু-জাহাজ অনুসন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা আমাকে তারশূন্য টেলিগ্রামে জানাইল যে পূর্ব্বদিকে তাহারা অনেক শত্রু-জাহাজের ধূম দেখিতে পাইয়াছে। ইহারা

প্রায় ৬০ মাইল দূরে আছে। কিয়ৎক্ষণ পবে আমি আবার টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহাতে জানিতে পারিলাম যে শক্রব চারিখানি জাহাজ একত্রে উত্তব দিকে যাইতেছে। শক্রর সমস্ত জাহাজ গত রাত্রে ছোড়ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, সুতবাং বুঝিতে পারিলাম যে এখন ইহাই তাহাদের প্রধান দল। আব তাহাদিগকে পলাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া, আমি অনতিবিলম্বে আমার সমভিব্যাহাবী সমস্ত জাহাজ লইয়া শক্রব পথ বোধ কবিতে চলিলাম। কাপ্তেন টোগো ও সেনাপতি উরিউ উভয়ে তাঁহাদেব জাহাজ লইয়া আমাদেব পশ্চাতে আসিলেন। এইরূপে বেলা সাড়ে দশটাব সময় আমাদেব জাহাজে এই চাবিখানি শক্র-জাহাজ সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইল। আমি দেখিলাম যে এই দলে ৫ খানি জাহাজ আছে; আব এক খানি জাহাজও দূরে দৃষ্টিগোচব হইল; কিন্তু সে জাহাজ এই দলে না আসিযা দূব সমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া গেল! রুষেব এই পাঁচ খানি জাহাজ গত দিবসেব যুদ্ধে প্রায় অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছিল,—কিন্তু তাহারা তখনও বেশ যুদ্ধক্ষম ছিল। ইহারা সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষম থাকিলেও আমাদেব এত প্রবল যুদ্ধপোত সকলেব সহিত তাহাদের যুদ্ধ কবিবাব সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র ছিল না! এই জন্য আমরা এই সকল শক্রজাহাজেব উপব গোলা চালাইতে আবম্ভ কবায় রুষ-জাহাজে শ্বেত পতাকা উড্ডীয়মান হইল। তখন আমবা জানিতে পাবিলাম যে এই দলেব এক জাহাজে উপস্থিত নৌসেনাপতি আড্‌মিরাল নিবোগাটফ বহিয়াছেন; —তিনি এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। আমি তাঁহাব আত্মসমর্পণ গ্রহণ কবিলাম। তবে তাঁহাব ও তাঁহাব রুষ-যোদ্ধাগণেব অসম সাহসের জন্য আমি তাঁহাদেব সকলকেই অস্ত্র ধারণেব অনুমতি প্রদান কবিলাম।”

জাপানিগণ এই পাঁচ খানি রুষ-যুদ্ধপোত বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া জাপানের সুসিবো বন্দবে প্রেরণ কবিলেন। যে জাহাজ খানি দূব দিয়া

পলায়ন করিয়াছিল, সে খানি জাপানী হস্ত হইতে বক্ষা পাইয়া ভ্লাডিভস্টক পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল; কিন্তু ইহাব এমনই দুর্ভাগ্য যে এই জাহাজ এক জলমগ্ন পাহাড়ে আঘাতিত হইয়া ডুবিল;—ইহাকে আব রুষ-বন্দবে উপস্থিত হইতে হইল না।

অন্য সমস্ত রুষ-জাহাজই কে কোথায় গিয়াছিল, তাহাব কোন স্থিরতা ছিল না। ২৮ শে বেলা ১০ টার সময় দুই খানা জাপানী ক্রুজাব এক খানা রুষ-জাহাজকে আক্রমণ করিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধেব পর এ খানিও ডুবিল। একটু পবে দুই খানা জাপ-বণতবি একখানি রুষ-ডেস্ট্রয়বকে তাড়া কবায় সে তীবে গিযা আটক হইল,—আব নড়িতে পাবিল না। জাপগণ এই সকল রুষ-জাহাজস্থ সেনাগণকে নিজেদেব জাহাজে তুলিয়া লইলেন।

জলমগ্ন প্রায রুষ-জাহাজ হইতে বহুতব সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণ নৌকায় উঠিযা পলাইয়াছিলেন। ২৮ শে তারিখে টোগো তাঁহাব কয়েকখানা জাহাজ এই সকল হতভাগ্যেব প্রাণবক্ষায় নিযুক্ত কবিলেন। তাহারা যে কত রুষেব প্রাণবক্ষা কবিল তাহাব সংখ্যা হয না। জাপ এই মহা-যুদ্ধে যে স্বর্গীয মহানুভবতা প্রদর্শন কবিলেন, তাহা কোন যুদ্ধেই বোধ হয আব কেহ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। বহু রুষ-সেনা নৌকায় জাপানেব নানা স্থানে গিয়া পড়িল। তাহাদেব দুর্দ্দশাব সীমা নাই;— তাহাবা জাপগণকে অসভ্য জাতি বলিয়াই জানে; অনেকে তাহাদিগকে নবমাংস লোলুপ বলিয়াও শুনিয়াছে। তাহারা তজ্জন্য জাপানেব নানাস্থানে বাধ্য হইয়া উপস্থিত হইয়া ভাবিল যে তাহাদেব প্রাণেব আশা বিন্দুমাত্র নাই; জাপগণ তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়া আহাব কবিবে। এই ভয়ে তাহাবা কোন গতিকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় জাপানেব তীবে উঠিয়া, দরিদ্র জাপানিগণকে দেখিয়া তাহাদেব পদতলে পড়িতে লাগিল। অনেকে জোড় হস্তে রহিল,—অনেকে হেঁট মুণ্ডে ভগবানের

নাম করিতে লাগিল, কিন্তু জাপানিগণ এই হতভাগ্যগণকে অতি যত্নে আশ্রয় দিল। উন্নতমনা জাপগণ তাহাদের চির শত্রুদিগকে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তেমন পৃথিবীতে আর কেহ কখনও করেন নাই!

যখন টোগো রুষ-জাহাজ ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এই সময়ে দূর হইতে ধূম দেখিয়া, তাহাদের নিজেদের জাহাজ ভাবিয়া রুষের এক খানা জাহাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু শীঘ্রই তাহার ভুল বুঝিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। টোগো তাহার দুই খানা জাহাজ ইহার পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা বেলা ৮ টার সময় রুষ জাহাজ ধরিল। জাপগণ রুষদিগকে তাহাদের সেনাপতির আত্মসমর্পণ জানাইয়া আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন;—রুষ-জাহাজও কি উত্তর দিবার জন্য মাস্তুলে নিশান তুলিতেছিল, কিন্তু সহসা নিশান না তুলিয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে জাপানী জাহাজদ্বয় এই রুষ-জাহাজকে জলমগ্ন করিল। এই জাহাজে ৪১২ জন রুষ ছিল,—জাপগণ তাহাদের মধ্যে ৩৩২ জনের প্রাণরক্ষা করিলেন।

সাড়ে তিনটার সময় দুইখানি জাপানী যুদ্ধপোত দেখিল যে দুই খানা রুষ-ডেসট্রয়র পূর্ব্বদিকে পলাইতেছে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাড়া করিল। সাড়ে চারিটার সময় উভয় দলের জাহাজ নিকটস্থ হওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু এ যুদ্ধ ক্ষণিকের জন্য! এক খানা জাহাজ কোন গতিকে পলাইল,—অপর খানার মাস্তুলে শ্বেতপতাকা উঠিল। জাপানী সেনাধ্যক্ষ কতকগুলি সেনা লইয়া রুষ-জাহাজে আসিলেন। তখন তিনি দেখিলেন এই জাহাজে চিরখ্যাত রুষ-নৌসেনাপতি আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি আহত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। জাপগণ অতি কষ্টে তাঁহার জাহাজ সাসিবো বন্দরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর তাহারা অতি যত্নে রুষ-সেনাপতিকে তাঁহাদের হাঁসপাতালে প্রেরণ করিল। জাপানী ডাক্তারের অসীম



যুদ্ধে রুষ-সেনাপতির প্রাণরক্ষা হইল। তখন তিনি তাঁহার সম্রাটকে তাঁহার তাঁহাব নৌবাহিনীর দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন। কয়দিন পবে স্বয়ং টোগো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উভয় সেনাপতির হস্ত মর্দ্দন হইল;—সে মহান দৃশ্য চিত্রকবের তুলিকাব জন্য;—লেখকের লেখনীব জন্য নহে। জাপ-সেনাপতি বিনয়ে বলিলেন, "আপনার ন্যায় বীবেব ও মাননীয় ব্যক্তির উপযুক্ত যত্ন আমাদের এ ক্ষুদ্র হাঁসপাতালে হইতেছে না; তজ্জন্য ক্রটী মার্জ্জনা কবিবেন।" রুষ-সেনাপতি ইহাব উত্তবে কি বলিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বৈকাল ৫ টাব সময় আডমিবাল উরিউ, আব এক খানি রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া তাড়া কবিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পব রুষেব এ জাহাজ খানিও জলমগ্ন হইল। জাপ-জাহাজ রুষগণকে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লইলেন;—যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। রুষ-সেনাপতি সুসিমা সাগবে ৮ খানি ব্যাটেল্‌সিপ, ৯ খানি ক্রুজার, ৩ খানি অপব যুদ্ধপোত, এক খানি সহকারি ক্রুজাব, ৯ খানি ডেসট্রয়ব, ৬ খানি অন্য জাহাজ ও ২ খানি হাঁসপাতাল জাহাজ, মোট এই ৩৮ খানি জাহাজ লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই দুই দিনের মহাযুদ্ধে তাঁহাব ৬ খানি ব্যাটেল্‌-সিপ জলমগ্ন ও বাকি দুই খানি জাপানী হস্তে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ৯ খানি ক্রুজারের ৫ খানি ডুবিয়াছে। সহকারী ক্রুজার খানিও জলমগ্ন হইয়াছে। ছয় খানি অন্য জাহাজের মধ্যে চারিখানি সমুদ্র গর্ভে গিয়াছে; ৯ খানি ডেসট্রয়রের ৫ খানি ডুবিয়াছে; বাকি জাহাজের মধ্যে কয়েকখানা অন্যান্য বন্দরে [illegible] হইতে সক্ষম হইয়াছে,—অন্য সকলগুলিই জাপানী হস্তে পড়িয়াছে।

আড্‌মিবাল এনকুইষ্ট তিন খানি জাহাজ লইয়া মানিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মানিলা আমেরিকার রাজ্য,—তাঁহারা এই তিন রুষ জাহাজ নিরস্ত্র করিয়া আটক রাখিয়াছেন। এক খানা ক্রুজার ও এক

খানা ডেসট্রয়াব ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইয়াছে। এক খানা ডেসট্রয়ার ও দুই খানা অন্য জাহাজ সাংহাই বন্দরে উপস্থিত হওয়ায় চীনেগণ তা[illegible]-দিগকে নিবস্ত্র কবিয়া আটক করিয়াছে।

এই মহাযুদ্ধে প্রায় তিন হাজার রুষ জলমগ্ন হইয়াছে। [illegible]৬১৪৩ জন জাপানী হস্তে বন্দী হইয়াছে! এই যুদ্ধে জাপানিগণ কে[illegible] তিন খানি ডেসট্রয়ব হাবাইয়াছেন;—অন্যান্য জাহাজ রুষেব গোলায় [illegible]ঘাতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদেব বিশেষ কোন ক্ষতি[illegible]দ্ধি হয নাই। তাহাদেব ১১৬ জন প্রাণ দিয়াছে এবং ৫৩৮ [illegible] আহত হইয়াছে। এরূপ যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও হইয়াছে কিনা [illegible] বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সুসিমা যুদ্ধের পরে।

জাপান-সমুদ্র মধ্যে যে মহাজলযুদ্ধ হইল, তাহাব [illegible]মকক্ষ যুদ্ধ আব কখনও হয় নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংবাজ [illegible]-বীব নেল্‌সন ট্রাফলগার যুদ্ধ জয় করিয়া পৃথিবীতে অজয় [illegible] নাম বক্ষা কবিয়া [illegible]গিয়াছেন, এক্ষণে সকলে [illegible]সিমার এ[illegible] যুদ্ধকে দ্বিতীয় ট্রাফল্‌গাব বলিয়া বিবেচনা কবিতে লাগিলেন[illegible] রিপোর্টে লিখি-লেন,—"এই মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষের [illegible] ও বল সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শত্রুগণ তাঁহাদের জন্মভূমিব জন্য [illegible]রূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ কবিয়াছেন, আমার মতে তাহা অতি প্রশংসার [illegible]গ্য। তাঁহাদেব এই

অতুলনীয় বীরত্ব সত্ত্বেও আমাদের ক্ষুদ্র নৌবাহিনী যে এই মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদেব মাননীয় সম্রাটের অগণিত পুণ্যবল। কোন মনুষ্য শক্তিই এই অত্যাশ্চর্য্য জয়লাভ করিতে সক্ষম হইত না। আমাদের সেনামণ্ডলীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক হত ও আহত হইয়াছে; অধিকাংশই রক্ষা পাইয়াছে; তাহাও যেহেতু সম্রাটের পিতৃপুরুষগণেব আত্মা সকল সর্ব্বদা তাহাদিগকে বক্ষা করিয়াছেন;—ইহাব আর অন্য কোন কারণ নাই! যদিও তাহারা সকলেই প্রাণপণ যত্নে ও বীবত্বে এই মহাযুদ্ধ করিয়াছেন তবুও আমাদেব সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণও আমাদের এই রূপ জয় লাভে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।”

ইহার উত্তবে ৩১ শে তাবিখে জাপান-সম্রাট লিখিলেন:—

“আমাদের বণতরি সকল একত্রে এক সঙ্গে কোরিয়া সাগবে শত্রু-অর্ণবপোত সকল আক্রমণ কবিয়া মহা বীরত্বে কয়েক দিন যুদ্ধ কবিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে,—এরূপ আশাতীত ব্যাপাব আব কখনও দৃষ্টিগোচব হয় নাই। আমাদেব নৌসেনা ও নৌসেনাধ্যক্ষগণেব অতুলনীয় রাজভক্তি ও বীরত্বের জন্য আমাদেব পিতৃপুরুষেব আত্মাগণেব সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে। এই যুদ্ধ আজই শেষ হইতেছে না। ভবিষ্যতে বহুকাল ধরিতে চলিবে;—কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আপনাদেব ন্যায় রাজভক্ত, বিশ্বাসী বীবগণ সকল সময়েই জয়ী হইয়া আমাব ও জন্মভূমি জাপানেব মান চিব ঘোষিত ও চির দীপ্ত রাখিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের [illegible] হিনী [illegible] সুদক্ষতা ও অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন [illegible] রণতবি সকল সম্পূর্ণ ধ্বংস কবিয়াছে, ইহাতে আমাদের আশা সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে। আপনাদের কৃতিত্বের আমি যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনাদের উপর আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি।”

জাপানিগণের আনন্দিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল ;—টোগো এত সহজে এরূপ ভাবে যে রুষের বৃহৎ নৌবাহিনী ধ্বংস করিতে পারিবেন, তাহা তিনি কখনও পূর্ব্বে ভাবেন নাই। রুষ-সেনাপতি যে তাঁহাকে এত সুবিধা প্রদান করিবেন, তাহাও তিনি কখনও মনে করেন নাই। তাঁহার কাগজ পত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে অন্ততঃ তাঁহাকে সাত দিন রুষ-নৌবাহিনীর সহিত মহাযুদ্ধ করিতে হইবে! এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার বহু রণপোত ধ্বংস হইবে। [illegible] তিনি জয়ী হইবেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জাপানের নৌবাহিনীব অন্ততঃ অর্দ্ধেক সমুদ্রগর্ভে রাখিয়া আসিতে হইবে ; কিন্তু তিনি একদিনে এই মহা[illegible] জয় কবিয়া দেশে ফিরিলেন। কেবল সামান্য তিন খানি ক্ষুদ্র [illegible]সট্রয়ব জাহাজ মাত্র তাঁহাব নষ্ট হইয়াছে! এরূপ জয় প্রকৃতই বিস্ময়[illegible]। এই জযে জাপানের নগবে নগরে গ্রামে গ্রামে আনন্দোৎসব উ[illegible] হইল। জাপানিগণ রুষেব যে চাবিখানি জাহাজ ধৃত করিয়া তাহাদের সাসি[illegible] বন্দরে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা প্রকৃত পক্ষে বিশেষ কার্য্যক্ষ[illegible] হয় নাই। এই চাবিখানি যুদ্ধপোতের রুষ নাম ছিল ওবেল, প্রথম নিকোলাই, আড্‌মিরাল আপ্রাক্‌সিন ও আড্‌মিবাল সেনিয়াভাইন। জাপগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের নামকরণ করিলেন, ইয়ামি, ইকি, ওকিনসিমা, ও মিসিমা। কোন যুদ্ধপোতের অদৃষ্টে এরূপ পরিবর্ত্তন [illegible] কখনও ঘটিয়াছে কিনা তাহা বলা যায় না।

রুষ-রাজ্যে এই শোকের সংবাদ উপস্থিত হই[illegible] [illegible]াকে যে কিরূপ [illegible] হই[illegible] পাড়িল, [illegible] বলা নিষ্প্র[illegible] [illegible] এরূপ শোনা যায় যে এই লোমহর্ষণ সংবাদে সম্রাট নি[illegible] [illegible]ায় ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। রুষ-রাজধানীতে এই পরি[illegible] সংবাদ ও রুষ-নৌবাহিনীর ধ্বংস বার্ত্তা উপস্থিত হইলে, সমস্ত সম্ভ্রান্ত [illegible] ক্রন্দনের রোল উঠিল ; কারণ রুষের এই সকল যুদ্ধপোতের সেনাধ্যক্ষগণ সকলেই রাজধানীর

প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্ততি ছিলেন,—তাহাদের মৃত্যুতে ক্রন্দনের রোল উঠিবে না কেন!

সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশে এই মহাযুদ্ধের আলোচনা হইতে লাগিল! এই যুদ্ধে রুষের সমুদ্রের উপর ক্ষমতা বহুকালের জন্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল। আবার কত অর্থব্যয়ে ও কতকালে যে রুষগণ যথোপযুক্ত নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহা সম্পূর্ণই ভবিষ্যতের গর্ভে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অপর পক্ষে জাপান প্রাচ্যে প্রধান নৌশক্তি হইয়াছেন। জগতে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিল; এসিয়াখণ্ড এত দিন ইয়োরোপের হস্তে দলিত হইতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই এসিয়ার এক ক্ষুদ্র জাতি মহাপরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইল। শ্বেত জাতিগণ তাহাদের প্রতি ভক্তি করিতে বাধ্য হইলেন।

রুষ-বাহিনীর রণপোত সংখ্যায় জাপ-যুদ্ধপোত অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল সত্য, কিন্তু রুষ-সেনাপতি দক্ষতায় ও যুদ্ধবিদ্যায় কোন অংশেই টোগোর সমকক্ষ নহেন,—যুদ্ধসজ্জায় তিনি জাপ-সেনাপতির নিকট পদে পদে পরাজিত হইলেন। তাহার উপর তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণও জাপের সমতুল্য নহে! রুষ-সেনাগণ যুদ্ধে অনিচ্ছুক, যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ, সর্ব্ব কার্য্যে অপটু, অপরদিকে জাপ-নৌসেনা ও জাপ-নৌসেনাধ্যক্ষগণ জল যুদ্ধে সর্ব্ব প্রকারে সুদক্ষ! এক দিকে শ্যাম্পেন ও ভডকা, মাতলামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা,—অপর দিকে বীরত্ব ও অভূতপূর্ব্ব স্বদেশ প্রেম! কিরূপ স্বদেশ প্রেম, তাহা [illegible] স্বরূপ আমরা নিম্নে একজন [illegible] ধ্যক্ষের পত্র উদ্ধৃত [illegible] জাপানী টরপেডো বোটে ছিলেন এবং নিম্নলিখিত [illegible] র একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন।

"এত দিন যে আমি তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই, সে জন্য হাজার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এখনও আমাদের বল্‌টিক বন্ধু-দিগের জন্য অতিশয় ব্যস্ত রহিয়াছি। সুইরাইডো (টরপেডো বোট)

জাহাজের আমরা যখনই সকলে একত্রে মিলিত হই, তখনই আমাদেব মধ্যে কথা হয় যে রুষেরা কি যথার্থ আসিবে,—না, তাহারা আমাদের হস্ত এড়াইয়া পলাইবে? আমরা কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছি, তাহারা কি তাহা জানে? উত্তব পশ্চিমে মাসাম্‌ফো বন্দর, দক্ষিণে সাসিবো বন্দর, পূর্বে মোজি বন্দব;—এই তিন বন্দরে আমবা শক্রদিগেব জন্য অপেক্ষা করিতেছি,—দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে! তবুও আমবা অপেক্ষা করিতেছি। যখন শক্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন যদি তুমি আর কোন পত্র না পাও, তবে ভাবিও ইহাই আমার বিদায় পত্র। এ জীবনে আব তোমাব সহিত দেখা হইবাব আমি আশা বাখি না, তবে তুমি হযতো আমাকে কখনও কখনও স্বপ্নে দেখিতে পাব। যখন আমার জাহাজ সমুদ্রগর্ভে যাইবে, আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে যা[illegible] তবে ইহাও জানিও অন্ততঃ এক খানা রুষ-জাহাজ আমাদেব অনু[illegible] বিয়া সমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হইবে।

"আমি একবাব নয়—বহুবাব টবপেডো যুদ্ধ দেখিয়াছি,—সে কিরূপ ব্যাপাব তাহা আমি জানি। আমাদেব জাহাজের গায় ছয়টা পর্দ্দা আছে,—সুতবাং আমাদের জাহাজ ডুবিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ সে শক্র-জাহাজেব ৬০ হাত মাত্র দূবে নীত হইতে পারিবে। যদি আমরা শক্র-জাহাজে টবপেডো মারিতে পারি, তাহা হইলে আমরা রুষকিদিগের সঙ্গে সমুদ্র গর্ভে যাইব। আর ইহাব পূর্ব্বেই যদি আমরা রুষ-গোলায় আঘাতিত হই, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে শেষ যে জীবিত [illegible] সে নিশ্চয়ই শক্র জাহাজে টরপেডো চালা[illegible] [illegible] আমরা এই ধবাধাম হইতে অপসৃত হইয়া যাইব। জীবন [illegible] [illegible]এ! জননী জন্মভূমি ও আমাদের মহান সম্রাটের জন্য লড়িতে লড়িতে মৃত্যু অপেক্ষা আর অধিকতর গৌরবান্বিত বিষয় সংসারে আর কি কিছু আছে? সুবিধা না পাওয়ার জন্যই অনেক মহান লোক গোপনে অজ্ঞাত ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমাদের এ তো গৌরবের মৃত্যু! এস আমরা সকলে জাপানের গৌরব রক্ষা করি ও জাপানী নামের সার্থকতা সাধন করি। শত্রুদিগের সহিত সমুদ্রগর্ভে গমন করিলে আমাদের সহস্র কৃষক যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে, তাহাদে কতক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব। তাহারাও দেশের জন্য প্রাণ দিতেছে,—আমরা প্রাণ দিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিব! রুষ-নৌসেনাপতির অধীনে যে কয় খানা ডেসট্রয়র ও টরপেডো বোট আছে, তাহার বহু গুণ অধিক আমাদের আছে। যদি আমাদের ৫।৭ খানি যুদ্ধপোত শত্রুর এক খানাও জলমগ্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাদের ইহা করা কি কর্ত্তব্য নহে?

"পিতা টোগো—এক্ষণে পক্ক কেশ! দিন রাত্রি নীরবে মিকাসা জাহাজে বিচারণ করিতেছেন! তিনি কাহাকে কিছু বলেন নাই, তাহাই আমরা জানি সকলই ঠিক আছে,—আমরাই জয়ী হইব। যখন তিনি যুদ্ধের মধ্যে একবার রাজধানীতে গিয়াছিলেন, তখন কি ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে হয়? কতকগুলি স্কুলের ছেলে তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া তাঁহাকে টানিয়া সম্রাট-প্রাসাদে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়। টোগো পূর্ব্ব হইতে এ সংবাদ পাইয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র কন্যার হস্ত ধরিয়া অন্যপথে পদব্রজে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন! তিনি ছেলেদের উপর কি চালাকি খেলিয়াছিলেন দেখ,—এবারও কি তিনি রুষদিগের উপর সেইরূপ চালাকি খেলিবেন না?

"আমি আজ বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কাজ কর, কাজ কর কাজ কর,—ভবিষ্যৎ [illegible] আমাদের [illegible] যুবকগণের উপরই বিশেষ নির্ভর করেন!"

যেথানে এরূপ অপূর্ব্ব স্বদেশভক্তি, তথায় রুষের জয়ের আশা কোথায়!

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সন্ধির প্রস্তাব।

মুক্‌ডেনের যুদ্ধের পর এই জাপান-সমুদ্রে রুষের পরাজয়ে য়োরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ লোক এ নব-শোণিতপাত প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কেন রুষ হারিলেন, কেন জাপানের জয় হইল, এ সকল তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহেলা করি সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইলেন। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে সন্ধির প্রস্তাব উ হইল। বিশেষতঃ ফরাসিগণ সন্ধির জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা সন্ধির জন্য আ ব্যস্ত নহে। রুষগণ আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন,—তাঁহারা কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের নৌবাহিনী নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থলে তাঁহাদের প্রবল প্রতাপ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই! তাঁহারা দশ লক্ষ সেনা হারবিনে প্রেরণ করিবেন,—পরে ক্ষুদ্র জাপানকে পদদলিত করিবেন,—তাঁহাদের যুদ্ধ সাধ এখনও মিটে নাই;—বরং তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধের জন্য আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—এ অবস্থায় সন্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প।

জাপান সখ করিয়া যুদ্ধ করেন নাই,— প্রাণের দায়ে ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত কা তাহাতে আন্তরিক দুঃখিত, তবে যদি রুষ যুদ্ধ হইতে বিরত না হ তাঁহারাও এখনও বহুদিন প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন,—তাঁহাদের আয়োজনের কোনমতে ক্রুটী নাই। তাঁহারা এক দিকে তাইলিং হইতে হারবিনে রুষ-আক্রমণের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছেন; অপর দিকে

তাঁহারা সাখালিন দ্বীপ অধিকার ও ভ্লাডিভস্টক্ দখলেরও আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছেন ;—কিন্তু জগতের অনেকেই এই নর-শোণিতপাত বন্ধ করিবার জন্য এক্ষণে ব্যগ্র। ইহার মধ্যে আমেরিকা রাজ্যের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সাহেবই সাহসী হইয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি জাপান-সম্রাট ও রুষ-সম্রাট উভয়কেই সন্ধির জন্য অনুরোধ করিলেন। আমেরিকা প্রজাতন্ত্র রাজ্য,—আমেরিকা পৃথিবীতে এখন মহাশক্তি,—আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মান্য কোনও সম্রাট অপেক্ষা কম নহে,—কাজেই তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষার বিষয় নহে। তিনি লিখিলেন :—

"যাহাতে এই ভীষণ নর-শোণিতপাত স্থগিত হয়, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মনে করেন যে সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই মহাসমর স্থগিত হইলে সমস্ত মানবজাতির উপকার। জাপান ও রুষ উভয় সাম্রাজ্যের সহিত আমেরিকার বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং তিনি আশা করেন যে কেবল তাঁহাদের নিজের মঙ্গলের জন্য নহে,—সমস্ত সভ্য জাতির মঙ্গলের জন্য,—রুষ ও জাপানের আর এ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এ মহাযুদ্ধে সমগ্র জাতির সভ্যতা ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই জন্য প্রেসিডেন্ট জাপান ও রুষ-গবর্ণমেণ্টকে সন্ধিস্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের এক্ষণে পরস্পরের সহিত যাহাতে সন্ধি হয়, তাঁহাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রস্তাব যে তাঁহারাই কেবল পরস্পরে ইহার আয়োজন করুন,—অন্য তৃতীয় পক্ষ [illegible] কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিবেন না। উভয় পক্ষ পরস্পর মিলিত হইয়া [illegible] করুন। তিনি আশা করেন যে উভয় সাম্রাজ্য [illegible] হৃত কামনায় তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কোন তৃতীয় [illegible] যে এই সন্ধিস্থাপন ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করেন, তাহা প্রেসিডেন্টের [illegible] নহে ; তবে তাঁহার দ্বারা উভয় পক্ষের যদি কোন সহায়তা হয়, তাহা হইলে তিনি অতি আনন্দের সহিত তাহা

করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার এক মাত্র আন্তরিক ইচ্ছা যে এই দুই মহাসাম্রাজ্যের মধ্যে চিরসন্ধি স্থাপিত হউক।”

সুখের বিষয় উভয় পক্ষই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জাপান-সম্রাট উত্তরে লিখিলেন :—“আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে আমরা ব[illegible] হইয়া এই যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছি। আমাদের প্রাণের ইচ্ছা যে জগতে [illegible]রশান্তি স্থাপিত হউক। এই জন্য যদি আমাদের বিপক্ষ পক্ষ সন্ধিস্থাপন প্রস্তাবে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ আমাদে[illegible] আর কি হইতে পারে! আমবা অতি আনন্দের সহিত আমেরিকাব [illegible] সিডেণ্টেব প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি অদ্য আমাদের বিশ্বস্ত অমা[illegible] ব্যাবন কোমুরা ও তাকাহিরাকে এই সন্ধিস্থাপনের জন্য দূত নিযুক্ত কর[illegible]াম।”

তৎপরে তিনি এই দূতদ্বয়কে লিখিলেন, “তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া তোমাদের এই গুরুতর কর্ত্তব্য [illegible]ম্পাদন কর। যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে চিবসন্ধি স্থাপিত হয়, তোমরা সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর,—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।”

ব্যারন কোমুরা এক জন জাপানেব বিশেষ দক্ষ অমাত্য। ইনি আমে-রিকায় জাপানের রাজদূত ছিলেন; তৎপবে তিনি জাপানের দূত হইয়া রুষ-রাজধানীতে গিয়াছিলেন; তথা হইতে তিনি পিকিনে জাপানের দূত হয়েন; এক্ষণে তিনি জাপানের প্রাদেশিক অমাত্য; সু[illegible]রাং তাঁহাব বিচক্ষণতার উপব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই বি[illegible]ব আস্থা আছে। তাকাহিরা এক্ষণে আমেরিকায় জাপানের রাজদূত [illegible]নও বিশেষ বিচক্ষণ লোক, সুতরাং জাপা[illegible] করিতে [illegible] সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহারা জল স্থলে জয়ী,—তাঁহারা [illegible] [illegible]স্ত নহেন।

রুষ সম্বন্ধে অনেকের অনেক সন্দেহ [illegible] তাঁহারা কত দূর যে এই সন্ধি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন বা করিতে [illegible]রিবেন, সে বিষয়ে অনেকে অনেক সন্দেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুষ-[illegible]াট এ প্রস্তাবে সম্মত

হইলেন।' অনেক পরামর্শের পর তিনি তাঁহার অমাত্য ডি উইটী সাহেব ও ব্যারন রোসেনকে দূত নিযুক্ত করিলেন। উইটী সাহেব নিজ ক্ষমতায় সামান্য কেরাণী হইতে অবশেষে রুষের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষমতার বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। ব্যারন রোসেনও খুব দক্ষ লোক, সুতরাং উভয় পক্ষে যে সন্ধি হইবে, তাহার আশা সকলেই করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সংবাদ মাঞ্চুরিয়ায় উপস্থিত হইলে, উপস্থিত প্রধান সেনাপতি সম্রাটকে তারে জানাইলেন :—

"আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মহাশয়েব প্রস্তাবেব সংবাদ পাইবামাত্র আমি আমার অধীনস্থ সমস্ত সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া এক সমর সভায় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমাব ও আমার সেনাপতিগণের মত আমি সসম্মানে সম্রাটকে বিদিত করিতেছি। আমাদের সকলেরই মত যে যত দিন ভগবান আমাদিগকে জয়ী না কবেন, তত দিন এই যুদ্ধ স্থগিত করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। মুক্‌ডেন ও সুসিমা যুদ্ধের পর আমাদেব এখনও সন্ধির কথা মুখে আনিবাব সময় হয় নাই! শত্রুগণ যুদ্ধ জয়ে উৎফুল্ল হইয়া আমাদিগের নিকট যাহা চাহিবে, তাহা দিবার মত হীন অবস্থা আমাদেব এখনও হয় নাই! এখন সন্ধি করিতে গেলে, আমাদের একান্ত হীন হইতে হইবে। সুসিমার যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলেই দুঃখিত,—কিন্তু আমাদের মাঞ্চুরিয়ার সেনাগণ জাপগণেব উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র ও [illegible] প্রস্তুত। আমাদের এখানে বহু সেনা রহিয়াছে,—এ অবস্থায় ত [illegible] বিশ্বাস যে আমবা শীঘ্রই শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া [illegible] গৌরব রক্ষা করিতে পারিব।"

রুষ-সেনাপতির এই বীরত্বব্যঞ্জক বচন সত্ত্বেও রুষ-দূতদ্বয় জাপ-দূতের সহিত সন্ধির আলোচনার জন্য আমেরিকায় যাত্রা করিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উভয় পক্ষকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,—তথায়ই

এই সন্ধির আলোচনা হইবে, কিন্তু যুদ্ধ স্থগিত হইল না,— যুদ্ধ আবার ঘোর পরাক্রমে আরম্ভ হইল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সাখালিন দ্বীপ।

সন্ধির জন্য উভয় পক্ষ সম্মত হইলেও যুদ্ধ স্থগিত হইল [illegible] প্রকৃতই উভয় পক্ষে সম্মত হইয়া সন্ধি হইবে কিনা, তাহা কেহই [illegible] পারেন না। কাজেই উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন সমভাবে [illegible] লাগিল। জাপান সাগরে জলযুদ্ধে জিতিয়া জাপানিগণ কাল [illegible] না [illegible] সাখালিন দ্বীপ অধিকারে অভিযান করিলেন।

সাখালিন দ্বীপ জাপানের ঠিক উত্তর পূর্ব্বে স্থাপিত। ইহার পরি[illegible] প্রায় আমাদের লঙ্কা দ্বীপের সমান। জাপান ও এই দ্বীপের মধ্যে কেবল একটী সামান্য প্রণালী আছে মাত্র; কাজেই এই দ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতে জাপান-সাম্রাজ্যেরই একাংশ বলিয়া সকলের নিকট [illegible] ছিল; কিন্তু এই দ্বীপ গভীর জঙ্গলে পূর্ণ,—ইহাতে কেবল [illegible] জাতির বাস,—তজ্জন্য জাপানের পূর্ব্বতন সম্রাটগণ এই দ্বী[illegible] বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। সাখা[illegible] ক্রুরূপ [illegible] সম্পত্তি নহে, এই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রুষগণ সাইবিরিয়ার [illegible] প্রান্তে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, ভ্লাডিভস্টক বন্দর স্থাপন [illegible]রিলেন। এই সময়ে কাপ্তেন নেভেলস্কয় এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তি[illegible] ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং এই

দ্বীপ প্রদর্শন করিয়া এক স্থানে কেবল মাত্র ছয় জন রুষকে রাখিয়া আসি-লেন। পর বৎসর এই দ্বীপের আর এক স্থানে কয়েক জন রুষ উপ-নিবেশ স্থাপন করিল। এইরূপে ধীরে ধীরে রুষ এই দ্বীপ গ্রাস করিয়া বসিলেন। তখন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাপান বাধ্য হইয়া রুষের ক্ষুদ্র কুরাইল দ্বীপ লইয়া এই সাখালিন দ্বীপ রুষিয়াকে দিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাতে যে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন, তাহা তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন না। সাখালিন দ্বীপে যে কেবল বহু মূল্যবান কাষ্ঠাদি ছিল তাহা নহে, এই দ্বীপে অনেক খনিজ আকর ছিল। এই দ্বীপকে বিশেষ যত্ন করিলে, ইহা শীঘ্রই এক সুন্দর রাজ্যে পরিবর্ত্তিত হইবে। রুষগণ এ সম্বন্ধে যত্নের ক্রটী করিলেন না,—তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই দ্বীপে তিনটী নগর স্থাপন করিলেন, খনিজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন,—ব্যবসা বাণিজ্যেরও দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। রুষ তাঁহাদের বহু শত কয়েদী ক্রমান্বয়ে এই দূর দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই দ্বীপে সর্ব্বসমেত ৩৩ হাজার লোক বাস করিতেছিল; ইহার মধ্যে ২৯ হাজার রুষ,—অপর সমস্তই আইনু নামক বন্য জাতি।

জাপানিগণ সুবিধা পাইলেই যে সাখালিন দ্বীপ অধিকার করিবার চেষ্টা পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ২৪ শে জুন তারিখে ইয়োকোহামা বন্দরে কতকগুলি জাহাজে জাপ-সেনা উঠিতে লাগিল। সেনাপতি হারাগুচি ইহাদের সেনাপতি হইয়া চলিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা কেহই জানিতেন না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে [illegible] কাটাওকার অধীনে [illegible] প্রেরিত [illegible] সহিত ২ খানি ব্যাটেল্‌সিপ, ৭ খানি ক্রুজার, ৩ খানি গানবোট [illegible] ৩৬ খানি টরপেডো বোট সাখালিন দ্বীপের করসাকোভস্ক নামক সহরের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল।

করসাকোভস্ক সাখালিন দ্বীপের একটী প্রধান বন্দর; সুতরাং জাপ-গণ ভাবিয়াছিলেন যে এই সহর রক্ষা করিবার জন্য রুষগণ নিশ্চয়ই ইহার

সম্মুখস্থ উপসাগর "মাইনে" পূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই জন্য জাপ-সেনাপতি অতি সতর্কতার সহিত এই সমুদ্রে জাহাজ চালন করিতে লাগিলেন। ৭ই জুলাই জাপানী জাহাজ এখানে উপস্থিত হইলে, কতকগুলি জাপ-টরপেডো বোট ও ডেস্‌ট্রয়র মাইন তুলি অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহারা সমুদ্র মধ্যে কোন মাইন দেখিতে পাইল না। তখন কতকগুলি নৌসেনা তীরে নামিয়া, এক উচ্চ পাহাড়ের উপরে জাপানের জয়পতাকা প্রোথিত করিল। দুই প্রহরের সময়ে জাপ-সেনাগণ তীরে নামিতে আরম্ভ করিলে, জাপ-নৌসেনাগণ ফিরিয়া জাহাজে আসিল!

করসাকোভস্কের কিছু দূরে জাপ-সেনা তীরে অবতীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে জাপ-জাহাজ সহরের সম্মুখে আসিল। তখন রুষগণ তাহাদের দুর্গ হইতে জাপানী জাহাজের উপর গোলা চালাইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের একটী গোলাও জাপানী জাহাজে পতিত হইল না। ইতিমধ্যে জাপ সেনাও পশ্চাৎ হইতে রুষগণকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। তখন রুষগণ এই সহরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া পলাইল,—তাহাদের চারিটী কামান জাপ হস্তে পতিত হইল।

রুষগণ সরোযফ্‌কা নামক স্থানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু ৮ই জুলাই জাপগণ তাহাদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিল; পরে তাহারা ভ্লাডিমিরফ্‌কা নামক স্থানে পলাইল। ১০ই জুলাই জাপগণ রুষদিগকে এই স্থান ও ইহার নিকটস্থ সকল স্থান হইতেও বিতাড়িত করিল। পরি-শেষে তাহারা ড্যালিন নামক স্থানে গমন করি[illegible] এই থানে রুষ-সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল আলেক্‌জিক ছিলেন; [illegible] [illegible]নে বিশেষ প্রতিরোধ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এ স্থানটা রুষের একটী দুর্ভেদ্য স্থান ছিল; এখানে রুষদিগের হস্তে ছোট বড় ৩২টা কামানও ছিল। ৫০০ শত রুষ-সেনা ও প্রায় হাজার সখের সেনাও সমবেত হইয়াছিল; সুতরাং জাপদিগকে ১১ই ও ১২ই

জুলাই রুষদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইল। এই স্থানের চারিদিকে গভীর বন ছিল; সেই বনেব ভিতর প্রবেশ করিবার বিন্দুমাত্র পথ ছিল না। কাজেই জাপানিগণ অধিক সেনা এই স্থান আক্রমণে আনয়ন করিতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল; তাঁহারা এই স্থান একেবারে ঘেরিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের জন্য তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য সফল হইল না। রুষগণও অপর পক্ষে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক স্থানে [illegible] জন জাপ-সেনা রুষদিগের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ৪০ জন হত হইল; বহু কষ্টে অবশেষে ১২ই তাবিখের রাত্রে জাপগণ এই স্থান দখল কবিলেন। রুষের অনেক হত ও আহত জাপ হস্তে পতিত হইল,—অনেক রুষ জাপ হস্তে বন্দীও হইল।

কিন্তু দুই শত রুষ নিকটস্থ জঙ্গলে আশ্রয় লইল; তাহারা বহুক্ষণ লড়িয়া অবশেষে দুটা কামান ফেলিয়া পলাইল! এই ঘটনার চারিদিন পরে কর্ণেল আলেক্‌জিফ্ ২০০ শত রুষ-সেনা সহ জাপানী শিবিরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে আহত ছাড়া ৪০৭ জন রুষ এই ব্যাপাবে জাপানী হস্তে বন্দী হইল। এতদ্ব্যতীত করসাকোভস্কেব শাসনকর্ত্তা সদলে জাপানেব হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহাকে, তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচাবী ও তাঁহাদের পরিবার মোট ১৬৩ জন, ২৭ জন স্ত্রীলোক, ৩৫টী বালক বালিকাগণকে জাপগণ ইয়োকোহামায় প্রেরণ কবিলেন। জাপানী গভর্ণমেণ্ট [illegible] চিরপ্রথানুসারে ইহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ফবাসী প্রতিনিধির [illegible] প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধের প্রথম হইতেই তাঁহারা কখনও সৌজন্য [illegible] অপর কাহাকেও আটক করিয়া রাখেন নাই;—তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে রুষের বন্ধু ফরাসী রাজ্যের প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকৃতই কোন যুদ্ধেই জাপানের ন্যায় সুসভ্য প্রথায় আর কোন জাতিই কখনও যুদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই।

ডালিন অধিকৃত হইলে, সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ একরূপ জাপানের দখলে আসিল, কিন্তু তাহাতে এ প্রদেশের যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারে মিটিল না। রুষগণ ছোড়ভঙ্গ হইয়া গিয়া নানা স্থানে আড্ডা লইয়া জাপগণের সহিত লড়িতে লাগিল। জুনাইচা নামক স্থানে কতকগুলি রুষ সমবেত হইয়াছিল; তাহারা দুই ঘণ্টা লড়িয়া অবশেষে ১২৩ জন আত্মসমর্পণ করিল। আর এক স্থানে ৩০ শে আগষ্ট তারিখে জাপগণকে কতকগুলি রুষের সহিত পাঁচ ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইল,—পাঁচ ঘণ্টার পর তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। এই পলায়নের পর হইতে সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ জাপানের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন হইল।

২৪ শে জুলাই জাপগণ এই দ্বীপের উত্তরাংশ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। এই অংশেই এই দ্বীপের রাজধানী আলেকজ্যাণ্ড্রোভস্ক অবস্থিত; এখানে এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা রুষ-রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। এটীও একটী বন্দর, কিন্তু ইহার নিকটে আলকোভা ও মুগাতি নামে আরও দুইটী বন্দর ছিল। জাপানী জাহাজ সকল ২৩ শে জুলাই এই বন্দরের সম্মুখীন হইল, তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা সমুদ্র বক্ষে মাইন অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—কিন্তু কোন মাইন দেখিতে পাইল না। তখন জাপগণ তিন দিক হইতে এই স্থান আক্রমণ করিল।

২৪ শে জুলাই জাপগণ এক সঙ্গে আলেকজ্যাণ্ড্রোভস্ক, আলকোভা ও মুগাতি এই তিন বন্দরই এক সময়ে আক্রমণ করিল। আলকোভায় ২০০০ রুষ-সেনা ছিল, কিন্তু জাপানী যুদ্ধপোতের গোলায় তাহারা আর তিষ্ঠিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিল। মু... ...তে জাপগণ ৪০,০০০ টন কয়লা পাইলেন। এদিকে আলেকজ্যাণ্ড্রোভস্কে রুষগণ কিয়ৎক্ষণ লড়িয়া পলাইল; তাহারা কোন স্থানই জ্বালাইয়া দিবার সময় পাইল না।

রুষগণ হটিয়া গিয়া রিকফ্ নামক স্থানে আশ্রয় লইল। এই স্থানে তাহাদের ৫০০০ সেনা ও ছোট বড় ১২টা কামান ছিল। রুষগণ এখানে

যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিল। জাপানিগণও নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না; তাহারা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রুষের অনুসরণ করিলেন।

রিকফ্ নামক স্থানের উত্তরে ভীষণ জঙ্গলময় দুর্ভেদ্য পাহাড়শ্রেণী। যদি রুষগণ একবার এই স্থানে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কিছুতেই দূর করা যাইবে না। এই জন্য জাপগণ তাহাদের কতকগুলি সেনা রিকফের উত্তরে পাঠাইয়া দিলেন। রুষগণ যুদ্ধে হারিয়া উত্তরে পলায়নের চেষ্টা পাইলে, তাহারা তাহাদের প্রতিরোধ করিবে;—এ দিকে দক্ষিণ হইতেও জাপগণ রুষদিগকে আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

২৬ শে তারিখে উত্তরের জাপদল উত্তর হইতে রিকফ্ আক্রমণ করিল, কিন্তু রুষগণকে পরাজিত করিতে পারিল না,—হটিয়া আসিল। ২৭ শে তারিখে দক্ষিণের জাপ-সেনাও আসিয়া পড়িল; তখন উত্তর দক্ষিণ দুই দিক হইতে জাপগণ রিকফ্ আক্রমণ করিল। রুষগণ অতি ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দুই দিন যুদ্ধের পর তাহারা রিকফ্ পরিত্যাগ করিয়া আর উত্তর দিকে যাইবার সুবিধা না পাইয়া দক্ষিণ দিকে পালিও নামক স্থানে পলাইল। জাপগণ কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল; এই স্থানে আবার ভীষণ যুদ্ধ হইল। রুষ-সেনার অধিকাংশই হত হইল,—অবশিষ্ট ৫০০ জাপহস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু তখনও অনেক রুষ-সেনা পলাইতেছিল,—স্বয়ং গভর্ণর বহু সেনা সহ পলাইতেছিলেন; কিন্তু জাপগণও তাঁহাদিগকে ছাড়ে নাই,—তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। ২৮ শে তাহারা কতকগুলি রুষকে বিধ্বস্ত করিল, ২৯ শে রুষ-গভর্ণর সদলে ওনোর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ২৪ শে হইতে ২৯ শে পর্য্যন্ত তাঁহার দল ক্রমান্বয় পলাইতেছে,—তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট রসদ ও মালপত্র আছে সত্য, কিন্তু আহতগণের আর কষ্টের পরিসীমা নাই! ৩১ শে প্রাতে একজন রুষ-সেনাপতি শ্বেতপতাকা উড়াইয়া জাপানিদিগের নিকট আসিলেন। রুষ-গভর্ণর জাপ-সেনাপতিকে

লিখিলেন ;—"তাঁহার সঙ্গের আহতগণ বড় কষ্ট পাইতেছে, এজন্য তিনি আশা করেন যে দয়াপরতন্ত্র হইয়া জাপগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।"

জাপ-সেনাপতি উত্তরে লিখিলেন :—"গভর্ণমেণ্টের যে কোন সম্পত্তি রুষদিগের সঙ্গে আছে, তাহা সমস্তই এবং গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় যে কোন কাগজ পত্র আছে, তাহা জাপ হস্তে প্রদান করিতে হইবে। যদি রুষ-গভর্ণর এ প্রস্তাবে ৩১ শে তারিখের দশটার মধ্যে সম্মত হন, ভালই,—নতুবা তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ চলিবে।" ৩১ শে রুষগণ জাপানী প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গভর্ণর জেনারেল লিয়াপুনফ, ৭০ জন সেনাধ্যক্ষ এবং ৩২০০ রুষ-সেনা সহ জাপহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই যুদ্ধ সাত দিন চলিয়াছিল এবং জাপগণকে একশত মাইল পথ রুষের অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ ব্যাপার ঘটিবে বলিয়াই জাপগণ সাখালিনে অনেক অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন,—ইহারা না থাকিলে, সাখালিন দ্বীপ এত শীঘ্র জয় হইত না। জাপগণ এই দ্বীপ জয় করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না ; তাঁহারা চারিদিকে রাজ্য শাসনের নানা সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে সাখালিন দ্বীপ আর তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে না ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঘটিল না।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সাইবিরিয়ার দুই প্রান্তে।

সাখালিন অধিকৃত হইলে জাপানিগণ ভ্লাডিভস্টক্ অবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহুদিন হইতে ইহার বন্দোবস্ত হইতেছিল। জাপগণ চারিদিক হইতে রুষের এই দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন।

ভ্লাডিভস্টকের উত্তরে রুষের আমুর প্রদেশ ; এখানে আমুর নদীর মুখে নিকোলাস্ক নামক রুষের বিশেষ বর্দ্ধিষ্ঠ বন্দর ও সহর। জাপগণ স্থির করিয়াছিলেন যে সাখালিন দখলেব পরেই তাঁহারা রুষের এই বন্দর অধিকার কবিয়া এখানে সেনা অবতীর্ণ করিবেন ; তাহার পর উত্তর হইতে গিয়া ভ্লাডিভস্টক আক্রমণ করিবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেনাপতি ওয়ামা মুকৃডেন হইতে বহু সেনা ভ্লাডিভস্টকের দিকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা পশ্চিম হইতে এই দুর্গ আক্রমণ করিবে। দক্ষিণ দিক হইতেও সিওল ও জেনসেন হইতে জাপ-সেনাগণ ভ্লাডিভস্-টকেব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র হইতে নিশ্চয়ই টোগো স্বয়ং আসিয়া ভ্লাডিভস্টকের ইহলীলা শেষ করিবেন।

জাপগণ সুবিধা পাইবামাত্র যে রুষেব এই দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ কবিবেন, রুষের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাস হইতেই এ দুর্গ আরও অধিকতর দুর্ভেদ্য কবিতে-ছিলেন। ইহা পোর্টআর্থার অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য হইয়াছিল। দুর্গের আট মাইল দূব হইতে তিন লাইন দুর্গ চারিদিকে স্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে চারি লাইনও আছে। সমুদ্র মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তাহাব উপবও নানা দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভ্লাডিভস্টকে ৮৫ হাজার রুষ-সেনা আছে ; ইহাদেব সহিত দুই হাজার কামান ও ৪ লক্ষ বন্দুক আছে। এখানে রুষগণ যে পবিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দুই বৎসরেও শেষ হইবে না ! জাপানি-গণ কত দিনে ও কি প্রকাবে এই ভীষণ দুর্গ অধিকাব করিবেন, জগতেব লোক তাহারই আলোচনায় ব্যগ্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানিগণ হামজেং পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। প্রায় ৩০ হাজাব রুষ ভ্লাডিভস্টক্ ও তুমেন নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছে। জাপ-সেনাপতি হাসিগাওয়া বহু সেনা লইয়া তুমেন নদীব

এ পারে আছেন,—রুষগণ আব সাহস করিয়া অগ্রসব হইতে পারিতেছে না। হাসিগাওয়া এত দিন শত্রুগণকে প্রতিবন্ধক দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন; এক্ষণে রুষের নৌবাহিনী জাপান সাগবে ধ্বংস হইলে, তিনি বুঝিলেন যে এক্ষণে তাঁহাব ভ্লাডিভস্টকেব দিকে অগ্রসব হইবাব সময় আসিয়াছে, তজ্জন্য তিনি আব কালবিলম্ব না কবিয়া তুমেন নদী পাব হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। পশ্চিম হইতে ওয়ামাব সেনাও ভ্লাডিভস্টকেব নিকটস্থ হইল। এদিকে আড্‌মিবাল কাটাওকা সাখালিন জয়েব পরে সাই-বিরিয়াব পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত আমুব প্রদেশে দেখা দিলেন। তিনি একটা বন্দবে এক খানা রুষ-জাহাজ বাজেয়াপ্ত কবিলেন,—পবে আব এক বন্দবে গিয়া অনেক বন্দুক ও গুলি বারুদ লইয়া, অবশেষে তিনি জাপ-যুদ্ধপোত সকল ল. আমুব নদীর মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

সা[illegible]য়াব এক প্রান্তে এই ব্যাপাব ঘটিতেছিল,—অপব প্রান্তে মাঞ্চুরিয়া ও সাইবিবিয়াব সন্ধিস্থলে হাববিনেব নিকট [illegible] হইতেছিল, তাহাই বলিব। রুষগণ তাইলিং হইতে বিতাড়িত হইয়াছে; কুবোপাট্‌কিন নিম্নপদস্থ হইয়াছেন,—এখন বৃদ্ধ লিনিভিচ রুষ-সম্রাটেব এ প্রদেশেব প্রধা[illegible] সেনাপতি হইয়াছেন। তিনিই এক্ষণে পলাতক রুষগণকে হাব বিনে[illegible]দিকে লইয়া যাইতেছেন।

তাইলিংয়েব পশ্চাতে কাইযুয়ান নামক ৩০ মাইল বিস্তৃত সমতল ভূমি। ইহাব মধ্যস্থলে তাইলিং হইতে ২৩ মাইল দূরে কাইযুয়ান নগব। [illegible]হার পব হইতেই ক্রমান্বয়ে পাহাড়শ্রেণী; রুষেব বেল এই উচ্চ স্থানেব উপর দিয়া ববাবব চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে চাংতু ষ্টেষণ; এখানে প্রায় ২০ হাজাব লোকেব বাস। ইহা ছাড়াইয়া রুষের এক বৃহৎ ষ্টেষণ; ইহাব নাম কুনজুলিনা। ইহাব পর বেল লাইন হারবিনে উপস্থিত হইয়াছে।

জাপানিগণ তাইলিং পর্য্যন্ত রুষগণকে যেরূপ তাড়াইয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে ততদূব আর ব্যগ্রতা প্রকাশ কবিলেন না। তাঁহারা লিওযাং ও

মুক্‌ডেন দুই স্থানেই রুষগণকে বেষ্টন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুই বারই তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ইহা জাপ-সেনাপতিগণের অবিবেচনা বা জাপ-সেনার সাহসের অভাবে যে ঘটিয়াছে, তাহা নহে। রুষ-সৈন্য যে পরিমাণ বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কথনই ওয়ামার চারিলক্ষ সেনা বেষ্টন করিতে পারে না,—ছয় লক্ষ লোকেও চারিদিকে এক শত মাইল বিস্তৃত সেনা সম্পূর্ণ বেষ্টন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এক্ষণে রুষ-সেনা আরও বিস্তৃত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে,— তাহাদিগকে বেষ্টন করা আরও কঠিন হইয়াছে।

মুক্‌ডেনে এরূপ ভীষণ ভাবে পরাজিত হইয়াও রুষগণ পরাজিত নহে; এখনও প্রায় তিন লক্ষ রুষ-সেনা হারবিনের দিকে রহিয়াছে,—তাহাদের সঙ্গে পাঁচ শতের অধিক কামানও আছে; সুতরাং জাপগণ তাইপিং হইতে বাহির হইয়া প্রথম কাইয়ুয়ান দখল করিলেন; তৎপরে হইতে ১০ দূরও অগ্রসর হইয়া চাংতুও অধিকার করিলেন। রুষগণ কি হইয়াছে . . এই দুই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল,—তখন জাপ হইতে আর অগ্রসর হইল না। সেনাপতি ওয়ামা এই সকল স্থানে পাকা হইয়া বসিয়া হারবিনে রুষ-সেনার শেষ লীলা খেলার অবসান করিবার আয়োজন করিতে লাগিয়াছেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

হারবিনের নিকট যুদ্ধ।

সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাপানিগণের রুষের কথার উপর কোন আস্থা ছিল না। তাঁহারা জানিতেন খুব সম্ভব সন্ধি হইবে না,—

তাঁহাদিগকে আবার যুদ্ধ কবিতে হইবে। এই জন্য এবার হারবিনে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহারা মহা আয়োজন করিতেছিলেন।

এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানেব ছয় দল সেনা আছে। তাঁহাদের বামদিকে জাপানের ৪র্থ সেনাদল সেনাপতি নগির অধীনে [illegible]াছে। তাহার দক্ষিণে ওকুর দ্বিতীয় সেনাদল,—তাহার পর সেনাপতি নজুর তৃতীয় সেনাদল, তৎপরে কুবোকির প্রথম সেনাদল। তাইলিংয়ের উত্তরে চাংতু পর্য্যন্ত এই সকল জাপানী সেনাদল বিস্তৃত হইয়াছিল; তাহাদের আবও দক্ষিণে মুক্‌ডেন হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে কায়ামুরা সসৈন্যে উপস্থিত আছেন। এতদ্ব্যতীত কোরিয়ার উত্তবে তুমেন নদীর ধার হইতে সেনাপতি হাসিগাওয়া বহু সেনা লইয়া ভ্লাডিভস্টকের দিকে অগ্রসর হইতে[illegible]। এতদ্ব্যতীত আড্‌মিরাল কাটাওকার জাহাজে সেনাপতি হার[illegible]না লইয়া সাখালিন দ্বীপ অধিকাব করিয়াছেন,—এক্ষণে ভিভি[illegible] ও [illegible]দল লইয়া আমুব নদীর মুখে অবতীর্ণ হই[illegible]ন।

জাপা[illegible]তন সেনাদল গঠিত হইতেছে। তাহা[illegible] দিনেব পর দিন যুদ্ধবিস্তার[illegible]বপক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যে জাপানের ৭ দল সে[illegible]ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক দলে প্রায় এক লক্ষ [illegible]না আছে। মুক্‌ডেনে[illegible] পর যুদ্ধক্ষেত্রে স[illegible] লক্ষ জাপানী সেনা [illegible]সিয়াছে; আরও তিন দ[illegible] প্রস্তুত হইে[illegible],—তাহারাও শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিবে; সুতরাং রুষগণকে [illegible] শেষ পরাজিত করিবার জন্য জাপান অন্ততঃ দশ লক্ষ সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

এই দশ লক্ষ জাপ-সেনাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রুষের এক্ষণে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সেনা আছে। লিনিভিচ প্রধান সেনাপতি হইয়া এই সকল পলাতক সেনাগণকে আবার সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিলেন। কুরোপাট্‌কিন এক্ষণে রুষের এক নম্বর সেনাদলের সেনাপতি হইয়াছেন; তাঁহার এই পদ অবনতিতে সকলেই দুঃখিত;—অন্যে হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিত, কিন্তু তিনি এ অবমাননাতেও দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রহিলেন। রুষের মধ্যে তিনি যে এক জন মহাবীর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রুষের ৩ নং সেনাদলের সেনাপতি বিল্ডারলিং মুকডেনের যুদ্ধে বিচক্ষণতা প্রদর্শন রিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তিনি পদচ্যুত হইলেন; তাঁহার স্থলে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সেনাপতি বাতিয়ানফ্ নিযুক্ত হইলেন। কুলবার্স পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয় সেনাদলের সেনাপতিই রহিলেন!

রুষিয়া রাজ্যে চারিদিকেই একরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইহা সত্বেও রুষিয়া হইতে ধারাবাহিকরূপে সেনা ও রসদ আসিতেছে; সুতরাং বৃদ্ধ লিনিভিচ যে শীঘ্রই অন্ততঃ ৪।৫ লক্ষ রুষ-সেনা হারবিনের নিকট সমবেত করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এপ্রেল মাসের প্রথম হারবিনের পূর্ব্বে ও তাইলিং হইতে ১০০ মাইল পশ্চিমে গানজুলিং নামক স্থানে রুষ-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে গণ চাংতুতে ক[illegible]য়াছে। উভয় দলের সেনা অগ্রবর্ত্তী হই[illegible] লইতেছে,—[illegible] ধ্যে সামান্য যুদ্ধও ঘটিতেছে,—কি[illegible] পক্ষেরই ইহ[illegible]তে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে না। কায়ামুরা হারবিনের দিকে আরও ৫০ [illegible] অগ্রসর

২৪ শে [illegible] প্রল সেনাপতি [illegible] বহু সেনা চাং আক্রমণে [illegible] রিলেন;—ভী[illegible] ল, কিন্তু রুষগণ জাপগণকে পর[illegible]ত করিতে পারে[illegible] —তাহারাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল,—যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের দুই শত মৃতদেহ পতিত রহিল,—জাপানি-গণের ৩৮ জন হত ও আহত হইল।

১লা মে জুলু যুদ্ধের বাৎসরিক দিন। গত বৎসর এই দিবসে জাপ সেনা জুলু যুদ্ধে প্রথম রুষদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আজ এই ১লা মে তারিখে জাপ-সেনাগণ এক মহোৎসব করিল। মৃত বীরগণের জন্য পিতৃপূজা ও বীরপূজা মহাসমারোহে সমাহিত হইল;

তাহার পর আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হইল। থিয়াটার, সং, যাত্রা প্রভৃতি নানা ব্যাপারে জাপানিগণ একেবারে আমোদে মাতিয়া গেল। সকলেই জানেন যে জাপানিদিগের ন্যায় এমন আমোদপ্রিয় জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জাপানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে কেবলই হাসি; তাহাদের দেখিলে বোধ হয় যে দুঃখ কি তাহা তাহারা কখন জানে না, অথচ তাহারা অতি দরিদ্র জাতি! এ যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহাদের আমোদপ্রিয়তা, চির সরল বাল্যভাব যায় নাই! তাহারা সকলে বালকের ন্যায় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন হইল।

আজ জাপ-শিবির জাপানিগণ কতকটা জাপানে পরিণত করিয়াছে। সেই জাপানী কাগজের [illegible] নানা রংয়ে চারিদিক প্রফুল্লিত করিয়া ঝুলিতেছে—জাপ-সেনাগণ শিবির নানা রংয়ের কাগজের ফুলে সাজাই- [illegible] ক জাপানী নিশান উড়িতেছে। এই দূর মাঞ্চুরিয়ার [illegible] যাসাধ্য নিজ দেশের সমতুল্য করিয়া তুলি[illegible] ই নকল [illegible] একেবারে আমোদে অঙ্গ ঢালিয় [illegible] [illegible] বর্ণনা আমরা পূর্ব্বে [illegible] তাহার [illegible] বন্দুক যথাস্থানে রাখিয়া আমোদে [illegible] র্ব্বকালের এ[illegible] সামুরাই [illegible] আসি[illegible] জাপ-সে[illegible] জ থাকি পো[illegible] নাই;—[illegible] [illegible] বর্ম [illegible] ধারণ করিয়াছে;— [illegible] পূর্ব্ব[illegible] [illegible] ছে। বিস্কুটের বাক্সের টিনে বর্ম [illegible] হইয়াছে,—[illegible] গাছের তরবারি গঠিত হইয়াছে,—জাপান [illegible] হইয়াও প্রাচীন [illegible]

তাহার [illegible] হইল। এক স্থানে কুস্তি, এক স্থানে জাপানী জুজু[illegible], এক স্থানে [illegible] বিলাতি ঘুসাঘুসি চলিতে লাগিল। সকলেই প্রাণপণে বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল! হাজার হাজার